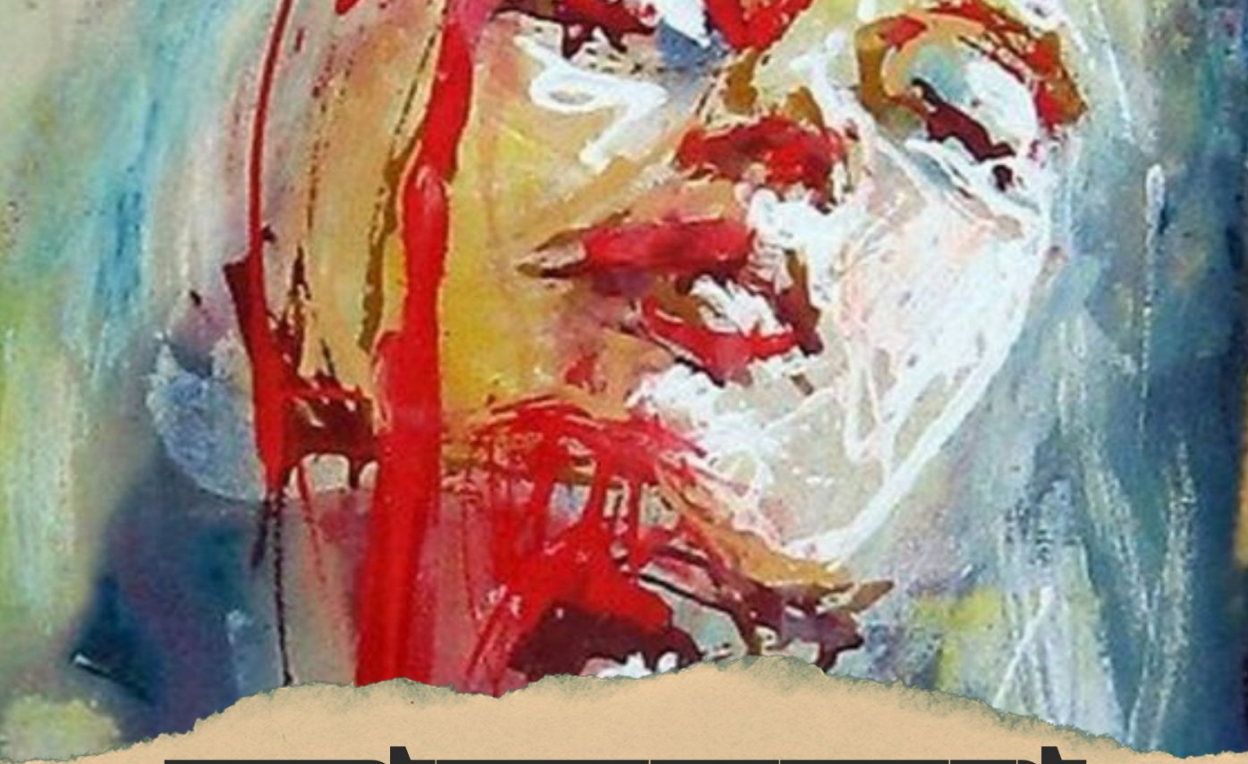

আত্মহত্যা

শেখ আবদুল হাকিম

BanglaBook.org

দুই পর্ব একত্রে

বাংলাবুক.অর্গ

সেবা রহস্য

আত্মহত্যা

দুইখণ্ড একত্রে

শেখ আবদুল হাকিম

পেশাদারী চোর–রাজা। বাহাদুরি করে শোনাল বাটপার
পোকাকে মিস্ বিলকিসের গলার হার চুরি করবে সে।
সৃষ্টি হলো উত্তেজনা। এল গোপী। ছিনিয়ে নিল
ওরা বিলকিসের আড়াই লাখ টাকা দামের হীরের জড়োয়া।
দেখা দিল কাঁটা। হত্যা করল ওরা বিলসিকের ভাবী-স্বামীকে
তারই চোখেব সামনে। কেঁপে উঠল আর্তচিৎকারে
আকাশ-বাতাস। শিউরে উঠল মধ্য রাত্রি।
দেখা দিল ক্রোধ। চালা হলো চাল। সৃষ্টি হলো চরম
উত্তেজনা। এল বেঁচু। জমাট হলো ভয়। এল লাল। কেঁপে
উঠল আত্মা। এল মোমেন ডাক্তার। শিউরে উঠল শরীর।
আর এল পৃথিবীর বিস্ময়কর দুই চরিত্র–চাকু ও রাক্ষুসী-মা।
শুরু হলো হত্যা। শুরু হলো হিংস্রতা। বইল রক্ত স্রোত।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

রোমাঞ্চোপন্যাস

আত্মহত্যা

(দুইখণ্ড একত্রে)

শেখ আবদুল হাকিম

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সেবা প্রকাশনী

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্বঃ লেখকের

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৭০

দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২০০৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ রনবীর আহমেদ বি

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্সঃ ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ATMAHATTYA
A Thriller Novel
By: Sheikh Abdul Hakim

বত্রিশ টাকা

আত্মহত্যা-১ ৫–৮৬
আত্মহত্যা-২ ৮৭-১৭৬

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

আত্মহত্যা-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭০

এক

সেদিন সৌর-রাজের দাপটে মেঘেরা সব দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। সময়টা গ্রীষ্মকাল। উত্তপ্ত বাতাসের সর্বাঙ্গে চড়াও হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে ধুলো আর ধুলো। চোত মাসের প্রখর রৌদ্র-দগ্ধ কাঠফাটা দুপুর।

এশিয়ান হাইওয়ের একটা অংশ মীরপুর রোড। রোডের শেষ মাথায় আধভাঙা নড়বড়ে লোহার একটা পুল। পুলের ওপারে নয়ারহাটের বাস-স্ট্যান্ড। বাস-স্ট্যান্ডের পাশেই বুড়ো কসম আলীর বেড়া-ঘেরা হোটেল। হোটেলও বটে, চা-খানাও বটে। আবার মদ-তাড়িও মউজুদ থাকে। ঘটনার সূচনা হলো এখানেই। সেই ঘটনা, যা একাধারে কুৎসিত, ভীষণ, বিস্ময়কর এবং করুণ।

কয়েক মিনিট বাকি, বেলা একটা। রঙচটা একটা মোটর গাড়ি কসম আলীর হোটেলের পাশে এসে দাঁড়াল। গাড়িটার ছাদের রঙ হলুদ, বাকিটা কালো। ধুলোমাখা পুরনো গাড়িটার ভিতরে দু'জন লোক। দু'জনের একজন, সিদ্দিক মিয়া, ব্যাক-সিটে হেলান দিয়ে ঘুম মারছে।

পোকা, গাড়ির ড্রাইভার, দেখতে গোলগাল। ঘন ভুরুর নিচে অস্থির ছটফটে বড় বড় দুটো চোখ। নাকের ওপর একটা আঁচিল। কদমছাঁট। নোংরা খাকি শার্ট আর খাকি ঢোলা প্যান্ট পরনে। ধাঁধানো রোদের দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো কুঁচকে গাড়ি থেকে নামতে নামতে গালি দিল ও, 'শালার গরম! গতরটাকে কাবাব বানিয়ে দিলে বানচোত!'

আসল কথা, কাল রাতে দু'তিন কলস তাড়ি গিলেছে পোকা। চামড়ার নিচে চর্বি, মাংস, রক্ত সব টগবগ করে সেই থেকে ফুটছে। তার ওপর এই গরম। পোকা ভুগছে বড়।

গাড়ি থেকে নেমে ঘুমন্ত সিদ্দিক মিয়ার দিকে চোখ ফেলে দাঁড়াল ও। থমথমে হয়ে উঠল ওর মুখ। তারপরই ঘাড় ফিরিয়ে পা বাড়াল হোটেলের দরজার দিকে।

বুড়ো কসম আলী টুলে বসে মাছি মারছে। ঠাস ঠাস টেবিলে চাপড় মেরে। বুড়োর বুড়ি থলথলে বুকে আতিপাতি করে ঘামাচি খুঁজে খুঁজে টিপে টিপে মারছে। বুড়ো-বুড়ি ছাড়া হোটেল খালি। গোমড়া-মুখো পোকা দু'জনার কারও দিকে না তাকিয়ে ভিতরে ঢুকেই বলে উঠল, 'রুটি, তাড়ি আর গরু আনো

BanglaBook.org

চাচী, জলদি।'

বুড়ো কসম আলী পেট মোটা একটা মাছির ওপর থেকে চোখ তুলে প্রথমে পোকা, তারপর বুড়ির দিকে তাকাল। বুড়ি পানিভরা একটা ডাগর ঘামাচির উপর থেকে আঙুল সরিয়ে থলথলে বুকে কাপড় চাপা দিয়ে প্রথমে বুড়ো, তারপর পোকার দিকে তাকাল। পোকা ঘাম মুছছে লোমশ হাতের। বুড়ো-বুড়ির চোখাচোখি হলো আবার। তারপর দু'জনেই উঠে দু'কোণে চলে গেল।

বুড়ো গেল মাটির কলস থেকে জগে তাড়ি ঢালতে। বুড়ি উনুনের পাশে নোংরা মিটসেফের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চামচ দিয়ে চটা ওঠা টিনের পিরিচে গরুর মাংস তুলতে তুলতে বুড়ি বলল, 'হ্যাঁরে পোকা, এমন গরমে ওসব গিলিস কেমন করে তোরা!'

বুড়ো জগ-ভর্তি তাড়ি আর এক গ্লাস পানি পোকার টেবিলে নামিয়ে রেখে ফোক্‌লা গালে বলে উঠল, 'রাতে বাপু একফোঁটা ঘুমুতে পারিনি গরমের ঠেলায়।'

কথাটা বলে পোকার দিকে তাকায় বুড়ো ভাল করে। তারপর বলে, 'তা তাড়ি কি খাওয়া ভাল এই গরমে, দেশী মদ থাকতে! দেব নাকি পোকা, দাম কিন্তু বাপু ওই সাড়ে সাত টাকা।'

'এই বুড়ো, চুপ যা বলছি, পটাতে হবে না আমাকে,' খেঁকিয়ে উঠল পোকা।

বুড়ো চোখ পিটপিট করতে করতে ফিরে এল। বুড়ি রুটি আর মাংস পোকার টেবিলে রেখে নিঃশব্দে দূরে সরে গিয়ে বসল একটা টুলে।

ঢকঢক করে খানিকটা তাড়ি গলায় ঢেলে জগটা নামিয়ে রাখল পোকা। শার্টের হাতায় মুখ মুছে রুটি আর মাংস পুরল মুখে।

পোকা টাকার দুশ্চিন্তায় দিশেহারা হয়ে আছে। গোপী তাড়াতাড়ি কোন একটা উপায় করে উঠতে না পারলে মুশকিলে পড়বে তারা। শেষ পর্যন্ত হয়তো, পোকা ভাবল, একটা ব্যাঙ্কের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে টাকার জন্যে। ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কের ব্যাপারে সাহসের চেয়ে ভয়ই বেশি পোকার। আগেও ভেবেছে তারা ব্যাঙ্ক লুঠ করার কথা। সে রাজি হয়নি অবশ্য। কাজটা বড় কঠিন, আর ধরা পড়ার ভয় ষোলো আনা। পুলিস যেন উন্মাদ প্রায় হয়ে ওঠে খবর পেয়ে। ঝামেলা পোহাতে জান বেরিয়ে যাবার যোগাড় হয়।

পোকা জানালা দিয়ে গাড়ির সিটে ঘুমন্ত সিদ্দিক মিয়ার দিকে একবার তাকাল। আবার ভার হয়ে উঠল ওর মুখ। গাড়ি চালানোর কাজ ছাড়া লোকটা বেকার, কোনই কাজের নয়। এ লাইনের ধাত অনুযায়ী বয়সটা সিদ্দিক মিয়ার একটু বেশি। দু'বেলা খাওয়া জুটলে পড়ে পড়ে ঘুমানো ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই ওর। গোপী আর তার ওপরই সব দায়। কোথা থেকে যোগাড় হবে টাকা তা ওদের দু'জনকেই খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? কোথা থেকে?

'আরেকটা রুটি চাচী।'

পোকার খিদে মিটছে না যেন। পয়সা কম থাকলে শালার পেটটাও

বেয়াড়াপনা শুরু করে, চোঁ চোঁ করে খিদেয়।

বুড়ি একটা রুটি পোকার বাসনে রেখে বলল, 'গাড়িতে কেরে? খাবে না?'

পোকা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'দরদ থাকলে যা না, বিনে পয়সায় খাইয়ে দে!'

বুড়ি সুড়সুড় করে আবার টুলে গিয়ে বসল। পোকা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখল, ঝক্করমার্কা একটা পুরনো ফোর্ড তাদের গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সেটা থেকে মোটা একজন লোক নামল।

রাজা! পোকা দ্রুত ভাবল, রাজা এদিকে কেন?

একটু পরেই হোটেলের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল রাজা। পোকাকে দেখে জিভ আর টাকরা সহযোগে শব্দ করল–টট্! বলল, 'কেয়া বাত, ওস্তাদ? মোলাকাত নেই বহুত দিন। মালপানি কামাচ্ছ ঠাটসে–আঁ?'

'কচু।' পোকা মুখ বাঁকিয়ে যোগ করল, 'গরমের চোটে গায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, ওস্তাদ।'

রাজা শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পোকার টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল।

রাজা আর পোকার পেশাগত ধর্ম একই। জাত আলাদা। রাজার ভাও খানিকটা বেশি। ধূর্ত, ভয়ানক ধূর্ত ওই লোকটা। ডাকাতদেরকে খবরাখবর সাপ্লাই করা থেকে শুরু করে ছোঁ মেরে অ্যাটাচী কেস ছিনিয়ে ভেগে পড়া, সবই করে ও। পোকার খাওয়া দেখতে দেখতে মুখের ঘাম মুছছে ও। বলল, 'গুলি মারো গরমকে, ওস্তাদ। সত্যি করে বলো তো ধান্দা কেমন চলছে?'

'কসম ওস্তাদ, সাত দু'গুণে চোদ্দ দিন স্রেফ হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছি। চাঁদির একটা টাকা দেখতে পেলেও এখনি পকেট থেকে বেরিয়ে আসবে হাত দুটো। কিন্তু টাকা কেন, সিকি আধলিও চোখে পড়ছে না শালার। রেসের অমন তাগড়া তাগড়া ঘোড়াগুলোও যেন হেরে যাবার জন্যে পোঁ ধরেছে আজকাল। ইনকাম না হলে ভুখ-হরতাল, বিশ্বাস করো ওস্তাদ।'

রাজা হঠাৎ নিচু স্বরে গোপন তথ্য ফাঁস করল যেন। বলল, 'ঘোড়া? এই তো সাত কথার এক কথা, গোলাম মাস্টার বাজি মারবে, মাইরি বলছি।'

'গোলাম মাস্টার! দূর!'

'আমার মাথা খাও ওস্তাদ, কথাটা যেন দু'কান না হয়। গোলাম মাস্টারই। না হয়েই যায় না। হাজার টাকার আশিটা বান্ডিল দিয়ে খরিদ করে এনেছে ওটাকে। বাতাসের আগে ছুটবে ব্যাটা। দেখতেও যেন ঠিক…সত্যি কি বলব ওস্তাদ, দেখতে যেন ঠিক ঝড়…না, ঠিক তুফানের মত!'

কথা খুঁজে না পেয়ে রাজা ঘোড়াটাকে 'তুফানের মত' বলে চালিয়ে দিল। পোকা তার কথায় মজল না দেখে বুড়ো কর্মী আলীর দিকে চেয়ে রাজা বলল, 'ভাত দে, খাসি দে আর ভাজি দে এক প্লেট।'

'মালপানির বড় অভাব, ওস্তাদ।' পোকা গালভরা রুটি চিবুতে চিবুতে

BanglaBook.org

যোগ করল, 'ধান্দার কোন লাইন বাতলাও দেখি?'

রাজা পোকার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। 'না, ধান্দার কোন খবর পাচ্ছি না ক'দিন থেকে। পেলে একশোবার জানাব। মাপ আর ওজন তোমার সাথে মেলা চাইত? মাপে মাপে মিলে যায় তেমন কাজ নেই হাতে। তবে, ওস্তাদ, আমি একটা জবর মালদার কাম পেয়েছি আজ রাতের জন্যে। খোদ শরীফ চৌধুরীদের আঁতে থাবা মারব। সাড়ে পাঁচ হাজার পাব আমি। আর বিলাতি বোতল যে ক'টা পেটে ঢালতে পারি, ওস্তাদ!'

'কে? শরীফ চৌধুরীকে চিনলাম না তো।'

টেবিল চাপড়ে রাজা চেঁচামেচি করে বলে উঠল, 'তুমি দেখছি ওস্তাদ দুনিয়াই চেনো না! বলি, কুকুর-বিড়ালও ওদের নাম-ডাক শুনেছে, আর তুমি শোনোনি! আরে, চৌধুরীদের টাকার গুদোম-ঘর আছে! শরীফ চৌধুরী নিজেই জানে না, কত টাকা আছে ওদের। লোকে বলে, হাজার কোটি টাকা আছে ওদের শুধু ব্যাঙ্কেই।'

'পোকা ঢকঢক করে পানি খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'আর, ওস্তাদ, আমার পকেটে মাত্তর আড়াইটা টাকা এখন। মাইরি, একেই বলে ভাগ্য! তা, শরীফ চৌধুরীর খবরটা শোনাও।'

'শরীফ চৌধুরী নয়, তার মেয়ে। খোদার কসম, সুচিত্রা সেনও ফেল, ওস্তাদ! জোর করে নয়, খোশামদ করে যদি ওই পরী ওর পা দুটো হাত দিয়ে ছুঁতে দেয় আমাকে, মিথ্যে করে বললে মাথায় বাজ পড়বে আমার, তাহলে ফকির বনে গিয়ে জঙ্গলে চলে যাব। ধান্দা ছেড়ে দেব, মাইরি।'

শরীফ চৌধুরীর মেয়েকে নিয়ে পোকা মাথা ঘামাল না। ও বলল, 'বড়লোকদের মেয়েরা অমন সুন্দরী হয়ই। ওরাই তো ডজন ডজন ছোঁড়াদের মাথা খায়।'

রাজা আপত্তি প্রকাশ করে বলল, 'আরে না ওস্তাদ, না।' শরীফ চৌধুরীর মেয়ে বিলকিস চৌধুরী ডজন ডজন দুলালদের মাথা খায়নি। দুলালরা যদি নিজেদের মাথা নিজেরই খেয়ে থাকে তাহলে সে কি করবে? সে স্রেফ একজনেরই মাথা খেয়েছে, আর তার সাথেই ওর বিয়ে হবে। এই বিয়ে পাকা করার জন্যেই শরীফ চৌধুরী একটা ভোজ দিচ্ছে। আবার আজই মেয়ের জন্মদিন। এই ভোজে নাচ-গান হবে তুমুল, ইংরেজি বাজনা বাজবে, লোক আসবে মেলা। আর শরীফ চৌধুরী মেয়ের গলায় ঝুলিয়ে দেবে একটা হীরে বসানো দু'লাখ টাকা দামের হার—বুঝলে ওস্তাদ? দু'লাখ টাকার গলার হার!'

পোকা একটা বক সিগারেট ধরাল। রিং করে ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভোজটা কোথায়, ওস্তাদ?'

'বিলকিস চৌধুরী থাকে সাভারে। কিন্তু ভোজ হবে ঢাকার মগবাজারের চৌধুরী ভিলায়। চৌধুরী ভিলায় জন্মেছে কিনা, তাই। বাড়ির তো অভাব নেই, সব জায়গায় বড় বড় বাড়ি আছে—থাকবেই তো।'

BanglaBook.org

পোকা কথার পিঠে কথা পেড়ে সহজভাবে জানতে চাইল, 'গলার হারটা বুঝি গলাতেই থাকবে?'

রাজা অবাক কণ্ঠে বলল, 'তুমি কি, ওস্তাদ! অমন সাত-রাজার ধন একবার গলায় চড়ালে কেউ আবার তক্ষুণি খোলে?'

বুড়ো কসম আলী খাসির মাংস, ভাত আর ভাজি নামিয়ে রাখল টেবিলে। রাজা হাত-মুখ না ধুয়েই এক টুকরো মাংস মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বলল, 'ভোজ শেষে বিলকিস চৌধুরীকে সাভারে পৌঁছে দিয়ে আসবে আখতার চৌধুরী। আখতার চৌধুরীর সাথেই বিয়ে হবে কিনা।'

'গলায় তখনও হারটা থাকবে?'

রাজা ভাতের গ্রাস মুখে নিয়ে একটা কাঁচা মরিচ দাঁত দিয়ে কামড়ে বলল, 'কেন থাকবে না! একশোবার থাকবে।'

পোকা রাজার খাওয়া দেখতে দেখতে আবার প্রশ্ন করল, 'চৌধুরী ভিলা থেকে কখন সাভারে যাবে ওরা?'

'ভোজ শেষ হলেই যাবে, এগারোটা-বারোটা বাজতে পারে। কিন্তু···!' রাজা হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে পোকার দিকে চমকে উঠে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল সে ওর দিকে। তারপর সন্দিগ্ধ গলায় বলে উঠল, 'অত খবরে তোমার কাজ কি, ওস্তাদ?'

'দূর, এমনি।' পোকা রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে ঘাম মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল, 'সাভারে শুধু বিলকিস চৌধুরী আর আখতার চৌধুরী যাবে? আর কেউ না, ওস্তাদ? শরীফ চৌধুরী?'

'না।'

রাজা হাত ভর্তি তরকারি মাখা ভাত বাসনে নামিয়ে রাখল। পোকার দিকে শঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে সে। হঠাৎ নরম গলায় বোঝাতে চাইল পোকাকে, 'দ্যাখো ওস্তাদ, তুমি আমার মাথা খাও, ওই দু'লাখ টাকার হারের কথা দিলে ঠাঁই দিয়ো না। সামলাতে পারবে না, ভণ্ডুল করে ফেলবে সব। তোমাদের কাজ নয় এটা, কসম বলছি। আমি তোমাদেরকে অন্য কোন ধান্দার খবর পাইয়ে দেব, কিন্তু দ্যাখো ওস্তাদ, চৌধুরীদের হারটাকে নিয়ে ঝামেলা কোরো না, মাপ চাইছি।'

পোকা হাসল রাজার দিকে তাকিয়ে। রাজার মনে হলো, তার সামনে একটা নেকড়ে নিঃশব্দে মুখ বাঁকিয়ে হাসছে।

পোকা চেয়ার ছাড়ল। 'চেল্লাচেল্লি কোরো না, ওস্তাদ। আর ছোট কথাও বাদ দাও। আমরা জানি, কোন্ কাজ সামলাতে পারি আর কোনটা সামলাতে পারি না। আচ্ছা, ভাগি ওস্তাদ। ধান্দার খবর পেলে জানাবে কিন্তু, তোমার কসম রইল, মাইরি।'

রাজা ঘাবড়ে গেছে পোকার হাবভাব দেখে। মরিয়া হয়ে বলে উঠল সে, 'হঠাৎ যেন তাড়াহুড়ো করে চলে যাচ্ছ? কেন?'

BanglaBook.org

পোকা মিটিমিটি হেসে বলল, 'সিদ্দিক মিয়া গাড়িতে ঘুমাচ্ছে, জেগে উঠলেই পয়সা খরচ করে খাওয়াতে হবে ওকে। তাই পালাচ্ছি, ওস্তাদ।'

বুড়ো কসম আলীকে পয়সা দিয়ে রাজার দিকে আর না তাকিয়েই হোটেল থেকে বেরিয়ে এল পোকা। দ্রুত চিন্তা করছিল ও—দু'লাখ টাকা দামের হার! উপায় করা যায় না ওটা বাগাবার? চোরের ওপর বাটপাড়ি করাটা তেমন কিছুই নয়, প্রশ্ন হচ্ছে গোপীকে নিয়ে। গোপীই সব। এখন সে যদি আপত্তি না করে, কেল্লা ফতে।

গাড়িতে ফিরে এসে পোকা আর একটা সিগারেট ধরাল। মাথার ভিতরে দ্রুত চিন্তাজাল তৈরি হচ্ছে। হারের কথা শহরের সব ওস্তাদের কানে ঢুকবেই, খুনোখুনি শুরু হবে ওটা বাগাবার জন্যে। গোপী সাহস হারাবে না তো?

পোকা সিদ্দিক মিয়ার গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিল। 'ওঠো না এবার, এই মরা! ঘুমাতে এতই যদি ভাল্লাগে তবে গোরস্থানে কবর দিয়ে আসি চলো!'

সিদ্দিক মিয়া চোখ মেলে চাইল। লোকটার বয়স প্রায় পঞ্চাশ। শরীর এখনও ভেঙে পড়েনি অবশ্য। শুধু কাজ না থাকলে ঘুম পায় তার। বলিষ্ঠ, পেশীবহুল, লম্বা চেহারা। পোকার দিকে তাকিয়ে সিটের ওপর ভাল করে বসল। বলল, 'খেতে যাব না আমরা, পোকা?'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে নির্বিকার গলায় জানাল পোকা, 'খাওয়া হয়ে গেছে আমার।'

'আমার?'

'যাও, পয়সা থাকলে খাও। আমি এক পয়সাও দিচ্ছি না আর।'

হাই তুলল সিদ্দিক মিয়া। কোমরের বেল্ট শক্ত করে নিল। তারপর আর একবার হাই তুলতে তুলতে বোঁচা নাকটা ঘষতে লাগল। একটু পরে পোকাকে বলল, 'মন্দা কেন যাচ্ছে বল্ তো, পোকা? মালপানির এমন অভাব আর সয় না, বাপু। বেশ তো চলছিল, হঠাৎ এমন বাঁজা হয়ে গেলাম কেন সব? কি ভাবছি জানিস, পোকা?'

'কি?'

'মীনাকে নিয়ে গোপী বড় বাড়াবাড়ি করছে। ওই ছুঁড়ীই মাথা খেয়েছে ওর। সারাদিন জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে দরজা বন্ধ করে। আরে বাপু, ধান্দা না দেখে মীনাকে নিয়ে মেতে থাকলে পেট শুনবে?'

উত্তর না দিয়ে গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিল পোকা। সিদ্দিক মিয়ার কথাটা মিথ্যে নয়, ভাবল ও। গোপীর কাছ থেকে সকালে আসার সময় সেও দেখেছে। দেখে অবশ্য রোজই। বাজারের একটা মেয়েকে নিয়ে এমন মাতলামি করা সত্যিই উচিত হচ্ছে না গোপীর। এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। ধান্দার কথাও ভাবতে হবে, তা না হলে হাতে-পায়ে খিল ধরে যাবে, পেটও শুনবে না। সে আসলে এই ধান্দার লাইনেও আছে, ড্রাইভারী করে রোজগারের লাইনেও আছে। মাসে ছয়শো করে টাকা দিতে হয় গাড়ির

BanglaBook.org

মালিককে। প্যাসেঞ্জার সে প্রায় ওঠায়ই না গাড়িতে। তার কোন দরকারও পড়ে না। গোপীর সাথে পরিচয় তার বছর দেড়েক থেকে। সেই থেকেই গাড়িতে প্যাসেঞ্জার ওঠানো বাদ দিয়েছে সে। গোপী আলতু-ফালতু লোক নয়, ওস্তাদও বটে। ওর সাথে ধান্দার লাইনে পা দিয়ে বেকুবই হয়ে গিয়েছিল পোকা প্রথমে। মাসে ছ'শো টাকা মালিককে দিলে হাতে তেমন কিছুই থাকত না তার আগে, খাওয়া-পরাটা মিটে যেত কোনরকমে। কিন্তু গোপীর সাথে ধান্দার লাইনে এসে সে দেখল, ছ'শো টাকা রোজগার একমাসে নয়, এক ঘণ্টাতেও হয়। তবে জোঁকের মত লেগে থাকতে হয়। সন্ধান করতে হয় খবরের। সুযোগ তৈরি করে নিতে হয়। আর বেপরোয়া সাহস থাকা চাই এ লাইনে। ভয় তো পায়ে পায়ে ছায়ার মত লেগে থাকে, কিন্তু ভয়কে পা দিয়ে মাড়িয়ে চলা চাই।

গোপী থাকে হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে। হোটেলটা সদরঘাটে। অতদূর যাবার ধৈর্য নাই পোকার। ধানমণ্ডির একটা চাইনিজ বারের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ও। সিদ্দিক মিয়াকে বসতে বলে বারের ভিতরে ঢুকল।

চুয়াং-ওয়াং বারের কাউন্টারের এক কোণে ফোন। পোকা পয়সা দিয়ে ডায়াল করল। অপরপ্রান্তে আনন্দময়ী হোটেলের ম্যানেজারের গলা শোনা গেল। পোকা গোপীকে ডেকে দিতে বলল। তারপর বেশ কিছুক্ষণের বিরতি। গোপী ফোনের অপরপ্রান্তে এল। নীরস কণ্ঠে বলল, 'কে?'

'শোন্ দোস্ত, বাজিমাত!' পোকা চাপা কণ্ঠে বলে উঠল। 'ধান্দার খবর পেয়েছি, মাইরি। জবর খবর!'

'আরে! বল না, ঝুলিয়ে রাখছিস কেন খামোকা?'

'দু'লাখ টাকা দামের একটা গলার হার, দোস্ত! ইচ্ছে করলেই বাগাতে পারি! মালদার শরীফ চৌধুরীর বেটী আজ রাতে ওই হীরের হার গলায় দেবে। হোনেওয়ালা স্বামীর সাথে আজ রাতে বেটী মগবাজারের চৌধুরী ভিলা থেকে রওনা হবে সাভারের দিকে। বুদ্ধু রাজার কাছ থেকে পাকা খবর আমদানি হয়েছে! কেমন হবে? তোর কি মনে হয়, মাইরি?'

গোপী যেন জীবিত হয়ে উঠল একপলকে। 'দু'লাখ টাকার হার! শরীফ চৌধুরীর মেয়ে? তার মানে, বিলকিস চৌধুরী?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেমন হবে দোস্ত?'

গোপীর উত্তেজিত গলা শোনা গেল, 'আরে, তোর কি মাথা বিগড়ে গেছে। দেরি কিসের? দেরি করছিস কেন? চলে আয়, পোঁ পোঁ করে ছুটে চলে আয়। ফন্দি বের করতে হবে না একটা?'

'গোপী জিন্দাবাদ! এক্ষুণি আসছি, দোস্ত।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে বার থেকে বেরিয়ে এল পোকা। সিগারেট বের করে ধরাল একটা। উত্তেজনায় হাত দুটো কাঁপছে ওর। ও ভাবছিল, এখন শুধু ঠাণ্ডা মাথায় কাজটা করাই যা বাকি। গোপী যখন মেতেছে, তখন হারটা তাদের

BanglaBook.org

হাতেই এসে গেছে ধরে নেয়া যায়। তার মানে? তার মানে–টাকা, টাকা আর টাকা, তারা টাকার ওপর বিছানা পেতে শোবে। দু'লাখ! দু'লাখ টাকা পোকা জীবনে চোখেও দেখেনি। যাক, সুযোগ তাহলে সত্যি একটা এলো।

পোকা গাড়িতে এসে উঠল। সিদ্দিক মিয়া আবার ঘুমিয়ে পড়েছে সিটে হেলান দিয়ে। তাকে ধাক্কা মেরে উঠিয়ে পোকা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এই মড়া, গোপীর সাথে ফোনে রেসের ঘোড়া কেনার কথা পাকা করে ফেললাম, বুঝলে?'

'রেসের ঘোড়া! কি বললে, রেসের ঘোড়া?'

'হ্যাঁ, রেসের ঘোড়া একটা কিনলে আমাদের মালপানির আর টান পড়বে না।'

সিদ্দিক মিয়ার ঘুমের রেশ ঘুচে গেল। চোখ বড় বড় করে সে দেখল পোকাকে। পোকা তাকাচ্ছে না। একমনে গাড়ি চালাচ্ছে। সিদ্দিক মিয়া বিস্মিত গলায় বলে উঠল, 'টাকা কোথায় পাবে অত?'

' কালকে তোমার পকেটেই পাব।'

'আমার পকেটে!'

পোকা বলল, 'তোমার পকেটে, আমার পকেটে, গোপীর পকেটে। সবার পকেটেই কাল টাকার বান্ডিল থাকবে, বুঝলে মিয়া।'

সিদ্দিক মিয়া হাঁ করে তাকিয়ে আছে। লোকটা কি শেষ অবধি টাকার অভাবে পাগল হয়ে গেল?

মগবাজার। চৌধুরী ভিলা।

পোকা চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা ফোল্ডিং চেয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চৌধুরী ভিলার উঠানে বিরাট জায়গা জুড়ে ঝালর ঝুলিয়ে ঘেরা হয়েছে। ভিতরে এবং বাইরে সুবেশী মানুষ ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। পোকা মেরাপের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সন্দিগ্ধ মনে। মেরাপের খোলা প্রবেশ-পথ দিয়ে ক্ষণে ক্ষণেই তার চোখ দুটো ভিতর পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। মীনা গোপীর একটা সুট বের করে দিয়েছিল, সেটাই পরে এসেছে পোকা। কিন্তু পুরনো সুট, তাও আবার সুটকেসে দুমড়েমুচড়ে পড়ে ছিল। চৌধুরী ভিলার অতিথি-অভ্যাগতদের পোশাক-আশাক দেখে ভিরমি খাবার দশা হয়েছে তার। সকলেই খুব ব্যস্তভাবে আনাগোনা করছে, সেটাই একমাত্র ভরসা পোকার। কেউ যদি হঠাৎ তার দিকে খেয়াল দেয় তাহলে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে, এ ব্যাপারে পোকার কোন সন্দেহ নেই। তাই এই অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ও।

ইংরেজি ব্যান্ড পার্টি বাজনা বাজাচ্ছে। কান পাতা দায়। ঘড়ি দেখল পোকা। সাড়ে দশটা বাজে। ঝালর ঘেরা জায়গাটার ভিতরে তাকাল ও। প্রবেশ-পথের কাছে ক্যামেরা নিয়ে উদ্‌গ্রীবভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন লোক। হয়তো খবরের কাগজের লোকই হবে ওরা, ভাবল পোকা। চোখে

BanglaBook.org

চোখে রেখেছে ও লোকগুলোকে। কেননা বিলকিস চৌধুরীকে সে চেনে না। ক্যামেরাম্যানগুলো যখন ফটো তুলতে শুরু করবে, তখন চিনে নেবে সে সুন্দরীকে। লোকগুলো ওই সুন্দরীর জন্যেই অপেক্ষা করছে নিশ্চয়।

কিন্তু গোপী এখানে এলেই ভাল করত, ভাবল পোকা। গা বাঁচিয়ে সে রয়ে গেল বাইরে গাড়ির ভিতরে সিদ্দিক মিয়ার সাথে। সব কাজেরই বিপজ্জনক ভাগটা পোকাকে দিয়ে সারতে চায় গোপী। ছেড়ে দেবে সে এই দল। হীরের হারটা বেচে যে টাকা পাবে তাই তার জন্যে যথেষ্ট। একটা গাড়ি কিনবে। এখন গাড়ি চালায়, তখন মালিক হয়ে গাড়ি ভাড়া দেবে। আর একটা তাড়ির দোকান করবে ও। নিজে বসবে না দোকানে। লোক লাগিয়ে চালাবে। সে নিজে একটা দল বানাবে। দরকার নেই তার গোপীকে। অমন দশটা সুন্দরী মেয়ে রাখবে সে ঘরে, মীনা আর কি এমন?

চিন্তাজাল অকস্মাৎ ছিন্ন হলো পোকার। ইংরেজি বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। ব্যস্ত সমস্ত ভাবটা হঠাৎ বেড়ে উঠল অভ্যাগতদের মধ্যে। ক্যামেরাম্যান ক'জন ছুটোছুটি করে ভিতরে ঢুকে গেল।

উজ্জ্বল স্পট-লাইট জ্বলে উঠল মেরাপের ভিতরে। পোকা দেখল অপূর্ব, আশ্চর্য এক যুবতীকে। বিলকিস চৌধুরী! চিনতে এতটুকুও বেগ পেতে হলো না পোকার। পথ ছেড়ে দিচ্ছে সকলে। বিলকিস চৌধুরী আর একজন সুঠামদেহী দীর্ঘাকৃতি যুবক ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে অভ্যাগতদের টেবিলের পাশ দিয়ে। তাদের হাসিতে মুক্তো ঝরছে। পোকার দম বন্ধ হবার যোগাড়।

ববছাঁট চুল এবং শুভ্র মুখটা শুধু দেখতে পেয়েছে পোকা। ওর মনে হলো, জীবনে এমন সুন্দরী মেয়ে আর সে কখনও দেখেনি। সুন্দরী মেয়ে দেখেছে সে বহু, তাদের সবকিছুই বিলকিসের মধ্যে আছে, আছে আরও অনেক বেশি।

পায়ের উপর ভর দিয়ে এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাতে লাগল পোকা আর একপলক দেখবার আশায়। কেন যেন ধকধক করছে ওর বুকটা। হীরের হারের কথা বেমালুম ভুলে গেছে ও। ঘাম বেরুচ্ছে কপালে।

বহু চেষ্টার পর আর একবার মুহূর্তের জন্যে বিলকিসকে দেখতে পেল পোকা। মুখটা অবশ্য নয়, গলা থেকে বুক পর্যন্ত। ঝলসে গেল চোখ জোড়া। স্পট-লাইটের উজ্জ্বল আলোয় ভাসছে বিলকিস। হীরের উপর সেই আলো পড়ে ঝিলিক মারছে। এদিকেই এগিয়ে আসছে বিলকিস আর সেই সুঠামদেহী যুবক। এই যুবকটাই তাহলে আখতার চৌধুরী। এর সাথেই তাহলে বিয়ে হবে বিলকিসের। যুবকটিকে অবশ্য বেশ খানিক আগে দেখেছিল পোকা। বিলাতি টানছিল একদল যুবকের সাথে। বড়লোকদের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। ওরা মদও খায় বাপ-চাচা-শ্বশুরের সামনে।

আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। বিলকিস আর আখতার চৌধুরী এগিয়ে আসছে এদিকেই। ওদেরকে ঘিরে এগোচ্ছে বাবু সাহেব আর বিবি সাহেবাদের দল। পোকা দ্রুত পায়ে গেটের দিকে এগোল।

BanglaBook.org

বাড়ির পিছন দিকের রোডে অপেক্ষা করছে গোপী আর সিদ্দিক মিয়া। পোকা ফিরে এল ওদের কাছে। গাড়ির ব্যাক-সিটে উঠে বসে গোপীকে বলল, 'এক মিনিটের ভিতরেই ওরা রওনা দেবে বলে মনে হচ্ছে।'

'যাওয়া যাক। আমরা আধ মাইলটাক আগে বেড়ে থাকব,' গোপী সিদ্দিক মিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল। 'মীরপুর ব্রিজ পর্যন্ত পিছু পিছু যাব আমরা। ওভারটেক করব ব্রিজের ওপারে গিয়ে।'

গাড়িতে স্টার্ট দিল সিদ্দিক মিয়া। পোকা সিগারেট ধরাল একটা। তারপর পিস্তলটা কোমর থেকে বের করে সিটের উপর রাখল।

'গলায় হার আছে তো?' গোপী কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল।

পোকা বলল, 'আছে। চোখ ঝলসে দিয়েছে আমার! বেটী কড়া মাল…!'

'হয়েছে!'

গম্ভীর গলায় ধমক মেরে থামিয়ে দিল গোপী পোকাকে। পোকার চেয়ে গোপী লম্বা, রোগাও পোকার চেয়ে। তাই বলে গায়ের জোর কারও চেয়ে গোপীর কম নয়। তা ছাড়া গোপী কাবু করে ফেলে ওদেরকে চোখের দৃষ্টিতে। ক্ষুরের মত ধার ওর চোখে।

আধ মাইলটাক এসে রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা সরে এসে দাঁড় করিয়ে রাখল সিদ্দিক মিয়া গাড়ি। গোপী বলে উঠল, 'নেমে দেখো ওদের গাড়ি আসছে কিনা।'

পোকা পিস্তল তুলে নিল হাতে। গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার দিকে চলে গেল। এতোদূর থেকেও শোনা যাচ্ছে ব্যান্ড-পার্টির বাজনার শব্দ। নির্জনপ্রায় রাস্তা। আলোকিত। পোকা অপেক্ষা করছে। মিনিট পাঁচেক পর দেখা গেল একটা গাড়ি আসছে হেড-লাইট জ্বেলে। বেশ জোরেই আসছে।

রাস্তা থেকে একটু পিছিয়ে এল পোকা। গাড়িটা কয়েক মুহূর্ত পর তার সামনে দিয়ে চলে গেল। ছুটে চলে এল পোকা নিজেদের গাড়ির কাছে।

'যাচ্ছে ওরা। বিলকিস চৌধুরী গাড়ি চালাচ্ছে। জাগুয়ার।'

পোকা উঠে বসতেই সিদ্দিক মিয়া ছেড়ে দিল গাড়ি।

'সব কাজেই ওস্তাদী দেখাতে হবে, বুঝলি তোরা? দেখিস অন্য গাড়ির পিছনে ছুটিস না আবার। পোকা, জাগুয়ার কিনা ঠিক জানিস তো?'

'কি যে বলিস, দোস্ত! এতদিন গাড়ির লাইনে পচে মরলাম, আর জাগুয়ার চিনব না!'

সিদ্দিক মিয়া রাস্তায় উঠে গতি বাড়িয়ে দিল গাড়ির। মিনিট দুয়েক পরই দেখতে পাওয়া গেল জাগুয়ারটাকে। খানিকটা দূরত্ব রেখে ছুটে চলল দু'টো গাড়ি মীরপুর রোড ধরে।

'হেডলাইট।'

সিদ্দিক মিয়া হেডলাইট জ্বেলে দিল। সামনের জাগুয়ারটা আলোকিত হয়ে উঠল। দেখা গেল বিলকিসই ড্রাইভ করছে আর আখতার চৌধুরীর মাথাটা

BanglaBook.org

দুলছে সিটের উপর। মদ বোধহয় একটু বেশি পান করে ফেলেছে সে।

'ছোঁড়া অমন করে ঢুলছে কেন বল তো?'

পোকা উত্তর দিল, 'বিলাতি খেয়ে অমন করছে ব্যাটা।'

সন্তুষ্টচিত্তে গোপী বলল, 'মার্ দিয়া বাজি! ছোঁড়াটাকেই ভয় ছিল, দেখা যাচ্ছে তিড়িং করে লাফিয়ে কারও ঘাড়ে পড়বে তেমন ভয় নেই। এই তো চাই।'

চাঁদহীন অন্ধকার রাত। নির্জন মীরপুর রোড। কল্যাণপুর বাস-ডিপো পেরিয়ে এসেছে গাড়ি দুটো। আর খানিক দূরেই ব্রিজ। হেড-লাইট নিভিয়ে দিতে বলল গোপী। তারপর কারও মুখে কোন কথা নেই। উত্তেজিত মুহূর্তগুলো কেটে গেল দেখতে দেখতে।

মীরপুর ব্রিজ পেরিয়ে এল ওরা।

'এবার?'

গোপী সিদ্দিক মিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'এবার পাশ কেটে আগে বাড়ো দেখি।'

স্পীডমিটারের কাঁটা পঁয়তাল্লিশে ছিল। হলো পঞ্চাশ। তারপর ছাপ্পান্নয় গিয়ে কাঁপতে লাগল। গাঢ় কালো ছায়ার মত দু'দিকের গাছগুলো দ্রুত পিছন দিকে ছুটে যাচ্ছে। শিস্ কাটছে বাতাস। দু'টো গাড়ির মধ্যবর্তী দূরত্ব কিন্তু সমানই রয়েছে!

'খেলা হচ্ছে নাকি?' গোপীর স্বরে চাবুক। সিদ্দিক মিয়াকে আবার হুকুম করল সে, 'ওভারটেক কর জলদি!'

রাস্তার আরও ডান দিকে সরিয়ে নিল সিদ্দিক মিয়া গাড়ি। কিন্তু লাভ হলো না কিছুই। জাগুয়ারটা এগিয়ে গেল আরও। দূরত্ব বাড়ল।

সিদ্দিক মিয়া বলল, 'ওভারটেক করা সম্ভব নয়। পারব না আমরা।'

গতি আরও বাড়িয়ে দিল সে। পঁচাত্তরে এসে ঠেকল স্পীড-মিটারের কাঁটা। দূরত্ব তবু তেমনই রইল। বিলকিসও গতি বাড়িয়েছে।

আচমকা সিদ্দিক মিয়া সুযোগ দেখতে পেল একটা। কংক্রিটের রাস্তাটা সিধে যেতে যেতে হঠাৎ একটু বাঁকা হয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার সোজা হয়ে গেছে। রাস্তা ধরে না গিয়ে উঁচু-নিচু মাটির উপর দিয়ে গেলে একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে জাগুয়ারটার আগে পৌঁছানোর।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল সিদ্দিক মিয়া। সাথে সাথে রাস্তা ছেড়ে নিচে নেমে পড়ল গাড়ি। ব্যাকসিটে পোকা তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সিধে হতে গিয়ে ঠুকে গেল তার মাথা সামনের সারির সিটের সাথে। ঝিমঝিম করে উঠল মাথাটা। তাল সামলাবার জন্যে গাড়ির জানালার ধারটা কষে ধরল। এমন সময় থেমে গেল গাড়ির ঝাঁকানি।

সোজাসুজি আসার ফলে জাগুয়ারের সামনে চলে এসেছে ওদের গাড়ি।

'বাহবা!' গোপী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। পিছন দিকে ফিরল সে

BanglaBook.org

জাগুয়ারটাকে দেখার জন্যে।

সিদ্দিক মিয়াও আয়নার দিকে চোখ ফেলল পিছনের গাড়িটা দেখার জন্যে। বারো-তেরো গজ দূরে থেকে পিছন পিছন আসছে গাড়িটা। পাশ কাটতে চাইছে বিলকিস। কোন সুযোগই দিল না সিদ্দিক মিয়া। আস্তে আস্তে গতি কমাতে শুরু করল সে। পিছনের গাড়িটাও রাস্তা না পেয়ে বাধ্য হয়ে গতি কমাচ্ছে।

অবশেষে ওদের গাড়ি থেমে গেল। পিছনেরটাও বাধ্য হলো থামতে। পোকা লাফ দিয়ে নামতেই দেখল বিলকিস নিজের গাড়ি ব্যাক করার চেষ্টা করছে। ছুটে বিলকিসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল পোকা। হেঁচকা টানে দরজা খুলে ফেলে হাতের পিস্তলটা তাক করে ধরে হুকুম করল সে, 'চেঁচালে পুঁতে ফেলব মাটিতে। বেরিয়ে এসো জলদি।'

বিলকিস চোখ তুলে তাকাল পোকার দিকে। বড় বড় চোখ জোড়া আতঙ্কে বিস্ফারিত। আখতার চৌধুরী ঘুম জড়ানো বা নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় সিট থেকে মাথা তুলল আস্তে আস্তে। সিধে হয়ে বসল সে।

গোপী গাড়িতে বসে বসেই তীক্ষ্ণ চোখে সব কিছু লক্ষ করছে। জানালা দিয়ে দুটো হাত বের করে দিয়েছে সে। এক হাতে পিস্তল। ঘামছে হাত দুটো। সিদ্দিক মিয়া কাঁপা হাতে গাড়ির দরজা খুলল, নিচে নামার জন্যে তৈরি সে।

'কি হলো? বোরোও বলছি এখনও!' পোকা চাপা কণ্ঠে গর্জন করে উঠল।

'বিলকিস ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে গাড়ি থেকে বের হয়ে এল। ওকে ঠিক ভীত দেখাচ্ছে না, হতবিহ্বল দেখাচ্ছে। আখতার চৌধুরী একটু জড়ানো গলায় বলে উঠল, 'কি··· কি হয়েছে?'

গাড়ি থেকে নামল সেও। বিমূঢ় দেখাচ্ছে তাকে।

'কিছু নয়, দোস্তো।' পোকা পিস্তল দেখিয়ে হুমকি দিল, 'ডাকাতি, হামলা করেছি।'

আখতার চৌধুরী চমকে উঠল পোকার হাতে পিস্তল দেখে। সরে এল সে বিলকিসের কাছে।

দ্রুত গলায় পোকা বলে উঠল, 'গলার হারটা দাও জলদি! জলদি!'

বিলকিস ঠোঁটে হাত রাখল। পিছিয়ে গেল সে একটু।

দাঁতে দাঁত ঘষল পোকা। মাথায় খুন চেপেছে তার। যে কোন মুহূর্তে কোন গাড়ি এসে পড়তে পারে, সব ভেস্তে যাবে তাহলে। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'দাও বলছি! নইলে···!'

বিলকিস পিছু হটছে আবার। পোকা তড়াক করে লাফ দিল। আখতার চৌধুরীকে পাশ কেটে বিলকিসকে ধরতে চাইছিল সে। আখতার চৌধুরী হঠাৎ কিছু বুঝতে না দিয়েই ঘুষি মেরে বসল পোকার চোয়ালে।

পোকা আচমকা ঘুষি খেয়ে তাল হারিয়ে ফেলল। ছিটকে পড়ে গেল সে রাস্তার উপর। পিস্তলটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

BanglaBook.org

চিৎকার করে উঠল বিলকিস। গোপী গাড়ির ভিতর থেকে নড়ল না। পোকা সামলে নেবে, ভাবছে সে। বিলকিস ও আখতার চৌধুরীর মুখোমুখি হতে চায় না সে। পরে হাঙ্গামা একটা হবেই, ওরা তাকে চিনে রাখলে তার নিজের বিপদ। সিদ্দিক মিয়া বের হয়ে গেছে গাড়ি থেকে।

একটু বাঁক নিয়ে সিদ্দিক মিয়া বিলকিসের দিকে এগোল। ও লক্ষ করেনি সিদ্দিক মিয়াকে। পোকার দিকে বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে আছে। পোকা উঠে বসার চেষ্টা করছে। মাথা ঝাড়ছে ঘন ঘন। সিদ্দিক মিয়া বিলকিসের পিছনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরকার হলেই ধরে ফেলবে সে ওকে।

পোকা দাঁড়াল আবার। আখতার চৌধুরী এগিয়ে আসছে। একটু যেন টলছে সে। বেপরোয়া ভঙ্গিটা তার মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কাছাকাছি আসার আগেই পোকা ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু আখতার চৌধুরীর প্রচণ্ড ঘুষি খেলো সে তলপেটে। হাঁটু মুড়ে আবার হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল পোকা। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল ওর মুখ। গোপীটা আসছে না কেন, ভাবল সে। মাথাটা নিচু করে রেখেছিল বলে পরের আঘাতটাকে আসতে দেখেনি। আখতার চৌধুরী সামনে এসে লাথি কষল পোকার মাথা লক্ষ্য করে।

লাথিটা লাগল কাঁধে। পোকা চিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। দেহটা গাড়িয়ে গেল খানিকদূর। গোপী গাড়ির দরজা খুলে বের হলো এতক্ষণে। পা পা করে এগিয়ে আসছে সে।

মাথাটা উঁচু করে তাকাল পোকা। পিস্তলটা হঠাৎ তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। আধ হাত দূরেই পড়ে রয়েছে। খপ্ করে তুলে নিল পোকা সেটা। আখতার চৌধুরীকে এগিয়ে আসতে দেখে পিস্তলটা তাক করে ধরল তার দিকে। তারপর টিপে দিল ট্রিগারটা।

গুলির শব্দে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল বিলকিস। দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

আখতার চৌধুরী ঝাঁকি খেয়ে নিজের বুক ধরে তাল সামলাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সাথে সাথেই রাস্তার উপর পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। সাদা শার্টটা রাঙা হয়ে উঠল তাজা রক্তে।

গোপী দৌড়ে আসতেই পোকা উঠে দাঁড়াল। তার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল গোপী, 'শুয়োর কোথাকার! এটা কি করলি, হারামির বাচ্চা!'

আখতার চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে সরে এল পোকা। বসে পড়ল সে দেহটার পাশে। আতঙ্কের আভাস গোপীর মুখে। পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়াল সে। চিৎকার করে উঠল পোকার দিকে তাকিয়ে, 'মেরে ফেললি, উল্লুক! এখন কি হবে?'

পোকা কাপড়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুই এলি না কেন সব দেখেও? পড়ে পড়ে মার খাব নাকি আমি? মরেছে শালা নিজের দোষে। আমি কি করব!'

BanglaBook.org

'ধরা পড়লে বলিস ওই কথা!' গোপী দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠল। ঘুরে দাঁড়াল সে ঝট্ করে। থমথমে দেখাচ্ছে তার মুখের চেহারা। ভয় পেয়েছে ও। কি যেন ভাবল খানিকক্ষণ। ব্যাপারটা এখন মোড় নিয়েছে অন্যদিকে। খুন-খারাবি হয়ে দাঁড়াল ছোট্ট ডাকাতিটা। হত্যাকাণ্ড আর ডাকাতি, আকাশ পাতাল পার্থক্য। সবাই ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়বে। জান বাঁচানো দায় এখন।

পোকা বিলকিসের দিকে তাকিয়ে আছে। বিলকিসকে জাপটে ধরে আছে সিদ্দিক মিয়া। হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়াবার প্রাণপণ প্রয়াস পাচ্ছে সে। পোকা গোপীকে বলল, 'ওকেও শেষ করে ফেলা ভাল। ছেড়ে দিলে পুলিসকে সব বলে দেবে।'

'চুপ কর গাধার বাচ্চা!' গোপী ধমকে উঠল। বিলকিসের দিকে ফিরল সে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়। মোটা টাকা কামাবার সুযোগ আছে। বিলকিসের বাবা কোটিপতি। বিলকিসকে ফিরে পেতে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে পারবে। করবেও। গোপী গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'ওকে আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়া হবে।'

অকস্মাৎ সিদ্দিক মিয়াকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল বিলকিস। পরমুহূর্তে রাস্তার উপর দিয়ে সন্ত্রস্ত হরিণীর মত ছুটতে শুরু করল। দেখতে পেয়েই পিছু পিছু ছুটল গোপী। গোপীর পদশব্দ শুনতে পেয়ে চিৎকার শুরু করল বিলকিস। গোপী ধরে ফেলল তাকে পিছন থেকে। জোর করে নিজের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করাল। তারপরই বিলকিসের চোয়ালে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে বসল।

যন্ত্রণায় তীক্ষ্ণ একটা শব্দ করে পড়ে গেল বিলকিস। গোপী সাথে সাথেই ঝুঁকে পড়ে আবার দাঁড় করাল তাকে। তারপর হঠাৎ তুলে নিল নিঃসাড় দেহটা পাঁজাকোলা করে। থপ্ থপ্ করে পা ফেলে এসে নিজেদের গাড়ির ব্যাকসিটে শুইয়ে দিল দেহটা।

পোকা গম্ভীর মুখে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল, 'গোপী, তোর কাণ্ড দেখে কিছু বুঝতে...!'

'খবরদার বলছি!' ঝট্ করে পোকার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গোপী জ্বলন্ত চোখে তাকাল, 'তফাতে থাক তুই এসব থেকে! খুন করে সবাইকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিস শুয়োর কোথাকার! পুলিস যদি ধরে আমাদেরকে হালুয়া বের করে দেবে রোলানী দিয়ে। শোন্ কুত্তা, এখন থেকে যা বলব সব শুনবি, বলে দিচ্ছি। যা, লাশটাকে রাস্তার মাঝ থেকে সরিয়ে রাখ ধারে। গাড়িটাকেও।'

গোপীর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা শুনে পোকা শিউরে উঠল। মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল ও। তারপর পা পা করে এগিয়ে গেল আখতার চৌধুরীর লাশের দিকে।

সিদ্দিক মিয়াকে সাথে নিয়ে পোকা লাশটা জাওয়ারের ভিতরে ওঠাল। তারপর গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে রাস্তার ওপারে ঢালু ধান-জমির দিকে গড়িয়ে দিল। ঝাঁকি খেতে খেতে নেমে গেল গাড়িটা। বেশ খানিকদূর গড়িয়ে

BanglaBook.org

গেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা। দৌড়ে দু'জন ফিরে এল নিজেদের গাড়ির ভিতরে।

সিদ্দিক মিয়া ড্রাইভিং সিটে বসল। পোকা বসল তার পাশে। সে বলে উঠল, 'একটা মেয়েলোককে সামলাতে ভিরমি খাবার দশা! পালিয়ে যাচ্ছিল কেভাবে শুনি? এই সময়ের মধ্যে যদি কোন গাড়ি এসে পড়ত?'

'এই, চুপ কর বলছি!' গোপীর ভয়ঙ্কর গলা শোনা গেল। 'লোকটাকে খামোকা খুন করেছিস তুই। এখন গলার হারটা বেচাও শিকেয় উঠল। আমরা এখন টাকা পাব কোত্থেকে?'

'হারটা বেচতে গেলেই ধরা পড়ে যেতে হবে। এখন একমাত্র উপায় মেয়েটার বাবা।

একটু চুপ করে সিদ্দিক মিয়ার উদ্দেশে গোপী আবার বলল, 'ছাড় এবার, আমরা বুড়ো ভুলুয়ার কাছে যাব। লুকোবার জায়গা দেবে সে।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সিদ্দিক মিয়া নিচু স্বরে বলল, 'ভাল করে ভেবে দেখেছ তো, গোপী?'

গোপী তিক্ত-বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'হারামিটা এমন করে সবাইকে বিপদে ফেলবে তা কে জানত! চলো, ভুলুয়া ছাড়া এখন আর কোন গতি নেই।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। গোপী অজ্ঞান বিলকিসের গলা থেকে হীরার হারটা খুলে নিল। পোকার উদ্দেশে বলল, 'টর্চটা আছে?'

পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালাল পোকা। উজ্জ্বল আলোয় চিকচিক করে উঠল বিলকিসের হীরের হার। ঢোক গিলল পোকা। ঘাড় বাঁকিয়ে মুহূর্তের জন্যে পিছন ফিরে তাকাল সিদ্দিক মিয়া। লোভে চকচকে হয়ে উঠল ওদের তিনজনের চোখের দৃষ্টি। গোপী বলে উঠল, 'আড়াই লাখ টাকা দাম, কেমন? বাজারে কোথাও বেচার দরকার নেই। শরীফ চৌধুরী ফিরে চাইলে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করব। সেটাই বনবে ভাল।'

পোকা টর্চের আলো ফেলল বিলকিসের উপর। এখনও জ্ঞান ফেরেনি তার। গোপীর ঘুষিতে ফরসা চোয়ালে কালো কালো দাগ ফুটে উঠেছে। জ্ঞান হারায়নি, যেন নিশ্চিন্তে নিজের বাড়িতে নিরাপদে ঘুমুচ্ছে। শান্ত, সুশ্রী, সুন্দর,পবিত্র একটা মুখাবয়ব। বিশৃঙ্খলভাবে এক গোছা চুল ঝুলে পড়েছে কপালে। এলোমেলো হয়ে গেছে বুকের কাপড়। ধবধবে ফরসা বুকের ত্বক। পোকা লোভাতুর চোখে চেয়ে রইল সেই দিকে। যুবতীর চোখের দু'কোণে দু'ফোঁটা জল মুক্তোর মত চিকচিক করছে। কিন্তু সে দিকে ওদের খেয়াল নেই।

পোকা বলে উঠল, 'বাড়া মাল, দোস্ত! কিন্তু জ্ঞান ফিরবে তো?'

গোপী বিলকিসের দিক থেকে চোখ ফেরাল না। মুখের চেহারা কঠিন হয়ে উঠল তার পোকার কথা শুনে। বলল, 'জ্ঞান ফিরবে। কিন্তু তাতে কিছু সুবিধে হবে না [redacted]রও।' পোকার দিকে এবার তাকাল গোপী। 'নজর ফেলা চলবে না ওর দিকে। যেমন আছে তেমনি থাকবে। সাবধান, বলে দিচ্ছি!'

BanglaBook.org

সাভার রোড ছাড়িয়ে মাইলখানেক যাবার পর সিদ্দিক মিয়া একটা কথা বলে গাড়িতে যেন বোমা ফাটাল, 'পেট্রল নেই!'

গোপী প্রথমে কোন কথাই বলতে পারল না, তারপরই দাঁতে দাঁত চেপে ভয়ঙ্কর কণ্ঠে গর্জে উঠল, 'পেট্রল নেই মনে পড়ল এখন, শুয়ার্‌কা বাচ্চা! আগে বললে কি জিভ খসে পড়ত?'

'কি করে জানব আমি যে ভুলুয়ার কাছে যেতে হবে?' অজুহাত দেখিয়ে দিল সিদ্দিক মিয়া।

গোপী রাগে ফুলতে লাগল। ভুলটা আসলে কারও নয়। ভুলুয়া থাকে সাভার থেকে বহুদূরে, সেই নিশিগ্রামে। ঢাকা থেকে আশি মাইল। অতদূরে যাবার কথা ভাবেনি কেউই, তাই পরিমাণ মত পেট্রল গাড়িতে রাখার কথাও ভাবা হয়নি। সব দোষ গিয়ে পড়ল পোকার উপর। আখতার চৌধুরীকে খুন না করলে ওদের লুকাবার দরকার পড়ত না অতদূরে। পোকাকে এখন গালমন্দ দিলে রাগ মিটবে না, সমস্যারও সমাধান হবে না। গোপীর ইচ্ছে করছে কুত্তাটাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে।

বিলকিসের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখল গোপী। টর্চ জ্বালল ধরল পোকা। বিলকিসকে দেখতে দেখতে সে বলে উঠল, 'হুঁশ ফিরতে দেরি হবে ওর। ভয় নেই, আধমাইলটাক দূরেই একটা পেট্রল-পাম্প আছে।'

বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে মোড় নিল গাড়িটা। পেট্রল-পাম্পের আলো দেখতে পেল সিদ্দিক মিয়া। গোপী জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখল, রাস্তার কোনদিক থেকেই কোন গাড়ি আসছে না। পেট্রল-পাম্পও ফাঁকা। সিদ্দিক মিয়া গাড়ি ঘোরাল সেদিকে।

ষোলো-সতেরো বছরের একটা ছেলে চোখ কচলাতে কচলাতে কাঁচঘেরা অফিস-রুম থেকে বের হয়ে এল। পাইপ লাগিয়ে ট্যাঙ্কে পেট্রল ভরতে শুরু করল সে অলস ভঙ্গিতে। গোপী বিলকিসকে ঢেকে রাখার জন্যে ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে রেখেছে সে। ভয়ের কোন কারণ নেই। বিলকিসকে দেখতে পাবে না ছেলেটা, কাঁচা ঘুম থেকে মাত্র উঠেছে।

কিন্তু অকস্মাৎ ঘটল এক কাণ্ড!

সামনের রাস্তায় দুটো জ্বলন্ত হেড-লাইট দেখা গেল। ওদের গাড়ির হাত দশেক দূরে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা বুইক। কালো গাড়িটার এই আকস্মিক আবির্ভাবে ঘাবড়ে গেল ওরা তিনজনই। পোকা পিস্তল-ভরা পকেটে হাত ঢোকাল।

কালো বুইকে মোট দুজন লোক। নামল একজন কংক্রিটের চত্বরে। লোকটা পাঁচ ফুট কয়েক ইঞ্চি লম্বা। শক্ত সমর্থ। মাথার কালো টুপিতে কপাল ঢাকা, চোখ জোড়া শুধু বাইরে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সে অপেক্ষারত অপর গাড়িটার দিকে। ছ্যাঁৎ করে উঠল ওদের তিনজনের বুক। লোকটা পাকার

BanglaBook.org

নিশপিশ ভাবটা লক্ষ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল গাড়িটার দু'হাত সামনে। পোকার মুখ খুঁটিয়ে দেখল সে। দৃষ্টিতে তার কাঠিন্য আর বেপরোয়া ভাব। হঠাৎ ব্যঙ্গ মিশ্রিত জোর গলায় বলে উঠল, 'ভয় পেয়েছ নাকি, বাওয়া?'

জায়গাটা অন্ধকার মত। দু'জন পরস্পরকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে না।

গোপী পোকার বদলে কথা বলল, 'এই যে ভাই, ভয়ের কি আছে বলেন [redacted] আমরা তো পেট্রল নেবার জন্যে…'

লোকটা গোপীর দিকে চোখ ফেলে বলে উঠল, 'আরে, আরে! গোপীর গলা শুনছি যে! ব্যাপার কিরে, ধান্দা মেরে ফিরলি, না ধান্দার খবর পেয়ে যাচ্ছিস? দূর থেকে মনে করেছিলাম, তাগড়া কোন দল হবে।'

গাড়ির ভিতরে ওরা তিনজন ঘামতে ঘামতে চমকে উঠল। চোখ ফেলল বুইকটার দিকে। ড্যাশ-বোর্ডের বাতি জ্বলছে। ফলে পরিষ্কার দেখল ওরা, গাড়ির ভিতরের অপর লোকটা একটা রিভলবার তাক করে ধরে আছে ওদের দিকে।

গলা শুকিয়ে গেছে গোপীর। ঢোক গিলে বলে উঠল, 'আরে, তুমি বেঁচু নাকি, ওস্তাদ?'

'চিনেছিস তবে? সাবধান, লালকে আবার খেপিয়ে তুলিস না। ঘুমুতে পারেনি বলে এমনিই টং হয়ে আছে। দেখছিসই তো, ওর হাতে কামান ধরা।'

'কি যে ঠাট্টা করো ওস্তাদ তুমি! যাক, খবর সব ভাল তো, ওস্তাদ?' আতঙ্কিত ভাবটা ঢেকে বিগলিত স্বরে বলে উঠল গোপী। বুকের ভিতরটা অজানা আশঙ্কায় দুরু দুরু করছে তার। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। একি ভয়ানক বিপদ! কে জানত, রাক্ষুসী-মা'র দলের মুখোমুখি পড়ে যাবে তারা!

গোপীর প্রশ্নের উত্তর দেয়া প্রয়োজন মনে করল না বেঁচু। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে আনল। লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল আস্তে আস্তে। গোপী আলো দেখে দ্রুত বিলকিসের দেহটা আড়াল করতে চেষ্টা করল। কিন্তু বেঁচু দেখে ফেলল আগেই। বলে উঠল, 'কড়ামাল মনে হচ্ছে!'

ব্যস্ত গলায় বলে উঠল গোপী, 'যেতে হয় এবার, ওস্তাদ। দেখা করব কোথাও সময় করে। যাওয়া যাক, সিদ্দিক।'

বেঁচু গাড়ির ছাদে একটা হাত রেখে একটু কাত হয়ে সিগারেটে টান দিল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করে জানতে চাইল, 'মেয়েটা কে রে গোপী?'

[redacted]নবে না তুমি, ওস্তাদ। আমারই এক আপন লোকের মেয়ে।'

[redacted]ত্য নাকি? তা অবস্থা বিশেষ সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না, বেঁচে আছে তো?

কপালের দু'পাশ দিয়ে ঘামের ধারা বইছে গোপীর। ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সোয়ামীর সাথে সন্ধে থেকে মারপিট করেছে কি না এখন আর হুঁশ নেই হারামজাদীর।'

'গুল মারছিস তুই আমাকে, গোপী?' বেঁচু এমন ভান করল যেন সে অভিমানে ক্ষুণ্ন হয়েছে মাত্র। তারপর আবার আবদারের ভান করে বলল, 'সর দেখি তুই, পরখ করি কেমন মারপিট করেছে সোয়ামীর সাথে।'

ধুকধুকানি চরমে উঠল গোপীর। মুহূর্তের জন্যে কি করবে সে বুঝে উঠতে পারল না। হঠাৎ চোখ পড়ল লালের দিকে। বুইক থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে [redacted]। রিভলবারটা সোজা তার মুখ লক্ষ্য করেই ধরেছে।

যন্ত্রচালিতের মত জানালার বাইরে থেকে গাড়ির ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে নিল গোপী। সিটের উপর বসল সঙ্কুচিত হয়ে। বেঁচু জানালার ধারে এসে একটা টর্চ বের করে বিলকিসের গায়ের উপর আলো ফেলল।

'খাসা, স্রেফ খাসা একখান মেয়ে! কিন্তু, গোপী, তোর আপন কোন লোকের মেয়ে তো এ হতে পারে না! উঁহু, হতেই পারে না। এতো দেখছি রাজা-বাদশার ঘরের খুবসুরত মেয়ে!' কথাগুলো বলে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল বেঁচু গোপীর মুখে। গোপী কথা বলতে পারল না দেখে আবার জানতে চাইল সে, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?'

গোপী সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'বাড়িতে। দেখো, ওস্তাদ, এবার বাদ দাও তোমার হাসি-মস্করা। আমরা যাই।'

'যাবি?' গাড়ির কাছ থেকে এক পা পিছনে সরে এসে বেঁচু আবার বলল, 'যা তাহলে। ভয় পাস নে, তোদের তিন কুকুরের সাথে মেয়েমানুষ খাবার জন্যে হন্যে হয়ে পিছু পিছু ছুটব না।'

সিদ্দিক মিয়া ছেড়ে দিল গাড়ি। গতি ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকল।

বেঁচু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল গাড়িটার দৌড়। এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। লাল তার হাতের রিভলবারটা পকেটে রাখল। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা ফেলে দিয়ে টুপিটা মাথা থেকে খুলল বেঁচু। লাল তাকাল তার দিকে।

লাল দেখতে ছোটখাট, কিন্তু প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। ছুঁচাল মুখ, ঠিক হিংস্র ইঁদুরের মত অনেকটা।

'দেখলি তো, লাল? ব্যাপার বড় প্যাঁচাল ঠেকছে কিন্তু।'

লালকে চিন্তিত দেখাল। 'পাত্তা লাগানোর দরকার যাই বলিস তুই।'

বেঁচু একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'কিন্তু পাত্তা লাগাবার আছেটাই বা কি? ধোঁকা লাগচে বটে, ধোঁকাটা মিছেও নয়। মাগার, গোপীর মত ভয়-ডরাসে চিড়িয়ার বুকের পাটাই বা কত বড়? এলাহি কাণ্ড এমন কিছু একটা [redacted]রেছে বলে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু মেয়েটা কে? শালার চোখ টাটিয়ে দিয়েছে. [redacted]রি!'

লাল একটা সিগারেট ধরাল। খুব একটা উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে না তার মধ্যে। সেই বিকেল থেকে একটানা গাড়ি চালিয়ে ঢাকার দিকে ফিরছে ওরা। শরীরে আর সইছে না। ঘুম একটু না হলেই নয়। কিন্তু বেঁচু বলেই চলল, 'মেয়েটার চোয়ালে রক্ত জমে গেছে। কাপড়-চোপড়, চেহারা দেখে হলপ্ করে বলতে পারি আমি, মেয়েটা গোপীর মত হারামিকে চেনেই না। বড় লোকের, ভাল ঘরের মেয়ে বোঝাই যাচ্ছিল। না, মা'র সাথে কথা বলা দরকার।'

'বেঁচু, তোর খোদার কসম বলছি, জামেলা বাড়াস্‌নে! ঘুম না হলে মরে আমি।'

কথা শুনল না বেঁচু। পা বাড়াল সে কর্মচারী ছেলেটার দিকে। ছেলেটা অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে ওদের দিকে ফিরে। বেঁচু জিজ্ঞেস করল, 'ফোন কোথায় তোদের, এই ছোঁড়া?'

ছেলেটা কেঁপে উঠল ভয়ে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলল অফিস-রুমের দিকে। রুমে ঢুকে বেঁচু বলল, 'যা ব্যাটা, বাইরে গিয়ে কানে তুলো দিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্।'

ছেলেটা ঘামতে ঘামতে বের হয়ে যেতেই রিসিভার তুলে ডায়াল করল বেঁচু। খানিক পর অপরপ্রান্ত থেকে মোটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল ডাক্তারের।

বেঁচু নিচু স্বরে দ্রুত বলে চলল, 'ডাক্তার, আমি সাভার থেকে বলছি। চ্যাংড়া গোপী আর তার দল এই একটু আগে চলে গেল নয়ারহাটের দিকে। সঙ্গে অপূর্ব সুন্দরী বেহুঁশ একজন মেয়েমানুষ। উপরতলার মেয়ে, গোপী যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলাম না। ওরকম জিনিস গোপীরা ব্যবহার করতে পারে না। মারধর করা হয়েছে মেয়েটাকে। আমার সন্দেহ, জোর করে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে ওকে গোপী কোথাও থেকে। মাকে সব কথা বলো, ডাক্তার। মা কি বলে শুনি।'

ডাক্তার বলল, 'দাঁড়াও একটু।' বেশ খানিক পর আবার কথা শোনা গেল ডাক্তারের; 'মা জানতে চাইছে, মেয়েটা দেখতে কেমন আর কি পরে আছে।'

বেঁচু বলল, 'মেয়েটা কোন বড় লোকের মেয়েই হবে। চুল কাঁধ পর্যন্ত। দেখতে ভয়ানক সুন্দরী, ছবির হিরোইনরাও অমন খুবসুরত হয় না, খোদার কসম! দামী শাড়ি পরে আছে, অমন শাড়িও জীবনে দেখিনি আমি কখনও। হাজার টাকার ওপরেই দাম হবে।'

বেঁচু শুনল, ডাক্তার মা'র সাথে আলাপ করছে। চুপচাপ অপেক্ষা করে রইল সে।

'মা বলছে, ওই মেয়েটা শরীফ চৌধুরীর মেয়ে হতে পারে। মা আরও বলছে, মগবাজারের চৌধুরী ভিলা থেকে শরীফ চৌধুরীর মেয়ে আড়াই লাখ টাকার হীরের হার গলায় পরে সাভারে যাবার কথা ছিল। কিন্তু মা সন্দেহ করছে, গোপীর সাহস হবে না শরীফ চৌধুরীর মেয়ের গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেবার, বা মেয়েটাকে গাপ করে দেবার।'

দ্রুত কাজ করছিল বেঁচুর মাথা। সে বলল, 'মা হয়তো ঠিকই ধরেছে। আমার মনে পড়ছে, শরীফ চৌধুরীর মেয়ে বিলকিস চৌধুরীর ফটো কাগজে দেখেছি। এই মেয়েটাও বিলকিস চৌধুরী মতই দেখতে বটে। যদি তাই হয় তাহলে গোপী লাল হয়ে যাবে!'

হঠাৎ মা'র উগ্র কণ্ঠস্বর ভেসে এল ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে, 'তুই নাকি, বেঁচু? শোন্, এক্ষুণি পাঠাচ্ছি আমি ছোকরাদের। সাভার ডেয়ারী ফার্মের গে কাছে গাড়ি রাখছি। গোপী যদি সত্যি শরীফ চৌধুরীর বেটকে পেঁচিয়ে থ তাহলে সে ভুলুয়ার কাছে গিয়ে ঠাঁই নেবে। তার আর কোন আস্তানা ওদিকে। ভুলুয়া ঠাঁই দেবে কিনা বলা যায় না, কিন্তু যাবে ওরা সেখানেই। মেয়েটা যদি শরীফ চৌধুরীর দুলালীই হয়, ধরে নিয়ে আয় এখানে।'

বেঁচু বলল, 'তোমার কথা মতই কাজ হবে, মা। আর গোপীর দলকে নিয়ে কি করব?'

'সব কথা সেঁধিয়ে দিতে হবে নাকি, ম...?' ঝাঁঝাল স্বরে যোগ করল মা। 'মাথা ঘামিয়ে করবি যা করার।'

যোগাযোগ কেটে গেল ফোনের।

বেঁচু দ্রুত ফিরে এল বুইকের কাছে। একটা টাকা দিল সে ছেলেটাকে। তারপর গাড়িতে উঠে বসল লালের পাশে। উত্তেজিত গলায় বলল, 'চল দোস্ত, মা সবাইকে পাঠাচ্ছে এখনি। বলল, গোপীরা কোটিপতি শরীফ চৌধুরীর বেটী বিলকিসকে নিয়ে পালাচ্ছে।'

লাল খিকখিক করে হেসে উঠে বলল, 'যাই বলিস, বাড়া মাল দোস্ত! গোপীর মত চ্যাংড়ারা ওর গা ছুঁতেই পাতলুন ভিজিয়ে ফেলবে। তা, যাচ্ছি তাহলে কোথায় আমরা?'

'সাভার ডেয়ারী ফার্মের গেটে। তারপর ভুলুয়ার বাড়িতে।'

গাড়ির ভিতরে হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লাল, 'ঘুমের মারে-বাপ্!'

হাসতে লাগল বেঁচু দাঁত বের করে। বলল, 'ঘুম তো যখন তখন হবে বে। মাগার, অমন পরীকে কখনও চোখ দিয়েও চাখা যাবে না। আরেকবার ওকে দেখার জন্যে বুকটা কেমন যেন আঁকুপাঁকু করছে, মাইরি!'

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে লাল বলে উঠল, 'তোর শালা ওই একই ব্যারাম, মেয়েমানুষ আর মেয়েমানুষ করবি শুধু!'

বেঁচু চড়া গলায় বলে উঠল, 'মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ করব না তো করবটা কি? মেয়েমানুষ আর টাকা, এই দু'টোই তো দুনিয়ার তাবৎ সাহসী লোকের খোরাক!'

সূর্য ওঠার খানিক আগে বড় রাস্তা ছেড়ে মোড় নিল গোপীদের গাড়ি সরু একটা গলির দিকে। এই রাস্তাতেই বুড়ো ভুলুয়ার বাড়ি।

সিদ্দিক মিয়া অত্যন্ত সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে। এমনিতেই দলে বদনাম

হয়ে গেছে তার অকর্মা আর অলস হিসেবে। আজকাল গালমন্দ দেয় গোপী বুড়ো-বজ্জাত বলে।

গোপী আর প্লোকা পিছনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে খানিক পরপরই। কেউ ওদেরকে অনুসরণ করতে পারে, সেই আতঙ্কে জড়সড় হবার দশা।

বিলকিস গোপীর কাছ থেকে যতদূর সম্ভব সরে গিয়ে বসেছে। কোন ধারণা নেই ওর কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। লোক তিনজন কে, জানা নেই। জানা নেই তার ভাগ্যে কি আছে। জানা নেই কি ঘটতে যাচ্ছে। কি সর্বনাশ ঘটতে যাচ্ছে! তিনজন লোকের কেউই কোন প্রশ্ন করেনি তার জ্ঞান ফিরে আসার পর। ভেবেচিন্তে দেখার পর সে নিজেও কোন কথা জিজ্ঞেস করে ওদের মন তার দিকে টানতে চেষ্টা করেনি। ও নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, ওর বাবা এতক্ষণে পুলিসকে তার নিখোঁজের খবর জানিয়েছেন। সাভারের বাড়িতে ফিরে বাবাকে ফোন করার কথা। আ[redacted]ারেরও ঢাকায় ফিরে যাবার কথা তাকে পৌঁছে দিয়ে। দু'টোর একটাও সম্ভব হয়নি। তার বাবা নিশ্চয় ফোন করবেন সেক্ষেত্রে। তার বাড়িতে না পৌঁছুবার কথা শুনে অস্থির হয়ে উঠবেন তিনি। পুলিস তাহলে চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যে তার সন্ধানে। যত আশ্চর্য ব্যাপারই ঘটুক না কেন, ও ভাবল, আগে বা পরে পুলিস তাকে খুঁজে পাবেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো সময়ের। আর ইতিমধ্যে তাকে নিয়ে এই লোক তিনজন কি করবে? কেন নিয়ে যাচ্ছে এরা আমাকে? গুণ্ডার মত লোকগুলোর মনে কি আছে? কি সর্বনাশ করতে পারে এরা? কি করবে এরা আমাকে নিয়ে? কি সর্বনাশ করবে এরা আমার? কি করবে এরা আমাকে নিয়ে? কি সর্বনাশ করবে এরা আমার? কি করবে…?

ওর ভাগ্যে কি আছে এই আতঙ্ক আর আশঙ্কা বিলকিসকে গ্রাস করে ফেলেছে।

গত কয়েক ঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্ত গোপী শুধু মা-রাক্ষুসীর দলের সাথে দেখা হয়ে যাবার দুর্ঘটনাটা ছাড়া আর কোন কথা ভাবেনি। সে জানে, বেঁচু মা-রাক্ষুসীকে বিলকিসের কথা বলবে। মা হচ্ছে সত্যি সত্যি এক মূর্তিমতী রাক্ষুসী। রক্তপান করা তার নেশা। দলের কর্ত্রী ওই রাক্ষসী। রাক্ষুসী ঠিকই জেনে ফেলবে মেয়েটার পরিচয়। হীরের হারের কথাও জানবে। তারপর? তারপর পাঠাতে পারে সে তার দলকে। কিন্তু তারা যে ভুলুয়ার কাছে যাচ্ছে তা কি মা অনুমান করতে পারবে? মনে হয় না। বুড়ো ভুলুয়া বহুদিন হলো ছেড়ে দিয়েছে ধান্দাবাজী। স্রেফ সাধু হয়ে গেছে বুড়ো, তা বলা যায় না। ভেবেচিন্তে দু'একদিনের জন্যে কোন কোন লোককে ঠাঁই দেবার বদলে পয়সা নিয়ে দিন চালায় বুড়ো। অবশ্য বাড়িটা সে কিনেছিল বহু বছর আগে। রাক্ষুসী কি এতসব খবর রাখে? বড়সড় দলের সাথে বুড়ো ভুলুয়ার লেন-দেন নেই। মা-রাক্ষুসীর মত দলের সাথে মেলামেশা ভুলুয়ার মত বুড়ো নেংটি ইঁদুরের না থাকারই কথা।

গোপী মনে মনে স্থির করল, তাড়াহুড়ো করে কাজ সারতে হবে তাদের। বিলকিসকে নিরাপদে কোথাও জমা রেখেই যোগাযোগ করতে হবে শরীফ চৌধুরীর সাথে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকা আদায় করে মেয়েটাকে ফেরত দেয়া যায় তাদের পক্ষে ততই ভাল।

ছোট গলি থেকে আরও সরু একটা গলির ভিতরে ঢুকল গাড়ি। ধীর গতিতে চলতে শুরু করল এবার। মাইলখানেক যাবার পর উন্মুক্ত একটা জায়গা দেখা গেল। টিনের দোতলাটা সামনেই। এটাই বুড়ো ভুলুয়ার বাড়ি। বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা। গাছগুলোর মাঝ দিয়ে সরু একটা মেটো পথ সেটা চলে গেছে বাড়ির ভিতরে।

সিদ্দিক মিয়া গাড়ি থামাল। নেমে পড়ল পোকা।

'চারদিকে কেউ আছে কিনা দেখো। তারপর ভুলুয়াকে দরজা খুলতে বলো,' গোপী গাড়ির ভিতর থেকে হুকুম করল।

মিনিট দুয়েক এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে পোকা বুড়ো ভুলুয়ার বাড়ির দরজায় ধাক্কা মেরে ডাকল, 'আছ নাকি, ভুলুয়া?'

খানিকক্ষণের অপেক্ষা। তারপর বুড়ো ভুলুয়া দরজা খুলল। সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল সে ওদের দিকে।

সত্তর পার হচ্ছে ভুলুয়া। তা সত্ত্বেও এখনও শক্ত-সমর্থ দেখায় তাকে। লম্বা, কিন্তু মাংসহীন শরীর। চওড়া চওড়া হাড়। অতিরিক্ত মদ পান করার ফলে কোটরাগত চোখ দু'টো সর্বদা ঢুলুঢুলু। এক সময় ভয়ানক প্রতাপ ছিল তার। টাকাও কামিয়েছিল। বাড়িটা সে বে-আইনীভাবে দখল করেনি, যদিও বে-আইনী টাকায় কিনেছিল দেদার। শৌখিন লোক সে চিরকাল। ফোনও নিয়েছিল সে তখন বাড়িতে। টাকা-পয়সা উড়িয়েছে মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে।

পোকাকে ভুলুয়া চোখ ফেলল গাড়িটার দিকে। বিলকিসকে দেখল সে মনোযোগ দিয়ে। তারপর পোকার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'উদ্দেশ্য কি, বাছারা? বিপদ বুঝি পিছু ধাওয়া করেছে? তুমি পোকা না?'

পোকা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করল। কিন্তু ভুলুয়া পথ না ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পোকা বলে উঠল, 'ক'দিনের জন্যে এখানে থাকতে চাই আমরা, ভুলুয়া। ঢুকতে দাও আমাদেরকে।'

'মেয়েটার পরিচয় কি?' সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল ভুলুয়া।

গোপী বিলকিসকে নিয়ে গাড়ি থেকে বের হয়ে এল। সিদ্দিক মিয়া আগেই নেমেছে। গোপী বলল, 'ঝামেলা ভাল লাগছে না, ভুলুয়া বাড়িতে ঢুকতে দাও। তোমার জন্যেও দু'পয়সার ব্যবস্থা আছে। বুড়োমি কোরো না, ঢুকতে দাও।'

ভুলুয়া পিছিয়ে গেল। গোপী বিলকিসকে নিয়ে ঢুকল ভিতরে। বড় একটা ঘর এটা। উপরে আছে আরও দুটো। নিচের বড় ঘরটার উপরে দোতলার

ব্যালকনি।

বড় ঘরটা শোবার। নোংরা আর দুর্গন্ধময়। এককালে শৌখিন ভুলুয়া আজ নেহাত নাচার। ঘরের ভিতরে একটা টেবিল। চেয়ারের জায়গায় কেরোসিন কাঠের চারটে বাক্স। পুরনো একটা স্টোভ মেঝেতে। দেয়ালে ঝুলছে কালিমাখা চিমনিসুদ্ধ একটা হারিকেন। এক ব্যান্ডের ট্র্যানজিস্টারও রয়েছে টেবিলে।

সিদ্দিক মিয়া সবার শেষে ঢুকল ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়াল সে।

হঠাৎ বিলকিস গোপীর কাছ থেকে ছুটল ভুলুয়াকে লক্ষ্য করে। ভুলুয়ার একটা বাহু ধরে ও চিৎকার করে উঠল, 'এই লোকগুলো রাস্তা থেকে আমাকে ধরে এনেছে! আপনি আমাকে রক্ষা করুন! আমার বাবা…'

'চুপ করো!' দুপদুপ করে [redacted]ফেলে এগিয়ে এসে গোপী বিলকিসকে ধরে সরিয়ে নিয়ে এল ভুলুয়ার কা[redacted]ক। আবার বলে উঠল, 'আর একটা কথা বললে মেরে হাড় গুঁড়ো করে [redacted]

ভুলুয়া গোপীর দিকে অস্বস্তিভরা চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমি কিন্তু মেয়েমানুষ চুরির ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'

'দয়া করে আপনি আমার বাবাকে টেলিফোন করুন! আমার বাবা…'

গোপীর ডান হাতের ঝাপটা এসে লাগল বিলকিসের ফরসা গালে। কথা শেষ করতে পারল না বিলকিস। [redacted] সামলাবার জন্যে একটু পিছিয়ে এল সে, যন্ত্রণাকাতর চিৎকার বের হলো ওর গলা চিরে।

'বললাম না মাগী, কথা বলবি না! মুখ সেলাই করে দেব একদম!'

গোপী থামতেই বিলকিস চিৎকার থামিয়ে মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'জানোয়ার! লজ্জা করল না মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলতে!'

গোপী কঠিন কণ্ঠে বলল, 'হাত তুলেছি সে আর এমন কি, কথা না শুনলে মাথায় তুলে আছাড় মারব। চুপচাপ বসে থাক, তা না হলে খেয়ে ফেলব আমরা তোকে সবাই মিলে।'

ভুলুয়া পা বাড়াল। একটা কাঠের বাক্স তুলে বিলকিসের সামনে রাখল। তারপর বলল, 'শান্ত হও বাপু। ওকে রাগিয়ে লাভ কি হবে?'

বিলকিস নিচু বাক্সের উপর বসে পড়ে দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকল।

'কে ও?' জিজ্ঞেস করল ভুলুয়া।

'শরীফ চৌধুরীর দুলালী, একমাত্র বেটী। পাঁচ লাখ টাকা দাম ওর, ভুলুয়া! টাকাটা আদায় করতে তিন-চারদিন লাগতে পারে। এই ক'দিনই শুধু এখানে থাকব আমরা।'

বড় বড় চোখে তাকাল ভুলুয়া গোপীর দিকে। তারপর বলল, 'শরীফ চৌধুরী? সে তো কোটিপতি, না গোপী?'

'ঠিক ধরেছ তুমি। কেমন মনে হচ্ছে বলো তো?'

ভুলুয়া একমুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর বলল, 'হুঁ, বেশ। কিন্তু তিনদিনের বেশি তোমরা থাকবে না এখানে।'

গোপী জিজ্ঞেস করল, 'ওকে রাখা যায় কোথায়? ওর থাকার মত একটা ঘর দিতে পারবে?'

'উপরের সামনের ঘরটায় ও থাকুক।'

ভুলুয়ার কথা শুনে গোপী বিলকিসের দিকে তাকাল। বলল, 'উপরে যাও তুমি।'

'যা বলে ও তাই করো বাপু তুমি। কথা না শুনলে তোমার ওপর জুলুম করবে; দরকার কি তার?'

বিলকিস মুখ থেকে হাত সরিয়ে সকলের দিকে তাকাল একে একে। সুন্দর মুখশ্রীতে জেগে উঠেছে দিশেহারা ভাব। চোখে ফুটে উঠেছে অসহায় দৃষ্টি। মুক্তোর মত দু'ফোঁটা অশ্রু টলমল করছে চোখের দু'কোণে। নাকের ডগাটা কাঁপছে কার উপর অভিমানে যেন।

শেষে ভুলুয়ার দিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বিলকিস। সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ঘরের এক কোণায় দাঁড়ানো সিঁড়ির দিকে মৃদু পায়ে এগোতে এগোতে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছতে লাগল চোখের জল। ধীরে ধীরে, একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে উপরে উঠে গেল ও।

গোপী এল ওর পিছু পিছু উপরের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল একটু বিলকিস। পিছন ফিরে বড় ঘরের তিনজনের দিকে তাকাল। তিনজনই চেয়ে আছে ওর দিকে।

মাথা নিচু করে ভুলুয়া বন্দুক সাজানো র‍্যাকের দিকে হাঁটতে শুরু করল অলসভাবে। সম্মুখের দরজার কাছে র‍্যাকটা। দু'টো আগ্নেয়াস্ত্র দেখা যাচ্ছে। একটা রাইফেল অন্যটা রিভলবার।

গোপী উপরের ঘরের দরজা খুলে ফেলল ধাক্কা দিয়ে। বিলকিসকে বলল চড়া গলায়, 'ভিতরে ঢোকো!'

ছোট্ট, আবছা অন্ধকার ঘরের ভিতরে ঢুকল বিলকিস। গোপীও ঢুকল পিছু পিছু। একটা হারিকেন দেয়াল থেকে পেড়ে জ্বালল। ঘরের ভিতরটা দেখল সে। একটা ছেঁড়া তোষক পাতা মেঝেতে। ধুলোমাখা অ্যালুমিনিয়ামের একটা জাগ। জাগ থেকে পানির একটা ধারা বইছে মেঝের উপর দিয়ে। জানালা দুটো। কিন্তু বন্ধ। ভ্যাপসা একটা গন্ধ ঘরের ভিতরে।

'শুয়ে পড়ো এই বিছানায়। ভাল চাও তো গোলমাল কোরো না। ফন্দি এঁটে পালাবার মতলব করলে বুঝিয়ে দেব মজাটা।'

একপা-ও নড়ল না বিলকিস। ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে ঘরের দেয়ালের দিকে দৃষ্টি ওর। বড় একটা মাকড়সা চরে বেড়াচ্ছে পোকা-মাকড় ধরার জন্যে।

'মাকড়সাকে ভয় লাগে?' গোপী দেয়ালের কাছে গিয়ে মাকড়সাটা কায়দা করে ধরে নিয়ে এল। মাকড়সাটার কালো কালো কুৎসিত পাগুলো কিলবিল

করছে। গোপী আরও একটু সামনে এসে হিসহিস করে বলল, 'দেব? দেব এটাকে তোমার গায়ের ওপর ছেড়ে?'

কেঁপে উঠে পিছু হটল বিলকিস। শিউরে উঠল ওর সর্বশরীর।

'কথামত চললে সব ঠিক থাকবে। প্যাঁচ কষলেই বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব আমি,' কথা বলতে বলতে মাকড়সাটাকে আঙুল আর থাবার মধ্যে চটকে মারছে গোপী। 'হুকুম না শুনলে এভাবে থেঁতলে মারব, বুঝেছ দুলালী!' চটকানো মাকড়সাটাকে মেঝেতে ফেলে হাতটা প্যান্টে মুছে দরজার দিকে এগোল গোপী। দরজার বাইরে এসে বন্ধ করল কপাট। শিকল তুলে দিল বাইরে থেকে।

কেরোসিন কাঠের রাক্সের উপর সিদ্দিক মিয়া আর পোকা বসে। গোপী সিঁড়ি বেয়ে নামছে। নামতে নামতে বলে উঠল সে, 'খাবার-দাবারের কি হবে, ভুলুয়া?'

প্রশ্নটা করেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গোপী।

ভুলুয়ার হাতে রিভলবার। ঘরের এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে সে রিভলবার বাগিয়ে ধরে যে তিনজনই তার লক্ষ্যভেদের আওতায়। গোপীর হাত পকেটের পিস্তল বের করার জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠল। ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়াল না ভুলুয়ার। গোপীও টের পেল, ভুলুয়া সতর্ক হয়ে উঠেছে।

'গোলমাল কোরো না, গোপী। ফুটো হয়ে যাবে তোমার বুকটা।'

ভুলুয়ার গলা শুনে ক্ষান্ত হলো গোপী। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার উদ্দেশ্য কি, বলো দেখি ভুলুয়া?'

'তোমাদের কাণ্ড-কারখানা পছন্দ নয় আমার। এসে বসো এখানে, তোমার সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

গোপী সিঁড়ি বেয়ে নেমে পোকার পাশে বসল।

'আমার একজন চেনা-শোনা পুরনো সাথী তোমরা আসার ঘণ্টাখানেক আগে ফোন করেছিল। তার ছেলেও তোমাদের মত ধান্দা করে। পুলিস সেই ছেলেটাকে জেরা করতে গিয়েছিল। যাক, আখতার চৌধুরীকে খুন করেছে কে?'

'ওই যে, পোকা,' গোপী পোকার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল 'হারামির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'বাজে বকিস না। খুন না করে উপায় ছিল আমার? আমাকে একা দেখেও কেউ কাছে ঘেঁষলি না কেন?'

পোকার কথা শেষ হতেই গোপী চেঁচিয়ে উঠল, 'থাক, চুপ মেরে থাক বাঁদর! হয়েছে কি তাতে, জিজ্ঞেস করি? খুনটা ঘটে যাওয়ায় বিপদে পড়েছি বটে আমরা, কিন্তু মেয়েটা তো রয়েছে আমাদের মুঠোয়। ওর বাপের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারলে আমাদের আর ভাবনার কিছু নেই।'

মাথা নাড়ল ভুলুয়া। খানিকক্ষণ চিন্তা করে রিভলবারের নল নিচু করে

ধরল সে মেঝের দিকে। বলল, 'দেখো হে বাপুরা, তোমাদেরকে আমি জানি সেই কত বছর থেকে। কিন্তু কখনও ভাবিনি শেষ পর্যন্ত তোমরা খুন-খারাবি করে বেড়াবে। সইতে পারি না আমি এসব। খুনী আর ছেলেধরাদের ঘেন্না করি। পুলিস এখন হন্যে হয়ে বেড়াবে তোমাদের খোঁজে। রাতের ঘুম আর দিনের আরাম হারাম হয়ে উঠবে তোমাদের। দুনিয়ার সব লোক এখন তোমাদের দুশমন। যা তোমাদের কাজ নয়, সেই খুনই করে ফেলেছ!'

গোপী মাথা খাটিয়ে বলে উঠল, 'ভুলুয়া, তোমাকে আমরা পাঁচ হাজার টাকা দেব, খোদার কসম। পাঁচ হাজার নিশ্চয় ছেলে-খেলা ব্যাপার নয়!'

পোকা ফোড়ন কাটল, 'ওই টাকায় মদ কিনে সাঁতার কাটতে পারবে তুমি, ভুলু।'

'বাজে বকে সময় নষ্ট কোরো না তোমরা।'

ভুলুয়ার কথা শেষ হতেই গোপী বলল আবার, 'পাঁচটি হাজার টাকা, ভুলুয়া! সব তোমার।'

আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে ভুলুয়া রিভলবারটা রেখে দিল র‍্যাকে। ওরা তিনজনই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দেখল, টেবিলের নিচ থেকে ভুলুয়া একটা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি আর চাল বের করছে।

'কি খাবে তোমরা, বাছা?'

পোকা আর সিদ্দিক মিয়া সমস্বরে বলে উঠল, 'মদ দাও ভুলুয়া। যত পারো।'

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা শুরু করার আগে দেশী মদ দিল ভুলুয়া ওদেরকে। কেমন যেন সন্দেহে সন্দেহে তরল আগুনের গ্লাস খালি করে গলায় ঢালল সকলে। ভুলুয়া স্টোভে ভাত চড়িয়ে দিল। পোকা গোপীকে বলল, 'গোপী, যাই বলিস তুই, মেয়েটাকে ধরে এনে ভুল করেছি আমরা। ওটাকেও খতম করলে সব ঝামেলা চুকে যেত। বেঁচু রাক্ষুসী-মাকে বলবেই কথাটা, শালা হজম করতে পারবে না। রাক্ষুসী-মা চাকুকে পাঠাতে পারে আমাদের খোঁজে।'

'চুপ করে থাক!' দাঁত বের করে নেকড়ের মত খেঁকিয়ে উঠল গোপী।

চমকে উঠল ভুলুয়া ওদের কথা শুনে।

'কি, কি বললে? চাকু! তোমাদের খোঁজে চাকু! চাকু আছে নাকি এই ধান্দার সাথে?'

ভুলুয়ার ভয় দেখে গোপী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আরে বাদ দাও, ভুলুয়া। মানুষ খুন করে মাথাটা গুলিয়ে গেছে পোকার।'

'আমাদের মাথা গুলিয়ে গেছে, না তোর?' উত্তেজিত হয়ে পোকা ভুলুয়ার দিকে ফিরে বলল, 'রাস্তায় আমাদেরকে দেখে ফেলেছে বেঁচু আর লাল, বুঝলে ভুলুয়া? ছুঁড়ীটার কথা জিজ্ঞেসও করেছে বেঁচু। সে নিশ্চয় রাক্ষুসী-মাকে কথাটা বলবে।'

ভুলুয়া স্টোভ ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আতঙ্কের ছায়া তার চোখে-মুখে।

ধীর কণ্ঠে বলল, 'চাকু এসবের পেছনে থাকলে আমি নেই।'

রিভলবারের জন্যে র‍্যাকের দিকে পা বাড়াল ভুলুয়া।

'খবরদার বলছি! রিভলবারে হাত দেবে না, ভুলুয়া। রাক্ষুসী-মা'র দলকে ভয় করি না আমি। আর ওরা এসবের পিছনে ছুটবেও না,' পকেট থেকে গোপী তার .38 পিস্তলটা বের করে বলল।

থমকে দাঁড়িয়ে গোপীর দিকে তাকাল ভুলুয়া। 'চাকু বড় ভীষণ ছেলে! তোমাদের সবাইকেই ভাল করে চিনি আমি। কে কি রকম, জানতে বাকি নেই, বাপু। ভাল বলতে রাক্ষুষী-মা'র দলে একফোঁটাও কিছু নেই। চাকু, সে খোদ শয়তান একটা। নোংরা মন ওর, আর সাপের চেয়ে হিংস্র। চাকু চাকুর ফলার মতই...'

গোপী বাধা দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, অত কথা ভাবতে হবে না তোমাকে। চাকু যতই শয়তান হোক, সে আসছে না এখানে। আর এলেই বা কি? চাকুকে একটা বুড়বাক ছাড়া কিছু মনে করি না আমি।'

ভুলুয়া কথা খুঁজে না পেয়েই যেন বলল, 'তা হোক, কিন্তু সে খুনী! ছুরি দিয়ে পুট্ করে মানুষ খতম করে ফেলে কথায় কথায়। ছুরি হাতে রাখে যারা তাদেরকে ঘেন্না করি আমি।'

'ব্যস, থামো এবার, ভুলুয়া।'

ভুলুয়া ফিরে এল স্টোভের কাছে। ভাতের ফ্যান ফেলে আলু ভর্তা করতে লেগে গেল সে। গরম ভাতে পানি ঢেলে ঠাণ্ডা করতে দিল সিদ্দিক মিয়া। কাঁচামরিচ বের করল ভুলুয়া। একটু পরে খেতে বসল সবাই।

সকলের খাওয়া শেষ হতেও ভাত বেঁচে গেল। সিদ্দিক মিয়া বলল, 'ছোটলোকদের খাবার, তা কি আর করা, মেয়েটাকে কিছু খাওয়াতে হলে দিতে হয় এই-ই। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে তার।'

গোপী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। কি যেন চিন্তা করছে সে।

সিদ্দিক মিয়া এক বাসন ভাত আর আলুভর্তা খানিকটা নিয়ে উপরের ঘরে এল। ছেঁড়া তোষকের এক কোণায় বসে আছে বিলকিস চুপচাপ। এতক্ষণ নিঃশব্দে চোখের পানি ফেলছিল। চোখ তুলে তাকাল সিদ্দিক মিয়ার পায়ের শব্দ কানে যেতে।

'পেটে দাও ভাতগুলো। এই ছিল তোমার কপালে, কি আর করা!'

বাসনের দিকে তাকাল না বিলকিস। কাঁপা গলায় শুধু বলল, 'না।'

সিদ্দিক মিয়া ভাতের বাসনটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে বলল, 'খেতে ভাল লাগবে না, তবু খেয়ে নাও।'

বিলকিস তবু বাসনের দিকে তাকাল না। সিদ্দিক মিয়াকে দেখতে লাগল সে। সিদ্দিক মিয়ার চোখে ওর ব্যাকুল দৃষ্টি কি যেন খুঁজছে। একটু ইতস্তত ভাব ফুটে উঠল পরমুহূর্তে। তারপর হঠাৎ গলার স্বর নিচু করে বলে ফেলল, 'তুমি আমাকে উদ্ধার করতে পারো না? শুধু আমার বাবাকে একটা ফোন করে

জানিয়ে দাও, আমি কোথায় আছি–তাহলেই হবে। অনেক, অনেক টাকা দেব তোমাকে। আমার কথা বিশ্বাস করো, দোহাই তোমার! এটুকু দয়া করবে না?'

সিদ্দিক মিয়া অদ্ভুত একটা আচরণ করল। বিলকিসকে হতাশ করে দিয়ে ত্রস্তপদে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে চলে গেল সে। দরজার কাছ থেকে ঘুরে তাকাল ওর দিকে বিকৃত মুখে। 'ছুঁড়ী দেখছি আমাকে দিয়েই আমার কবর খোঁড়াতে চায় রে বাবা!' দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সিদ্দিক মিয়া দরজা দিয়ে।

নিচে নেমে এসে সিদ্দিক মিয়া অবশ্য কিছু বলল না কাউকে। ঘড়ি দেখল গোপী। সকাল ন'টা বেজে কুড়ি মিনিট। উঠে দাঁড়িয়ে গোপী বলল, 'মীনাকে খবর দিতে হয় একটা। আমাদের খবর না পেয়ে অস্থির হয়ে আছে ও।'

'হুঁহ্, ব্যস্ত হয়ে আছে! মীনার আর কাজ নেই খেয়েদেয়ে, আমাদের কথা ভাববে!' পোকা জ্বলে-পুড়ে মন্তব্য করল। মীনার উপর গোপীর আধিপত্য সহ্য হয় না তার। জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। গোপী টেবিলের কাছে গিয়ে রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে ডায়াল করতে লাগল।

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর হোটেলের কানেকশন পাওয়া গেল। মীনা অপরপ্রান্তে এল আরও কিছুক্ষণ পরে। গোপী চাপা গলায় বলল, 'কি গো মীনু, আমি গোপী বলছি।'

'তুমি! কোথায় তুমি, গোপী? আমি ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি এদিকে। কোথায় যাওয়া হয়েছে শুনি? কি করছ ওখানে? সাথে মেয়েছেলে আছে কিনা, কসম খেয়ে বলো তো?'

গোপী মিটিমিটি হাসছে। মীনার গলা শুনতে খুব ভাল লাগে ওর। ঝগড়াটে গলা, কিন্তু ঝগড়ার ভাবটা মিছেমিছি।

'শোনো, মীনু। ইয়া বড় একটা ধান্দা পেয়ে গেছি! টাকার কথা সারা জীবনে আমাদের আর ভাবতে হবে না। তোমাকে কি দেব জানো? কুড়ি ভরির গয়না। আর? আর একটা হাত-ঘড়ি। তোমার শখ যখন। এখন আমরা বুড়ো ভুলুয়ার বাড়িতে আছি, বাড়িটা তো তুমি চেনোই...'

'গোপী!' আতঙ্কিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ পোকা। 'ওরা এসে গেছে গোপী! দু'দুটো গাড়ি, রাক্ষুসী-মা'র দলবল!'

দ্রুত হাতে রিসিভার যথাস্থানে রেখে দিয়ে লাফ দিয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল গোপী। দুটো গাড়ি পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে ওদের গাড়ির পাশে। একদল লোক নামল গাড়ি দুটো থেকে। এগিয়ে আসছে ওরা বলিষ্ঠ পায়ে। গোপী চিনতে পারল বেঁচুকে।

ছিটকে সরে এল সে জানালার কাছ থেকে। ভুলুয়ার দিকে ফিরে বলল, 'উপরে যাও, মেয়েটাকে আগলে রাখতে হবে টুঁ-শব্দটাও যেন না করে ও। ধোঁকা দিয়ে ভাগিয়ে দিতে হবে ওদেরকে। চলো, আমিও যাচ্ছি।'

উপরে উঠে এল গোপী ভুলুয়াকে সাথে নিয়ে। বিলকিস ছেঁড়া তোষকের

উপর শুয়ে রয়েছে ছাদের দিকে মুখ করে। চোখ নামিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে গোপীর দিকে চাইল। তারপর উঠে বসল ত্রস্তভাবে। ঠোঁট দুটো থেকে থেকে কাঁপছে।

'একজন মেয়ে-পাগল শয়তান তোমাকে লুঠ করতে এসেছে, দুলালী!' গোপী কঠিন কণ্ঠে নিচু স্বরে বলে উঠল। ঘামে ভিজে গেছে তার কদাকার মুখ। যোগ করল আবার, 'ধোঁকা দিয়ে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করব আমরা ওকে। কিন্তু একবার যদি সে জানতে পারে যে তুমি এখানেই আছ তাহলে যা কল্পনা করতেও পারো না তাই ঘটবে তোমার কপালে। ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়ে ফেলবে তোমাকে সে আর তার পশুর দল। তোমার সতীত্ব নষ্ট করবে। তাই বলছি, কোন গোলমাল না করে চুপচাপ শুয়ে থাকো এখানে। ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলে নিজের মাথায় নিজেই মুগুর মারবে, মনে থাকে যেন।'

বিলকিসের ঘরের দরজা টপকে দু'টো কি তিনটে সিঁড়ি নামতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গোপী। নিচের ঘর থেকে তার দিকে চোখ তুলে ধরল একদল লোক। বেঁচুও রয়েছে তাদের মধ্যে, ওর দু'টো হাতই ঢোকানো প্যান্টের পকেটে। মাথার টুপিটা ঢেকে রেখেছে ভুরু অবধি। ঘরের একেবারে বাঁ কোণায় দাঁড়িয়ে আছে লাল। ওর হাত দুটোও লুকোনো দৃষ্টির বাইরে। সতর্ক দৃষ্টি চোখে। অনড় চোখের পাতা। লোকু আর মোমেন ডাক্তার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, সিগারেট টানছে দু'জনই।

গোপীর দৃষ্টি কিন্তু পড়ল একমাত্র চাকুর উপর। চাকু ঘরের উঁচু টেবিলটার উপর বসে আছে। মাথা নিচু করে নিজের জুতোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গোঁয়ারের মত। চাকু বেশ লম্বা আর মেদহীন। একটু রোগাই বলা চলে তাকে। লম্বা, ছুঁচাল মুখ। আধখোলা গাল, শূন্য জল-ছলছল চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হতে পারে, সে বোকার হদ্দ। কিন্তু বীভৎস, কুৎসিত এবং নির্মম এক পাপী লুকিয়ে আছে ওই মুখোশের আড়ালে।

চাকু নির্ভেজাল বন্য খুনী। পতিতালয়ে ওর জন্মলাভ ঘটেছিল, জন্মদাতার পরিচয় অজ্ঞাত। রাক্ষুসী-মা তা সত্ত্বেও পড়াবার চেষ্টা করেছিল ওকে, চেষ্টা অবশ্য বিশেষ কারণেই। অপরাধ জগতে প্রায় সবাই গণ্ডমূর্খ। রাক্ষুসী-মা'র ধারণা ছিল, অপরাধ জগতে লেখাপড়া জানা চরমপন্থী কেউ থাকলে আলোড়ন সৃষ্টি করবে সে। কিন্তু চাকু সে ধাতুর নয়। টাকার পিছনে ঘোরাঘুরি করার স্বভাবটা তার সেই বাচ্চা বয়স থেকেই। নিষ্ঠুর স্বভাব, ছোটবেলায় পশু-পক্ষীকে নির্যাতন করে পুলকবোধ করত। মুরগীকে আছাড় মেরে হত্যা করায় তার বিশেষ উৎসাহ দেখা গেছে। ছাগলের পেট চিরে দিত। কাক ধরার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াত সে। যে ক'টা ধরা পড়ত সবক'টার একটা করে চোখ তুলে ফেলত ছোট্ট ছুরির ডগা দিয়ে খোঁচা মেরে। তারপর সেগুলোকে ছেড়ে দিত। ওর হাতের মুঠোর চাপে কত অসংখ্য চড়ুই পাখি যে প্রাণ দিয়েছে তার

BanglaBook.org

হিসেব নেই কোন। মশা, মাছি, তেলেপোকা। পিঁপড়ে, বোলতা, ইঁদুর, টিকটিকি যা দেখত তাই মারত ও নির্দয়ভাবে, রেহাই ছিল না কারও। একবার একটা গরুকে বেঁধে দুটো চোখই উপড়ে ফেলেছিল, আর একবার একটা ছাগলের পেট চিরে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে ফেলেছিল বলে সেই কিশোর বয়সেই দু'দু'বার তিনমাস করে জেল খাটতে হয়েছে ওকে। আঠারো বছর বয়সে ওর পশু-পক্ষী হত্যার প্রবণতা রূপান্তরিত হয় নরহত্যায়। সেই সাথে ওর নির্মমতা অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। কখনও-সখনও ও ভিজে বেড়ালের মত আচরণ করে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই ও সর্বপ্রকার ভয়ঙ্কর পশুর পশুত্ব নিয়ে অমানুষ।

অথচ ওর মা, রাক্ষুসী-মা, কোনমতেই বিশ্বাস করত না চাকুর মধ্যে কোনরকম গোলমাল আছে। কাটা রাইফেল তৈরি করত রাক্ষুসী-মা'র এক বাবু। ছেলেকে সেখানে যাতায়াত করতে দেখে ভয় পায়নি রাক্ষুসী-মা। বরং আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। চাকু সর্বপ্রথম মানুষ খুন করে আকস্মিকভাবে। সেই বাবুর গোপন রাইফেল তৈরির কারখানায় গিয়ে একদিন একটা রাইফেল তুলে ট্রিগারটা টিপে দিয়েছিল। ট্রিগারটা টিপেছিল সেই বাবুর বুক লক্ষ্য করেই। লোকটা সাথে সাথে অক্কা পেয়েছিল। ফলে দু'বছরের জেল হয়েছিল চাকুর।

দু'বছর পরে জেল থেকে বের হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল চাকু একজন দাগী খুনীর সাথে। বেশ কয়েক বছর পরে আবার ও ফিরে আসে রাক্ষুসী-মার কাছে। মাঝের সময়টুকুতে নরহত্যার সংখ্যা তার নিজেরই মনে নেই। রাক্ষুসী-মার বহুদিনের শখ, সে একদল দুর্ধর্ষ লোকের নেত্রী হবে। চাকু ফিরে আসতেই শখটা প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠল। ছেলেকে নিজের কাছে বসিয়ে রেখে শেখাতে পড়াতে লাগল রাক্ষুসী-মা। প্রত্যেকটা কাজে সাহায্য করত সে, ভুল সংশোধন করে দিত। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল শিয়ালকে ফন্দি আঁটা শেখাবার মত। মা যতটুকু বলে চাকু বোঝে তারও বেশি। মা যা একবার কানে ঢুকিয়ে দিত, কখনও সে তা ভুলত না। রাক্ষুসী-মা যোগাড় করল কয়েকজন দুর্ধর্ষ লোক। ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে ধরা পড়ে জেল থেকে বেরুতেই রাক্ষুসী-মা তাকে নিজের সাথে রাখল। ঢাকার এক গুণ্ডা-সর্দারের বডিগার্ড ছিল বেচু, রাক্ষসী-মা নিয়ে এল তাকে। চোখ বেঁধে দিলেও চেনা রাস্তায় গাড়ি চালাতে পারে সিধু, বাদ দিল না তাকেও। রাক্ষুসী-মা দলে নিল আর একজনকে, যে তার মাত্র একরাতের বাবু ছিল। সে হলো ওই মোমেন ডাক্তার। ডাক্তার এখন বুড়ো, নিজের পেশা ভুলে গেছে ইচ্ছে করেই, বা বলা যায় ভুলে যাবার জন্যে বাধ্য হয়েছিল সে। রাক্ষুসী-মা তাকে দলভুক্ত করায় বেঁচে গেছে যেন সে।

এতগুলো লোকের উপরের আসনে বসিয়েছে রাক্ষুসী-মা তার চাকুকে। ওরা সকলে মেনে নিয়েছে চাকুকে ওদের সর্দার বলে, কিন্তু রাক্ষুসী-মাই আসলে সক্রিয় নেত্রী। সর্বশক্তিমতী ওই রাক্ষুসী-মা। রাক্ষুসী-মা ছাড়া চাকু অসহায়।

গোপী এই সব খুনে লোকগুলোকে দেখে চরম আতঙ্কিত। হাত দুটো

BanglaBook.org

ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে সিঁড়ির ওপর, যেন আত্মসমর্পণ করেছে ওদের কাছে। ভিজে বেড়ালের মত এতটুকু নড়াচড়া না করে তাকিয়ে আছে লোকগুলোর দিকে।

'কিরে, গোপী!' বেঁচু গোপীকে বলল। 'তুই ব্যাটা আবার আমাকে দেখে পাংচার হয়ে গেছিস মনে হচ্ছে?'

সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নিচে নামল গোপী। চোখের দৃষ্টি লোকগুলোর দিকে সারাক্ষণ নিবদ্ধ। 'তা নয়, বেঁচু। তবে তোমাদের এখানে আসার কারণটা কি, ওস্তাদ?' গোপী দাঁড়াল পোকার কাছে এসে। পোকা ওর দিকে তাকাল না।

'কই, তোর সেই খুবসুরত মেয়েটা কোথায়? কোথায় লুকিয়ে রাখা হলো?' অস্বাভাবিক শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল বেঁচু।

গোপী মরিয়া হয়ে উঠল এই বিপজ্জনক অবস্থা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যে। কিন্তু কি করবে, কি বলবে কিছুই ঢুকল না মাথায়। বন্-বন্ করে ঘুরছে মাথা। হঠাৎ বলবার জন্যে একটা কথা বেছে নিল। ভেবে দেখল না, তাতে কতটা কাজ হবে। ওরা কথাটাকে সত্যি মনে করবে, না মিথ্যে বলে ধরে নেবে, তা না জেনেই বলে ফেলল, 'লুকিয়ে রাখব ওই হারামজাদীকে! বলো কি তুমি ভাই! আসলে একটা সত্যি কথা বলা হয়নি তোমাকে। ও হারামজাদীকে আসলে আমরা চিনতামই না। খাদেম ওস্তাদের হোটেলে নেশা করছিল একজন ভেড়ার সাথে, দেখে লোভ হয়ে গেল। কিন্তু রাস্তায় এমন শয়তানী আর চেল্লাচেল্লি শুরু করে দিলে খানকী-মাগীটা যে কি আর বলব ভাই! শেষপর্যন্ত "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" হাল। দিলাম দূর করে

বেঁচু সিগারেটের টুকরোটা মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল তারপর, যেন গোপীর কোন কথা শুনতে পায়নি এমনভাবে প্রশ্ন করল, 'লে বাবা! দেখতে এলাম দুলালীকে আরেকবার, আর কেমন পোংটামি করছে দেখো পুঁচকেটা! কোথায় মেয়েটা, বাওয়া? কে ওই মেয়ে?'

'মাইরি বলছি, বাজারের মাল ছিল খানকীটা! চিনবে না তুমি, বেঁচু,' গোপী মিনমিনে গলায় বলল। ও সজাগ হয়ে উঠেছে, চাকু ছাড়া দলের সবকলেই ঠাণ্ডা, শান্ত, নির্বিকার চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে। সর্বনাশা একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল তার মনে, ওরা কেউ তার কথা বিশ্বাস করছে না। একমাত্র চাকু তার দিকে খেয়াল না দিয়ে বসে আছে টেবিলের উপর।

বেঁচু বলে উঠল, 'গোপী, তুই তাহলে চৌধুরী ভিলার মেয়েটাকে উঠিয়ে আন্‌সনি জবরদস্তি করে?'

গোপীর বুক হঠাৎ ঠাণ্ডা আর শূন্য হয়ে গেল। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'খোদার কসম ভাই, ওসব কিছু না। মজা লুটবো বলে খাদেম ওস্তাদের হোটেল থেকে পাকড়াও করে নিয়ে আসছিলাম…'

বেঁচু হাসছে। উপভোগ করছে যেন সে গোপীর দূরবস্থা। বলল, 'সাচ্চা

BanglaBook.org

নাকি? তুই ব্যাটা গপ্পটপ্প লেখ্ ভদ্দরলোকদের মতন, ঢং করে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলতে ওস্তাদ!'

আস্তে আস্তে মাথা তুলল চাকু। চোখ ফেলল সে গোপীর দিকে। ঢোক গিলল গোপী। 'ভুলুয়া কোথায়?' জানতে চাইল চাকু।

'ওপরে,' আরও একবার ঢোক গিলে উত্তর দিল গোপী। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে ঘামের ধারা।

আস্তে আস্তে চাকু ঘাড় ফেরাল বেঁচুর দিকে। 'আন্ তাকে!'

দোতলার ঘরের দরজা খুলে গেল। ভুলুয়া দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল কাঠগড়ার আসামীর মত জড়সড় হয়ে। নিচের লোকগুলো তাকাল। ভুলুয়া সিঁড়ির রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল জোর পাবার জন্যে। শত্রু তৈরি করে না সে কোন দলের পক্ষেও দাঁড়ায় না। সতর্কভাবে নিরুপেক্ষ থাকতে চায়।

'কি মিয়া?' চাকু বলল।

ভুলুয়া শুধু উচ্চারণ করল, 'এই তো।'

'দেখা-টেখা বহুতদিন হয় না, কি বলো?' হাঁ করা নিঃশব্দ হাসি হাসল চাকু। হাত দু'টো অবিশ্রাম নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। দুই উরুর উপর আলতোভাবে আঙুল বুলিয়ে চলেছে, শার্টের কলারে আঙুলগুলো উঠে যাচ্ছে তারপরই দু'হাতের আঙুল পরস্পরকে আঁকড়ে ধরছে পরক্ষণে। আবার দেখা যাচ্ছে দু'হাতের আঙুল উঠে গেছে কপালের উপর। বিশ্রামহীন, চঞ্চল, হাড়সর্বস্ব ভীতিকর দুটো হাত। 'নতুন ছুরি পেয়েছি একখানা চায়না থেকে, ভুলুয়া।' চাকু খবরটা প্রচার করল।

ভুলুয়া ডান পায়ে দেহের ভার বদলে নিল। তারপর আস্তে করে বলল 'ভাল কথা, চাকু ' অস্বস্তিভরা চোখে ভুলুয়া চোখ ফেরাল বেঁচুর দিকে।

চাকু আচমকা দুলে উঠল। ভুলুয়ার পক্ষে অসম্ভব প্রমাণিত হলো চাকুর দুলে ওঠার গতি অনুসরণ করা। দুলে ওঠার সাথে সাথে চাকুর হাতে একটা ছোরা এসে গেল। চকচক করছে ছোরাটা ছয় ইঞ্চি কালো হাতল নিয়ে।

'চেয়ে দেখো এটাকে, ভুলুয়া।' চাকু হাত বদল করল কয়েকবার ছোরাটা।

ভুলুয়া কোনক্রমে উচ্চারণ করল, 'অমন ছোরা সবাই চায় না।' ভুলুয়ার মুখ মড়ার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

চাকু বলে উঠল সাথে সাথে, 'দেখো এবার, কেমন ঝিলিক মারে!'

ভাঙা জানালা গলে রোদ এসেছে ঘরের ভিতরে, ছোরার পাতে সেই সূর্যরশ্মি পড়াতে ঘরের সিলিঙে উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটল। নৃত্যরত সাদা নক্শা কাটছে ছাদের উপর। 'খুব ধার এর, ভুলুয়া।' চাকু বলে উঠল চিবিয়ে চিবিয়ে।

মোমেন ডাক্তার বেঁচুর পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগার টানছিল। চিন্তিত এবং সতর্কভাবে সামনে বাড়ল সে। বিপদসঙ্কেতের পরিষ্কার আভাস পাওয়া

BanglaBook.org

যাচ্ছে। নম্র কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'শান্ত হও, চাকু।'

'চুপ যাও!' ধমকে উঠল চাকু। আচমকা ঝোলা মুখটা ভয়ঙ্কর আকার নিল। ভুলুয়ার দিকে দৃষ্টি রেখে চোখ দুটো যেন অগ্নিবৃষ্টি করছে। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল আবার, 'নিচে নেমে এসো, ভুলুয়া!'

'কি চাও তুমি, চাকু?' নড়াচড়া না করে ভুলুয়া কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল।

চাকু ছোরাটা গাঁথল টেবিলের উপর, 'বলছি নেমে এসো নিচে!' সামান্য একটু চড়া কণ্ঠে আবার হুকুমজারী করল চাকু।

মোমেন ডাক্তার ইশারা করতে বেঁচু বলল, 'ওকে ছেড়ে দাও, চাকু। ভুলুয়া তোমার ভাল চায়, আর সেকথা তুমিও জানো। সত্যি ভাল লোক ও।'

চাকু গোপীর দিকে চোখ তুলে ইশারা করে বলল, 'কিন্তু ও একটা আস্ত শয়তান!'

হাঁটু দুটো অকস্মাৎ কেঁপে উঠল গোপীর। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে।

'ওর কথা থাক এখন। ছোরা রাখো দেখি। ভুলুয়ার সাথে কথা বলতে চাই আমি,' বেঁচু ব্যস্তভাবে বলল কথাগুলো। সেই দলের একমাত্র লোক যে উত্তেজনার চরম মুহূর্তে চাকুকে সামলাতে সক্ষম। কিন্তু বেঁচু খুব ভাল করে বোঝে যে, সে বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। এমন দিন আসবে, এবং তা খুব তাড়াতাড়িও আসতে পারে, যখন চাকুকে আর সামলাতে পারবে না সে।

চাকু হাসল হাঁ করে। তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল তার হাতের ছোরা।

'আমরা গোপীর মেয়েটাকে পেতে চাই, ভুলুয়া। দেখেছ তুমি?' বেঁচু প্রশ্ন করল।

ভুলুয়া ঠোঁট চাটল জিভ বের করে। গলা শুকিয়ে গেছে বুড়োর। একঢোক মদ গলায় ঢালতে পারলে হত এখন। সে চাইছে, লোকগুলো তার বাড়ি ছেড়ে এখনি দূর হয়ে যাক। 'মেয়েটা গোপীর কিনা, জানি না আমি। কিন্তু সে আছে ওই ঘরে।' ভুলুয়া উপরের ঘরটা দেখাল চোখের ইশারায়।

কেউ নড়ল না। গোপীর দম প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল পোকার সর্বশরীর।

বেঁচু হুকুম করল, 'মেয়েটাকে দেখাও, ভুলুয়া

ভুলুয়া এগিয়ে গিয়ে উপরের ঘরের দরজা খুলে ফেলল। ডাকল বিলকিসকে। দরজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল সে। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বিমূঢ়-মূর্তি বিলকিস। লোকগুলো চোখ তুলে চেয়ে রইল ওর দিকে। ওদেরকে দেখেই পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালের সাথে সেঁটে গেল বিলকিস।

বেঁচু, লোকু আর লালের হাতে হঠাৎ দেখা দিল একটি করে রিভলবার।

'খচ্চরদের কাছে যা যা আছে কেড়ে নাও!' চাকু বিলকিসের দিকে চোখ রেখে বলে উঠল।

বেঁচু বলল, 'পা বাড়াও, ডাক্তার। আমরা আছি তোমার পিছনে।'

BanglaBook.org

মোমেন ডাক্তার তার বিরাট শরীরটা টেনে টেনে পোকার কাছে নিয়ে এল। বের করে নিল সে পোকার পকেট থেকে পিস্তলটা। পোকা একই জায়গায় নিষ্প্রাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। কেবল ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিল সে। মোমেন ডাক্তার তারপর বের করে আনল গোপীর পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র। সিদ্দিক মিয়ার দিকে পা বাড়াল এবার ডাক্তার। অপ্রত্যাশিতভাবে সিদ্দিক মিয়া নিজের পকেটে ঢুকিয়ে দিল একটা হাত পিস্তল বের করার জন্যে। অভাবিত ক্ষিপ্রতা দেখা গেল তার হাতের। রিভলবারের বিকট শব্দ হলো একটা। লোকু ট্রিগার টিপেছে। সিদ্দিক মিয়ার মাথায় ঢুকেছে বুলেট। মোমেন ডাক্তার ছিটকে পাশে সরে গেল। সিদ্দিক মিয়ার দেহটা আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

গোপী আর পোকার চেহারায় মৃত্যুভয় কুৎসিত রেখায় ফুটে উঠল। কয়েক মুহূর্ত শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে রাখল ওরা। ওদের দু'জনের দিকে তাকাল চাকু, তারপর সিদ্দিক মিয়ার লাশের দিকে চোখ রাখল। দৃষ্টিতে নেকড়ের হিংস্রতা তার। ভুলুয়া বিলকিসকে ঠেলে উপরের ঘরের দিকে নিয়ে যেতে ব্যগ্র হয়ে উঠল। বিলকিস বিস্ফারিত চোখে ভুলুয়ার দিকে চেয়ে রইল এক সেকেন্ড। তারপর বদ্ধ পাগলিনীর মত হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরে।

'মরাটাকে সরাও এখান থেকে,' চাকু আদেশ করল।

মোমেন ডাক্তার আর লোকু লাশটা ধরাধরি করে ঘরের বাইরে রেখে দ্রুত ফিরে এল। বেঁচু গোপীর কাছে গিয়ে রিভলবারের নল দিয়ে খোঁচা মারল বুকে, 'ব্যাটা উল্লুক, খেল্ তোর খতম হয়ে গেছে। বাদ দে ঝামেলা, মেয়েটা কে?'

'আমি জানি না।' শঙ্কিত স্বরে উত্তর দিল গোপী। অসম্ভব কাঁপছে ওর হাঁটু দুটো থেকে থেকে।

'তুই না জানলে কি হবে বুড়বাক, আমি জানি,' বেঁচু গোপীর শার্টের কলার চেপে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলল। 'শরীফ চৌধুরীর একমাত্র দুলালী ওই মেয়েটা। হীরের হার বাগাবার তালে ছিলি তুই ব্যাটা, তাই ওকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিস। আর সেই হীরের হার এখন তোর কাছেই আছে।' বেঁচু কলার ছেড়ে দিয়ে গোপীর শার্টের বুক-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। বের করে আনল হীরের হারটা।

এরপর নিস্তব্ধতা। সকলের দৃষ্টি চকচক করছে হীরের হারটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। বেঁচু চাকুর দিকে পা বাড়াল। হারটা দিল সে চাকুকে। চাকু হারটা সূর্যরশ্মিতে তুলে ধরল। উৎকট উল্লাস ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। মোমেন ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে চাকু বলল, 'দেখো ডাক্তার, কেমন ঝিকমিক করছে! কালো আঁধার আকাশে সোনালি তারার মত।'

'দামী জিনিস।' মন্তব্য করল ডাক্তার।

চাকুর দৃষ্টি পড়ল সিঁড়ির ওপরকার ঘরের দরজার দিকে। 'ওকে নিয়ে

BanglaBook.org

আয়, বেঁচু। বাতচিৎ করব আমি।'

বেঁচু তাকাল ডাক্তারের দিকে, মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ডাক্তার।

'এই বেয়াকুব দু'জনের কি হবে, চাকু? চলো, ফিরে যাই আমরা মা'র কাছে। মা পথ চেয়ে আছে।'

চাকু হীরের হারটার দিকে চোখ রেখে দ্বিতীয়বার জোর দিয়ে শুধু বলল, 'নিয়ে আয়!'

নিরুপায় হয়ে মাথা দুলিয়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল বেঁচু। ভুলুয়াকে পাশ কেটে ঘরের ভিতরে ঢুকল।

বিলকিস দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। কাঁপছে ও। বেঁচুকে ঘরে ঢুকতে দেখে হঠাৎ চমকে উঠল ওর অন্তরাত্মা। একটা হাত নিজের গালে উঠে গেল। বন্য হরিণীর মত এদিক-ওদিক ব্যগ্রভাবে তাকাল পালিয়ে যাবার একটা পথের খোঁজে।

বেঁচুর বুকটা কেমন যেন একটু দমে গেল। এমন অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে! একে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ইচ্ছে করে না। বেঁচু এমন ভয়ঙ্কর রূপ জীবনে দেখেনি। 'তোমার কোন ভয় নেই,' বেঁচু আস্তে করে বলল। 'চাকু তোমাকে ডাকছে। শোনো, চাকু আমাদের মধ্যে শুধু নীচ-মনা নয়, বদ্ধ পাগল সে। মাথার ঠিক নেই, কখনও থাকেও না। ওর কথা মেনে চললে কোন ক্ষতি হবে না তোমার। রাগিয়ে দিয়ো না কিন্তু। গোখরার চেয়েও ভীষণ হয়ে ওঠে চাকু রেগে গেলে। এসো, তোমার সাথে কথা বলতে চাইছে ও।'

বিলকিস শঙ্কিত মুখে দেয়াল ঘেঁষে সরে যেতে লাগল। আতঙ্ক দখল করে নিয়েছে ওর চোখ-জোড়া। চঞ্চল, বিচলিত, অসহায় কণ্ঠে মিনতি জানাল ও, 'ক্ষমা চাইছি! ক্ষমা করে দাও তোমরা আমাকে! নিচে নিয়ে যেয়ো না! এখানেই থাকতে দাও আমাকে তোমরা। আমার ভয় করছে।'

আস্তে করে বিলকিসের হাতটা ধরল বেঁচু। শিউরে উঠল হতভাগিনীর সর্বশরীর। বেঁচু বলল, 'আমি তোমাকে দেখব। নিচে যেতে ভয় পাচ্ছ কেন? কেউ তোমাকে বলবে না কিছু চাকু যদি পাগলামি করেই, আমি আছি। এসো, দেরি করে লাভ নেই, এসো।'

বেঁচু বিলকিসকে নিচের ঘরে নিয়ে এল।

চাকু দেখল বিলকিসের এগিয়ে আসা। 'ওকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে, জানো ডাক্তার? কোন ফিল্ম-পত্রিকার ছবি যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে হেঁটে আসছে। মার্‌ভেলাস!'

কয়েকটা ইংরেজি শব্দ জানা আছে চাকুর, তার মধ্যে মার্‌ভেলাস একটা। মোমেন ডাক্তার আতঙ্ক বোধ করছে। এমন উৎসাহ আগে কখনও দেখেনি সে চাকুর মধ্যে। সাধারণত চাকু মেয়েদেরকে ঘৃণা করে।

বেঁচু বিলকিসকে চাকুর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর পিছিয়ে এল সে। সন্ধানী চোখে তাকিয়ে রইল সে চাকুর দিকে। তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে

BanglaBook.org

তাকিয়ে আছে সকলেই।

চাকু হাসছে হাঁ করে। বিলকিস চেয়ে আছে। চাকু নিজের মাথাটা একদিকে আলতোভাবে কাত করে ফেলল, চোখ দুটো চকচক করছে ওর। 'আমার নাম চাকু। চাকু বলেই ডাকবে তুমি। আমার মা আছে, রাক্ষুসী-মা। বাপ কে জানি না।' চাকু নাক ঘষতে ঘষতে হীরের হারটা বিলকিসকে দেখিয়ে আবার বলল, 'এটা তোমার জিনিস?'

বিলকিস ভয়ে ভয়ে মাথা কাত করে আবার সোজা করল। চাকুর মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর এবং বীভৎস কিছু একটা অনুভব করছিল ও যে আচমকা আর্ত-চিৎকার করার বল্‌গাহীন একটা ইচ্ছা জেগে উঠছে ওর মনে।

চাকু হীরের খণ্ডগুলোয় আঙুল বুলোতে বুলোতে বলল, 'খুব সুন্দর এগুলো, ঠিক তোমার মত।' হারটা ঝুলিয়ে ধরল চাকু। তার নড়াচড়াতে চমকে উঠে পিছিয়ে গেল বিলকিস। থমকে গেল চাকু। বিলকিসের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'ভয় নেই, মারব না আমি।' মাথা নেড়ে আবার বলল সে, 'তুমি সুন্দরী। সত্যি। ভাল লাগছে তোমাকে। এই যে, হারটা নাও। তোমারই তো এটা। গলায় পরো। দেখব আমি এটা পরলে কেমন দেখায় তোমাকে।'

বেঁচু বলে উঠল, 'এদিকে তাকাও চাকু। সময় নষ্ট করছি আমরা। দেখো, হারটা এখন আমাদের। ওকে বিরক্ত কোরো না শুধু শুধু।'

চাকু বেঁচুর দিকে ফিরেও তাকাল না। বিলকিসের দিকেই চেয়ে থেকে বলল, 'শুনলে তো ওর কথা? সাহস নেই হারটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নেবার। ভয় পায় আমাকে ও। ওরা সবাই ভয় করে আমাকে।'

আস্তে আস্তে, যেন সম্মোহিতের মত হাত বাড়িয়ে হারটা নিল বিলকিস। হারের উপর বসানো হীরের টুকরোগুলো ওর নরম আঙুলে লাগাতে সারা শরীরে যেন বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেলো ও। হঠাৎ উচ্চকিত একটা গলা চেরা আর্তধ্বনি করতে করতে ছটফটিয়ে ছুটল বিলকিস সিঁড়ির দিকে, যেখানে ভুলুয়া দাঁড়িয়ে আছে রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে। হারটা চাকুর সামনে ফেলে দিয়েছে আগেই।

ভুলুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে উঠল বিলকিস, 'এখান থেকে উদ্ধার করো আমাকে। আমাকে নিয়ে চলো। না না, আসতে দিয়ো না তোমরা ওকে আমার কাছে···মরে যাব আমি!' চাকুকে বড় বড় চোখে দেখছে ও।

চমকে দুলে উঠল চাকু। ছোরাটা দেখা গেল আবার তার হাতে। বিমূঢ় চেহারা বদলে গিয়ে ভীষণ ভীতিকর রূপ নিয়েছে মুহূর্তে। বোকার মত দেখতে হ্যাংলা-পাতলা লোকটা খুনীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে পলকের মধ্যে। শরীর খানিকটা ঝুঁকিয়ে তীব্র ঝাঁঝাল গলায় বলে উঠল সে, 'সঙ সেজে ঢঙ দেখছিস কেন গাধার দল! নিয়ে যা ওদেরকে, জলদি!'

লোকু আর লাল এগোল পোকা আর গোপীর দিকে। দু'জনকে ধরে ঘরের

BanglaBook.org

বাইরে নিয়ে গেল ওরা। চাকু ফিরল ডাক্তারের দিকে। 'গাছের সাথে বাঁধা হয় যেন ওদেরকে।'

পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে ডাক্তারের মুখের চেহারা। ঘরের এক কোণ থেকে খানিকটা দড়ি খুঁজে নিয়ে বের হয়ে গেল সে। চাকু বেঁচুর দিকে তাকাল। হলুদবর্ণ চোখ দুটো অগ্নিবর্ষণ করছে যেন। 'সুন্দরীকে দেখবি, পালাতে পারে না যেন।'

চাকু হারটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে পকেটে ভরল। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে এল সে। উত্তেজনায় কাঁপছে। খুনের নেশা মাতাল, বদ্ধ মাতাল করে দিয়েছে তাকে।

চাকু শুনতে পাচ্ছে গোপীর আতঙ্কিত কাকুতি-মিনতি। দেখতে পাচ্ছে চোখ দুটোয় কেমন জমাট বেঁধেছে মৃত্যুভয়। পোকা চুপচাপ হাঁটছে। ঝুলে পড়েছে মুখ, রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু মরিয়া ধরনের একটা ভঙ্গির আভাস তার চোখের দৃষ্টিতে।

বাড়ির চত্বর থেকে একটু সরে গিয়ে ফাঁকা মত একটা জায়গা। সকলেই বুঝল, এই সেই জায়গা যেখানে ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটানো যেতে পারে। দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। চাকু আঙুল দিয়ে একটা গাছ দেখাল। 'ওই গাছের সাথে বাঁধ ওদেরকে।'

পোকাকে পাহারা দিয়ে রাখল লাল। মোমেন ডাক্তার আর লোকু বাঁধতে শুরু করল গোপীকে। গোপী মুক্তি পাবার কোন চেষ্টাই করল না। কোন লাভ নেই, জানে সে। গাছের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে কাঁপছে শুধু মৃত্যুভয়ে। বাঁধা হতেই লোকু পোকাকে বলল, 'গাছের সাথে পিঠ রেখে দাঁড়া, ব্যাটা!'

পোকা এগিয়ে এসে গাছের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকু তাকে বাঁধার জন্যে এল। লাথিটা সাথে সাথে মারল পোকা সর্বশক্তি দিয়ে। তার জুতোর ডগাটা যেন লোকুর পেটে সেঁধিয়ে গিয়ে আবার বের হয়ে এল। পলকের মধ্যে লাফ দিয়ে গাছের অপর দিকের আড়ালে চলে গেল পোকা। লালের হাতে পিস্তল, কিন্তু গাছের আড়ালে পোকা। গুলি করলে লাগবে না।

চাকুর চোখ দুটো বিকট আকার ধারণ করল। ভয়ঙ্কর উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। গুলি করিস না, জীবন্ত হাতে পেতে চাই কুত্তাটাকে,' চাকু হুকুম করল কর্কশ কণ্ঠে। লোকু গোঙাতে গোঙাতে ঘাসের উপর থেকে ওঠার চেষ্টা করছে। খেয়াল নেই কারও তার দিকে। মোমেন ডাক্তার বাঁ পাশে সরে গিয়ে একটা গাছের গায়ে হাত রেখে দাঁড়াল। অসুস্থ দেখাচ্ছে তাকে। এই ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চায় সে।

লোকু পাশাপাশি হেঁটে গাছটার উল্টোদিকে এগোচ্ছে। চাকু অনড় অপেক্ষা করছে। কালো বাঁটের তীক্ষ্ণধার ছোরাটা তার হাতে এসে গেছে।

পোকা পিছন দিকে তাকাল পালাবার একটা উপায় বের করার জন্যে। তার পিছনে গাছপালা নেই বললেই চলে, আত্মরক্ষার জন্যে আড়াল পাওয়া

BanglaBook.org

যাবে না। সামনে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে লাল। বাঁয়ে চাকু দাঁড়িয়ে আছে ছোরা হাতে। মোমেন ডাক্তারও সেদিকে। ডান দিকেই কেবল কেউ নেই। কিন্তু পালানোর চেষ্টা করাই সার হবে, সত্যিসত্যি পালানো সম্ভব হবে না। তবু, পোকা ভাবল, প্রাণটা বাজি ধরে জুয়া খেলার এটাই শেষ সুযোগ।

পোকা দ্রুতবেগে একটা লাফ দিল। কিন্তু সে যতটুকু ভেবেছিল তার চেয়ে কাছে এসে পড়েছিল লাল। লালকে দেখেই একটা ঘুসি ছুঁড়ে মারল পোকা প্রচণ্ড বেগে। মাথায় লাগল লালের। লাল কিন্তু পথ ছেড়ে না দিয়ে পোকার গায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে বাধা দিল তাকে। পোকা এমনটি আশা করেনি। প্রথমে হকচকিয়ে গেল সে। তারপর হঠাৎ সে বুঝতে পারল, তার ঘুসিটা ব্যর্থ যায়নি। ব্যথায় অন্ধ হয়ে গেছে লাল, কিন্তু সজাগ আছে এখনও। পোকাকে বাধা দেবার আর কোন উপায় নেই দেখে নিজের শরীরটাকে পাঁচিলের মত দাঁড় করিয়ে রুখতে চায় তাকে। ধাক্কা দিল পোকা দু'হাত দিয়ে সজোরে। পড়ে গেল লাল তাল সামলাতে না পেরে।

পোকা বিদ্যুৎবেগে ছুটতে শুরু করল।

চাকু নড়ল না এতটুকু। যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ছোরাসহ হাতটা শুধু পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে তার।

এখনও উঠে বসতে পারেনি লোকু। পোকা পিছন ফিরে তাকাল একমুহূর্ত পরেই। হঠাৎ পাগলামিতে পেয়ে বসল তাকে। চাকুকে ছাড়া আর কাউকে সুস্থ-সতেজ না দেখে দুঃসাহসী হয়ে উঠল সে। ডাক্তারকে সে ধর্তব্যের মধ্যে নিল না। যদি কুপোকাৎ করতে পারে চাকুকে তাহলে গোপীকে উদ্ধার করে বেঁচুকে ভূত দেখিয়ে দেওয়া যায়। চিন্তাটা মাথায় আসতেই ঘুরে দাঁড়াল সে। তারপর এগোল চাকুর দিকে সতর্কভাবে। চাকু অপেক্ষা করে আছে এখনও চকচকে চোখে। গেঁয়ো বালকের মত দেখাচ্ছে তার মুখটা।

তারপরই পোকা দেখল চাকুকে নিঃশব্দে হাঁ করে হাসতে। বোকা বোকা মুখের মুখোশ আচমকা খসে গিয়ে বের হয়ে পড়ল নির্লজ্জ, কুৎসিত, বীভৎস খুনীর চেহারা। পোকা কেমন করে যেন বুঝে ফেলল, মাত্র কয়েকবার চোখের পলক ফেলতে যতটুকু সময় লাগে ঠিক সেই সময়টুকু বেঁচে আছে সে। এমন বিকট ভয় গ্রাস করেনি আর কখনও তাকে। পা আর এগুতে চাইল না। দাঁড়িয়ে পড়ল পোকা। কেউ যেন তাকে যাদু করে অবশ করে দিয়েছে।

একটা ছোরা ঝিলিক দিয়ে উড়ে এল চাকুর বিদ্যুৎগতি হাত থেকে। উড়ে এল পোকার দিকেই। পেতে দেয়া বুকে ছোরাটা গ্রহণ করল সে।

চাকু কাছে এসে দাঁড়াল। পৃথিবী-ত্যাগরত পোকার কাছে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চে আপ্লুত হয়ে উঠল তার দেহমন। এই রোমাঞ্চকর অনুভূতি প্রতিটি হত্যাকাণ্ডেই পায় সে।

লোকু এতক্ষণে উঠে বসেছে ঘাসের উপর। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে গেছে তার। লাল এখনও তেমনি পড়ে আছে। একটু একটু মাথাটা নড়ছে

BanglaBook.org

তার। মোমেন ডাক্তার নিঃশব্দে দেখছে চাকুকে। অসুস্থতাবোধ চরমে উঠেছে তার।

চাকু আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল গোপীর দিকে। চোখ-জোড়া বন্ধ করে শিউরে উঠে কাঁপতে শুরু করল গোপী আরও জোরে। অদ্ভুত এক ধরনের ভয়ার্ত ধ্বনি বের হয়ে আসছে তার হাঁ করা পিপাসার্ত গলার ভিতর থেকে। চাকু ছোরাটা পরিষ্কার করল ঘাসের উপর ঘষে ঘষে। তারপর সিধে হলো সে, 'গোপী···' নরম গলায় নাম ধরে ডাকল চাকু গোপীকে।

গোপী চোখ মেলল। 'পায়ে পড়ি, মেরো না আমাকে!' গোপী হাঁপাতে হাঁপাতে বিকৃত মুখে দয়া প্রার্থনা করল, 'মাপ করো চাকু, আমাকে মেরো না···মেরো না।'

চাকু হাঁ করে হাসল। রোদের উপর পা ফেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল সে। গোপীর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল তারপর।

তারপরই শোনা গেল মৃত্যুপথযাত্রীর গোপীর বীভৎস আর্তচিৎকার।

দুই

বিজলী-বাতির উজ্জ্বল আলোয় প্লাবিত ঘরের ভিতরে নিয়ে আসা হলো বিলকিসকে। দুই চোখ ওর দু'টুকরো তুলো দিয়ে বাঁধা হয়েছে সুতোর সাহায্যে। বেঁচু সহায় হয়ে হাত ধরে আছে ওর। তার হাত বিলকিসের কব্জিতে শক্ত এবং গরম হয়ে চেপে বসেছে। অন্ধকারে পায়ের নিচের কঠিন মাটি ছাড়া বেঁচুর ওই হাতটাই শুধু পৃথিবীর সাথে ওর যোগাযোগ রক্ষা করছে। কোথাও সাড়াশব্দ নেই কোন। অজানা আতঙ্কে শরীর অবশ হয়ে আসছে।

চেয়ারে বসেই রাক্ষুসী-মা তাকিয়ে রইল বিলকিসের দিকে।

ভুলুয়ার আস্তানা থেকে রওনা হবার আগে ফোন করে জানিয়েছিল বেঁচু মাকে। মা মাঝের সময়টাতে চিন্তা করে বুঝে নিয়েছিল এই দুঃসাহসিক কাজটা কি এনে দেবে তাকে আর তার দলকে। সাবধানতার সাথে মোকাবেলা করলে হপ্তাখানেকের মধ্যেই কয়েক লাখ টাকার মুখ দেখবে তারা। গত তিন-চার বছরে বড়সড় ধান্দা একটাও সুচারুভাবে সম্পন্ন করা যায়নি। তাই বলে টাকার অভাব হয়নি কখনও। যে কোন দলের চেয়ে ভাল কাজ করে এসেছে তারা সব সময়। কিন্তু এবারে চাকুর কৃতিত্বে সুন্দরী মেয়েটাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে নিঃসন্দেহে বড়লোক বনে যাবে তারা। ঢাকা শহরের একজন কোটিপতির একমাত্র মেয়ে এখন তাদের হাতে!

রাক্ষুসী-মা অসম্ভব মোটা। মোটা আর ভারী আর বিরাট। কোমরের দু'ধারে দশ সের করে মাংস আর চর্বি ফুলে আছে। মাথায় এখনও তার কালো

BanglaBook.org

চুল। চুলগুলো কমে গেছে অবশ্যি। চোখ দুটো কাঁচের মত স্বচ্ছ, দু'কোণে পিঁচুটি ভরা। প্রকাণ্ড বুকের ওপর তার সাত ভরি ওজনের একটা হার। গাঢ় খয়েরী রঙের একটা শাড়ি পরনে। ব্লাউজটা লাল আর খয়েরী রঙের ছিটকাপড়। বাঁ হাতে তামার বালা আঁট-সাঁটভাবে বসানো। নাকে বিরাট এক নাকচাবি। ডান হাতে দুটি মাদুলি। পায়ে রুপোর একজোড়া মল। কানে বড় বড় রিং। রাক্ষুসী-মা যেন প্রাচীন এক নারীপ্রধান সমাজের বয়স্কা কর্ত্রী। যে কোন স্বাস্থ্যবান মানুষের চেয়ে বেশি ক্ষমতা তার শরীরে।

প্রৌঢ় রাক্ষুসী-মা হিংস্র এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর। ভয় পায় তাকে সবাই। চাকুও বাদ নয়, ভয় পায় সেও।

বেঁচু বিলকিসের চোখ থেকে তুলোর বাঁধন খুলে দিল। বিলকিস আঁতকে উঠল চোখের সামনে রাক্ষুসী-মা'র বিরাটাকৃতি পাহাড়ী শরীর দেখে। দ্রুত নিশ্বাস চেপে পিছিয়ে এল ও ভয় পেয়ে।

বেঁচু আশ্বাস দেবার জন্যে ওর কাঁধে একটা হাত রাখল আলতোভাবে। তারপর রাক্ষুসী-মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কথা মত নিয়ে এসেছি, এই সেই মেয়ে।'

মা ঝুঁকে পড়ল সামনে। তার পলকহীন ধূর্ত এবং স্বচ্ছ কাঁচের মত পিচ্ছিল চোখের দৃষ্টি দেখে শিউরে উঠল বিলকিস।

মা বেশি কথা বলাটাকে ঘৃণা করে। দশ কথার এককথা বলাই তার স্বভাব। কিন্তু সে বুঝতে পারছে আজ বিশেষ একটা ঘটনা ঘটেছে। আজ তাকে অনেক কথা বলতে হবে।

'আমার কথায় মন দাও,' মা শুরু করল বিলকিসের দিকে চোখ রেখে। 'শরীফ চৌধুরীর বেটী হতে পারো তুমি, কিন্তু আমার তাতে ভয়-ভাবনা কিছু নেই। তোমাকে আমরা এখানেই পাহারা দিয়ে রাখব, যতদিন না তোমার বাপ টাকা নিয়ে কেনে তোমাকে। তার টাকা দেবার মর্জির ওপর ঝুলবে তোমার ভালমন্দ। যতদিন রাখব আমরা তোমাকে ততদিন বুঝে-সমঝে থাকতে হবে এখানে। বুঝে-সমঝে থাকলে কেউ জ্বালাতন করবে না। তবে ছিনালী আমি সইব না তোমার। দাওয়াই আমার ভাল করে জানা আছে, তোমার ওই রূপ-রস চুষে চুষে ছিবড়ে করে দিয়ে বাজারের বেশ্যাখানায় পাঠিয়ে দেব। লোকেরা দু'টাকা দিয়ে ছিঁড়বে তখন তোমাকে। তাহলে, মনে থাকবে তো আমার কথা? কোনরকম গোলমেলে ফন্দি-ফিকির দেখালে···মনে থাকবে তো?

বিলকিস অবিশ্বাস্য চোখে দেখছ রাক্ষুসী-মাকে। পৃথিবীতে এমন ভয়ঙ্কর নারীর অস্তিত্ব আছে, তা যেন ও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

'মনে থাকবে না বুঝি?' মা কর্কশ গলায় আবার জানতে চাইল।

বেঁচু বিলকিসের গায়ে কনুই দিয়ে মৃদু ধাক্কা মারল সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে।

'থাকবে,' বিলকিস প্রায় ফিসফিস করে উচ্চারণ করতে পারল শব্দটা।

BanglaBook.org

'নিয়ে যা ওকে ওপরের সামনের ঘরটায়,' মা বেঁচুর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল। 'ঘরটা ওর জন্যেই ঠিকঠাক করা আছে। ভেতরে রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে নেমে আসবি আমার কাছে। কথা আছে তোর সাথে।'

বেঁচু বিলকিসকে সাথে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'বুড়ি কিন্তু বাজে কথা বলেনি একটাও। চাকুর চেয়েও হারামি ওই বুড়ি। তাই বলছি, সাবধানে থেকো তুমি।'

একটা কথাও বলতে পারল না বিলকিস। ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে হতভাগিনী।

কয়েক মুহূর্ত পরেই রাক্ষুসী-মা'র ঘরে মোমেন ডাক্তার আর লালের সাথে একত্রিত হলো বেঁচু। লোকু শহরের হালচাল জানার জন্যে বাইরে বেরিয়ে গেছে।

হুইস্কির বোতল থেকে খানিকটা গ্লাসে ঢেলে নিয়ে বেঁচু একটা চেয়ারের হাতলে বসল। চাকুকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চাকুকে দেখছি না যে, মা?'

'শুয়ে পড়েছে ও,' বলল। 'ওর কথা বাদ দে। তোর সাথে আর লালের সাথে কথা আছে আমার। তোরা শুনছিস তো ছুঁড়ীটাকে কি বলেছি আমি? তোদের দু'জনের জন্যেও আমার ওই কথা খাটবে। মেয়েটা সুন্দরী, তাই তোদেরকে সাবধান করে দিতে হচ্ছে। কোনরকম ঘটনা যেন না ঘটে ওকে নিয়ে। ওকে নিয়ে তোরা ঝগড়া করবি নিজেদের মধ্যে, তা আমি সইব না। ছুঁড়ীটাকে একা থাকতে দিতে হবে। ওর কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করতে দেখলে জান বের করে নেব আমি তোদের।'

বেঁচু কেঁপে কেঁপে হাসল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'চাকুর বেলাতেও কি এই কথা খাটবে, মা?'

মা বেঁচুর দিকে ভুরু তুলে বলল, 'চাকু মেয়েপাগলা নয়। মেয়ে মানুষের ছায়া মাড়াতেও রাজি নয় ও। ভয় আমার তোদেরকে নিয়েই। কাজের কথা বেশি করে ভাববি আর মৌজ করে সময় কাটাবার কথা একদম ভাববি না, তবেই নাম করতে পারবি জীবনে। মেয়েমানুষই একমাত্র কারণ, যার দরুন পুলিসের হাতে ধরা পড়ে বেশিরভাগ দল। আমার এসব কথা লাল আর লোকুর বেলাতেও সমান খাটবে। বুঝেছিস, না কি? মেয়েদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে হবে সবাইকে।'

'কালা নই আমি,' একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে লাল বলে উঠল।

মা জিজ্ঞেস করল, 'বেঁচু, তুই?'

'আমি তোমার কথা আগেই বুঝতে পেরেছি, মা।'

বেঁচুর উত্তর শুনে মা একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে চলল, 'ছুঁড়ীটার দাম আমাদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা। কাল মাঝরাত থেকে গায়েব হয়েছে ও। শরীফ চৌধুরী এতক্ষণে পুলিসকে জানিয়ে দিয়েছে খবরটা। চৌধুরীর সাথে

BanglaBook.org

যোগাযোগ করা দরকার আমাদের। তাকে বলতে হবে, সে যেন পুলিসের সাথে হাত না মেলায় এখন থেকে। সে যেন পাঁচ লাখ টাকার পুরনো নোট একটা সাদা সুটকেসে ভরে রেডী করে রাখে। আমরা তার সাথে কোনরকম ছল-চাতুরী করব না। টাকার বদলে মেয়েটাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে সে।'

একটু থেমে বেঁচুর দিকে চেয়ে মা আবার বলল, 'শহরে যা, ফোন করবি কোথাও থেকে চৌধুরীকে। বলবি, সময় মত তাকে আরও হুকুম দেয়া হবে। সাবধান করে দিবি, ধোঁকা দিলে ভাল করবে না সে। ভুগবে তার সাধের দুলালী। কি বলতে হবে তা আর বলে দিতে হবে না আমাকে, মাথায় ঘিলু কম নেই তোর। চড়া গলায় গরম গরম কথা শুনিয়ে দিবি।'

'বুঝেছি, মা,' বেঁচু বলল।

'বেরিয়ে পড় তাহলে।'

চেয়ারের হাতল থেকে নেমে বেঁচু হঠাৎ বলে উঠল, 'টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা কেমন ধরা হবে, মা? আমিই মেয়েটার খোঁজ পেয়েছি। ভাগ বেশি আমারই পাবার কথা।'

আস্তে আস্তে মা বলল, 'টাকা এখনও হাতে পাইনি আমি। পেলে ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা উঠবে।'

'আর আমার ভাগের কি হবে? বেঁচুর সাথে ছিলাম তো আমিও।'

'আরে রাখ্, প্যাচাল পাড়িস না আর,' বেঁচু মুখ বাঁকিয়ে লালকে বলল। 'আমি মাকে ফোন করার কথা বলতে তুই রাজি হোসনি তখন। আমি ছুটোছুটি না করলে তুই তো এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোতিস।'

'চুপ কর তোরা! দূর হয়ে যা বলছি!' ধমকে উঠল মা কঠিন গলায়।

বেঁচু একটু ইতস্তত করল। মা'র কড়া চোখের চাউনি দেখে সে অবশ্য দাঁড়াল না আর। বের হয়ে গেল ঘর থেকে। একটু পরেই শোনা গেল বুইক স্টার্ট নেবার শব্দ।

মা লালকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা লাল, বল্ এবার গত রাতের ঘটনা। মানে, গোপীর দলের সাথে আমাদের লড়াইয়ের ঘটনাটা বাইরের লোক কে কে জানে?'

লাল একটু ভেবে বলল, 'জানে, বুড়ো ভুলুয়া জানে। কি ঘটেছে তা তো জানেই, মেয়েটাকে আমরা নিয়ে এসেছি তাও দেখেছে। কিন্তু ভুলুয়াকে ভয় নেই। সে তেমন লাগানো-স্বভাবের লোক নয়। লাশ তিনটে মাটিতে পুঁতে ফেলেছে সে এতক্ষণ, ওদের গাড়িটারও কোন ব্যবস্থা করেছে। ওর জন্যে কিছু করা দরকার আমাদের, মা গোপী বলেছিল হীরের হার বেচা টাকার দশভাগের এক ভাগ দেবে ভুলুয়াকে। আসার সময় ও কথাটা বলল আমাকে। বুড়োর আশা, আমরা তাকে সাহায্য করি।'

'কিছু দেয়া যাবে। ভুলুয়া ছাড়া আর কেউ না?'

মা'র প্রশ্ন শুনে লাল একমুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, 'সাভারের

BanglaBook.org

কাছাকাছি পেট্রল-পাম্পের একটা ষোলো-সতেরো বছর বয়সের ছোকরা দেখেছে গোপীর সাথে বেঁচুকে কথা বলতে। আমার হাতের রিভলবারও দেখেছে সে। তাছাড়া, মেয়েটাকেও দেখেছে বোধ হয়।'

'আর কেউ কিছু জানে না তো?'

'না।'

'কোন ভুল-টুল করতে চাই না আমি। ছেলেটার ভার দিচ্ছি তোকে। গল্প করে বেড়াতে পারে ছোকরা যা যা দেখেছে। শোন্, কাজটা করতে গিয়ে বেখেয়াল হয়ে যাসনে। ভালয় ভালয় সারা চাই। যা, এখুনি বের হয়ে যা।'

লাল ঘর ছেড়ে চলে যেতেই রাক্ষুসী-মা প্রকাণ্ড একটা চেয়ারের কোলে গা ঢেলে দিয়ে আরও আরাম করে বসল। মা সজাগ হয়ে আছে অনেক আগে থেকেই—মোমেন ডাক্তার একনাগাড়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে অস্থিরভাবে। প্রশ্নবোধক চোখে মা তাকাল তার দিকে। দলের আর সবার সাথে তার যে সম্পর্ক, ডাক্তারের সাথে তেমন নয়। ডাক্তার শিক্ষিত এবং রাক্ষুসী-মা এই শিক্ষিত মানুষটাকে পছন্দ করে।

দশবছর আগে মোমেন ডাক্তারের পেশাগত পশার ছিল দারুণ। বয়স তখন তার চল্লিশ। সেই সময় সে বিয়ে করে তার চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট একটা মেয়েকে। মেয়েটা ছিল অপূর্ব সুন্দরী এবং চঞ্চলা। মোমেন ডাক্তার তাকে ভালবেসেছিল। ভালবেসে বিয়ে করেছিল।

মোমেন ডাক্তারের ভালবাসা ছিল অন্ধ। সে স্ত্রীকে নিয়ে এমন মেতে উঠেছিল যে, লোকে তাকে পাগল বলতেও দ্বিধা করত না। কাজকর্ম একরকম ত্যাগ করে স্ত্রীকে সঙ্গ দিত সে। স্ত্রীর সুখ, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ দেখে সে সুখী হত। স্ত্রীর মনোঃকষ্ট দেখলে মরমে মরে যেতে ইচ্ছে করত তার। কিন্তু বছরও ঘুরল না বিয়ের পর, স্ত্রী তার পালিয়ে গেল ডাক্তারেরই যুবক কম্পউন্ডারের সাথে একরাতে। মোমেন ডাক্তার বদ্ধ পাগল হয়ে যায়নি বটে, কিন্তু পাগলামির চেয়ে বাড়া হয়ে দাঁড়াল তার জীবনযাত্রার ধরন। ডাক্তার ডাক্তারখানায় বসা ছেড়ে দিল চিরদিনের জন্যে। বাড়িতে বসে বোতলের পর বোতল মদ খেতে লাগল।

মাসখানেক পর মাতাল অবস্থায় মোমেন ডাক্তার তার এক বন্ধুর চাপে পড়ে বন্ধুর স্ত্রীর হার্ট অপারেশন করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো। মারা গেল বন্ধুর স্ত্রীটি। বন্ধুটি ছিল স্বার্থপর এবং রগচটা। মাতাল অবস্থায় তার স্ত্রীর হার্ট অপারেশন করেছে মোমেন ডাক্তার, একথা জানার পর কেস করল সে তার নামে। মোমেন ডাক্তার কোর্টে দাঁড়িয়ে স্বীকার করল—হ্যাঁ, মদ খেয়ে মাতাল অবস্থাতেই অপারেশন করেছে সে। দোষী সাব্যস্ত করা হলো তাকে জুরীদের রায়ে। পাঁচ বছরের জেল হলো মোমেন ডাক্তারের।

জেলে যাবার কয়েক মাস আগে মোমেন ডাক্তার তখনকার বারবউ

BanglaBook.org

রাক্ষুসী-মা'র ঘরে খদ্দের হয়ে গিয়েছিল একদিন। ফিরে আসার সময় কথা দিয়ে এসেছিল, আবার আসবে সে। কিন্তু আসার সময় আর হয়ে ওঠেনি।

জেলে লালের সাথে পরিচয় হলো মোমেন ডাক্তারের। দু'জনে একসঙ্গে ছাড়া পেয়ে চলে এল রাক্ষুসী-মা'র কাছে। সেই থেকে সে রয়ে গেল। রাক্ষুসী-মা বুঝতে পেরেছিল, তার দলে মোমেন ডাক্তারের মত উচ্চশিক্ষিত একজন ডাক্তারের মূল্য কতটুকু। সেই থেকে তার দলের ছোকরারা জখম হয়ে ফিরে এলে রাক্ষুসী মা-কে দুশ্চিন্তা করতে হত না। মোমেন ডাক্তারকে বোতল বোতল মদ যোগাড় করে দিতে হয় মাত্র, আর কোন ঝামেলা নেই তার জন্যে।

রাক্ষুসী-মা আপন মনে বলে উঠল, 'খাঁজে খাঁজে বসিয়ে ঠিকমত প্যাঁচ কষতে পারলেই হয়। অবস্থা আমাদের একটুও গোলমেলে নয়। এখন শুধু ছড়াতে হবে চারদিকে যে, গোপী মেয়েটাকে গাপ্ করে উধাও হয়ে গেছে! আগে বা পরে একসময় পুলিসের কানে কথাটা যাবেই। পুলিস তখন খুঁজতে শুরু করবে গোপীকে। কিন্তু তাকে আর তার দলকে পাওয়ার আশা আশাই থেকে যাবে, টিকিটিও দেখতে পাবে না পুলিস ওদের। তখন ওরা বিশ্বাস করবে, কু-কাজটা গোপীর দলেরই। মেয়েটাকে নিয়ে ভেগেছে।'

রাক্ষুসী-মা বড় বড় নকল দাঁত বের করে হাসতে লাগল। তারপর আবার বলল, 'যতদিন না মাটি খুঁড়ে লাশগুলো পাচ্ছে পুলিস ততদিন কোন ভয় নেই। পরে লাশ পেলেও আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারবে না।'

ডাক্তার পায়চারি থামিয়ে চেয়ারে বসল। একটা সিগারেট জ্বালল। সব কাজেই তার ধীর, শান্ত আর খানিকটা অলস ভঙ্গি। সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এসব আমি ঘৃণা করি। কিডন্যাপিং জঘন্য ব্যাপার। নিষ্ঠুর, নির্মম কাজ এটা। আমার দুঃখ হচ্ছে মেয়েটার জন্যে, মেয়েটার বাপের জন্যে। কোন মানে হয় না এর।'

মা হাসল। ডাক্তারকে সে কথা বলার অনুমতি দেয়। উপদেশ, নির্দেশ দেবার অনুমতিও ডাক্তারকে দিয়েছে সে। অবশ্য কদাচিৎ মা গ্রহণ করে ডাক্তারের পরামর্শ। তবে ডাক্তারের কথা শুনতে ভাল লাগে তার।

'তুমি বাপু বুড়ো। ভালমন্দ বাছবিচার করার সাধ্যি আছে, মানি। কিন্তু ছুঁড়ীটা তো এতদিন আরাম-আয়েশ লুটেছে জান ভরে, এবার দু'দিন না হয় কষ্টই করল। ওর বাপের টাকা আছে, আমাদের নেই—কিছু টাকার ভাগ দিলেই সব মিটে যাবে। টাকার জন্যে লালায়িত আমি, তুমিও। টাকা আমাদের দরকার। চাইলে কেউ দেবে? ওই ছুঁড়ীর বাপের কাছে হাত পাতলে দিত? আসল কথা বোঝো না কেন, ডাক্তার? আসল কথা, আদায় করে নিতে হবে যা দরকার। তাই নিতে হয়, তা না হলে চলে না।'

ডাক্তার বলল, 'কিন্তু মেয়েটা সুন্দরী, বয়সও কম। তার জীবনটা ধ্বংস করে দেয়া কেন? অপরাধটা কি তার? দুনিয়ার মানুষের টাকার দরকার থাকলে

BanglaBook.org

ন কি করতে পারে? শুধু শুধু একটা জীবন নষ্ট করে দেওয়া! তুমি নিশ্চয় ওকে র বাবার কাছে ফেরত পাঠাচ্ছ না?'

'না, ওকে ফেরত পাঠানো হবে না। টাকা হাতে এলেই খতম করে দেব ক করেছি।'তা না হলে বাড়ি ফিরে গিয়ে আমাদের খোঁজ-খবর পুলিসকে ানাবে।'

মদের গ্লাসটায় শেষ চুমুক দিয়ে ডাক্তার বলল, 'তোমার কথা পছন্দ হলো া আমার। এটা তোমার অন্যায়। যাক, তোমার ব্যাপারে নাক না গলানোই চিত আমার।'

রাক্ষুসী-মা হাসতে হাসতে বলল, 'এখন ভাল লাগছে না বটে, কিন্তু তামার ভাগের টাকা দিয়ে যখন বোতল বোতল মদ খাবে তখন খারাপ লাগবে া, কি বলো ডাক্তার?'

ডাক্তার তার শূন্য গ্লাসটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, মদের জন্যে ামার আরও বেশি টাকার দরকার। কিন্তু আমি এখন সে কথা ভাবছি না। াবছি, চাকুর কথা। চাকু ভয়ানক অদ্ভুত রকমের ব্যবহার করেছে বিলকিসের াথে।'

মা তীব্র চোখে তাকাল ডাক্তারের দিকে। 'তোমার এ কথার মানে কি, াক্তার?'

'আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল চাকু মেয়েদের কাছে মেয়েদের মতই ুরুষত্বহীন। দেখেছি তো, মেয়েছেলে দেখলে দূরে সরে থাকত ও। তুমিও ামাকে এই কথাই বলেছ এতদিন।'

মা বলল, 'ঠিক তাই। সেজন্যে খুশি আমি। মেয়েমানুষের ঝামেলা ছাড়াই ওর জন্যে হাজারটা ঝামেলা পোহাতে হয় আমাকে এমনিতেই।'

'এই মেয়েটার দিকে বেশ একটু ঝুঁকে পড়েছে চাকু,' ডাক্তার চিন্তিত লায় বলল। 'মেয়েটাকে দেখে ওর মন বদলে গেছে একেবারে। দু'জনার চাখাচোখি হতে এমন ভাব-ভঙ্গি করতে দেখেছি আমি চাকুকে যা আগে কখনও দেখিনি। আবেগে গলে গিয়েছিল যেন ও। আমি দুঃখিত, কিন্তু তামাকে নিশ্চয় করে জানাচ্ছি যে, এবার থেকে চাকু মেয়েমানুষ নিয়ে ঝামেলা করবে। আর অন্যসব ঝামেলার মত এই নতুন ঝামেলার সাথেও যুঝতে হবে তামাকে।'

মা'র মুখের চেহারা কঠিন হয়ে উঠল। চোখে তীব্র চাউনি ফুটে উঠেছে, তুমি কি পাগল হলে, ডাক্তার!'

'না। ওদের দু'জনকে এক সাথে দেখলে তুমিও টের পাবে, আমি যা দেখেছি ঠিকই দেখেছি। হীরের হারটা মেয়েটাকে ফেরত দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল ও। হারটা এখনও রয়েছে ওর কাছে, সে কথা মনে আছে কি?'

'আছে বৈ কি!' মা একটু শান্তভাবে আত্মবিশ্বাসী গলায় জোর দিয়ে বলে উঠল আবার, 'কিন্তু আমি সেটা চাইলে ও কোন কথা না বলে হাতে তুলে দেবে

BanglaBook.org

আমার। যাক, তাহলে তোমার সন্দেহ হয়েছে, চাকু এই ছুঁড়ীটাকে দেখে মজেছে?'

'সন্দেহ নয়, আমার ওটা নির্ভুল বিশ্বাস।'

মা বলল, 'ঠিক আছে, কেমন করে ওর পাগলামি দূর করতে হয় দেখিয়ে দেব আমি। মেয়েমানুষ নিয়ে আমার এখানে কোনরকম ঝামেলা হোক ত আমি চাই না।'

ডাক্তার সাবধান করে দিয়ে বলল, 'দেখিয়ে দেয়াটা অত সহজ হবে না মনে রেখো। চাকু ভয়ঙ্কর প্রকৃতির, ও তোমার শাসনও মানবে না। বারবার বলছি, মনে রেখো, তোমাকেও ছোবল মারবে ও। আসল কথা, তুমি কোনমতেই স্বীকার করতে রাজি নও যে চাকু ঠিক স্বাভাবিক নয়...'

'চুপ করো, ডাক্তার!' মা ধমকে উঠল। চাকু স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক এ এখন তেতো হয়ে গেছে। মা আবার মুখ খুলল, 'তোমাদের ওই কথায় কান দেবার কোন কারণ খুঁজে পাই না আমি। চাকু ঠিকই আছে। ওকে আমি খুব সামলাতে পারি, এখনও পারব। বাজে কথা বাদ দাও।'

ডাক্তার উত্তর না দিয়ে বোতল নিয়ে এসে গ্লাসে মদ ঢালল। মুখের রঙ বদলাতে শুরু করেছে তার। গ্লাসটা শেষ করে বলল, 'বেশ, পরে কিন্তু বোলো না যে, আমি তোমাকে সাবধান করিনি।'

মা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, 'তুমি শরীফ চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখে দেবে। আগামীকাল পাঠাব। সাদা একটা সুটকেসে টাকা ভরে রেডী করে রাখতে বলবে। আরও লিখবে তাকে কোন একটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে, পরশুদিনের কাগজে যেন ছাপা হয় সেটা। রঙ বিক্রি করার জন্যে খরিদ্দার খোঁজার বিজ্ঞাপন। ওটা দেখে আমরা বুঝব, টাকা সে রেডী করে রেখেছে। সাবধান করে দেবে, ধোঁকা দেবার চেষ্টা করলে তার দুলালীর কপালে খারাবি আছে।'

'লিখব,' ডাক্তার কথাটা বলে গ্লাসে মদ ভরল আবার। সেটা শেষ করে বের হয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

রাক্ষুসী-মা আরও খানিকক্ষণ বসে রইল তেমনি। চিন্তা হচ্ছে তার বড় ডাক্তারের কথা শুনেই মাথায় জেঁকে বসেছে চিন্তাটা। সত্যিসত্যি চাকু যদি ছুঁড়ীটার দিকে ঝুঁকে পড়ে থাকে তাহলে ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খতম করে ফেলাটাই ভাল। রাক্ষুসী-মা নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল, ডাক্তার হয়তে আন্দাজের ওপর ভর করে বলেছে কথাগুলো। চাকু তো চিরকাল মেয়েমানুষকে ঘৃণা করে এসেছে। সে নিজের ছেলেকে দেখে আসছে বরাবর। চোখের সামনেই বড় হয়েছে ও। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে চাকু জীবনে কোন মেয়ের দেহ ছুঁয়েও দেখেনি। যৌন-সংসর্গ চাকুর জীবনে ঘটেনি। কোন সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে তার।

চেয়ার থেকে উঠে মেঝেতে দাঁড়াল রাক্ষুসী-মা।

চাকুর সাথে কথা বলে দেখা যাক, সে ভাবল। হারটা চেয়ে নিতে হবে ওর কাছ থেকে। বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে একটু সাবধানে আর বুঝে-সুঝে। মনে হয়, কিছুদিন পরে ওটা বিক্রির চেষ্টা করাটাই হবে নিরাপদ। শহর এখন গরম থাকবে বেশ কিছুদিন।

রাক্ষুসী-মা দোতলায় উঠে চাকুর ঘরের দিকে চলল।

সেই ময়লা আর নোংরা প্যান্ট-শার্ট পরেই বিছানায় শুয়ে ছিল চাকু। হীরের হারটা জড়ানো রয়েছে ওর লম্বা লম্বা আঙুলে। মা ঘরে পা ফেলতেই হারটা অদৃশ্য হয়ে গেল ক্ষিপ্রবেগে, যেমন অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সাথে সে তার ছোরা বের করে হাতে নেয়। কিন্তু যত দ্রুতই ঘটুক ব্যাপারটা, মা দেখে ফেলল হারটা। দেখেও না দেখার ভান করল মা। বিছানার দিকে এগোতে এগোতে সে কৃত্রিম ধমকের সুরে বলে উঠল, 'শুয়েছিস কি মনে করে শুনি? শরীর খারাপ নাকি?'

বিরক্ত হয়ে মা'র দিকে চেয়ে রইল চাকু। অসময়ে আবোল-তাবোল প্রশ্ন করে মা তাকে বড় জ্বালাতন করে, ভাবল চাকু। মুখে বলল, 'শরীর খারাপ নয়, এমনি শুয়ে আছি। নিচে তোমাদের বাজে কথা শুনতে কোনদিনই ভাল লাগে না আমার।'

মা আশা-ভরা গলায় বলে উঠল, 'কথা শোনা বা বলারও দাম আছে। আমরা খুব জলদি বড়লোক হয়ে যাচ্ছি, চাকু। ওই ছুঁড়ীটা আমাদের কাছে একটা সোনার খনি বলতে পারিস।'

চাকুর মুখাবয়বে উজ্জ্বল একটা আভা ফুটল। সমস্ত বিরক্তির চিহ্ন মুহূর্তে মিলিয়ে গেল তার চেহারা থেকে। 'কোথায় আছে ও, মা?'

মা চেয়ে রইল চাকুর দিকে। এমন উজ্জ্বলতা চাকুর মুখে ফুটে উঠতে আগে কখনও দেখেনি সে। মনে মনে একটু চমকে উঠল। তাহলে ডাক্তার মিথ্যে বলেনি! 'ছুঁড়ীটার কথা বলছিস? তালা দিয়ে সামনের ঘরটায় রেখেছি,' ছোট করে উত্তর দিল মা।

চাকু বিছানায় পিঠ ঘষে ছাদের দিকে তাকাল। তারপর সে যেন বহুদূর থেকে বলে উঠল, 'মেয়েটা সুন্দরী, খুবই সুন্দরী, তাই না মা? ওর চোখ দুটো দেখছ তুমি? অমন চোখ দেখিনি জীবনে আমি। অমন সুন্দরী মেয়ে···কি যে বলব মা তোমাকে!'

'সুন্দরী!···' মা তীব্র কণ্ঠে বলল। 'সুন্দরী তো তোর তাতে কি? তোকে বললেই বা কে, ছুঁড়ীটা সুন্দরী? আর পাঁচজন ছুঁড়ী দেখতে যেমন হয় ও তার চেয়ে বেশি কিসে?'

'বলো কি মা তুমি!' চাকু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চোখ থাকতেও কানা হয়ে গেছ নাকি? নাকি মাথার গোলমালটোলমাল কিছু হয়েছে তোমার? ভেবেছিলাম, তুমি বুঝতে কারও চেয়ে কম পারো না। এখন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি একটা মুটী বুড়ি ছাড়া আর কিছু নও। মেয়েটা

হাজারবার সুন্দরী, হাজারটা মেয়ের চেয়ে লাখো গুণ বেশি রূপ আছে ওর। তুমি যদি দেখেও না বুঝে থাকো তাহলে চোখ কানা হয়ে গেছে তোমার।'

চাকু নিজের মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে আবার বলল, 'সিনেমার হিরোইনরাও ওর মত দেখতে ভাল হয় না, বুঝলে? ওকে ছাড়া হবে না। ওকে ওর বাপের কাছে ফেরত পাঠিয়ে লাভ কি, বলো তো? আমি বলি কি, বুঝলে মা, ও থাকুক আমাদের সাথে। তাই বলে আর কেউ জ্বালাতন করতে পারবে না ওকে। আমি তাহলে আস্ত রাখব না তাকে। আমার ভাল লেগেছে ওকে, আমি···,' একটু ইতস্তত করে কথাটা শেষ করল চাকু, 'আমি ওকে বিয়ে করতে চাই, মা।'

'কি বললি তুই!' বিকৃত মুখে রাক্ষুসী-মা বলে উঠল; 'ওই দেমাগী ছুঁড়ী তোকে বিয়ে করবে ভেবেছিস? নিজের হাত-পা আর জামা-কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখ, এমন নোংরা ক'জন আছে আর? তোর মত গায়ে গু-মাখা শুয়োরকে বিয়ে করবে কি, মুখে তোর পেচ্ছাবও করবে না ও।'

চাকু নিজে নোংরা হাত দুটোর দিকে তাকাল। হঠাৎ আজ এই প্রথম নিজের উপর ঘৃণা হলো তার। বড্ড নোংরা বলে মনে হলো নিজেকে। 'গোসল করে সব পরিষ্কার করে ফেলব আমি,' চাকু এমনভাবে বলল যেন আগে সে কথাটা একবারের জন্যেও ভাবেনি, 'জামা-কাপড় বদলে পরতে হবে।'

মা অধৈর্য গলায় বলে উঠল, 'তোর আজে-বাজে কথা শুনে দিন চলবে না আমার, হারটা দে আমাকে।'

চাকু তার দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে একদিকে একটু কাত হয়ে গেল মাথাটা। তারপর পকেট থেকে হারটা বের করে মার আওতা থেকে সাবধানে দূরে সরিয়ে রাখল হাতটা। চাতুর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চাকু মার দিকে। মার ভাল ঠেকল না চাউনিটা। 'কি চমৎকার হার! কিন্তু এটা তুমি পাচ্ছ না, মা। থাকুক এটা আমার কাছে। তোমাকে তো ভাল করেই জানা আছে আমার, এটা হাতে পেলেই বেচে ফেলবে তুমি। তোমার তো ওই একই লোভ, টাকা! ওকে আমি হারটা ফেরত দেব, মা। জিনিসটা ওর।'

মা ধমকের সুরে শুধু বলে উঠল, 'দে বলছি ওটা আমাকে।'

মা হারটা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল চাকুর দিকে। চাকু সামান্য একটু উঁচু হয়ে আধ-বসা ভঙ্গিতে মার দিকে তাকাল। চোখে তার ধূর্ত হাসির আভাস।

'থাকুক এটা আমার কাছে।'

চাকুর কথা শুনে হতাশায় ভেঙে পড়ল মা। এমন আর কখনও ঘটেনি। মুহূর্তের জন্যে এমন বিমূঢ় হয়ে পড়ল রাক্ষুসী-মা যে কোন কথাই মুখ ফুটে বের হলো না তার। পরমুহূর্তে রাগে অন্ধ হয়ে উঠল সে। চকিতে ঝুঁকে পড়ে থাবা মারার চেষ্টা করল সে চাকুর হাতে। চিৎকার করে উঠল, 'দে বলছি

BanglaBook.org

এখনও! তা না হলে পিঠের ছাল তুলে নেব, চাকু!'

মা'র মুখের চেহারা ভীষণ আকার নিয়েছে। চাকুর হাতে হঠাৎ তার সেই ছোরাটা দেখা গেল। হিংস্র চোখে মা'র দিকে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'সরে যাও! সরে যাও বলছি!'

মা দাঁড়িয়ে পড়ল মূর্তির মত। চাকুর সরু, লম্বা, হিংস্র মুখ আর চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে স্মরণ হলো তার ডাক্তারের সাবধান-বাণী। শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল একটা শিহরণ।

একটু পর থমকানো গলায় মা বলল, 'ছোরা রেখে দে, চাকু। কি পেয়েছিস তুই শুনি!'

আচমকা হেসে ফেলল চাকু। 'তুমি ভয় পেয়েছ, ঠিক না মা? দেখতে পাচ্ছি, ভয় পেয়েছ তুমিও আর সবাইয়ের মতন। বাহ্, তুমিও তাহলে আমাকে ভয় করো!'

'বোকার মত কথা বলিস কেন?' বলল মা। 'তুই আমার ব্যাটা, তোকে ভয় করতে যাব কেন শুনি? বহুত দেখিয়েছিস, দে, এবার হারটা আমাকে দে দেখি।'

ধূর্ত একটু হাসি দেখা দিল চাকুর ঠোঁটে, 'আমি শর্ত দিচ্ছি তোমাকে, মা। সেই মত রাজি হতে হবে। তাতে আমাদের দু'জনেরই লাভ। তুমি চাও হীরের হারটা, আমি চাই সুন্দরী মেয়েটা। অতি সহজেই একটা ফয়সালা করা যায়। তুমি যেমন করেই হোক মেয়েটা যাতে আমাকে পছন্দ করে তার ব্যবস্থা করবে, আমি তোমাকে হীরের হারটা দিয়ে দেব। কেমন হবে সেটা, বলো তো?'

'চাকু, তুই একটা বোকার হদ্দ···,' মা কথাটা শেষ করতে পারল না হারটা চাকুকে পকেটে ভরে রাখতে দেখে।

চাকু বলল, 'হারটা তুমি পাবে না যতদিন না ও আমাকে চায়। ওর সাথে কথা বলো, মা। ওকে বলো, আমি খুব ভাল ছেলে। মারধর করব না কখনও। ওকে সবসময় কাছে কাছে রাখতে চাই আমি। আমার সাথে কথা বলে এমন কেউ নেই। নিচের তলার ওই বুদ্ধুগুলো হিংসা করে আমাকে। ডাক্তারের সাথে তবু কথা বলতে পারো তুমি। আমার তেমন কেউ নেই। আমি একদম একা। সবসময় একা একা থাকতে পারব না আর আমি। ওকে আমি চাই-ই।'

চাকু তার কথা বলে যাচ্ছে আর মা গভীরভাবে চিন্তা করছে। হারটা এখন হাতে পেলেও সেটা বাজারে বিক্রি করা নিরাপদ নয় এত তাড়াতাড়ি। কয়েক মাস পরে জিনিসটা বিক্রির চেষ্টা করতে হবে। চাকু যদি কিছুদিন ওটা নিজের কাছে রাখে তাতে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। দুশ্চিন্তার কথা হলো, চাকুর আজকের এই হুমকিটা এবং তার দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়াটা। আড়চোখে ছেলের হাতের ছোরাটা দেখল মা। আবার মনে পড়ল ডাক্তারের সেই সাবধান-বাণী। ডাক্তার মিথ্যে বলেনি। চাকু কোনদিনই স্বাভাবিক ছিল না। চাকু ভয়ঙ্কর

BanglaBook.org

প্রকৃতিরই ছিল। এতদিন সে বুঝতে পারেনি নিজের ছেলেকে। সে চায় না, চাকু তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিক। সেরকম কোন পরিস্থিতিতে পড়তে দেবে না সে নিজেকে। চাকু যা চায় তাই করুক, সেটাই ভাল হবে। খুব বেশিদিন এমন থাকবে না অবশ্যি। টাকাটা হাতে এলেই ছুঁড়ীটা যাবে এখান থেকে, তারপর চাকু আস্তে আস্তে ভুলে যাবে সব। বলা যায় না, ছুঁড়ীটাকে নিয়ে ক'দিন মৌজ করতে চাইছে বোধ হয় ও। তাই যদি হয়, তাহলে মন্দ কি? বয়স্ক ছেলেরা একটু মৌজ না করলে চলবে কেন! ডাক্তারই তো সবসময় একঘেয়েমি আর বৈচিত্র্যের কথা বলে। একঘেয়েমি দূর করতে মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য দরকার। ঠিক, ছুঁড়ীটাকে নিয়ে চাকু ক'দিন মৌজ করতে চায়। ভাল কথা। করুক আনন্দ। তাতে ওর ভালই হবে। সারাদিন ঘরে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই তো জানে না ও। ক'দিন নতুন জিনিস নিয়ে কাটালে যদি ঘরকুনো স্বভাবটা দূর হয়, মন্দ কি?

চাকুর দিকে পিছন ফিরে মা বলল, 'ছোরাটা রেখে দে, চাকু। ছুঁড়ীটাকে ক'দিন কাছে রাখতে চাস, সে তো ভাল কথা। দেখি, কতটা কি করতে পারি আমি। রেখে দে ওটা। আর তোর শরম থাকা দরকার, মা'কে ছোরা বের করে ভয় দেখানোকে বাহাদুরি বলে না।'

চাকু হঠাৎ অনুভব করল, তার জয় হয়েছে। উল্লাসে ফেটে পড়ল সে। ছোরাটা রেখে দিয়ে বলে উঠল, 'এই তো কথার মত কথা। সব ঠিক করে ফেলো, মা। পাবে তুমি হীরের হার। কিন্তু তার আগে সব ঠিকঠাক করে দিতে হবে।'

'ওর সাথে কথা বলতে হবে,' মা ক্লান্ত স্বরে কথাটা বলে আস্তে আস্তে ভারী শরীরটা নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বের হয়ে এল। আজ এই প্রথমবার চাকুর বেয়াড়া ব্যবহার দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছে রাক্ষুসী-মা। ডাক্তার ঠিকই বলেছে, সে ভাবল। চাকু ভয়ানক প্রকৃতির। মুশকিল হলো, দিনকে দিন বুড়ি হয়ে যাচ্ছে সে। সামনে এমন দিন খুব তাড়াতাড়িই আসছে যখন চাকুকে সে আর কোন উপায়েই সামলাতে পারবে না।

শহরে এসে বেঁচু একটা চরকি অর্থাৎ জুয়া খেলার আড্ডায় ঢুকল বুইকটা বাইরে রেখে। রাস্তা থেকে একটা খবরের কাগজ কিনেছে সে।

বিলকিসের নিখোঁজ হবার খবরটা প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে। দ্রুত পড়ে ফেলেছে বেঁচু খবরটা। আখতার চৌধুরীর হত্যার খবরও আছে কাগজে। একজন পুলিস ইন্সপেক্টর জানিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন তিনি আখতার চৌধুরীর হত্যা এবং বিলকিসের কিডন্যাপিং সম্পর্কে। তথ্যটা তিনি প্রকাশ করেননি। বেঁচু কিন্তু কথাটাকে স্রেফ গুল বলে ধরে নিল।

কাগজটা গাড়িতে রেখে চরকি খেলার আড্ডায় ঢুকল বেঁচু।

আড্ডায় দেখা গেল লোকুকে। বেঁচু বলল, 'নতুন খবর পেলি কিছু?'

BanglaBook.org

লোকু বয়কে আরেকটা গ্লাস দিতে বলল। হুইস্কি গিলছে লোকু। এই জুয়ার আড্ডায় সব রকমের মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়। 'কাগজ পড়েছিস?' জানতে চাইল লোকু।

বেঁচু বলল, 'পড়েছি, কিছু নেই।'

'সান্ধ্য-দৈনিকে থাকবে। গোপন খবর পেয়েছি আমি। মনে আছে সেই টিকটিকির বাচ্চাকে? রাজাকে? পুলিসকে নাকি সে অনেক কিছু জানিয়েছে।'

'তার মানে?'

লোকু গোপন খবরটা ব্যাখ্যা করল, 'ইনসিওরেন্স কোম্পানী পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে হীরের হারটার জন্যে। যে খোঁজ দিতে পারবে হারটার সে পাবে ওই টাকা। রাজা বোধ হয় ওই টাকাটা পেতে চায়। সে পুলিসকে জানিয়েছে, হীরের হারটার প্রতি লোভ ছিল পোকার। শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে পুলিস পোকার খোঁজে। এখন পর্যন্ত কোন হদিস না পেয়ে ওরা ভাবতে শুরু করেছে, পোকা আর তার ওস্তাদ গোপী হারটা বাগাবার জন্যে আখতার চৌধুরীকে খুন করে বিলকিসকে নিয়ে লুকিয়ে পড়েছে কোথাও। আমাদের জন্যে জবর সুখবর, তাই না দোস্ত?'

'হুঁ, তাই।' বেঁচু দাঁত বের করে হাসল।

'পুলিস হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। অত বড়লোকের মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না, কাল-ঘাম ছুটতে শুরু করেছে সকলের। শরীফ চৌধুরীর সাথে দেখা করেছে বড় একজন পুলিস অফিসার। আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা গোপীদের সন্ধানে। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেও ছাড়বে না। সাবধানে থাকিস বেঁচু, হাতুড়িসুদ্ধ ধরা পড়লে মুশকিলে পড়বি।'

হাতুড়ির আসল অর্থ পিস্তল বা রিভলবার। বেঁচু বলল, 'হাতুড়ি রেখে এসেছি আমি। যাক, এখন আমি ফোন করব শরীফ চৌধুরীকে। যাবি তুই আমার সাথে?'

বিল মিটিয়ে দিয়ে বেঁচু উঠে দাঁড়াতে লোকুও উঠল। লোকু বলল, 'ছুঁড়ীটা আজব দেখতে, যাই বলিস দোস্ত! মাগী যেন আসমানের পরী। আমার ইচ্ছে করছে, ওকে চিরদিনের জন্যে আমাদের দলে রেখে দেই। মা তো বুড়ি হয়েই যাচ্ছে, একদিন না একদিন আর কাজ চালাতে পারবে না। তখন ওকে আমরা দলের মাথা করে নেব। মা তো আর বলা যাবে না, দুলালী বলব।'

বেঁচু বলল, 'চুপ কর, হাঁদা কোথাকার! মা কড়াই বাধিয়ে দিয়েছে আগেই। বলে দিয়েছে, কেউ যদি মেয়েটাকে ঠোকরাতে যায় তাহলে তার বারোটা বাজিয়ে তবে ছাড়বে। তোর স্বপ্ন শিকেয় তুলে রাখ্।'

লোকু ক্ষুণ্ণ সুরে বলল, 'মা'র যত সব বিতলামি! অমন ঢাউস একটা কড়া মাল বাড়িতে থাকতে উপোস করে মারার কি মানে হয় আমাদের?'

'প্রশ্ন হলো কয়েক লাখ টাকার,' কথাটা বলে চরকির আড্ডা থেকে বাইরে বের হয়ে এল বেঁচু। লোকু বের হতে হতেও হলো না। ঘুরন্ত চরকি তাকে

BanglaBook.org

টেনে রাখল। বেঁচু বাইরে বের হয়ে এসে রাস্তা পার হবার জন্যে ফুটপাথ থেকে নিচে নেমে অপেক্ষায় থাকল কিছুক্ষণ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় বেঁচু একটি যুবতী মেয়েকে দেখতে পেল। মেয়েটা বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে ভাল, বেশ লম্বা মতন বারবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বেঁচু তাকে। শরীরটা খুব ভাল। শাড়ির উপর দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে সুঠাম শরীরের চমৎকার গড়ন। মেকআপ করা মুখ।

গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় কমতে রাস্তা পেরিয়ে পরিচিত একটা ওষুধের দোকানে ঢুকল বেঁচু। টেলিফোন-বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে মাউথ-পিসে জড়িয়ে নিল কণ্ঠস্বর গম্ভীর করার জন্যে নম্বরটা আগেই জেনে এসেছে। সেই নম্বর ধরে ডায়াল করে অপেক্ষা করে রইল।

বেশিক্ষণ দেরি করতে হলো না। একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল অপরপ্রান্ত থেকে, 'হ্যালো, শরীফ চৌধুরী বলছি। আপনি কে?'

'মন নিয়ে শোনো, জাদু!' বেঁচু তীব্র এবং কঠিন কণ্ঠে বলল। 'তোমার সাধের দুলালী এখন আমাদের হাতে। তুমি যদি তাকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেতে চাও তাহলে পুলিসকে লেলিয়ে দিয়ো না। মাত্র পাঁচ লাখ টাকা দরকার আমাদের। পুরনো টাকার বান্ডিলে পাঁচ লাখ বেঁধে একটা সাদা সুটকেসে ভরে রাখো। সুটকেসটা কিভাবে নেব আমরা তা পরে জানাব। বুঝতে পেরেছ তো?'

'বুঝেছি,' শরীফ চৌধুরীর কণ্ঠস্বর কাঁপা এবং উদ্বিগ্ন। 'আমার মেয়ে কেমন আছে? কেমন আছে আমার মেয়ে?'

'ভাল আছে, কিন্তু এরপর থেকে ভাল থাকবে শুধু তুমি যদি আমাদের হুকুম মেনে চলো। আর যদি হারামিপনা করো, খোদার কসম বলছি, তাহলে শুধু মেরেই ফেলব না তোমার দুলালীকে, তোমার দুলালীর রস চুষে খেয়ে ছিবড়ে করে তারপর টুকরো টুকরো করে কেটে পুঁতে ফেলব মাটিতে। ভাল-মন্দ সবকিছুই তোমার ওপর নির্ভর করছে, মিয়া। সাবধান, প্যাঁচ কষলে সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়ব আমরা!' কথাটা বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল বেঁচু। দ্রুত টেলিফোন-বুথের দরজা খুলে ডাক্তারখানা থেকে বাইরে বের হয়ে এল সে হাসতে হাসতে।

গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় বেড়েছে আবার। রাস্তা পার হবার জন্যে ফুটপাথ থেকে নেমে আবার অপেক্ষা করতে হলো তাকে। বাস-স্ট্যান্ডের সেই মেয়েটিকে এখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল সে। একটু সচেতন হয়ে পড়ল বেঁচু নিজের প্রতি। প্যান্ট-শার্টের দিকে চেয়ে দেখল। না, খুব নোংরা হয়নি তার পোশাক। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল। এখুনি ফিরে গিয়ে সব খবর জানাতে হবে মা'কে। হাতে সময় নেই মোটেই। সময় থাকলে মেয়েটাকে ফলো করত।

ভিড় হালকা হলে রাস্তা পার হলো বেঁচু। ঘাড় বাঁকিয়ে আবার তাকাল সে

BanglaBook.org

মেয়েটির দিকে। হঠাৎ ভড়কে গেল বেঁচু। মেয়েটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। একটু বুঝি হাসির আভাসও দেখা গেল তার ঠোঁটে। চরকির আড্ডার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বেঁচু। একটু পরই সজাগ হয়ে উঠল সে। মেয়েটি হেঁটে আসছে। কিন্তু এখন আর সে তাকিয়ে নেই তার দিকে।

মেয়েটি পাশ কেটে হেঁটে চলে গেল। একটা সাদা কাগজের টুকরো পড়ল বেঁচুর পায়ের কাছে। কাগজটা ওই মেয়েটিই ফেলে গেল, যদিও বেঁচুর দিকে দ্বিতীয়বার তাকায়নি ও, হাসেওনি।

বেঁচু হতবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল, আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে মেয়েটার ফেলে যাওয়া কাগজের টুকরোটা তুলে নিল বেঁচু। কাগজের টুকরোটায় লেখা, 'রূম নম্বর–বাইশ। হোটেল জ্যোৎস্না'।

টুপিটা ঠিকঠাক করে ভাবুক চেহারা নিয়ে চরকির আড্ডায় ঢুকল বেঁচু। হতাশ হয়ে পড়েছে সে বাস-স্ট্যান্ডের মেয়েটির কথা ভেবে। মেয়েটা মনে হচ্ছে কল-গার্ল। অথচ ভদ্রলোকের মেয়ে বলে ভেবেছিল সে।

লোকুকে জুয়ার আড্ডা থেকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বেঁচু বলল, 'ফোন করা হয়ে গেছে। চল, ভেগে পড়ি এবার।'

মাথা নেড়ে সায় দিল লোকু। দু'জন বের হয়ে এল আবার। বুইকটা পার্ক করা রাস্তার ধারে। দেখা গেল, একটা জীপ এসে থামল বুইকটার পাশে। জীপ থেকে শক্তিশালী দু'জন মানুষ নেমে দাঁড়াল। দু'জনই চেয়ে আছে বেঁচু আর লোকুর দিকে।

'পুলিস!' লোকু ঠোঁট না নেড়ে উচ্চারণ করল।

বেঁচু গাড়ির দরজা খুলল। ঘাম দেখা দিচ্ছে তার মুখে। গাড়িতে উঠল ওরা। দু'জনই প্রাণপণ চেষ্টা করছে স্বাভাবিক হবার। জীপ থেকে নেমে পুলিস দু'জন ঠায় চেয়ে আছে ওদের দিকে। বেঁচু ছেড়ে দিল গাড়ি।

'পিছন ফিরে তাকাবি না, খবরদার!'

বেঁচু সাবধান করে দিয়ে গতি বাড়াতে লাগল গাড়ির। খানিক পরে দুর্ভাবনা দূর হলো ওদের। পিছন পিছন আসছে না জীপটা।

'বজ্জাত দু'জন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, মাইরি।'

লোকুর কথার পিঠে কথা পেড়ে বেঁচু বলল, 'শালাদের টিকি দেখলেই ধড়ফড় করে আমার বুক।'

ফিরে এল ওরা বাড়িতে। লালকেও পুরনো একটা ডজ নিয়ে বাড়ির কাছে এসে থামতে দেখা গেল।

ওরা তিনজন ঢুকল একসাথে মা'র ঘরে।

'সব ভাল, ঠিকঠাক মত হয়েছে?' মা জানতে চাইল, লালের দিকে চোখ।

'সব ঠিক মত হয়েছে। আশপাশে ছিল না কেউ। গাড়ি থেকে নামতেও হয়নি আমাকে। মোবিল ভরার জন্যে এল। ভরা হয়ে যেতেই

BanglaBook.org

সারাড় করে দিলাম আল্লার নাম নিয়ে। ছোকরা বেহেস্তে যাবে, আমি যাব নরকে।'

মা লালের শেষ কথায় কান দিল না। সে বেঁচুর দিকে তাকাল।

বেঁচু বলল, 'চৌধুরীকে যা বলবার বললাম। বুড়োকে কথা বলবারও চান্স দিইনি। কিন্তু সমঝে দিয়েছি ভাল করে, কোনরকম শয়তানী করলে শোধ নেব তার দুলালীকে টুকরো টুকরো করে কেটে।' একটু থেমে বেঁচু যোগ করল, 'পুলিস চারদিকে কেঁচোর মত কিলবিল করে বেড়াচ্ছে, মা! রাজাকে চেনো তো? সেই রাজা পুলিসকে বলেছে, পোকার লোভ ছিল হীরের হারটার ওপর। পুলিস এখন পোকা আর গোপীকে তন্নতন্ন করে খুঁজছে।'

'আমি জানি, ঘটনাটা ওই দিকেই মোড় নেবে।'

মা তার নেকড়ের মত হাসি হেসে বলল, 'যতদিন না ওরা লাশগুলো খুঁজে পায় ততদিন আমরা নিরাপদ। যাক, ভাগ্য আমাদের পক্ষেই বোঝা যাচ্ছে।'

বেঁচু বলল, 'কিন্তু মেয়েটা যখন ফিরে গিয়ে পুলিসকে জবানবন্দী দেবে, তখন?'

মা বেঁচুর দিকে চোখ মেলে তাকাল। তারপর বলল, 'কে বলেছে, ওই ছুঁড়ীকে ফেরত পাঠাব আমি?'

'তা বটে।' বেঁচু মাথা নাড়তে লাগল লোকুর দিকে তাকিয়ে। 'তার মানে, অমন সুন্দরীকে আমাদের নিজ হাতে খতম করতে হবে! সেটা খুব কষ্টের কথা।'

লাল হঠাৎ বলে উঠল, 'তোর কষ্টের কথা বাদ দে এখন। আগে আমাদের কথা ভাবতে হয়।'

'ও কাজ বাবা আমার দ্বারা হবে না,' বেঁচু ফের মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'কে করবে তোদের মধ্যে?'

'আমি না,' লোকু ভয়ে ভয়ে বলল।

মা ঘোষণা করল, 'ডাক্তার বিষ ইঞ্জেক্শন দেবে ছুঁড়ীটা যখন ঘুমিয়ে থাকবে। সে না পারলে আমিই গুলি করব ওর মাথায়।'

'সেটা কবে?' লাল জানতে চাইল।

মা বিরক্ত হয়ে বলল, 'যখন ভাল মনে করব। ওর ভার আমার ওপর ছেড়ে দে, যত সব কাপুরুষের দল!'

বেঁচু একটা গ্লাসে তরল পদার্থ ঢেলে নিয়ে বসল চেয়ারে। বলল, 'আচ্ছা মা, আর একবার হীরের হারটা দেখাও না আমাকে! ভাল মত ছুঁয়েও দেখা হয়নি জিনিসটা আমার।'

'জিনিসটা আলমারিতে তুলে রেখে,' মা মিথ্যে কথা বলল 'অন্য এক সময় দেখিস।' প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে অবোর বলল, 'খাবি না তোরা বুঝি? খিদে পায়নি তোদের?'

লোকু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। 'কে রান্না করল আজ?'

BanglaBook.org

'ডাক্তার।'

লোকুর মুখে খুশির ভাব ফুটল। 'ডাক্তার রাঁধে বটে ভাল।'

বেঁচু হঠাৎ অধৈর্য স্বরে মন্তব্য করল, 'আসলে এখানে একজন ময়েমানুষের খুবই দরকার হয়ে পড়েছে।'

মা ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'আর ওই ঝামেলাটাই আসবে না এখানে কোনদিন। ল্ লোকু, আমার পেটটা চোঁ চোঁ করছে খিদেয়।'

ঘর ছেড়ে চলে গেল সকলে।

বেঁচু পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে চোখের সামনে ধরল। ঠিকানাটা পড়ল আবার সে। ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো। ওই ক'টা কথা লিখতেই জায়গা ভরে গেছে। হয়তো আরও কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল মেয়েটির। কিন্তু কাগজটা ছোট বলে লিখতে পারেনি। কি মনে করে কাগজের টুকরোটা উল্টো করে ধরল বেঁচু।

হঠাৎ বিস্মিত হয়ে পড়ল সে। কাগজের অপর পিঠেও লিখেছে মেয়েটা। মাত্র একটা প্রশ্নবোধক লাইন লিখেছে সে। আগে লক্ষই করেনি বেঁচু। লেখাটা পড়ল সে। মেয়েলী হাতে ছোট ছোট করে লেখা রয়েছে, 'পোকাকে কোথায় রেখেছ তোমরা?'

লেখাটা পড়েই দিশেহারার মত চেয়ার থেকে সশব্দে লাফিয়ে উঠল বেঁচু।

বেলা এগারোটার কিছু আগেই গম্ভীর মুখে হাজির হলো ওরা জ্যোৎস্না হোটেলে। কাগজের টুকরোটায় মেয়েটি এই হোটেলের ঠিকানাই লিখেছে।

হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বুইকটা। বেঁচু আর লাল গাড়ি থেকে নামল। লোকু রইল হুইলে।

'কোথাও যাবি না এখান থেকে। শুধু পুলিস দেখলে সরে যাবি, কিন্তু একেবারে ভাগবি না। হঠাৎ পালাবার দরকার হলে গাড়ির দরকার হতে পারে আমাদের।'

বেঁচুর কথা শুনে লোকু সিগারেট জ্বালিয়ে বলল, 'তোদের চেয়ে পালাবার দরকার হতে পারে আমারই আগে।'

বেঁচু আর লাল দ্রুত হোটেলের প্রবেশ পথের দিকে পা বাড়াল।

লবিতে কাউকে দেখা গেল না। ডেস্কের ওধারে একজন মোটা ভদ্রলোক ঝিমাচ্ছে। ওদেরকে দেখে চোখ দুটো পুরো মেলে তাকাল সে। তারপর বলল, 'আসুন আসুন, রুম দরকার বুঝি?'

'না। বাইশ নম্বর রুমে কে আছে? তাকে দরকার,' বেঁচু গম্ভীরভাবে উত্তর দিল।

মোটা ভদ্রলোক সতর্ক হয়ে উঠল, 'খবর দেবার দায় তো আমার নয়! কাল বিকেলে আসুন, এই চেয়ারে তখন অন্য লোক বসবে। সে বলতে পারবে।'

BanglaBook.org

লাল কোন কথা না বলে পকেট থেকে রিভলবার বের করে মোট ভদ্রলোকের বুকে চেপে ধরল। ভদ্রলোকের মুক্ত রক্তশূন্য হয়ে গেল রিভলবার দেখে। কাঁপা হাতে যন্ত্রচালিতের মত রেজিস্টার বইটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে। বেঁচু বইটা কেড়ে নিল ওর হাত থেকে। তারপর নিজেই দ্রুত পাতা ওল্টাতে শুরু করল।

'মীনা বেগম।' রেজিস্টারের বাইশ নম্বর পাতায় চোখ রেখে বেঁচু বলে উঠল। 'বাইশ নম্বর রূম। কে মেয়েটা?' বেঁচু লক্ষ করল, বাইশ নম্বর রূমের পাশের রূমটা খালি, কোন বোর্ডারের নাম লেখা নেই বইয়ে।

লাল মোটা ভদ্রলোকের বুক থেকে রিভলবারের নলটা সরিয়ে নিয়ে আচমকা উল্টো করে ধরে হাতল দিয়ে সজোরে ঘা মারল তার মাথায়। ভদ্রলোক চিৎকার করার সুযোগও পেল না। মাথাটা ঝট করে ডেস্কের কিনারায় ঝুঁকে পড়ল। জ্ঞান হারিয়েছে।

বেঁচু ভুরু কুঁচকে লালকে চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'অমন করে খামোক মারলি কেন? লোকটার ছেলে-বউ আছে মনে হয়। যাক, এক কাজ কর, বেঁধে ফেল ওকে।'

ভদ্রলোকের টাই খুলে হাত দুটো বাঁধল লাল। কাউন্টারের পিছনে নামিয়ে রাখল সে দেহটা। তারপর লিফ্‌টে চড়ে দোতলায় উঠে এল। লালকে বেঁচু বলল, 'তুই দাঁড়া এখানে। সিঁড়ি, লিফ্‌ট দুটোর দিকেই নজর রাখবি। সময় মত ডাকব আমি।'

বাইশ নম্বর রূম খুঁজতে খুঁজতে প্যাসেজ ধরে এগোতে শুরু করল বেঁচু। পাওয়া গেল রূমটা। প্যাসেজের সর্বশেষ মাথায় বাইশ নম্বর রূম। রূমের দরজার গায়ে কান ঠেকিয়ে শুনতে চেষ্টা করল বেঁচু। রিভলবারটা বের করে হাতে রাখল। তারপর দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল অন্ধকার রূমের ভিতরে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে সুইচবোর্ড খুঁজে নিয়ে বাতি জ্বালল।

চারদিকে তাকাল বেঁচু। ছোট্ট রূমটা খালি আর বিশৃংখল। কোন প্রাণী নেই, কাপড়-চোপড় ভাঁজহীন অবস্থায় লুটোচ্ছে বিছানা আর চেয়ারের ওপরে। বেঁচু চিনতে পারল হলুদ একটা শাড়ি। এই শাড়িটা পরেই বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি। ড্রেসিং-টেবিলের ওপর নানা ধরনের কসমেটিক দ্রব্যের শিশি-বোতল দেখা যাচ্ছে। পাউডারের একটা বড় কৌটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ঘুরে ঘুরে খাটের নিচে, আলমারির কোণায় উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখল বেঁচু। রূমের ভিতরে কেউ লুকিয়ে নেই বুঝতে পেরে টেবিলের ড্রয়ার খুলে দেখতে শুরু করল। কিন্তু দরকারী কিছুই পাওয়া গেল না। মেয়েটা কোন্ জাহান্নামে গেছে, কে জানে। তারপর রূম থেকে বের হয়ে এসে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে লালের সাথে মিলিত হলো বেঁচু সিঁড়ির মুখে।

'নেই সে।'

'চল, ভেগে পড়ি তাহলে,' লাল ব্যস্ত হয়ে বলল।

BanglaBook.org

'বাইশ নম্বর রুমের, মানে, মেয়েটার রুমের ঠিক পাশের রুমটা খালি। আমরা ওই রুমে ঢুকে লুকিয়ে থাকি। মেয়েটা ফিরে আসতে পারে,' বেঁচু বলল।

বেঁচুর কথা শুনে লাল বলে উঠল, 'নিচে লোকটাকে যে বেহুঁশ করে রেখে এলাম, তার কি হবে? যদি হুঁশ ফিরে আসে বা যদি কেউ দেখে ফেলে?'

বেঁচু উপায়ান্তর না দেখে বলল, 'যখন সেটা ঘটবে তখন দেখা যাবে। আয় আমার সাথে।'

ওরা নিঃশব্দে প্যাসেজ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাইশ নম্বর রুমের পাশের রুমটার কাছে এসে দাঁড়াল। রুমটায় তালা মারা। পরিচিত তালা, সহজেই পকেট থেকে চাবি বের করে খুলে ফেলল বেঁচু। ভিতরে ঢুকল দু'জন। বেঁচু ইঞ্চিখানেক ফাঁক রাখল দরজার পাল্লা। সে দরজার ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। লাল গিয়ে বসল একটা চেয়ারে।

মিনিটের পর মিনিট কেটে গেল। এক সময় বেঁচুর মনে হলো, বাজে সময় নষ্ট করছে তারা। ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল।

প্রথমে একটা শব্দ শুনতে পেল ওরা। বেঁচু সতর্ক চোখে তাকিয়ে রইল দরজার ফাঁক দিয়ে। লালও চেয়ার ছেড়ে তার পাশে এসে দরজার ফাঁকে চোখ রাখল একটা।

বাইশ নম্বর রুমের পাশের রুমে রয়েছে ওরা, অর্থাৎ মীনা বেগমের পাশের রুমে। এবং বাইশ নম্বর রুমের ঠিক বিপরীত দিকের একটা রুমের দরজা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে।

দরজাটা বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। সুন্দরী এক যুবতীর মুখ বের হয়ে এল ভিতর থেকে। যুবতী প্যাসেজের এদিক ওদিক দেখল সতর্ক চোখে। তাকে চিনতে পেরে হতবাক হয়ে গেল বেঁচু। এই সেই মীনা বেগম, যাকে সে বাস-স্ট্যান্ডে দেখেছিল এবং যে হোটেলের ঠিকানা-লেখা কাগজটা তার সামনে ফেলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এর তো থাকার কথা বাইশ নম্বর রুমে! বাইশ নম্বর রুমের উল্টো দিকের রুমে কি করছিল ও?

কি করবে ভেবে ওঠার আগেই মেয়েটি বের হয়ে এল প্যাসেজে। রুমটার দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে প্যাসেজ আড়াআড়িভাবে পার হয়ে দ্রুত বাইশ নম্বর রুমের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। নিজের রুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে চকিতে। ওরা শুনতে পেল, দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দও কানে ঢুকল ওদের।

'ওই মেয়েটাই নাকি?' লাল বেঁচুর নাকে নিঃশ্বাস ফেলে চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

লাল বিস্মিত গলায় বলে উঠল, 'উল্টোদিকের রুমে কি করছিল ও? অত ভয় ভয় ভাবই বা কেন?'

BanglaBook.org

বেঁচু দরজা খুলে প্যাসেজে পা রাখল। 'ঠিক বলতে পারছি না। কিন্তু এই মেয়েটাই। দেখছি আমি ব্যাপারটা কি, তুই সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়া।'

লাল প্যাসেজের যেখানটায় সিঁড়ি সেখানে ফিরে গিয়ে দাঁড়াল।

বেঁচু অপরদিকের রুমটার সামনে এসে দাঁড়াল। হাতল ধরে ঘুরিয়ে ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। অন্ধকার ঘরের ভিতরে তাকাল সে। কান পাতল। শোনা গেল না কিছু। ভিতরে ঢুকল এবার।

সুইচ-বোর্ড দরজার পাশেই। বাতি জ্বালতেই চমকে উঠল বেঁচু। মোটা মত একজন লোক পড়ে আছে রুমের মেঝেতে। মাথার কোথাও থেকে রক্তের ধারা বের হয়ে আসছে। গুলি খেয়েছে লোকটা। মরে গেছে কিনা জানার জন্যে সামনে বাড়ল না বেঁচু আর।

কখনও কখনও রাক্ষুসী-মা ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে সময় কাটায়। বিরাট মুখটা তখন এমন একটা গম্ভীর থমথমে ভাব নেয় যে মোমেন ডাক্তারকে সেই থমথমে মুখের চেহারাই সাবধান করে দেয়। ডাক্তার তখন রাক্ষুসী-মা'র সাথে কথা বলার চেষ্টা করে না। সে রাক্ষুসী-মা'র দিকে খেয়াল রাখে, আর ভাবতে চেষ্টা করে, কি বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছে সে। এক সময় ডাক্তার বুঝতে পারে, পরিবেশটা গম্ভীর হলেও অস্বাভাবিক আর নেই। তখন সে চেষ্টা করে বিষয়টা জানার। আজকের ঘটনাটাও তেমনি।

সময়মত ডাক্তার বলল, 'কি ব্যাপার, কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে বুঝি?'

গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল রাক্ষুসী-মা, 'তুমি মদ নিয়ে থাকো ডাক্তার, আর আমাকে একা থাকতে দাও।'

ডাক্তার চুপচাপ আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। দরজার কাছে গিয়ে সেটা খুলে চন্দ্রালোকিত আবছা আঁধারের দিকে তাকাল। সিগারেট জ্বালিয়ে বসে পড়ল সিঁড়িতে।

রাক্ষুসী-মা আচমকা চেয়ার থেকে নেমে পড়ল। কোন ব্যাপারে সে যেন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। থপ্-থপ্ করে পা ফেলে দাঁড়াল আলমারির কাছে। সেটা খুলে তুলে নিল একটা চাবুক। শক্ত রাবারের লম্বা চাবুক।

ডাক্তার পিছন ফিরে তাকাল। রাক্ষুসী-মা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছে। তার হাতে চাবুক। ডাক্তার বিস্মিত হয়ে ভাবল, চাবুক দিয়ে কি হবে!

রাক্ষুসী-মা দোতলার সামনের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল। তালা খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকল সে। ছোট ঘর। জানালাগুলো বন্ধ। একটি চেয়ার, একটা টেবিল আর একটা আয়না।

মা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিলকিসের দিকে তাকাল।

বিলকিস চকিতে উঠে বসল বিছানায়। শঙ্কা আর সন্দেহ ফুটে উঠেছে ওর চোখে-মুখে। মা বিছানার উপর এসে বসল। চাবুকটা তার হাতের শক্ত মুঠোয় ধরা।

BanglaBook.org

বিলকিস মাথা নাড়ছে। এইমাত্র অসম্পূর্ণ ঘুম থেকে জেগেছে ও। মা বলল, 'চাবুকের ঘা কখনও খেয়েছ?'

দুঃস্বপ্ন দেখছে যেন বিলকিস। ওর চোখে ভীতি। বিস্ময়। ব্যথা।

'ছাল তুলে নেব গায়ের।' কথাটা বলেই মা বিলকিসের উরুতে চাবুকের গোছা দিয়ে একটা বাড়ি মারল। যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠল বিলকিসের চোখ দুটো। ঘুম জড়ানো ভাবটা নিমেষে দূর হয়ে গেল ওর চোখ থেকে। দু'হাত দিয়ে নিজের শরীর রক্ষা করার ব্যাকুল চেষ্টা করতে করতে পিছিয়ে যাচ্ছে ও। দম বন্ধ করে হঠাৎ আকুল কণ্ঠে বলে উঠল ও, 'আমাকে ছুঁয়ো না তুমি!'

রাক্ষুসী-মা বড় বড় নকল দাঁত বের করে হাসল। তার ছেলের মতই হাঁ করা নেকড়ের মত নির্মম হাসি।

'ছুঁলে জাত যাবে বুঝি, এই মাগী!'

বিরাট থাবা দিয়ে মা বিলকিসের নরম একটা হাতের কব্জি ধরে ফেলল খপ্ করে। বিলকিস বিস্ফারিত চোখে ছটফট করতে শুরু করল মুক্তি পাবার জন্যে। মা হাসতে হাসতে বলল, 'ওরে ছুঁড়ী, গায়ের জোরে পারবি তুই আমার সাথে! বুড়ি হতে পারি, কিন্তু তোর মত অমন পাঁচটা মাগীকে ঘায়েল করার ক্ষেমতা আমার গায়ে। শোন্ এবার, গায়ের গোশত খানিকটা দলাইমলাই করব আমি তো-র। তারপর কথা শুরু হবে।'

নিচের তলায় ডাক্তার তেমনি দরজায় বসে আছে সিগারেট হাতে নিয়ে। সে দেখল, লোকু বুইক থেকে লাফ দিয়ে নেমে দৌড়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে হাঁপাতে হাঁপাতে।

'বেঁচুরা ফিরেছে?' লোকু উত্তেজিতভাবে জানতে চাইল।

'না। কি হয়েছে?'

লোকু ডাক্তারকে পাশ কেটে বসার ঘরে ঢুকল। ডাক্তার পিছু পিছু এল। লোকু একটা মদের বোতল নিয়ে আলোর সামনে তুলে ধরে দেখল। বোতলটা খালি বুঝতে পেরে ছুঁড়ে মারল সে ঘরের এক কোণে।

'গলা ভেজাবার জন্যে একদম কিছু নেই নাকি এই নরকে?'

ডাক্তার আলমারির ভিতর থেকে নতুন একটা বোতল বের করে ছিপি খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে বেঁচুদের?'

লোকু ডাক্তারের হাত থেকে বোতলটা নিয়ে বলল, 'জানি না কি হয়েছে। হোটেলে ঠিকই গিয়েছিলাম আমরা। বেঁচু আর লাল্ ভিতরে ঢুকেছিল, আমি ছিলাম গাড়িতে। হঠাৎ পুলিস দেখলাম কয়েকজন। গাড়ি নিয়ে সরে এলাম খানিকটা দূরে। তারপরেই শুনতে পেলাম গুলির শব্দ। আরও পুলিসকে ওদিকে যেতে দেখে কেটে পড়লাম আমি।'

'মনে হচ্ছে, বিপদে পড়েছে ওরা।'

ডাক্তারের কথার উত্তর না দিয়ে গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল লোকু। তারপর বলল, 'ওরা সামলাতে পারবে নিজেদেরকে।' লোকু কথাটা শেষ করে ভুরু

BanglaBook.org

কুঁচকে মাথাটা কাত করল একদিকে। তারপর বলে উঠল বিস্মিত গলায়, 'ওটা কিসের শব্দ?'

ডাক্তার চমকে উঠে চিন্তিত মুখে ঘরের সিলিঙের দিকে তাকাল। একটু পর বলল, 'মেয়েটা চিৎকার করছে।'

লোকু ব্যস্তভাবে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'ওপরে গিয়ে দেখা দরকার।'

'না,' ডাক্তার বলল। 'সেটা ভাল হবে না বোধ হয়। রাক্ষুসী ওর সাথেই আছে।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকু।

ওরা দু'জন নিঃশব্দে কান পেতে শুনতে লাগল হতভাগিনীর একটানা উচ্চকিত আর্ত-চিৎকার। খানিকক্ষণের মধ্যেই নিচের এই নিস্তব্ধতা কাঁটা হয়ে বিঁধতে শুরু করল ওদের গায়ে। লোকু কথা বলে উঠল মুখ বিকৃত করে, 'আমি হয়তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, ডাক্তার। ভাল্লাগে না আর!'

ডাক্তার মুখ না তুলে নিজের খালি গ্লাসটা ভরতে লাগল। ভরা হতেই বলল, 'তোমার মা'র কানে যেন একথা না যায়। তা হলে জানোই তো কি হবে।'

লোকু চমকে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, জানি। বুড়ো হয়ে গেলে কোন দয়া নেই।'

এদিকে উপরের ঘরে রাক্ষুসী-মা লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে আবার বিছানার উপর বসল। প্রকাণ্ড মুখের তুলনায় ক্ষুদ্র নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে তার। বিছানায় অসহায় ভাবে এলিয়ে পড়েছে বিলকিস। চোখের পানিতে সারা মুখ সিক্ত। হাত দিয়ে বিছানার চাদর খামচে ধরে গায়ের ব্যথা সহ্য করার প্রয়াস পাচ্ছে ও।

'এবার কথাগুলো বলব তোকে।' রাক্ষুসী-মা চোখ পাকিয়ে বলে যেতে লাগল তার কথা। কথা নয়, সতীত্ব নষ্ট করার হুকুম। বিলকিসকে যেন বিষ খাবার হুকুম করল রাক্ষুসী-মা।

রাক্ষুসী-মার কথা শুনে শরীরের যন্ত্রণাবোধ মুহূর্তে ভুলে গেল বিলকিস। হতভম্ব, বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে আছে ও রাক্ষুসী-মা'র দিকে। দৃষ্টিতে ওর অবিশ্বাস আর প্রকট সন্দেহ। ওর মধ্যে যেন দ্বিধা দেখা দিয়েছে, রাক্ষুসী-মা'র কথা যেন ভাল করে শুনতে পায়নি। পরক্ষণেই বুঝতে পারল সে ভুল শোনেনি, ভুল শোনার প্রশ্ন ওঠে না। অকস্মাৎ ব্যাকুল মিনতিভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল হতভাগিনী, 'না!'

রাক্ষুসী-মা চোখ পাকিয়ে আবার সেই কুৎসিত কথাগুলো বলতে শুরু করল। বিলকিস পাগলিনীর মত ছটফট করতে করতে উঠে বসল বিছানার উপর। 'না···না!'

অবশেষে ধৈর্য হারাল মা। 'ছাড় নেই খানকী তোর!' অশ্রাব্য ভাষায় বলল মা। 'আমি যখন বলব তোকে তখুনি গা মেলে ধরতে হবে। আহারে, আমার

BanglaBook.org

সতীপনা! কত দেখলাম অমন ছেনালী! লঙ্কা বেঁটে…'

বিলকিস রাক্ষুসী-মা'র কথা আর শুনতে পাচ্ছে না। মাথাটা কেমন যেন বন্‌বন্ করে ঘুরছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। চোখের জলে ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে ওর সামনে বসা সাক্ষাৎ ডাইনীর মূর্তিটা। পাগ্‌লিনীর মত মাথা নাড়ছে ঘনঘন। ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরথরিয়ে। চোখের পাতার পলক স্থির হয়ে গেছে। বুকের ভিতরে কেমন যেন একটা গুমোট ভাব। সারা শরীরে কেমন যেন একটা অস্থিরতা। হঠাৎ বিকট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'না…না…না…!'

রাক্ষুসী-মা বিছানা থেকে নেমে শক্ত চাবুকটা তুলে নিল মেঝে থেকে। দাঁতে দাঁত চেপে আছে। তারপর কি মনে করে সিদ্ধান্ত বদলে বলে উঠল, 'গা উদোম তোকে করতেই হবে। থাক, তোর চামড়া ছিলতে চাই না আমি। তারচে' ডাক্তারকে বলব। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে কাবু করবে। তখন কেমন করে রাজি না হোস্ দেখা যাবে।' রাক্ষুসী-মা বের হয়ে এল ঘর থেকে।

উন্মাদিনীর মত বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে ফোঁপাতে কাঁদতে লাগল বিলকিস।

পলকহীন কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বেঁচু মৃতদেহটার দিকে। ঘাম দেখা যাচ্ছে তার সারা মুখে। লাশটা চিনতে বেগ পেতে হয়নি বেঁচুর। রাজার লাশ।

পুলিস হঠাৎ করে এসে পড়লে ফ্যাসাদে পড়তে হবে, ভাবল সে। চঞ্চল চোখে ঘরের চারপাশে তাকাল। কোন ধস্তাধস্তির চিহ্ন চোখে পড়ল না। অনুমান করল, কারও টোকা শুনে দরজা খুলতেই গুলি খেয়েছে রাজা। রাজার মাথার ছোট গর্তটা দেখে সন্দেহ হলো বেঁচুর, আগ্নেয়াস্ত্রটা .২৫ হবে। মেয়েমানুষরা অমন হালকা হাতুড়িই ব্যবহার করে থাকে।

রাজার একটা হাত ধরে দেখল বেঁচু এখনও গরম রয়েছে রাজার গা। আধঘণ্টার বেশি হয়নি মারা গেছে।

বেঁচু উঁকি মেরে প্যাসেজটা দেখল। লাল সিঁড়ির কাছে উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেঁচু বেরিয়ে এল রুম থেকে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে রুমাল দিয়ে হাতলটা মুছল সে। তারপর প্যাসেজের অপর দিকের বাইশ নম্বর রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মীনা বেগম এই রুমেই আছে। দরজাটা ভিতর থেকে লক-আপ করা। টোকা দিল বেঁচু।

লাল সিঁড়ির মাথা থেকে বেঁচুর দিকে তাকাল। বেঁচু আবার মীনা বেগমের দরজায় টোকা মারল। কোন শব্দ হলো না রুমের ভিতরে। বেঁচু কান পাতল দরজার পাল্লায়। একটু পরেই সে শুনতে পেল, রুমের ভিতরে একটা জানালার পাল্লা সশব্দে খুলে ফেলল কেউ।

'এই যে, দরজাটা খোলো। দরকার আছে একটা।' স্বাভাবিক গলায় ডাকল বেঁচু দরজায় ঘনঘন টোকা দিয়ে। পরমুহূর্তে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে মেয়েলী কণ্ঠের উন্মত্ত চিৎকার হলো একটা রুমের ভিতরে। মীনা বেগম

BanglaBook.org

জানালার বাইরে মাথা বের করে চিৎকার করছে। সম্ভবত লোকজন জড়ো করার জন্যে।

বেঁচু লাফ মেরে দরজার কাছ থেকে পিছিয়ে এল। লাল সিঁড়ির মাথা থেকে খানিকটা এগিয়ে এসে উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'এই বেঁচু, চল্ ভেগে পড়ি এই ফাঁকে।'

বেঁচু লালকে নিয়ে ছুটল সিঁড়ির দিকে।

'দাঁড়া!' সিঁড়ির মুখে গিয়ে হঠাৎ বেঁচুর একটা হাত খপ্ করে ধরে ফেলে লাল। সে সিঁড়ির নিচের হলঘরের দিকে চেয়ে রইল এক মুহূর্ত। তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল বেঁচু নিচের দিকে। দু'জন পুলিস, হাতে রাইফেল, দাঁড়িয়ে আছে হলঘরের মাঝখানে। অকস্মাৎ তারা উপরের দিকে তাকাল। তাকিয়েই দেখে ফেলল বেঁচু আর লালকে।

বেঁচু আর লাল তড়াক করে লাফিয়ে ছুটতে শুরু করল প্যাসেজ ধরে। পুলিস দু'জনের পদশব্দও শোনা গেল পিছনে।

'ছাদে।' দ্রুত উচ্চারণ করল বেঁচু। লম্বা প্যাসেজ ধরে দৌড়ুতে দৌড়ুতে ওরা দেখল, সামনের একটা রুমের দরজা খুলে গেল ঝট্ করে। বেঁটে মত একজন প্রৌঢ় লোক ওদেরকে ছুটে আসতে দেখে মরণপণ চেঁচাতে শুরু করে দিল। লাল পাশ ঘেঁষে যাবার সময় প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসিয়ে দিল লোকটার নাকে। রুমের ভিতরে সেঁধিয়ে গেল মাথাটা।

প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা দরজা। কবাটে তালা মারা। লাল দু'বার গুলি করল তালায়। ধাক্কা মেরে দরজার পাল্লা দু'ফাঁক করে ভিতরে ঢুকল ওরা।

সিঁড়ে বেয়ে বিরাট ছাদে উঠে শ্বাস ফেলার জন্যে বারবার ঢোক গিলল লাল। দু'জন ছুটল ছাদের কিনারায়। হোটেলের গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক বিল্ডিং। লাফিয়ে অন্য একটা ছাদে গিয়ে পড়ল ওরা। দু'জন প্রাণপণে ছুটল। খানিক দূর গিয়েই আবার ঝাঁপ দিল ওরা দশ ফিট নিচের একটা ছাদে। চাঁদ ঢাকা পড়ে আছে মেঘের আড়ালে। আবছা আঁধারে সামনেটা অবশ্যি দেখা যাচ্ছে।

ওরা মুহূর্তের জন্যে থামল। কোন্‌দিকে এগোবে ঠিক করার জন্যে দ্রুত তাকাল এদিক-ওদিক। বেঁচু বলে উঠল, 'আলাদা হয়ে যাই আমরা, বুঝলি? তুই বাঁ দিকে যা, ডান দিকে যাই আমি। রেডী, দেরি নয়।'

লাল ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল বাঁ দিকে। এমন সময় হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা গেল একটা। লাল দ্রুত ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল, ওপরের ছাদে ছায়ামূর্তি নড়াচড়া করছে। ট্রিগার টিপল সে। একটা ছায়ামূর্তি পড়ে গেল।

একটা চিলে কোঠার আড়ালে ছাদের কিনারায় বসে পড়ে উঁকি মেরে নিচের রাস্তার দিকে তাকাল বেঁচু। লোকজন আশপাশের ঘর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভিড় করছে রাস্তায়। দু'জন কনেস্টবল দৌড়চ্ছে রাস্তা ধরে। আরও দু'জন পুলিস উল্টো দিক থেকে এল। চারজনই দাঁড়িয়ে পড়ে কথা বলল কি

া। তারপর চারজন একসাথে ছুটল আবার হুইসেল বাজাতে বাজাতে। াটেলের দিকে যাচ্ছে ওরা।

বেঁচু উঠে দাঁড়াল। ডান দিকে যাওয়াটাই নিরাপদ। অন্য একটা ছাদে এল লাফ মেরে। পিছন ফিরে তাকাল হঠাৎ। অনেকগুলো ছায়ামূর্তিকে চরে ড়াতে দেখা যাচ্ছে হোটেলের ছাদে। কোথা থেকে যেন গুলি করল কেউ। কটা ছায়ামূর্তি ছাদের উপর ঢলে পড়ল।

বেঁচু আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোন পুলিস এদিকে আসছে বলে মনে চ্ছ না। লালের পিছু নিয়েছে ওরা সবাই। আপন মনে হাসল বেঁচু। যাক, লাদা হয়ে ভাল করেছে সে।

আচমকা কোন সন্দেহের উদ্রেক না করেই একজন কনেস্টবল ডাণ্ডা হাতে কটা চিলে-কোঠার ভিতর থেকে বেঁচুর সামনে এসে দাঁড়াল। দু'জনই স্পরের দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল একমুহূর্ত। অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা য় গেছে ওদের। পরমুহূর্তে কনেস্টবলটি ডাণ্ডা উঁচিয়ে তেড়ে এল বেঁচুর কে।

নিজের পিস্তলটা বিদ্যুৎগতিতে উল্টো করে ধরেই বেঁচু সরে এল সামান্য পাশে। ডাণ্ডাটা লাগল না। বাঁ হাতে ঘুসি বসিয়ে দিল সে কনেস্টবলের য়ালে। তারপরই রিভলবারের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারল মাথায়। মোটাসোটা াকটা সশব্দে ঢলে পড়ল ছাদের উপর। বেঁচু গুলি করতে পারত। কিন্তু ভলবারের শব্দ হবার ভয়ে গুলি করেনি বেঁচু।

গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে ওদিকে। রাস্তায় দৌড়োদৌড়ির শব্দ হচ্ছে। বেঁচু দিক-ওদিক দেখল। হাঁপাচ্ছে সে। নিঃশব্দ পায়ে অপর একটি সমতল ছাদে ল এল। চিলেকোঠা দেখা যাচ্ছে একটা। দরজাটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ন্ধকারে চিলেকোঠার ভিতরটা ভাল করে দেখতে পেল না সে। পকেট থেকে বের করে জ্বালাতে হলো। কেউ নেই। থাকার কথাও নয়। সিঁড়ি বেয়ে মতে লাগল বেঁচু।

পুলিসের বাঁশি বাজছে দূরে। গুলির শব্দ আসছে এখনও। নিচে নেমেই াকে উঠল বেঁচু। দু'জন লোক বাড়ির বাইরে কথা বলতে বলতে হঠাৎ বাঁশি জাল। পুলিস!

শিউরে উঠে নিচের বারান্দা ধরে দ্রুত এগোতে শুরু করল বেঁচু। সামান্য কটু যেতেই থমকে দাঁড়াল সে। সামনেই একটা ঘরের দরজা দেখা যাচ্ছে। জাটা আধ-খোলা। উঁকি মারল বেঁচু। এক যুবতী বিজলীবাতির আলোয় ড়িয়ে আছে জানালার দিকে মুখ করে। বেঁচু নিঃশব্দ পায়ে ঢুকে পড়ল ঘরের তরে। দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ করল সে যুবতীর দিকে সতর্ক চোখ রেখে। রপর পা টিপে টিপে এগোতে লাগল।

যুবতীর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল বেঁচু। হাত দু'টোকে তৈরি করেই খেছিল, যুবতী শব্দ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই বেঁচু এক হাতে চেপে ধরল

BanglaBook.org

তার মুখ। অন্য হাতটা দিয়ে ধরে ফেলল সে যুবতীর একটা কব্জি। 'চেঁচা খুন করে ফেলব,' যুবতীকে নিজের গায়ের উপর টেনে এনে চাপা কণ্ঠে হুম দিল বেঁচু। যুবতীর বয়স খুব বেশি নয়। কুড়ি-বাইশ হবে হয়তো। বেঁচুর দি বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল সে। ভয়ের চেয়ে তার চোখে বিমূঢ় ভাবটা প্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

চোখ দু'টো বুজে গেল যুবতীর। বেঁচু ভাবল, বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে। হঠ পদশব্দ শোনা গেল। বাড়ির দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেছে কেউ। বারান্দ পায়ের শব্দ।

বেঁচু উত্তেজিতভাবে নাড়া দিল যুবতীকে। আতঙ্কিত চোখে তাকাল সে বেঁচু বলল, 'পুলিস আমাকে ধরতে আসছে। কোনরকম চেঁচামেচি করলে ভ হবে না বলে দিচ্ছি। আমার কথা বলে দিলে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলব আমি চলো, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে দু'জনকেই।'

বেঁচু যুবতীর মুখ থেকে হাত সরিয়ে প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ করল। মেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েনি। শুধু ভয় পেয়েছে ভীষণ। চিৎকার করল না। বে তাকে পাঁজাকোলা করে ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। তারপর নিজে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল পাশে। একটা চাদর টেনে নিয়ে গা ঢাকা দি দু'জনেরই। পকেট থেকে রিভলবার বের করে বেঁচু দেখাল তাকে, 'বেচ কথা বললে গুলি করে শেষ করে দেব।'

'বলব না।' কাঁপা গলায় এই প্রথম কথা বলে উঠল মেয়েটা।

'তাহলে আমি কোন ক্ষতি করব না তোমার,' বেঁচু নরম গলায় বলল ঠিক এমন সময় ঘরের বাইরে দু'জন লোকের কথার আর বুট জুতোর শ শোনা গেল। একটু পরেই ঘরের দরজার সামনে এসে থেমে গেল জুতে শব্দ। একজন লোককে বলতে শোনা গেল, 'ঘরের ভিতরে বাতি জ্বলছে।'

অপরজনের কণ্ঠস্বর, তার আগে দরজার গায়ে টোকা মারার শব্দ, 'এ যে, কে আছেন ঘরের ভিতরে?'

মেয়েটা বেঁচুর দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কে? কা চান?'

'আমরা পুলিস। এই পাড়ায় দু'জন খুনে-গুণ্ডা লুকিয়ে পড়েছে আপনাদের ঘরে বাতি জ্বলছে দেখে জানতে এসেছি, কোন শব্দ শুনেছেন কিছু দেখেছেন নাকি?'

'কই, না তো!' মেয়েটা বেঁচুর ভয়ে মিথ্যে কথা বলছে। পুলিসের একজ বলল, 'ঠিক আছে। এদিকে তাহলে আসেনি বাটোরা।'

বুট জুতোর শব্দ চলে গেল বাড়ির বাইরে।

বেঁচু তেমনি শুয়ে রইল মেয়েটার পাশে। নড়াচড়ার কোন লক্ষণই দে গেল না তার মধ্যে। কান পেতে রইল সে। বাঁশির শব্দ হচ্ছে না আর। গুলি শব্দও না। লোকজনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর থেমে গেছে পুরোপুরি। ত

BanglaBook.org

াচড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বেঁচুর মধ্যে। মেয়েটার গায়ে গা ঘেঁষে নিঃসাড় মনি শুয়ে আছে সে।

আরও খানিকক্ষণ পর বেঁচু নিস্তব্ধতা ভেঙে ফিসফিস করে মেয়েটাকে লল, 'তুমি খুব উপকার করেছ আমার, বুঝলে? তুমি একা কেন বাড়িতে?'

মেয়েটা উত্তর দিল না। চোখ বন্ধ করে এখনও হাঁপাচ্ছে সে।

বেঁচু আবার প্রশ্ন করল, 'তোমার স্বামী কোথায়?'

মেয়েটা তবু চোখ খুলল না, কথা বলল না।

'এটা তোমার বাপের বাড়ি নাকি? শ্বশুরবাড়ি থেকে বেড়াতে এসেছ?'

এবারও কথা বলল ন মেয়েটা, তবে চোখ মেলে তাকাল বেঁচুর দিকে। কটু পর বেঁচুর শেষ কথার উত্তর দিল, 'না, আমার স্বামী নাইট-ডিউটিতে।'

হঠাৎ দুঃসাহস বেড়ে গেল বেঁচুর। মেয়েটার চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই খতে পেয়ে আশান্বিত হয়ে উঠল সে। আস্তে আস্তে একটা হাত রাখল সে ার বাহুতে।

মেয়েটা শিউরে উঠে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল আবার। বেঁচু হাতটা রাল না। হাঁপাচ্ছে সে। গরম হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে তার শরীর। নিঃশ্বাস ড়ছে দ্রুত। হঠাৎ বেঁচু অনুভব করল, মেয়েটার একটা হাত তার হাতের উপর সে থামল।

বেঁচুর হাতে মৃদু চাপ দিল সে।

বেঁচু পাশ ফিরে রিভলবারটা বালিশের নিচে রেখে মেয়েটাকে টেনে আনল ওড়া হাত দুটো দিয়ে নিজের বুকের কাছে।

'দিন পর রঙ বিক্রি করার জন্যে শরীফ চৌধুরীর বিজ্ঞাপন বের হলো ঢাকার তিটি খবরের কাগজে।

একটা খবরের কাগজ ছুঁড়ে দিল রাক্ষুসী-মা মোমেন ডাক্তারের দিকে। লল, 'টাকা রেডী। এবার হাতে পাবার ব্যবস্থা। সহজেই সারা যাবে সেটা। াল আর লোকু আছে এই কাজের জন্যে। তুমি একটা চিঠি লিখবে, ডাক্তার। রীফ চৌধুরীকে লিখবে, টাকার সুটকেসটা নিয়ে গাড়ি করে মধুপুরে যাবে ন। মধুপুরে যাবার পথে পেট্রল-পাম্প আছে একটা কুসুমপুর রোডের াশেই। পেট্রল-পাম্প থেকে মাইল তিনেক আগে গিয়ে দেখা যাবে একটা কুর। পুকুরটা রাস্তার ধারেই। পুকুরের পরে জঙ্গল। ঠিক ওই পুকুরের পরেই, কশো হাতের মধ্যে, টাকা-ভর্তি সুটকেসটা ফেলে দেবে শরীফ চৌধুরী। গাড়ি ন থামাতে পারবে না। সিধে মধুপুর পর্যন্ত যেতে হবে তাকে। তার পরদিন ফরে আসবে সে। সুটকেসটা ফেলবে সে রাত একটায়। সাবধান করে দেবে াকে, পুলিসকে যেন কোন কথা জানাবার চেষ্টা না করে। তাছাড়া, চিঠিতে াকথাও লিখবে, গাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হবার পর সবসময় চোখে চোখে াখা হবে তাকে। ও, ভুল হলো, আসলে শরীফ চৌধুরীর গাড়ি কুসুমপুর

BanglaBook.org

রোডের পুকুরটা পেরোবার পর সে দেখতে পাবে টর্চের আলো। যেখানে টর্চ আলো দেখবে ঠিক সেখানেই টাকা-ভর্তি সুটকেসটা ফেলতে হবে তাকে।

মা একটু থেমে লোকু আর লালের দিকে ফিরে বলল, 'তোরা ওই পুকুরে একটু দূরেই আগে থেকে অপেক্ষা করবি। সহজ সিধে কাজ এটা। চৌধু পুলিসের ঝামেলায় যাবে না তার আদরের দুলালীর কথা ভেবে। লম্বা রাস্তা কেউ যদি পিছু নেয়, সুটকেসটা ফেলে দিবি তোরা। জান বাঁচিয়ে পালি আসবি। সুটকেস পেলে ওরা আর ধাওয়া করবে না তোদেরকে।'

'আগামীকাল রাতে?' লাল জানতে চাইল।

'হ্যাঁ।'

লাল একটা স্টার সিগারেট ধরিয়ে জানতে চাইল, 'আচ্ছা মা, তুমি বলেছিলে মেয়েটাকে খতম করে ফেলবে? এখনও আমরা ওকে রেখেছি কে তাহলে?'

একটু যেন চমকে উঠল মা। কঠিন হয়ে উঠল তার মুখাবয়ব। বল 'আমরা টাকাটা হাতে পেলেই ওকে জাহান্নামে পাঠাব।'

'তার কি মানে? দেরি করে লাভ?'

মা ধমক দিয়ে উঠল, 'অত কথার জবাব চাইছিস তুই কোন্ অধিকা লাল? মুখ বন্ধ করে থাক।'

লাল মোমেন ডাক্তারের দিকে তাকাল। ডাক্তার লালের চোখের দি ইচ্ছে করেই যেন তাকাল না। উঠে দাঁড়াল সে। যেন পালিয়ে যাচ্ছে। আ মনে কি যেন গজ গজ করতে করতে বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

'মেয়েটার কি হয়েছে, বলো তো মা?' লাল প্রশ্ন করল। 'আমি ডাক্তার গতরাতে ইঞ্জেক্শনের সিরিঞ্জ নিয়ে ওর ঘরে যেতে দেখলাম।'

রাক্ষুসী-মার বিরাট মুখের রঙ বদলে লাল হয়ে উঠল। খেঁকিয়ে উঠল সে 'ওত পেতেছিলি বুঝি? কেন, আর কোন কাজ নেই তোর? না থাকলে আমা বলিসনি কেন, কাজ দিতাম করার মত!'

রাক্ষুসী-মা'র হিংস্র চেহারা দেখে শিউরে উঠল লাল, 'আরে, আরে! আ তোমাকে এমনি জিজ্ঞেস করলাম মা, তুমি রাগছ কেন শুধু শুধু!'

'রাগব না! সব কথা জানতে চাইবি কেন তুই?'

লাল ধীরে ধীরে পালিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। একমুহূর্ত অস্বস্তির সাথে ইত ত করে লালের পিছু নিল লোকু। ওরা দু'জন মিলে উপরে বেঁচুর ঘরে ঢুকল।

বেঁচু শুয়েছিল বিছানায়।

'এই ব্যাটা চামচিকে, শুয়ে শুয়ে লাখ টাকার স্বপন দেখছিস নাকি বে?'

লোকু বিছানার উপর বসে পড়ল। লালও বসল তার পাশে। বেঁ হাসিমুখে বলে উঠল, 'শালার লাখ টাকা আমার কপালে নেই!'

লোকু বলে উঠল, 'আগামীকাল পাঁচ লাখ টাকা হাতে আসবে আমাদের শরীফ চৌধুরীর বিজ্ঞাপনটা ছাপা হয়েছে কাগজে।'

BanglaBook.org

'পাঁচ লাখ টাকা! আরে, পাঁচ লাখ টাকা কম কথা নয়! তাহলে বড়লোক শেষ অবধি হতে যাচ্ছি আমরা?'

লোকু কৌতূহলী গলায় জানতে চাইল, 'এই শালা বেঁচু, তুই তোর ভাগের টাকা নিয়ে কি করবি বল দিকি?'

বেঁচু ঠাট্টা করে বলল, 'দশটা বাছা বাছা ডবকা ছুঁড়ী বিয়ে করব আমি।'

'সামলাতে পারবি? একা?'

লোকুর কথা শেষ হতেই লাল মন্তব্য করল, 'না সামলাতে পারলে আমরা তো আছিই, ভাগ বসাব।'

বেঁচু হাসতে হাসতে একটা থাপ্পড় কষল লালের মাংসল উরুতে। লাল একটু হাসল। হঠাৎ যেন কি ভাবতে শুরু করেছে সে। বেঁচু প্রশ্নবোধক চোখে তাকাতে সে বলল, 'তুই জানিস বেঁচু, মেয়েটার ঘরে কি সব ঘটনা ঘটছে?'

বেঁচু থমকে গিয়ে বলে উঠল, 'তার মানে? কি বলতে চাস?'

লাল একমুহূর্ত ইতস্তত করে চাপা কণ্ঠে বলল, 'আমি মেয়েটার পাশের ঘরে থাকি, শুনতে পাই আওয়াজগুলো। ডাক্তার ওর ঘরে রোজ রোজ যাচ্ছে ইঞ্জেক্শনের সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে। ব্যাপার কি? ডাক্তারের সাথে আর কে মেয়েটার ঘরে যায়, জানিস? চাকু। গতরাতে এগারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত চাকু ছিল ওর ঘরে।'

বেঁচু ঝট্ করে উঠে বসল বিছানার উপর। তারপর বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কি বললি তুই, ইঞ্জেক্শনের সিরিঞ্জ?'

'বললাম তো একবার, মেয়েটার ঘরে যাবার সময় সিরিঞ্জটা ডাক্তার হাতে করে নিয়ে যায়। এর মানে কি? ডাক্তার মেয়েটাকে ইঞ্জেক্শন পুশ করছে নিশ্চয়। কেন?'

'ডাক্তার অকারণে কেন ইঞ্জেক্শন দিতে যাবে?'

'কেমন করে জানব আমি অকারণে না সকারণে। আমি কথাটা জিজ্ঞেস করছি তোকে। আর, চাকুই বা কেন ওর ঘরে যায়?'

বেঁচু সন্দিগ্ধ গলায় বলে উঠল। 'চাকু! তোর কি মনে হয়, সর্বনেশে গাধাটা মেয়েটার ওপর জুলুম করছে?'

লাল বলল, 'আসল ব্যাপার যে কি তা খোদাই জানে। কিন্তু মা খুব চটেছে আমার ওপর কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলাম বলে।'

বেঁচু বলল, 'আমি যাব মাকে জিজ্ঞেস করতে। চাকু মেয়েটাকে নিয়ে যা-তা কাণ্ড করবে···হতে পারে না!'

লোকু সাবধান করে দিয়ে বলল, 'না, যাসনে তুই মা'র কাছে। মা রেগেছে। এসব থেকে দূরে থাকাটাই ভাল।'

বেঁচু লোকুর কথায় কান না দিয়ে লালকে বলল, 'তুই সিঁড়ির দিকে নজর রাখ, মা ওপর দিকে এলে জানাবি আমাকে।'

'আচ্ছা।'

BanglaBook.org

লাল সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বেঁচু শার্ট গায়ে দিয়ে চুল আঁচড়ে নিল। তারপর দ্রুত পায়ে বিলকিসের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজার তালায় ঝুলছে চাবি। তালা খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকল সে।

বিলকিস শুয়ে আছে বিছানার উপর পিঠ রেখে। হালকা হলুদ রঙয়ের চাদর ওর গায়ে। সিলিঙের দিকে চেয়ে আছে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে।

বেঁচু দরজা বন্ধ করে ওর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। 'এই যে, কেমন আছ তুমি?'

বিলকিস যেন শুনতে পায়নি বেঁচুর পদধ্বনি এবং প্রশ্ন। সেই একইভাবে তাকিয়ে আছে সে সিলিঙের দিকে দু'চোখ মেলে।

বেঁচু ওর কাঁধে মৃদু হাতে স্পর্শ করল। নাড়া দিল একটু। তারপর বলল, 'কি ভাবছ বলো তো এত? শরীর খারাপ বুঝি?'

ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে বেঁচুর দিকে তাকাল বিলকিস। চোখে তার ভাবলেশহীন দৃষ্টি। শূন্যতা ছাড়া আর যেন কিছু সেথা অবশিষ্ট নেই। বেঁচুর দিকে চোখ পড়তে চোখ দুটো শুধু বড় বড় হয়ে উঠল ওর। 'যাও এখান থেকে।' বিলকিস অতি কষ্টে, যেন বহুদূর থেকে, শব্দগুলো উচ্চারণ করল।

বেঁচু বসে পড়ল বিছানার উপর। বলল, 'আমাকে চিনতে পারছ না! বেঁচু আমি, কিন্তু তোমার হয়েছে কি?'

বিলকিস চোখ দুটো বন্ধ করল।

কয়েক মিনিট হতবাক হয়ে বেঁচু ওর দিকে চেয়ে রইল। তারপর, হঠাৎ বিলকিস কথা বলতে শুরু করল। ওর চাপা, প্রাণহীন কথাগুলো যেন কোন রোগীর গলা থেকে বের হয়ে আসছে।

'মরে যেতে চাই আমি।' বিলকিস বলে উঠল আবার। 'সবাই বলছে, আমি মরি বা বাঁচি তাতে কিছু আসে যায় না।' এরপর বেশ কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর আবার বলল, 'ভীষণ, ভীষণ দুঃস্বপ্ন। একজন লোক, সে রোজ আসে আমার কাছে। খুবই বাস্তব মনে হয় লোকটার এখানে আসা, কিন্তু আসলে সে সত্যি আসে না। লোকটা লম্বা, রোগা। দুর্গন্ধ তার গায়ে। আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে। সত্যি আর কথা বলে যায়। দূর ছাই, কি যে বলে লোকটা, তার একটা কথাও বুঝি না আমি।'

গায়ের চাদরটা ধরে সরাবার চেষ্টা করল বিলকিস। যেন ভয়ানক ভার হয়ে রয়েছে তার উপর চাদরটা। তারপর আবার কথা বলতে শুরু করল, 'মরতে চাই আমি, বুঝতে পারছি। সে এলে চিৎকার করার প্রবল ইচ্ছা জাগে আমার, কিন্তু চিৎকার করি না, করলেই সে বুঝে ফেলবে আমি বেঁচে আছি। সে নড়ে না তবু। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অনেক···অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কথা বলতে থাকে। শুধু কথা বলতে থাকে।' তারপরই আচমকা বন্ধ চোখ দুটো কুঁচকে চিৎকার করে উঠল বিলকিস, 'সে কেন কিছু করে না আমাকে!'

BanglaBook.org

বেঁচু চমকে উঠে দরজার দিকে তাকাল। ঘাম ঝরছে তার কপাল বেয়ে। বিলকিসের প্রাণশূন্য, অসহায় করুণ চিৎকার শুনে ঘাবড়ে গেছে সে।

বিলকিস শান্ত হয়ে উঠল আবার। গুনগুন করছে সে। ঠোঁট দুটো নড়ছে। চোখ দুটো তেমনি বন্ধ শরীরটা অস্থিরভাবে নড়ছে একটু একটু চাদরের তলায়। হাত দুটো দিয়ে খামচে ধরে আছে ও চাদরটা। আবার শোনা গেল তার প্রাণহীন কণ্ঠস্বর, 'আমাকে নিয়ে কিছু একটা করুক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার পাশে দাঁড়িয়ে বকবক করার চেয়ে অন্য যা ইচ্ছা করুক। বরং কিছু একটা করুক স আমাকে...'

লাল ঘরের দরজা ঠেলে মাথা গলিয়ে দিল ভিতরে। নিচু স্বরে বলল, 'এই, চলে আয় এবার। অমন চেঁচিয়ে উঠল কেন ও?'

বেঁচু ঘর থেকে বের হয়ে এল। দরজার তালা বন্ধ করে মুখের ঘাম মুছল স হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে।

'ব্যাপারটা কি ঘটছে ওখানে?' লাল জানতে চাইল।

'ভয়ঙ্কর ঘটনা, লাল! এরচেয়ে ওর মরে যাওয়া অনেক ভাল।'

লাল অস্থির কণ্ঠে বলল, 'কি বাজে বকছিস তুই!'

বেঁচু নিজের ঘরে ফিরে এল। পিছু পিছু ঢুকল লাল।

বেঁচু ঘরে ঢুকতেই লোকু কৌতূহলী চোখে তাকাল তার দিকে।

'ভাগ বলছি এখান থেকে!' বেঁচু গম্ভীর গলায় কথাটা বলে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। লোকু তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার সময় প্রশ্নবোধক চোখে লালের দিকে একবার তাকাল সে। লাল ঠোঁট উল্টে ইশারায় বলল, 'সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

বেঁচু চোখের পাতা বন্ধ করল। জীবনে এই প্রথম নিজেকে জানোয়ার, মানুষের অধম বলে মনে হলো তার।

"কর্মকর্তাদের সন্দেহ গোপী-গুণ্ডাদল পুলিস-হত্যাকাণ্ডে জড়িত

নিহত ব্যক্তির পরিচয় লাভ

পুলিস বিভাগের সঙ্গে জনাব শরীফ চৌধুরীর বিরোধ

(নিজস্ব সংবাদদাতা): যে ব্যক্তির লাশ জ্যোৎস্না হোটেলের কামরা হইতে পুলিস উদ্ধার করিয়াছিল এক্ষণে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নিহত ব্যক্তি অপরাধজগতেরই একজন সদস্য ছিল বলিয়া আমাদের রিপোর্টারকে জানানো হইয়াছে থানা হেড-কোয়ার্টার হইতে। এই ব্যক্তি রাজা বলিয়া অপরাধ-জগতে পরিচিত ছিল। দিন কয়েক আগে রাজা পুলিসকে জানাইয়াছিল যে, গোপী-গুণ্ডাদল তাকে শরীফ চৌধুরীর কন্যা বিলকিসের গলার হীরকের হার সম্পর্কে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

অনুমান করা যাইতেছে যে জনাব শরীফ চৌধুরী আজ অদৃশ্য অপরাধীদের হাতে পাঁচ লাখ টাকা তুলিয়া দিবেন বা ইতোমধ্যেই দিয়াছেন। এই ব্যাপারে

BanglaBook.org

পুলিস বিভাগের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিয়াছে জনাব শরীফ চৌধুরীর। জন শরীফ চৌধুরী জানান, তিনি যদি পুলিসের সাহায্য নিয়া তাঁর কন্যাকে উদ্ধ করার চেষ্টা করেন তাহা হইলে অপরাধীদল প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া চর অঘটন ঘটাইয়া ছাড়িবে বিলকিসের। এই কারণেই পুলিসের সঙ্গে সহযোগিত প্রশ্ন অস্বীকৃতি জানান তিনি।

পুলিস বিভাগ এবং নিরাপত্তা বিভাগ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া অপেক্ষ করিয়া আছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ। বিলকিস নিরাপদে আছেন কিনা অবগ হওয়ামাত্র তাহারা তাহাদের করণীয় কর্তব্য শুরু করিবেন বলিয়া অনুমান ক যাইতেছে।

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, গোপী-গুণ্ডাদলই রাজাকে হত্যা করিয়াছে বলি পুলিস বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে···।"

ডাক্তার খবরের কাগজের খবরটুকু পড়ল এবং দাঁত বের করে হাসতে হাসতে শুনল সকলে। লাল বলল, 'বেড়ে লিখেছে বাবা! দুনিয়ার সব দো চাপছে গোপীর ঘাড়ে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কোন পুলিস যদি প পিছলে হুমড়ি খেয়ে কোথাও পড়ে যায় তাহলেও ব্যাটারা সন্দেহ করবে, গো ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।'

বেঁচু চিন্তিত। সে বলল, 'হয়তো ভালই চলছে সব। কিন্তু সমস্যা হলো, কে খুন করল তাহলে রাজাকে? গোপীরা নয়, আমরাও নই। সেই মীনা বেগ মেয়েটাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার। আমার সন্দেহ, সেই-ই খুন করেছে রাজাকে। কিন্তু কেন? বোঝা যাচ্ছে, গোপীর সাথে যোগাযোগ ছিল তার। কি একটা ব্যবস্থা করা দরকার আমাদের।'

'ঠিক বলেছিস।' মা বলল। 'টাকাটা হাতে পাবার আগেই জানা দরকা ওই মীনা মাগীটা কোথায় আছে। শহরে চলে যা তুই, খোঁজ করে বের ক তাকে। দেখ্ কি কি জানে সে।'

বেঁচু উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই যাবি আমার সাথে, চাকু?'

চাকু সকলের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বসে আছে এককোণায়। চুপচাপ মাথা হেঁট করে আছে সে। বেঁচুর কথা শুনে মাথা তুলে তাকালও না।

'তুই একাই যা। হাতুড়ি রেখে যাবি।' মা কথা বলল চাকুর হয়ে। বেঁচু ঘর ছেড়ে বের হলো। মা চলল তার সাথে। যেতে যেতে সে বেঁচুকে বলল, 'এক কাজ করবি, আগে তুই কথা বলবি আইনুল খানের সাথে। সে এই লাইনের সব মাগীকে ভাল করে চেনে। দে, হাতুড়িটা দে।'

বেঁচু তার .45 আগ্নেয়াস্ত্রটা মা'র হাতে দিল। বলল, 'আচ্ছা মা, তুমি চাকুকে বলতে পারো না বেচারি মেয়েটাকে জ্বালাতন না করতে?'

মা থমকে গেল। বলল, 'নিজের কাজে লেগে থাক্, বেঁচু। কে কি করছে সে বিষয়ে তোর মাথা-ব্যথার দরকার নেই।'

BanglaBook.org

বেঁচু নাছোড়বান্দার মত বলে উঠল, 'কিন্তু মা, মেয়েটাকে বিরক্ত না করলেই পারে চাকু। বড় লোকের মেয়ে, চাকুর বদ স্বভাব সইবে ওর?'

হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠল রাক্ষুসী-মা'র চোখ দুটো। ক্রোধে লাল হয়ে গেল মুখের রঙ। নিচু, কর্কশ গলায় বলল, 'চাকু ওকে চাইছে। তাই হবে ভেবেছি আমি। এসব থেকে দূরে থাকবি সবাই তোরা।'

বেঁচু মুখ বাঁকিয়ে ঘৃণা প্রকাশ করে বলে ফেলল, 'চাকু তো নিজেই একটা মেয়েমানুষ! ডাক্তার কেন ওষুধ নিয়ে ওর ঘরে যায়, মা? বেহুঁশ করা হয় ওকে, না? যে ওষুধ দিয়ে মেয়েমানুষকে কাবু করে পিরিত করতে চায় সে মেয়েছেলে নয় তো কি?'

রাক্ষুসী-মা প্রচণ্ড বেগে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে থাপ্পড় মারল বেঁচুর গালে। হাঁটু ভেঙে মেঝেতে বসে পড়ল বেঁচু। দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বেঁচু কষ্ট করে হাসতে চেষ্টা করল একটু। বলল, 'ভুল হয়ে গেছে, মা। বেশি কথা বলে ফেলেছি। ভুলে যাও ওসব।'

বেঁচু উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বের হয়ে এল রাক্ষুসী-মাকে একা ঘরে রেখে। মা হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল বেঁচুর ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাওয়া।

বেঁচু গাড়ি চালিয়ে শহরের দিকে যেতে যেতে নিজেকে বলল, আমাকে সাবধানে থাকতে হবে। মা চাকুর মতই ভয়ঙ্কর। ইচ্ছা হলে দ্বিধা করবে না, খতম করে ফেলবে আমাকে। বোঝা যাচ্ছে, বেচারি মেয়েটা সম্পর্কে ভালমন্দ কিছু জানতে চাইলে মা খেপে যাবে।

বেঁচু দুঃখ বোধ করল বিলকিসের জন্যে। কিন্তু ওর জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করার ইচ্ছা নেই তার।

বেঁচু কসমস বারে ঢুকল বেলা দুটোয়। গতরাতের জঞ্জাল পরিষ্কার করছে তখনও বয়-বেয়ারারা। কসমস বারে অবৈধ দেহ-ব্যবসাও চলে। বেঁচু দেখল, মেয়েগুলো সাজ-পোশাক পরতে ব্যস্ত। বেঁচু অফিস-রুমের দিকে যেতে যেতে দরজা-খোলা ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে দেখল মেয়েগুলোকে।

আইনুল খান বসেছিল ডেস্কের ওধারে। খবরের কাগজ পড়ছে সে। বেশ আশ্চর্য হয়ে তাকাল সে বেঁচুকে ভিতরে ঢুকতে দেখে। আইনুল খান মোটাসোটা বেঁটে মানুষ। বেঁচুর সাথে হ্যান্ডশেক করল। বেঁচু বলল, 'কেমন চলছে, খান?'

আইনুল খান খবরের কাগজটা সরিয়ে রেখে মাথা দোলাল। ভাল চলছে না। মুখে বলল, 'মুশকিলে পড়া গেছে! হঠাৎ খুন-জখম, মেয়ে গায়েব। বিজনেসের বারোটা বাজবেই তো! গতরাতের মাত্র দশজন খদ্দের এসেছিল। তার মধ্যে চারজন আমার হারামখোর দোস্ত, বিনে পয়সায় মধু খাওয়ালা।'

বেঁচু বলল, 'সত্যি, যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই ওই এক কথা। শালা, শালা গোপীটা শেষ অবধি একটা হারামিপনা না করে ছাড়ল না!'

আইনুল খান সিগারেট জ্বালিয়ে বলল, 'কিছুই মাথায় ঢুকছে না ছাই, বুঝলে বেঁচু? আমার বিশ্বাস হতেই চাইছে না যে গোপীর মত পুঁচকে অমন দুঃসাহসের

BanglaBook.org

কাজটা করেছে। চুরি-বাটপাড়ি করাই তার কাজ। হঠাৎ একেবারে চৌধুরীর মেয়েটাকে নিয়ে ভাগল কোন্ সাহসে? বানচোত্ পাগল হয়ে গেছে কিনা কে জানে। আমি বিশ্বাস করতাম, যদি রাক্ষুসী-মা'র কথা বলত কেউ···হ্যাঁ, তার পক্ষে এমন বড়সড় ধান্দা মানায়···'

'পাগল হলে, খান! পুরো হপ্তাটাই শহরের বাইরে ছিলাম আমরা,' বেঁচু তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

আইনুল খান বেঁচুর কণ্ঠের কঠিন ভাবটা ধরতে পেরে তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, তা বলছি না আমি! সত্যিই তো, তোমাদেরকে হপ্তাখানেক শহরে আসতে দেখিনি আমি। আসলে পুঁচকে গোপীরই কাজ এটা, কি বলো বেঁচু?'

বেঁচু বলল, 'হ্যাঁ, গোপীর বারোটা বাজবে এবার।'

'বারোটা বাজবে কিনা কে জানে। আমি যদি মেয়েটাকে গাপ্ করতাম তাহলে আমিও যতটা পারা যায় সাবধানে লুকিয়ে থাকতাম। গোপীও বোকা নয়, সাবধানেই গায়েব হয়ে গেছে সে। তাছাড়া টাকাটা দিয়ে চৌধুরী মেয়েটাকে ফিরে পাবার পর সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

বেঁচু বলল, 'অত সোজা নয়, খান। পুলিস ভুলবে না গোপীকে।'

'শালা যে কোথায় গায়েব হয়ে গেছে কে জানে!'

বেঁচু স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করল সিগারেটের আগুনের দিকে চোখ রেখে, 'মীনা বেগমটা কে, বলো তো খান?'

'কি দরকার?' আইনুল খান ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল পাল্টা।

বেঁচু জানতে চাইল, 'চেনো নাকি ওকে? আমি এমনি জানতে চাই।'

'চিনি।'

'কে সে? কি করে?'

খান বলল, 'মীনা চোরাই হাতুড়ি-রডের দালালি করত কিছুদিন আগেও।'

হাতুড়ি মানে, বেঁচু জানে পিস্তল বা রিভলবার, রড হলো বন্দুক বা রাইফেল। খানের উত্তর শুনে অবাক হয়ে গেল সে। বলল, 'বলো কি তুমি! মেয়েছেলে হয়ে ওই কাজ পারত! কে করাত তাকে দিয়ে কাজটা?'

খান হাসল। বলল, 'কার কথা মনে হয় তোমার? গোপী।'

'আচ্ছা! যাক, খবর বটে একটা!' বেঁচু খুশি হয়ে উঠল।

খান বলল, 'তোমাকে আমি আরও খবর দিতে পারি, মিয়া। মীনা হা হুতাশ করছে গোপীর জন্যে। গোপীর কেনা দাসী হিসেবে ছিল সে এতদিন। গোপী চৌধুরীর মেয়েকে নিয়ে ভেগেছে, মোটা টাকা পাবে সে এই ধান্দায়, অথচ মীনা মুষড়ে পড়েছে দেখে পুলিসরা অবাক হয়ে গেছে। দুয়ে দুয়ে চার মিলছে। গোপী টাকা পেলে মীনার খুশি হওয়া উচিত।'

বেঁচু বলল, 'হয়তো গোপী মীনাকে ছেড়ে ভেগেছে।'

'না, পুলিস তা মানতে পারছে না। মীনার একই কথা, গোপী তাকে ফেলে পালাতে পারে না। ওর সন্দেহ, গোপী কোন বিপদে পড়েছে।'

BanglaBook.org

বেঁচুর চেহারা নির্বিকার। 'মেয়েমানুষরা অমনই হয়। যেটা বিশ্বাস করে সেটা নিয়েই থাকতে চায় ওরা। তুমি বাজি ধরতে পারো খান, গোপী সুযোগ বুঝে মীনাকে ছেড়ে চৌধুরী দুলালীকে নিয়ে কেটে পড়েছে। মীনা শুধু মেনে নিতে পারছে না আঘাতটা।'

আইনুল খান কি যেন ভেবে বলল, 'যেতে দাও, আমার মাথা ঘামাবার দরকার কি এ নিয়ে?'

'আচ্ছা, মীনা কি এখনও জ্যোৎস্না হোটেলে আছে?'

'তুমি এত খোঁজ নিচ্ছ কেন, বেঁচু?'

'মা খোঁজ চেয়েছে বলে।'

আইনুল খান চমকে উঠল। তারপর বলতে লাগল, 'জ্যোৎস্না হোটেলেই আছে ও। পুলিনের লোক সাদা পোশাকে পাহারা দিচ্ছে ওকে। ওদের সন্দেহ, গোপী মীনার সাথে দেখা করতে এসেছিল। রাজা ওখানেই একটা কামরা নিয়ে থাকত, গোপীই রাজাকে খতম করে গেছে। ওরা ভাবছে, গোপী আবার দেখা করতে আসতে পারে মীনার সাথে। গোপীর খোঁজে জ্যোৎস্না হোটেলে ওত পেতে আছে পুলিস।'

বেঁচু গালে ডান হাতের তালু ঘষছে। দ্রুত চিন্তা করছে সে। তারপর বলল, 'মেয়েটার সাথে কথা বলতে চাই আমি, খান। তুমি একটা কাজ করো আমার হয়ে, ফোন করে ওকে এখুনি একবার এখানে আসতে বলে দাও। আমরা কথা বলব, তা কেউ জানতে পারবে না তাহলে।'

সন্দিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করল আইনুল খান, 'হঠাৎ মীনার সাথে কোন্ ব্যাপারে কথা বলতে চাইছ বলো তো? মীনা বিপদে পড়ুক আমি তা চাই না। আমার সাথে কোন গোলমাল নেই ওর।'

'বিপদ? কিসের? যা বলছি, করো। মা'র হুকুম।'

আইনুল খান পেত্নীর মত ভয় করে রাক্ষুসী-মা'কে। অগত্যা মীনার হোটেলে ফোন করল সে। মীনা ফোনের অপরপ্রান্তে আসতেই সে বলল, 'কে, মীনা কথা বলছ?'

মীনা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। খান যে!'

বেঁচু শুনল আইনুল খান বলছে, 'হ্যাঁ, আমি। জরুরী ব্যাপার আছে। চলে এসো তুমি এখনি।...না না, কাজ-কর্মের কোন খবর নয়। তবে বলা যায় না, পেয়েও যেতে পারো। আসছ তো?...ঠিক আছে, অপেক্ষা করছি আমি তোমার জন্যে।' রিসিভার রেখে দিল আইনুল খান। বলল, 'আসছে ও।'

'খুব ভাল, খান। তুমি আমাদের বন্ধু। কথা দিচ্ছি, মাকে তোমার কথা বলব আমি।'

আইনুল খান অস্বস্তিভরে বলল, 'থাক থাক, মাকে আর স্মরণ করতে বোলো না আমার কথা। এমনিই বেশ আছি। কিন্তু বেঁচু, তুমি কিন্তু মীনার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারবে না।'

BanglaBook.org

'দূর, তুমিও যেমন! আমি ওর সাথে পিরিতের কথা বলব দু'একটা, বুঝলে খান!'

হাসল বেঁচু। 'আচ্ছা খান, তুমি না হয় ঘণ্টাখানেকের জন্যে কোথাও থেকে ঘুরে এসো। আমি আর মীনা কথা বলব ততক্ষণ।'

আইনুল খান চমকে উঠে তাকাল বেঁচুর দিকে। দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল তার মুখে। তবু বেঁচুর গোঁয়ারের মত ভাব দেখে ধীরে ধীরে সে বলল, 'তাই যাই তবে। দুপুরের খাবার সময়ও হয়ে গেছে।'

বেঁচু হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'খান, তোমার কাছে হাতুড়ি আছে কোন?'

'হাতুড়ি! কি দরকার তোমার হাতুড়ির?' বিচলিত কণ্ঠে বলে উঠল আইনুল খান।

বেঁচু বলল, 'ব্যস্ত হয়ো না, ব্যস্ত হয়ো না! চেঁচামেচি ভাল্লাগে না আমার। আছে তোমার হাতুড়ি?'

আইনুল খান নিরুপায় হয়ে বলল, 'ডেস্কের বাঁ ধারের ড্রয়ারে আছে ওটা।'

'চমৎকার! ভাগো এবার।'

আইনুল খান অফিস-রুম থেকে বের হয়ে যেতেই বেঁচু ডেস্কের ওধারে গিয়ে নরম গদিআঁটা চেয়ারে গিয়ে বসল। ড্রয়ার খুলে .38 আগ্নেয়াস্ত্রটা বের করে ডেস্কের উপরে রাখল সে। মীনা হাতুড়ি আর রডের দালালি করে। অন্তত করত একসময়। তার কাছে থাকতেও পারে আগ্নেয়াস্ত্র। বেঁচু কোন রিস্ক নিতে চায় না। এই জাতের মেয়েরা একটুতেই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া বেঁচুর দৃঢ় বিশ্বাস, রাজাকে খুন করেছে এই মীনা বেগমই।

কুড়ি মিনিট পরে বেঁচু শুনতে পেল হাইহিলের মৃদু এবং ছন্দোবদ্ধ খট্‌খট্ শব্দ। পিস্তলের উপর হাত রাখল সে।

রুমের দরজা ঝট্ করে খুলে গেল, তারপরেই মীনাকে হেঁটে আসতে দেখা গেল ভিতরে। মীনা বেগম আজ সালোয়ার-জাম্পার পরেছে; আঁটসাঁটভাবে কামড়ে আছে গোটা দেহ। বেঁচু ভাবল, সুন্দরী পাকা আপেল একটা।

মীনা রুমের মাঝামাঝি এসে দেখতে পেল বেঁচুকে। সাথে সাথেই চমকাল এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানেই। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখের চেহারা। ডেস্কের উপর পিস্তলটা দেখে ঢোক গিলল একটা।

বেঁচু শান্তভাবে বলল, 'এসো, মীনা। ভয় পাচ্ছ তুমি শুধু শুধু, বিপদ-আপদের ছায়াও নেই এই ঘরে।'

মীনা একটু স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল। কিন্তু নড়ল না সে। বেঁচু একমুহূর্ত দেখল ওকে। তারপর বলল, 'একটা কাজ করো আগে, তোমার অহঙ্কারের ডালিটা ছুঁড়ে দাও এদিকে।'

অহঙ্কারের ডালি, মানে হ্যান্ড-ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল মীনা ডেস্কের উপর। বেঁচু ব্যাগটা আর ডেস্কের উপরে রাখা পিস্তলটা ড্রয়ারে ভরে রাখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তুমি চেনো?'

BanglaBook.org

এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে গেছে মীনা। বেঁচুকে দেখার চমকটা দূর হয়ে ছে। ডেস্কের কাছের একটা চেয়ারের দিকে এগিয়ে এসে বসল সে। তারপর লল, 'চিনি।'

বেঁচু এক প্যাকেট সিগারেট বের করে নিজে নিল একটা, মীনাকেও দিল কটা। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল সে মীনার সিগারেট। তারপর জিজ্ঞেস রল, 'কথার জবাব দাও। সেদিন বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি, যাবার সময় াগজে লিখে তোমার হোটেলের ঠিকানা দেবার আর সেদিন তোমার কামরায় াকা দিতে অমন করে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করার মানেটা কি? আর একটু হলে লিসের গুলি খেয়ে খতম হয়ে যেতাম আমি।'

মীনা চেয়ে রইল তার সিগারেটের দিকে। জবাব দিল না।

' অ্যাকটিং কোরো, না, বুঝেছ? তোমার সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই।'

'শত্রুতা নেই!' মীনার চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল আকস্মিক রাগে। াবার বলে উঠল সে, 'তাহলে আমার কথার জবাব দাও তিনসত্যি করে, গোপী কাথায়?'

'তোমাকে কে বলেছে, আমি জানি গোপীর কথা?'

'তোমার আর লালের সাথে গোপীর দেখা হয়েছিল যে রাতে, সেই রাত থকে তার কোন খবর নেই। ওর সাথে তোমাদের দেখা হয়েছিল সাভারের াইল দেড়-দুয়েক দূরে একটা পেট্রল-পাম্পের কাছে। ওখানে ষোলো-সতেরো ছরের একটা ছেলে কাজ করে। সে আমার চেনা। আমাদের দেশের ছেলে বলে স মাঝে মাঝে আসত আমার কাছে। খবরটা দেবার জন্যে সেই এসেছিল। ছলেটা আমাকে বলেছিল, তোমার আর লালের হাতে পিস্তল ছিল। তার ারদিনই সেই ছেলেটার লাশ পাওয়া গেছে ওই পেট্রল-পাম্পে। মাথায় গুলি করে খুন করা হয়েছে কচি ছেলেটাকে। এবার বলো, গোপী কোথায় আছে?'

মীনার তথ্যগুলো শুনে বেশ একটু চমকে উঠল বেঁচু। সে বুঝতে পারল, মা পট্রল-পাম্পের ছোকরাটাকে খতম করার ব্যবস্থা করে খুবই ভাল করেছে। আমি জানি না, মীনা।' বেঁচু বলল, 'আমার ধারণা, কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে গোপী। আমার চেয়ে ওর কথা তোমারই বেশি জানার কথা।'

মীনা জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা গোপীকে পিস্তল দেখিয়েছিলে কেন?'

বেঁচু বলল, 'লালটা হঁচড়ে পাকা, তাই সে পিস্তল বের করেছিল। আমার হাতে ছিল না কিছু। লালই দায়ী। তবে কোন বদ উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের, কসম বলছি। গোপীর গাড়িতে চৌধুরীর দুলালী ছিল। চিনতে পারিনি তাকে আমি। চিনতে পারলে, তোমার কাছে মিথ্যে বলব না, ছিনিয়ে নিতাম আমি গোপীর হাত থেকে। কিন্তু চিনতেই পারিনি। সেই থেকে খিস্তি করছি আমি নিজেকে। গোপী আমাকে বোকা বানিয়েছিল। সে বলল, মেয়েটা তার এক বন্ধুর। তাই বিশ্বাস করলাম শালা আমি!'

মীনা রাগে ফুলে উঠল। বলল, 'বিশ্বাস করি না আমি। গোপী আমাকে

BanglaBook.org

ছেড়ে চলে যেতে পারে না! আমি জানি, নিশ্চয় তার কিছু একটা হয়েছে। আ তুমি তা জানো।'

'ভুল, তোমার সন্দেহ ভুল। কিছুই জানা নেই আমার। তবে ধারণা ক যায়, আসল ব্যাপারটা কি।'

'কি আসল ব্যাপার?'

'থাক, ভুলে যাও ব্যাপারটা,' বেঁচু মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'পুলি সন্দেহ করছে, তবে সেটা ওদের ভুলও হতে পারে।'

'পুলিস কি সন্দেহ করছে?' ভুরু কুঁচকে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল মীনা।

'পুলিসের বিশ্বাস, গোপী তোমাকে কলা দেখিয়ে কেটে পড়েছে। চৌধুরীর দুলালীকে জোর করে সঙ্গে রেখে মজা লুটবে। সুন্দরী তো, লো ছাড়তে পারেনি।'

'মিছে কথা! গোপীকে চিনি আমি। সে আমাকে জান দিয়ে ভালবাসে। স মিছে কথা!'

বেঁচু বলল, 'ছাড়ো ওসব ছেঁদো কথা। ভালবাসে! ভালবাসে না কচু ভালবাসলে এই ক'দিন দেখা নেই কেন তার? অন্তত খবরও তো পাঠাতে পা একটা। কই, পাঠিয়েছে? পাঁচলাখ টাকা হাতে পেলে সে তোমাকে অনায়া ভুলে যাবে, বলে দিচ্ছি আমি। সেই জন্যেই তোমার সাথে সব সম্পর্ক খত করে বসে আছে সে। কথাটা তুমি বোঝার চেষ্টা করো।'

মীনা চেয়ার ছেড়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। বেঁচু বুঝতে পারল তার কথা মীনা বিশ্বাস করবে কি করবে না ঠিক করে উঠতে পারছে না। তাই বলল আবার, 'চৌধুরীর দুলালীর মতন খুবসুরত মেয়ে এ দেশে আর দু'টি নেই তুমিও সেটা জানো। গোপীও তো মানুষ, অমন জিনিস হাতে পেয়ে মাথ ঘোলাটে হতে কতক্ষণ? তুমি ওর কথা ভুলতে চেষ্টা করলেই নিজের জন্যে ভাল করবে। পুলিসের ধারণা মিথ্যে বলে মনে হয় না আমার। তাছাড়া, সত্যিই তো গোপী কি তোমার স্বামী নাকি? তোমার সাথে সে বসবাস করত, এই তো? তাই বলে চিরকাল থাকবে নাকি তোমার সাথে! সে তোমাকে ছেড়ে যাবে বলেই ক'দিন পিরিত করে নিয়েছে ধুমসে।'

মীনা পায়চারী থামিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, 'খবরদার বলছি! তোমাদের কথা বিশ্বাস করব না আমি। গোপী আমার সাথে অমন ধোঁকাবাজি করতেই পারে না!'

বেঁচু চেয়ার ছেড়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'সবাই তাই বলছে, বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে।' জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল সে। একটু পরেই মীনা তার কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ ফেরাল না বেঁচু। অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছে সে। মীনা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'তাহলে কি করব আমি এখন? পয়সা-কড়ি হাতে নেই যে!'

বেঁচু বলল, 'ধার নিতে পারো আমার কাছ থেকে। তোমাকে মন্দ লাগে না

BanglaBook.org

আমার। কত হলে চলবে?'

'তোমার কাছ থেকে টাকা নেব কেন আমি?'

বেঁচু মীনার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'বেশ, নিয়ো না তাহলে। কিন্তু একটা কথা শোনো। যখনই কোন বিপদে পড়বে বা অভাবে পড়বে আমাকে খবর দিয়ো। আইনুল খানের কাছ থেকে জেনে নিয়ো কোথায় দেখা পাবে আমার। এবার চলি আমি। গোপীকে তুমি ভুলে যাও, মীনা। তার কাছ থেকে খবরের আশায় বসে থাকলে লাভ হবে না, বরং কষ্ট পাবে খামোকা। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পেলে তোমার মত ডজন ডজন মেয়ে তার পিছু পিছু ঘুরঘুর করবে। চলি এবার।'

বেঁচু মীনাকে ঘরে রেখে বের হয়ে এল।

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মীনা। চোখে তার জল। গাল বেয়ে টপ্‌টপ্‌ করে পড়ছে মেঝেতে।

লাল উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ঘড়ি দেখল সে। তারপর লোকুকে বলল, 'মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আর।'

লোকুর কাছে একটা থম্পসন মেশিনগান। কলকব্জা নাড়াচাড়া করছিল সে। হাত রুমালে মুছে সে বলল, 'ভালোয় ভালোয় সময়টা উতরে গেলে বাঁচি।'

পুকুরটাকে বাঁ দিকে রেখে রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গল মত জায়গাটায় বুইকটাকে নিয়ে এসেছে ওরা। সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে ওদের এই জায়গাটা। রাস্তার দুটোদিকই দেখা যাচ্ছে গাড়ির ভিতর থেকে বহুদূর পর্যন্ত। অথচ গাড়িটাকে রাস্তা থেকে সহজে দেখা যাবে না।

কান পেতে বসে রইল দু'জন। সময় বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ লোকু বলে উঠল, 'গাড়ির শব্দ!'

রাস্তাটা বুহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। দু'জনই তাকাল সেদিকে। একটু পরেই দেখা গেল একজোড়া হেড-লাইট।

'আসছে তাহলে!'

লাল লাফ দিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। পকেট থেকে টর্চটা বের করে আরও সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। গাড়িটা আসছে দ্রুত। শ'তিনেক গজ দূরে যখন গাড়িটা, লাল তখন টর্চের বোতাম টিপল। জ্বলে উঠল মোটা টর্চটা নিভিয়ে সাথে সাথে আবার জ্বালল সে।

লোকু তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। মেশিনগান রেডী তার। বুকটা ধড়ফড় করছে তবু। যদি গাড়ি-ভর্তি পুলিস থাকে! তাহলে কি সে সামলাতে পারবে?

টর্চের আলো দেখে গাড়ির গতি কমে গেল। লাল দেখতে পেল, গাড়িতে শুধু একজন ড্রাইভার রয়েছে। চৌধুরী তাহলে হুকুম মত কাজ করেছে, সে ভাবল। গাড়িটা দ্রুত চলে গেল রাস্তার উপর দিয়ে। জানালা দিয়ে বড়সড় একটা চামড়ার সুটকেস সশব্দে নিচে পড়ল। থামল না গাড়িটা, ছুটেই চলল গতি বাড়িয়ে। ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

BanglaBook.org

লাল ছুটে গিয়ে রাস্তার পাশ থেকে তুলে নিল সুটকেসটা।

লোকু মেশিনগান রেখে দিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল। লাল ছুটে এসে উঠল গাড়িতে। সুটকেসটা নিজের উরুর উপর রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'জলদি চালা!'

ছেড়ে দিল লোকু গাড়ি। রাস্তায় উঠল ওরা। লাল পিছন দিকে মুখ করে রইল সন্ধানী চোখে। চার-পাঁচ মাইল অসম্ভব দ্রুতবেগে ছুটল গাড়িটা। না, কেউ পিছু নেয়নি।

'সব ঠিক হ্যায়!' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল লাল। 'বাড়ির দিকেই চল্।'

সিধে বাড়িতে ফিরল ওরা। বসার ঘরে ঢুকল দু'জনে। রাক্ষুসী-মা, চাকু, বেঁচু, ডাক্তার সকলেই ওদের অপেক্ষায় বসে আছে। লাল সুটকেসটা রাখল টেবিলের উপর। বলল, 'কোনও ঝামেলা হয়নি, মা। তুমি যেমনটি বলেছিলে তেমনটিই হয়েছে।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল রাক্ষুসী-মা। টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে বিরাট দেহটা নিয়ে। সুটকেসের তালা খুলে ফেলল আঁচলের একগোছা চাবি থেকে একটা চাবি খুঁজে নিয়ে। রাক্ষুসী-মা'র পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে সকলে। চাকুকেও উত্তেজিত দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে।

মা ডালা খুলল সুটকেসের। সকলে দেখল থাকথাক একশো টাকার নোটগুলো। একসাথে এত টাকা জীবনে ওরা কেউ দেখেনি আগে।

'বাপরে বাপ! আমার চোখ দুটো ব্যথা করছে, ভাই সকল!' বেঁচু উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। চাকু টাকাগুলো ভাল করে দেখার জন্যে লালকে ঠেলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। গাল হাঁ হয়ে গিয়ে নিচের ঠোঁটটা ঝুলছে তার। রাক্ষুসী-মা শান্ত ভাবে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু কাঁপা কাঁপা শোনা গেল তার গলা। 'বেশ। টাকাগুলো তাহলে এখন আমাদের মুঠোয়। পাঁচ লাখ, মোট!'

'পাঁচ লাখ পুরো তো? তাহলে, মা, দেরি করে কি হবে শুধু শুধু? ভাগ-বাঁটোয়ারা করে ঝামেলা চুকিয়ে ফেললেই তো হয়? কি হিসেবে ভাগ করবে, মা?'

'হ্যাঁ...,' লোকু নিজের কথাটা না বলে পারল না। 'আমার ভাগে কত টাকা পড়বে, মা?'

মা সুটকেসের ডালা বন্ধ করে দিল। একে একে সকলের মুখের দিকে তাকাল সে। তারপর হেঁটে এসে নিজের নরম চেয়ারে বসল নিঃশব্দে।

সকলে অবাক হয়ে তাকাল মা'র দিকে। বিমূঢ় দেখাচ্ছে ওদেরকে।

'কি হলো? টাকার কি করবে?' বেঁচু মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করল।

'সুটকেসের টাকার সবক'টা বান্ডিলে নম্বর মারা আছে,' মা একটু থেমে আবার বলল। 'তোদেরকে বলে দেবার দরকার নেই যে এই টাকাগুলোর নম্বর টুকে রেখেছে পুলিস। খরচ করতে গেলেই ধরা পড়ে যাবি তোরা। টাকা না, ওগুলো এখন আগুন!'

মা'র কথা শুনে চমকে উঠল সকলে। বেঁচু বলল, 'এসব কি বলছ তুমি!

BanglaBook.org

ার মানে, টাকাগুলো খরচ করা যাবে না?'

মা বলল, 'ফাঁসির ভয় না থাকলে খরচ করতে পারিস। নিজের জান নিজে তে চাইলে কর্ খরচ।'

'তাহলে কেন ওগুলো আনানো হলো এত ঝামেলা করে?' লাল জানতে ইল।

রাক্ষুসী-মা কোমল কণ্ঠে বলল, 'বাছারা, ঠাণ্ডা হ দেখি। কি করতে হবে মার তা জানা আছে, ঘাবড়াসনে তোরা। টাকাগুলো বদলা-বদলি করে নেব মরা ওদুদ ওস্তাদজীর কাছ থেকে। এই কাজই তার। আমাদের টাকা নিয়ে য়েক বছর ফেলে রাখবে সে সিন্দুকে। তবে পাঁচ লাখের বিনিময়ে সে দেবে মাদেরকে অর্ধেক টাকা, আড়াই লাখ।'

চাকু হঠাৎ চেয়ার ঘুরিয়ে সকলের দিকে পিছন ফিরে বসল। তারপর বলল, ালি কথা! সবারই ওই একটা মাত্র কাজ, কথা বলা খালি!'

বেঁচু বলল, 'তুমি যতটা ভাবছ টাকাগুলোকে ততটা আগুন নয়, মা। পাঁচশো কা আমার দরকার হাত-খরচার জন্যে।'

মা হাসল। বলল, 'তা নিবি পাঁচশো টাকা।'

'তাহলে ভাগটা কোন্ হিসেবে হবে?' লোভাতুর চোখে মা'র দিকে চেয়ে প্রশ্ন রল লোকু।

'তোরা সবাই দেড় হাজার করে কিছু পাবি। তারচেয়ে একটাকাও বেশি য।'

'মানে! দেড় হাজার করে ভাগ পাব! এর মানে কি?'

মা বুঝিয়ে বলল, 'দেড় হাজার করে পাবি হাত-খরচার জন্যে, গাধা। ভাগ সেবে তোরা সবাই চল্লিশ হাজার টাকা পাচ্ছিস। কিন্তু পাচ্ছিস মানে এখনি চ্ছিস না। অত টাকা এক সঙ্গে হাতে পড়লে তোরা এমন এলোপাথাড়ি খরচ রতে শুরু করবি যে পুলিসের কানে উঠবেই কথাটা। তোদেরকে চিনি তো মি, নাকি চিনি না? মোটা টাকার ধান্দা মেরে সব গাধারাই বোকার মত অমন রতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়।'

মা বেঁচুর দিকে চেয়ে যোগ করল, 'ধর, পুলিস যদি তোকে দু'হাতে টাকা ড়াতে দেখে জেরা করে, কোথায় পেলি এত টাকা, তখন কি বলবি তুই? জবাব আমাকে, কি বলবি?'

বেঁচু কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। মা'র কথায় যুক্তি আছে, টের পেল ।

'ঠিক কথা বলেছ তুমি, মা। খুব গোলমেলে ব্যাপারই বটে। দূর শালা, মি ভেবেছিলাম, বড়লোক বনে যাচ্ছি!'

'বলছি তোদেরকে টাকাগুলো আসলে কোথায় যাবে,' মা তৃপ্ত গলায় বলল। াসলে আমরা বড়সড় একটা ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছি। বহুতদিন থেকে মার সাধ, ব্যবসা করব। তোরা সবাই সেই ব্যবসা দেখা-শোনা করবি,

BanglaBook.org

চালাবি। প্যারাডাইস ক্লাবটা আমরা কিনে নেব। ক্লাবটাকে নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে। মেয়ে কর্মচারী রাখব। ইংরেজি বাজনার ব্যবস্থা থাকবে। ক্লাব চলবেই চলবে, ব্যবস্থা করতে পারলেই শুধু হয়। টাকার আমদানি কাে বলে তখন দেখবি। এখন ওটার যা অবস্থা, লাখখানেক টাকা খরচা করে শহরের সবচেয়ে ভাল নাইট-ক্লাব করা যায়। হাই-ক্লাস করে সাজাতে হে অবশ্যি। ছোটখাট ধান্দার পিছনে লেগে থেকে কি লাভ হয়েছে শেষ অবধি? আ মন নেই এতে আমার। বড়সড় কিছু একটা এবার না করলেই নয়। সাধ্যও যখ হয়েছে তখন দেরি করার মানে হয় না। এবার থেকে ব্যবসাই করব আমরা তোদের মনের কথা খুলে বল্ দেখি সবাই।'

চারজনেরই মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একমাত্র চাকুই রাক্ষুসী-মা' কথা শুনছিল না। সে একটা খবরের কাগজে চোখ রেখে পিছন ফিরে বে আছে। মোমেন ডাক্তার বলে উঠল, 'তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। আমি তোমার পরিকল্পনায় এত আনন্দ পাচ্ছি যে শুধু এই আনন্দেই জান কোরবা দিতে রাজি।'

'আমিও।' বেঁচু বলল, 'এরচেয়ে ভাল কিছু ভাবতে পারি না।'

'আমিও, মা,' লাল বলল।

লোকু জিজ্ঞেস করল, 'মা, তুমি কি রেস্তোরাঁ চালাবে ক্লাবে? রান্নাবান্না ভারটা তাহলে আমার।'

মা হেসে ফেলল। বলল, 'বেশ, বাছারা। এখন আমার কাজ হবে ওদুদ ও াদজীর কাছ থেকে টাকাগুলো বদলা-বদলি করা। একটা কথা শুনে রা সবাই, ক্লাব থেকে যা লাভ হবে, সেই লাভের শতকরা পাঁচ ভাগ কে পাবি তোরা সবাই। সবই তোদের, যা তোদের তা বাঁচিয়ে রাখার দায় তোদেরই।'

'এক মিনিট!' বেঁচু কপালে ভুরু তুলে জানতে চাইল, 'আচ্ছা মা, পুলিস যদি জানতে চায় ক্লাবে কেনার জন্যে অত টাকা আমরা পেলাম কোথা থেকে, তখ কি বলা হবে?'

মা উত্তর দিল, 'সাবধানেই সে ব্যবস্থা সারা হবে। ওদুদ ওস্তাদজী আমাদে হয়ে বলবে, টাকাটা ধার দিয়েছে সে আমাদেরকে। সেই ভাবেই চুক্তি করা হে তার সাথে।'

বেঁচু শান্তভাবে বলল, 'সব কথাই তুমি ভেবে রেখেছ দেখা যাচ্ছে। কে থেকে তাহলে শুরু হচ্ছে কাজটা, মা?'

'আজ থেকেই। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই তো ভাল। ক্লাবটা আমি কিে ফেলব কালকেই।'

লাল হঠাৎ বলল, 'এখন শুধু একটা কাজ বাকি, চৌধুরীর বেটীকে খত করা। ডাক্তারকে বলেছ তুমি, মা? আচ্ছা, ওকে না হয় ডাক্তার জহর দিয়ে খত করল, কিন্তু লাশটা কোথায় সরাব আমরা, শুনি?'

BanglaBook.org

আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশটা খান্‌খান্ হয়ে যেন সশব্দে ভেঙে গেল। সকলের কানেই প্রচণ্ড একধরনের সোঁ সোঁ শব্দ আঘাত হানছে। সকলেই শুনতে পাচ্ছে সেই অস্তিত্বহীন শব্দ। মা'র শরীর কেঁপে উঠল লালের কথা শেষ হতেই। সাদা হয়ে গেল তার মুখ। পরমহূর্তেই লাল দেখাল মা'র মুখটা। মোমেন ডাক্তারের তৃপ্তির হাসিটা দপ্ করে নিভে গেছে। ফোলা গালটা চুপসে গেছে তার। দেখে মনে হচ্ছে, জ্ঞান হারাবে সে এখুনি। চাকু খবরের কাগজ দেখছিল, হাত থেকে খসে পড়ে গেল সেটা। এক মুহূর্ত সে যেমন পিছন ফিরে বসে ছিল তেমনি বসে রইল। লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে তার শরীর। পরমুহূর্তে সশব্দে চেয়ারটাকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর আস্তে আস্তে ওদের দিকে ঘুরল। হাঁ হয়ে গিয়ে ঠোঁট ঝুলে পড়েছে তার। চোখের দৃষ্টি চকচক করছে শান দেয়া ছুরির মত। 'ওকে খতম করা বাকি! মানে?' চাকু গর্জন করে উঠল। 'ডাক্তার কাকে জহর দিয়ে খতম করবে?' দু'পা এগিয়ে এল চাকু রাক্ষুসী-মার দিকে।

মা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কিছু না, ও কিছু না।'

রাক্ষুসী মা এমনভাবে লালের দিকে তাকাল যেন কাঁচা খেয়ে ফেলতে পারলে তার রাগ মেটে। এদিকে বেঁচু বুঝতে পারল, বিষয়টা নিয়ে আলোচনার এটাই সুযোগ। চাকুর দিকে না তাকিয়ে প্রশ্ন করে বসল সে, 'না মা, কথাটা চাপা দিয়ে লাভ নেই। সত্যিসত্যি বলো তো মেয়েটার ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে?'

মা উভয়-সংকটে পড়ে হিমশিম খেতে লাগল। সে বুঝল, এখন আর প্রসঙ্গটা ধামাচাপা দেবার কোনই উপায় নেই। চাকুর দিকে না তাকিয়ে বলল, 'ওকে এখানে রাখার কোন মানে হয় না, ফেরত পাঠানোও সম্ভব নয়। ফেরত পাঠালে আমরা মুশকিলে পড়তে পারি। ওকে মরতেই হবে। যখন ও ঘুমিয়ে থাকবে...'

'মা!' চাকু গর্জে উঠল। সকলে চমকে উঠে তাকাল তার দিকে। রাক্ষুসী-মা'র দিকে দৃষ্টি তার। সেই দৃষ্টিতে গোয়ার্তুমি এবং রক্তের পিপাসা।

'কি হলো?' রাক্ষুসী-মা প্রশ্ন করল। তার বুকের কাছে ভয় ক্রমশ ভারী হয়ে চেপে বসছে।

চাকু আস্তে আস্তে আরও খানিক এগিয়ে এল। আস্তে আস্তে, একটি একটি শব্দ উচ্চারণ করে সে বলল, 'আমার হয়ে গেছে ও। ও আমারই হয়ে থাকবে। কেউ, যে কেউ ওকে ছোঁবে তার কল্লা ছিঁড়ে ফেলব আমি।'

'দ্যাখ্, চাকু, বোকামি করিস নে,' মা বলল। বহুকষ্টে কথা বলতে হচ্ছে তাকে। গলা শুকিয়ে গেছে। 'ওকে আমরা এখানে রাখতে পারি কেমন করে বল? সেটা ভীষণ বিপদের ব্যাপার। ওকে শেষ অবধি খতম হতেই হবে।'

হঠাৎ একটা খালি চেয়ার লাথি মেরে সরিয়ে দিল চাকু। দুলে উঠল তার শরীর। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে হাতটা নড়ল একবার। পরমুহূর্তেই দেখা গেল ছোরাটা হাতে এসে গেছে। লোকু এবং ডাক্তার লাফ দিয়ে সরে গেল মা'র পাশ

BanglaBook.org

থেকে। মাকে একা একা চাকুর মুখোমুখি হবার সুযোগ করে দিল ওরা। রাক্ষুসী মা শিউরে উঠল চাকুকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে দেখে।

'তাহলে ধোঁকা দিতে চেয়েছিলে তুমি আমাকে!' কটকট করে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল চাকু। 'তাহলে তুমিও চাও আমারই হাতে খুন হতে! যদি ওকে ছুঁতে যাও···যদি ওকে কেউ ছুঁতে যায়, আমি তার মাথার খুলি তুলে নেব।'

এমন সময় বেঁচু পিস্তল নিল হাতে। মা দেখল জিনিসটা। চিৎকার করে উঠল সে, 'রাখ্, রাখ্ বেঁচু তোর হাতুড়ি!'

রাক্ষুসী-মা ভয় পেয়েছে হঠাৎ, বেঁচু বোধ হয় তার ছেলেকে গুলি করতে যাচ্ছে।

চাকু তাকাল বেঁচুর দিকে। বেঁচু পিছিয়ে গেল।

'শুনেছ আমার কথা? ও আমার।' চাকু উন্মাদ হয়ে উঠেছে। উন্মত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল আবার। 'কেউ ওকে ছুঁতে পারবে না। এটা আইন হয়ে গেল এখন থেকে।' চাকু একে একে সকলের দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল। দৃঢ় পায়ে দরজা ঠেলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল সে।

তারপর নিস্তব্ধতা। রাক্ষুসী-মা বিমূঢ়। ধীরে ধীরে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল সে। আজই হঠাৎ যেন তাকে বুড়ি দেখাচ্ছে।

বেঁচু আর লাল দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেঁচু পা বাড়াল দরজার দিকে। লাল পিছু নিল তার।

লোকু ঘামতে ঘামতে এগিয়ে গিয়ে মেঝে থেকে খবরের কাগজটা তুলে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। মোমেন ডাক্তার আলমারি থেকে মদের বোতল বের করে কাঁপা হাতে গ্লাস তুলে নিল একটা।

এদিকে চাকু সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে। কান পেতে রয়েছে সে। হঠাৎ সে আপন মনে হাসল। শেষ পর্যন্ত সে তার ক্ষমতা দেখিয়েছে। সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়ে ঘামিয়ে ছেড়েছে। তার মানে, এখন থেকে সে প্রথম-স্থান পাচ্ছে দলে। মা দ্বিতীয়-স্থানে নেমে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে বিলকিসের ঘরের দিকে তাকাল সে। রাতের পর রাত মেয়েটার পাশে বসে থাকার দরকার নেই তার আর। সে অবশ্যই ওকে দেখিয়ে দেবে, সে যে শুধু তার মা'র ওপরই ক্ষমতার দাপট খাটাতে পারে তা নয়, ওর ওপরও পারে। সে শুধু তার মা'র মালিক নয়, ওরও মালিক।

বারান্দা ধরে চতুর শিকারী বিড়ালের মত আস্তে আস্তে বিলকিসের ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল চাকু। চকচক করছে তার হলুদ চোখ জোড়া। ঘরের ভিতরে পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবিটা রাখল।

মেঝের উপর দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখল বিলকিস চাকুকে। ও দেখল, চাকুর নতুন আত্মবিশ্বাস এবং বুঝতে পারল এর অর্থ কি বীভৎস হতে পারে।

শিউরে উঠে চোখ বুজল হতভাগিনী।

BanglaBook.org

***

আত্মহত্যা-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭০

এক

পালিশ করা সেগুন কাঠের দরজার পাল্লায় লেখা:

হায়দার আলী

ইনভেস্টিগেশনস্।

ইংরেজিতে কালো কালীতে লেখা। লেখাটা নতুন। চৌকাঠের ওধারে সাজানো একটা চেম্বার। ডেস্ক, দুটো নরম-গদির চেয়ার, টার্কিস-কার্পেট পাতা মেঝে এবং ওয়াল-শেলফে ভর্তি আইন বিষয়ক মোটা মোটা বই।

হায়দার আলী বসে আছে ডেস্কের ওধারে একটা চেয়ারে। পা দুটো ওঠানো ডেস্কের ওপর। চোখ দুটো সিলিঙে নিবদ্ধ। সেই চোখে শূন্য দৃষ্টি।

হায়দারকে বলিষ্ঠ পুরুষের প্রতিমূর্তি বলা চলে। গায়ের রঙ শ্যামলা। আকর্ষণীয় মুখাকৃতি অথচ সুশ্রী বলা ঠিক হবে না। পুরুষের চেহারায় পুরুষালী ভাবটা যত বেশি থাকে ততই আকর্ষণীয়। হায়দারের সুদৃঢ় চোয়াল প্রমাণ করে তার চেহারা অত্যন্ত পুরুষালী।

ডেস্কের বাঁ ধারের দরজাটা রাস্তা করে দিয়েছে পাশের আরেকটা কামরায় যাবার। পারটেক্সের পার্টিশন কামরাটাকে বিভক্ত করেছে দু'ভাগে। এক অংশ সাক্ষাৎপ্রার্থীদের অপেক্ষা করার জন্যে, অপর অংশ অফিশিয়াল এবং টুকিটাকি কাগজ-কলমের কাজের জন্যে। এই অংশের দায়িত্ব নিয়েছে ফিরোজা। রাশ রাশ কালো চুল, জোড়া ভুরু, ছোট্ট নাক এবং পটলচেরা চোখ—সবসুদ্ধ মারাত্মক সুন্দরী সে। হায়দারের মামাতো বোন। সবে ইউনিভার্সিটি থেকে মুক্তি পেয়েছে। আকর্ষণীয় ফুপাতো ভাইয়ের উপদেশে অংশগ্রহণ করছে সে এই মানবিক ব্যবসায়ে।

ফিরোজা টাইপরাইটার সামনে নিয়ে টাইম ম্যাগাজিন থেকে টাইপ করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই দেয়াল-ঘড়ির দিকে পটলচেরা চোখ তুলে অভিমানভরে তাকাচ্ছে ও। ঘড়িতে বাজছে মাত্র পৌনে তিনটে।

ভিতরের চেম্বারে ডেস্ক চাপড়ানো হচ্ছে শুনে ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল ও। চেম্বারে ঢুকতেই হায়দার জিজ্ঞেস করল, 'ও সুন্দরী, সিগারেট আছে? আমি এবার বেরিয়ে যাব ভাবছি।'

ফিরোজার হাসি মিলিয়ে গেল কথাটা শুনেই। গলা কঠিন করে বলল, 'সিগারেট! পয়সা কই যে সিগারেট খাবে? আমি আর দিতে পারব না। তিনশো

BanglaBook.org

টাকা ছিল, তোমার ফরমাশ মেটাতে মেটাতেই শেষ হয়ে গেছে, আবার চাইছ! এখন তো চাইবার পালা আমার। কবে দিচ্ছ এ মাসের অফিস চালাবার খরচ? তিনশোতে হবে না, পাঁচশো চাই। সিগারেটই লাগে তোমার তিনশো টাকার।'

হায়দার ভুরু কুঁচকে বলল, 'ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান পেলে নাকি অফিসটাকে? আমি কিন্তু পাঁড় কম্যুনিস্ট, সব কাজেই বিশৃংখলা সৃষ্টি করে উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাই। তিনশো টাকার সিগারেট আমি না খেলে তুমি নিজের টাকা খরচ করতে? কেমন নিজের ভোগে লাগালাম দেখো তো তোমার জমানো টাকার কাঁড়ি!'

ফিরোজা বলল, 'পাগল না মাথা খারাপ রে বাবা! কম্যুনিস্টরা আবার তিনশো টাকা সিগারেট খেতে খরচ করবে?'

'টাকা খরচ করাটা বিষয় নয়, খরচ হলে যে বিশৃংখলাটা হবে সেটাই বিষয়। বিশৃংখলাটাই চাইছিলাম আমি।'

ফিরোজা ভুরু কুঁচকে দাবি করল, 'বিশৃংখলা চাইছিলে?'

'হ্যাঁ, এই যে তুমি কোমর বেঁধে হুমকি দিতে এসেছ, এটা অফিসের কানুন অনুযায়ী বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হচ্ছে না?'

'আর এই-ই তুমি চাইছিলে?' ফিরোজার গলায় তিক্ততা।

হায়দার গম্ভীরভাবে বলল, 'নিশ্চয় চাইছিলাম।'

'কেন শুনি?'

'এই বিশৃংখলার মধ্য দিয়েই ক্ষমতা দখল করব।'

ফিরোজা বিরক্ত হয়ে চেয়ে রইল।

হায়দার বলল, 'আমার কথা বুঝতে পারলে না হয়তো। শোনো, তুমি খেপে গেলে বিশৃংখলার সৃষ্টি করবে, আর আমি তোমাকে বিশৃংখলতা সৃষ্টি করার অপরাধে অপরাধী করে শাস্তি দেব। তোমাকে শাস্তি দেয়াটা নিশ্চয় পৌরুষের এবং ক্ষমতার ব্যাপার, তাই না? শাস্তিটা তোমার কি, শোনো এবার। তোমাকে আমি বিয়ে করব এবং তুমি আমার কেনা বাঁদী হয়ে থাকবে চিরদিন। এই তোমার উপযুক্ত শাস্তি দিলুম আমি।'

'আহা রে আমার শাস্তি দেনেওয়ালা! কত বড় স্পর্ধা, বলে কিনা আমাকে কেনা বাঁদী করে রাখবে!'

দুপদাপ পা ফেলে নিজের রূমে ফিরে এল ফিরোজা। হায়দার হেসে ফেলল। একটু পরেই ফিরোজা আবার এসে রূমে ঢুকল। সাথে সাথে সুইচ টিপে হাসি অফ্ করে দিল হায়দার। ফিরোজা এক প্যাকেট গোল্ডলিফ ডেস্কের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এই শেষ প্যাকেট। পয়সাও নেই বলে দিচ্ছি আর।'

দু'জন দু'জনের দিকে তাকাতেই স্থান-কাল ভুলে হেসে ফেলল। দু'জনরাই কৃত্রিম মুখোশ খসে পড়েছে।

হাসি থামতেই ফিরোজা বলল, 'না, হাসি নয়। এভাবে কতদিন আর চলবে, বলো তো হায়দার? ফার্নিচারের টাকা দেয়া হয়নি, ফোন করেছিল ওরা আজ

BanglaBook.org

দু'বার। এ হপ্তায় টাকা না দিতে পারলে সব ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

'ভেবো না তুমি, বুঝলে। কাজ কিছু না কিছু পাবই।'

ফিরোজা বলল, 'দূর, তুমি আমার কথা শুনতে পাওনি। বলছি, চেয়ার-টেবিল ওরা নিয়ে গেলে বসব কোথায় আমরা?'

হায়দার গম্ভীর মুখে বলল, 'তাই তো। তুমি না হয় মেঝেতে বসলে। কিন্তু আমি? আচ্ছা, আমি যদি প্রস্তাব করি, তোমার কোলে আমাকে…'

'হায়দার! কেউ নেই বলে তুমি দেখছি আমাকে নিয়ে নোংরামি শুরু করে দিয়েছ, ছিঃ ছিঃ! তুমি আস্ত একটা… '

'বলো, বলো আস্ত একটা কোল-লোভী শিশু হয়ে উঠেছি।'

বিরক্ত ভাবটা বজায় রাখতে না পেরে হেসে ফেলল ফিরোজা। তারপর বলল, 'আচ্ছা, তুমি কি একটি বারের জন্যেও সিরিয়াস হতে পারো না? টাকার যোগাড় না হলে তোমার শখের বিজনেস গোল্লায় যাবে, সে খেয়াল আছে?'

'টাকা! কত আছে আমাদের হাতে এখন?'

'পঁচিশ টাকা বত্রিশ পয়সা।'

হায়দার বাতাসে হাত দুলিয়ে বলে উঠল, 'কম কি! তাহলে তো আমরা রীতিমত বড়লোক। আমার চারজন বড়লোক বন্ধু আছে যাদের কাছে টাকার ট-ও নেই, শুধু আছি পনেরো হাজার করে ওভার-ড্রাফ্ট।'

'বড়লোক কিসে হলাম আমরা?'

ফিরোজার কথার জবাব দিল হায়দার স্মিত হাসি হেসে, 'পনেরো হাজার টাকা দেনা নেই আমাদের। দেনা তো নেই-ই, উল্টো আরও পঁচিশ টাকা বত্রিশ পয়সার মালিক আমরা। বড়লোক নই, বলতে চাও?'

ফিরোজা বলল, 'সেটা তোমার দোষ নয়। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নেবার চেষ্টা করে করে জুতোর সুখতলা খইয়ে ফেলছ তুমি।'

একটু চুপ করে রইল দু'জন। ফিরোজা আবার বলল, 'আমি এখন ভাবছি, তোমার এ লাইনে নামা উচিত হয়নি। চাকরিটাই ছিল ভাল। "দৈনিক দেশ" থেকে বারোশো করে পাচ্ছিলে, ভূতে কিলোচ্ছিল বুঝি?'

হায়দার মিটিমিটি হাসল। বলল, 'তাহলে তুমি কেন পি.আই.এ-র অফারটা ছেড়ে আমার সাথে জুটলে? আমি তো সাবধান করেই দিয়েছিলাম, প্রথম প্রথম খুব সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হবে।'

ফিরোজা বলল, 'আমি কি আর সাধে তোমার চাকরি নিয়েছি! আমি এখানে জয়েন না করলে কেনা বাঁদী বলতে কাকে?' একটু থেমে হেসে ফেলল ফিরোজা। 'একটা কথা বলব? তুমি আসলে আমার লোভে এই অফিস খুলেছ, কাজ-কর্ম কিছু যে পাবে না তা তোমার জানাই ছিল।'

'আরে, আরে! তুমি এমন সুন্দর সুন্দর সত্যি কথা বলতে পারো! হায় রে, আগে যদি জানা থাকত…! যাক, তোমার লোভে যে এই অফিস খুলেছি তা তাহলে তোমার জানাই ছিল? আমার লোভ সমর্থন করো, কেমন?'

BanglaBook.org

ফিরোজা হায়দারকে চমকে দেবার জন্যে বলল, 'ঠাট্টা রাখো, হায়দার আলী। আমাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে বলো দেখি?'

হায়দার ব্যস্তসমস্তভাবে বলে উঠল, 'ফিরোজা, সাড়ে তিনটে তো বেজে গেছে, তুমি বাড়ি যাচ্ছ না কেন? যাও, এবার তুমি চলে যাও, ছুটি তোমার।'

'বিয়ের কথা তুলতেই বুঝি ঘাবড়ে গেলে?'

ফিরোজার কথা শেষ হতেই ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠল কলিংবেল।

চোখ বড় বড় করে হায়দার বলল, 'কে এসেছে, কল্পনা করো তো?'

'সম্ভবত টেলিফোনের কানেকশন কেটে দিতে এসেছে কেউ। বিল দেয় হয়নি, মনে আছে?'

হায়দার বলল, 'আচ্ছা, ফোনের দরকারটা ছাই কিসের আমাদের।'

ফিরোজা রূম ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল সে যেন নবজীবন লাভ করে। চোখেমুখে পরিষ্কার উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে।

'এই, দেখো কে এসেছেন!'

ফিরোজা একটা ভিজিটিং-কার্ড রাখল ডেস্কে। হায়দার সেটা তুলে নিয়ে চোখ বুলাল। চোখ কপালে তুলে ফিরোজার দিকে চেয়ে সাথে সাথে চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'শরীফ চৌধুরী! তিনি নিজে এসেছেন!'

'উনি দেখা করতে চান তোমার সাথে।'

'শরীফ চৌধুরী স্বয়ং? ঠিক জানো তো?'

'জানি, এখন তাড়াতাড়ি ভদ্রতার পরিচয় দাও।'

হায়দার বলে উঠল, 'তাই তো। দাঁড়িয়ে আছ কেন তুমি? যাও, নিয়ে এসো ওঁকে।'

ফিরোজা আবার বেরিয়ে গেল হায়দারের রূম থেকে। হায়দার শুনতে পেল ফিরোজার কণ্ঠস্বর, সে শরীফ চৌধুরীকে বলছে, 'মি. হায়দার আলী চেম্বারেই আছেন, মি. চৌধুরী। দয়া করে ভিতরে আসবেন আপনি?'

কয়েক সেকেন্ড পরই দেখা গেল শরীফ চৌধুরী রূমে ঢুকছেন। ফিরোজা শরীফ চৌধুরীকে ভিতরে রেখে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের রূমে চলে গেল। হায়দার উঠে দাঁড়াল। ও অবাক হয়েছে শরীফ চৌধুরীর ছোটখাট মাঝারি আকারের গড়ন দেখে। এই লোকটাই কোটিপতি শরীফ চৌধুরী? তার পাশে বাচ্চা মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে। কিন্তু চোখ দুটো দেখে ধারণা পরিষ্কার হলো হায়দারের। ক্ষমতা আর চারিত্রিক বলিষ্ঠতার প্রমাণ তাঁর চোখ দুটো। সতর্ক, তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী দৃষ্টি।

শরীফ চৌধুরী হ্যান্ডশেক করার সময় হায়দারকে অনুসন্ধানী চোখে জরিপ করে নিলেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে একটা কাজ দেব, এবং তুমি কাজটা করে দিয়ে বাধিত করবে আমাকে, হায়দার। তুমি বলছি, কেননা, আমি পেশাগত সম্পর্কে বিশ্বাসী নই। আমার কোন ছেলে নেই, থাকলে তোমার বয়সী হতে বাধা ছিল না কোন। যে কাজটা তোমাকে দেব সেটা বুঝতে হলে আমাদের

BanglaBook.org

পারস্পরিক সম্পর্কে দূরত্ব থাকলে অসুবিধে হবে। তোমার লিখিত বই 'অপরাধ-মানস' যেটার ইংল্যান্ডে অনুবাদ বেরিয়েছে, পড়েছি আমি। আমি জানি, তুমি 'দৈনিক দেশে' চাকরি করার আগে অ্যান্টিকরাপশন-এর সিনিয়র অফিসার ছিলে। সুতরাং আন্ডারওয়ার্ল্ডের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয় তোমার ছিল। আমার ধারণা, তোমার মত ছেলের পক্ষেই সম্ভব যারা আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে তাদের সন্ধান পাওয়া।

হায়দার ভাবল, একেই বলে ব্যবহার-গুণ। আন্তরিক হয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে নেবার অস্বাভাবিক ক্ষমতা ভদ্রলোকের। নিজের চেয়ারে বসে শরীফ চৌধুরীকে বসতে অনুরোধ করে ও বলল, 'আপনি ঠিকই ধারণা করেছেন। কিন্তু আপনার মেয়ে কিডন্যাপড্ হয়েছে তিনমাস আগে। অপরাধীরা ইতিমধ্যে শুধরে নিয়েছে তাদের ভুলত্রুটি।'

শরীফ চৌধুরী সিগার-কেস বের করে একটা সিগার ধরিয়ে বললেন, 'সে ব্যাপারে সচেতন আমি। আমি নিজে সচেষ্ট হবার আগে দেশের নিরাপত্তা বাহিনীকে সবরকম চেষ্টা করার সময় দিতে হয়েছে। দেখা গেছে, তারা কোন ক্লু খুঁজে বের করতে পারেনি। এবার আমি চেষ্টা করি। বহু ব্যক্তির সাথে কথা হয়েছে আমার। ইন্সপেক্টর বোরহান উদ্দিন পরামর্শ দিলেন তোমার সাথে যোগাযোগ করতে। তোমার যোগ্যতা সম্পর্কে সব ফিরিস্তি তাঁর মুখে জেনেছি। তুমি ইন্সপেক্টরের সহযোগিতা পাবে এই কাজে, তিনি আমাকে জানিয়েছেন। সুতরাং, হোক তিনমাস, তুমি যদি আগ্রহী হও তাহলে অপরাধীদের খুঁজে বের করার কাজটা আমি তোমাকে দেব। এখন পাঁচ হাজার টাকা পাবে, ওদেরকে খুঁজে বের করতে পারলে পাবে বাকি পঁয়তাল্লিশ হাজার। তুমি ব্যর্থ হলে অবশ্যই ফিরে চাইব না এই পাঁচ হাজার। প্রস্তাবটা শুনলে। কি বলো তুমি?'

হায়দার একটু আনমনা হয়ে পড়ল। তারপর মাথা দুলিয়ে রাজি হয়ে গেল সে। বলল, 'অবশ্যই চেষ্টা করতে চাই আমি, মি. চৌধুরী। কিন্তু গ্যারান্টি দেয়া অসম্ভব ব্যাপার। গোটা পুলিস-বাহিনী যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে আমি একা কি করতে পারব জানি না। তবে করার মত কিছু এখনও থাকলে চেষ্টার ত্রুটি হবে না, কথা দিচ্ছি।'

'তোমার স্টার্টিং কেমন হবে?'

'দৈনিক দেশে' যখন বিলকিসের দুর্ভাগ্যজনক খবর বেরুচ্ছিল তখন আমি ছিলাম কাগজটায়। পেপার কাটিংগুলো আছে আমার কাছে। সম্পাদকীয় লেখার জন্যে খবরগুলো কেটে রাখতে হয়েছিল আমাকে। সেগুলো নতুন করে পড়তে চাই। আর একটা ব্যাপার সবসময় অদ্ভুত ঠেকছে আমার—আমি গোপী আর পোকাকে খুব ভাল করেই চিনতাম। অ্যান্টিকরাপশনে কাজ করার সময় ওদের পিছনে রাতদিন ছুটোছুটি করতে হয়েছে আমাকে। স্রেফ ছোটখাট অপরাধ করার মত ক্ষমতা ছিল ওদের। বড় কিছুতে নাক গলাবার চিন্তা করবার দুঃসাহসও দেখিনি কখনও। কিডন্যাপিং করে তিনমাস গায়েব হয়ে থাকাটা নেহাত

BanglaBook.org

অস্বাভাবিক ওদের পক্ষে। তাছাড়া, কোথায় যাওয়া সম্ভব ওদের পক্ষে? আপনি যে টাকা ওদেরকে দিয়েছেন সেই সব টাকা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না কেন এখনও? টাকা খরচ না করে বেঁচে আছে কিভাবে তারা? আরও একটা ব্যাপার–গোপীর রক্ষিতা ছিল একটা সুন্দরী মেয়ে, মীনা বেগম। পুলিস দিনের পর দিন জেরা করেছে তাকে। কিন্তু তার কাছ থেকে কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি। এই মেয়েটার প্রতি ভয়ানক আকর্ষণ ছিল গোপীর। গোপীকে ছাড়া এই মেয়েটিও কিছু ভাবতে পারত না। আমার ধারণা, কোন কিছুর বিনিময়েই গোপী মীনা বেগমকে ছেড়ে চলে যেতে পারে না।'

একটু থেমে আবার বলল হায়দার, 'ইন্সপেক্টর বোরহান আমার বন্ধু, ওর সাথে দেখা করছি আমি এগিয়ে যাবার জন্যে যা যা জানা দরকার সব জেনে নেব আমি ওদের ফাইল থেকে। আমাকে নিঃসন্দেহ হতে হবে খুঁটিনাটি তথ্য ও ঘটনা অজানা আছে কিনা। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি আপনাকে একটা ধারণা দিতে পারব। অপরাধীদের ধরা সম্ভব কিনা আমার পক্ষে তা তখনই জানতে পারবেন আপনি। আসলে আপনি নিশ্চয়ই আশা করছেন না যে আপনার মেয়েকে খুঁজে বের করতে পারব আমি? কি মনে হয় আপনার···?'

শরীফ চৌধুরীর মুখাবয়ব কঠিন হয়ে উঠল। 'মেয়ে আমার বেঁচে নেই। ওই ধরনের লোকের হাতে পড়ে মেয়ে আমার এখনও বেঁচে আছে, একথা কল্পনা করাটা অসম্ভব। না, মেয়ে আমার বেঁচে নেই।'

শরীফ চৌধুরী পকেট থেকে চেক-বই বের করে পাঁচ হাজার টাকার বিয়ারার-চেক লিখলেন। সেটা হস্তান্তর করে বললেন, 'তাহলে দু'তিনদিনের মধ্যেই কি তোমার মতামত আশা করব আমি?'

'দ্যাটস্ রাইট।'

শরীফ চৌধুরী চলে গেলেন। ফিরোজা সাথে সাথেই ঢুকল রুমে।

'কেন এসেছিলেন মি. চৌধুরী? কাজ দিয়েছেন বুঝি?'

হায়দার চেকটা দেখাল ফিরোজাকে। বলল, 'টাকা তো পেলাম, ফিরোজা। কিন্তু খরচ করবে কে এই টাকা? পাঁচ হাজার টাকা! তোমাকেই খরচ করতে হবে সব। আমার সময় নেই। দুর্ভাগ্য আর বলে কাকে!'

ইন্সপেক্টর বোরহান স্থূল আকৃতির জাঁদরেল অফিসার। হায়দারকে সিধে ডেস্কের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে কৃত্রিম রুষ্ট কণ্ঠে বলল, 'তুই তো আমাদের জাত-শত্রু। আমাদের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে কারবার ফেঁদে বসেছিস, বলিহারি আক্কেল তোর!'

করমর্দন করল দু'বন্ধু। হায়দার চেয়ারে বসে বলল, 'আক্কেল থাকলে কি আর সরকারের পয়সায় খেয়েদেয়ে মোটা-তাজা হবার সুযোগ তুচ্ছজ্ঞান করি?'

বোরহান বলল, 'যাই বলিস হায়দার, তুই ইনভেস্টিগেটরের লাইসেন্সের জন্যে আবেদন করেছিস শুনে আশ্চর্য হয়েছিলাম আমি।'

BanglaBook.org

হায়দার বলল, 'বাহ্ তুই আশ্চর্য হয়েছিস শুনে আমিও আশ্চর্য হচ্ছি। যাক, মি. চৌধুরীর সাথে আলাপ হওয়ায় চমৎকার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। অবশ্য কাজটা প্যাঁচাল।'

'ভদ্রলোক আমাকে পাগল বানিয়ে ছেড়েছেন। আশা করি, তোকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বেন।

'তার মানে!'

বোরহান তিক্ত গলায় বলল, 'অপেক্ষা কর, নিজেই টের পাবি। বিলকিস কিডন্যাপ হওয়ার পর থেকে শরীফ চৌধুরী আমাকে খেয়ে ফেলতে যা বাকি রেখেছেন, ভাই। নিজেকে ওঁর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি তোর কাছে পাঠিয়েছিলাম ওঁকে। সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত–হয় আমার বাড়িতে নয় অফিসে এসে হানা দিতে। তাতেও রেহাই ছিল না, হরদম ফোন করা চাই দিনে হাজারবার। সেই একই প্রশ্ন, ওর মেয়েকে যারা ধরে নিয়ে গেছে তাদের কোন খবর পাওয়া গেল কিনা।'

হায়দার বলল, 'তোরা যা পারিসনি আমি তা পারতেও পারি, পারি না?'

'পাগলী না মাথা খারাপ! তুই যেমন "বিশ্ব সুন্দরী প্রাইজ" পেতে পারিস না, তেমনি ওই গাধাগুলোকেও পেতে পারিস না।'

হায়দার বলল, 'কিন্তু লোকগুলো কোথাও না কোথাও আছে নিশ্চয়ই।'

'নিশ্চয় কোথাও না কোথাও আছে। কিন্তু ঠিক কোথায়? হতে পারে ইন্ডিয়ায়, হতে পারে আমেরিকায়, হতে পারে টার্কিতে, হতে পারে মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও। গত তিনমাস ধরে দুনিয়ার সব পুলিসবাহিনী খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোন হদিস নেই কোথাও। থাকবে কেমন করে? কে বা কারা যে ঘটনাটার জন্যে দায়ী তাই-ই জানা যায়নি আজ পর্যন্ত। তবে তোর সাথে আমি একমত, যারাই কাজটা করে থাকুক, নিশ্চয় কোথাও না কোথাও আছে তারা।'

'তোর কি ধারণা মেয়েটা সম্পর্কে? বেঁচে আছে বলে মনে হয়?'

'নাহ্। বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি তাদের? তাদের জন্যে স্বভাবতই সে অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

'মীনা বেগমের খবর কি?'

'এখনও বেঁচে আছে। একজন ইনফর্মারকে চব্বিশ ঘণ্টাই তার পিছনে লাগিয়ে রেখেছিলাম আমি গত দু'মাস ধরে। কিন্তু বাজে সময় নষ্ট ছাড়া লাভ হয়নি কিছু। গোপী যে আর তার কাছে ফিরে আসবে না তা বোধ হয় এতদিনে টের পেয়েছে মীনা বেগম। এখন প্যারাডাইস ক্লাবে নর্তকীর কাজ নিয়েছে।'

'একাই থাকে নাকি গোপী নিখোঁজ হবার পর থেকে?'

'না, নতুন এক ছোঁড়া জুটিয়েছে। বেঁচু।'

হায়দার অবাক হলো। বলল, 'চিনি বেঁটে বেঁচুকে। রাক্ষুসী-মা'র দলের একজন।'

'হ্যাঁ, রাক্ষুসী-মা'র দল প্যারাডাইস ক্লাব চালাচ্ছে এখন। সিরাজ উদ্দিন

BanglaBook.org

আহমেদ মালিক ছিল ক্লাবটার। ওরা তার কাছ থেকে কিনে নিয়ে নতুন করে সাজিয়েগুছিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। সে এক দারুণ ব্যাপার! দেদার পয়সা লুটছে ওরা।'

হায়দারকে আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখা গেল। বলল, 'ওরা টাকা পেল কোথা থেকে? মি. চৌধুরীর টাকা ওদের হাতে পড়েনি তো?'

'চেক করে দেখেছি। ওদুদ ওস্তাদজীর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে রাক্ষুসী-মা কিনেছে ক্লাবটা। লভ্যাংশ দেবে শতকরা বারো পারসেন্ট।'

হতাশ হলো হায়দার। সিগারেট ধরিয়ে জানতে চাইল, 'তাহলে সব বরফ হয়ে গেছে এখন?'

'আগুন ছিলই না কোনদিন, বরফ হবে আবার কি?' ইন্সপেক্টর তার বন্ধুকে বলল। 'ছ্যাঁচড়া কেস এটা। টাকা আর সময় ব্যয় হয়েছে এত বেশি যে, দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাল কাটাচ্ছিলাম আমরা। যেদিন থেকে কেসটা হাতে নিয়েছি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এক পা-ও সামনে বাড়াতে পারিনি। যেখানে ছিলাম এখনও সেখানেই আছি।'

বিমর্ষ হয়ে গেল হায়দারের চেহারা। পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পাবার আশাটা কদাকার হয়ে উঠছে চোখের সামনে। উঠে দাঁড়াল ও। এমন সময় হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল। 'আচ্ছা, এই মীনা বেগম গোপীর সাথে বাস করার আগে কি করত বলতে পারিস?'

'নাচত, কসমস ক্লাবে।'

হায়দারকে হঠাৎ চিন্তিত দেখাল। 'কসমস ক্লাবে নাচত! ঠিক আছে, চলি এবার। নতুন কিছু খবর পেলে জানতে পাবি।'

ইন্সপেক্টর বোরহান হায়দারের দিকে করুণ চোখে চেয়ে থেকে বলল, 'কোন খবরই পাবি না।'

চিন্তিতভাবে গাড়ি নিয়ে নিজের অফিসে ফিরে এল হায়দার। ছ'টা বাজে। অথচ ও দেখল, ফিরোজা তার অপেক্ষায় বসে আছে। রূমে ঢুকেই বলে উঠল ও, 'ঘর-বাড়ি বলে কিছু নেই নাকি তোমার!'

'যদি আবার কোন কোটিপতি এসে ফিরে যায়, তাই বাড়ি ফিরতে ভয় পাচ্ছি। তাছাড়া, সত্যি বলছি হায়দার, ছ'টা বেজে গেছে তা খেয়ালই করিনি। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে আমরা কি কি করব তারই একটা প্ল্যান ঠিক করে রাখছিলাম। টাকাটা তো একসময় পাবই, তাই আগে থেকে ভাবনা-চিন্তা করে প্রস্তুত হয়ে থাকতে চাই আমি।'

হায়দার বলল, 'কচু পাব। পঞ্চাশটা পয়সাও পাব না আর।'

ফিরোজা বলল, 'সে কি! তুমি তাহলে এই কাজের উপযুক্ত বলে মনে করছ না নিজেকে?'

'না। যাও এখন, কসমস ক্লাব সম্পর্কে পেপার-কাটিং ফাইলে কিছু আছে কিনা দেখো।'

BanglaBook.org

ছুটে নিজের রূমে চলে গেল ফিরোজা।

খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করার সময় হায়দার সুশৃংখলভাবে সংগ্রহ রে রেখেছিল প্রতিটি অপরাধমূলক প্রতিষ্ঠানের বা অপরাধীদের আড্ডা বসে মন সব স্থানের ইতিহাস এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর ফিরিস্তি। এই সব ংগ্রহ একদিন না একদিন কাজে লাগবে, ভেবেছিল সে। ইনভেস্টিগেশনস্ ফিস সে করবেই, এই প্রতিজ্ঞা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল তার এই সংগ্রহের ভ্যাস।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একগাদা নিউজ পেপার-কাটিং নিয়ে রূমে ঢুকল ফরোজা। বলল, 'কি চাও তুমি জানি না, কিন্তু এগুলো সব কসমস ক্লাব স্পর্কেই।'

আচ্ছা, আমরা বড়লোক হয়ে যাচ্ছি, এই উপলক্ষে একটা উৎসবের ব্যবস্থা রলে কেমন হবে, বলো তো?'

উজ্জ্বল মুখে ফিরোজা বলল, 'সে তো শুভকর্মই হবে তাহলে।'

হায়দার বলল, 'রাতের খাওয়াটা তাহলে কোন হোটেলে খাব আমরা জন।'

'বেশ, রাজি। পিকনিক ক্লাবে যাবে?'

হায়দার তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলল, 'হৃদয়টা আরও বড় করো, ফিরোজা। মামরা যাব কসমস ক্লাবে।'

'কসমসে? দূর, ওখানকার খাবার স্রেফ পয়জনাস্!'

'তুমি কিচ্ছু জানো না। তাই যদি হত তাহলে আত্মহত্যার জন্যে র‍্যাটম খত না বা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ত না কেউ। কসমসে গিয়ে পেট পুরে খেয়ে ঢকুর তুলতে তুলতে আত্মহত্যা করত। থাক, অনেক কাজ আমার এখন। তামাকে সাড়ে আটটায় তুলে নেব বাড়ি থেকে, তৈরি থেকো। এসো, অ্যাডভান্স দিয়ে যাও কিছু।'

কথাটা শেষ করেই হায়দার খপ্ করে ধরে ফেলল ফিরোজার হাতটা। ফিরোজা অ্যাডভান্স করল। তারপর চলে গেল। হায়দার রুমাল দিয়ে লিপস্টিকের রঙ মুছল ঠোঁট থেকে। ডেস্কের ধারে বসে ক্লিপ-আটা নিউজ পেপার-কাটিংগুলো খুলে পড়তে শুরু করল সে হেডিং দেখে দেখে।

প্রায় আধঘণ্টা পর একটা ফোন করল হায়দার কাজ থেকে মুখ তুলে। তারপর কাগজ-পত্র গোছগাছ করে অফিস বন্ধ করল। গাড়ি নিয়ে নিজের তিন কামরা ফ্ল্যাটে পৌঁছুল সাড়ে সাতটায়। কাপড়-চোপড় খুলে শাওয়ারের নিচে খুশি মত স্নান করে নিল। পোশাক পরে চেক করে নিল .38 পুলিস স্পেশালটা। শোল্ডার হোলস্টারে রাখল ওটা। গাড়ি নিয়ে সিধে ছুটল ফিরোজার বাড়ি।

ফিরোজার বাবা অর্থাৎ হায়দারের মামা বাড়িতেই ছিলেন। ভদ্রলোক ডাক্তার। হায়দার খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে ছাড়া পেল। ফিরোজাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল ও। হায়দার বলল, 'ক্লাবের মালিকের সাথে কথা বলব

BanglaBook.org

খানিকক্ষণ। তোমাকে একটু একা বসে থাকতে হবে।'

আঁতকে উঠে ফিরোজা বলল, 'কসমস ক্লাবের মালিক? মানে, মোটু আইনুল খান? তাহলে আমরা আজ আর বাইরে খাব না। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ওই মোটুর সাথে কথা বলতে বলতে রাত বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে তুমি।'

হায়দার গাড়ি চালাতে চালাতে শরীরটা বাঁকিয়ে ধাক্কা মারল ফিরোজার গায়ে। বলল, 'আমরা খেয়ে নেব আগে, সুন্দরী।'

ফিরোজা সরে বসে বলল, 'এবার তুমি একবার ধাক্কা মেরে দেখো শুধু চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।'

হায়দার হেসে ফেলল।

কসমস ক্লাব ভর্তি হয়ে গেছে। তবু একজন উর্দুভাষী বাটলার একটা টেবিলের ব্যবস্থা করে দিল ওদের। হায়দার আশপাশটা দেখতে লাগল। গত ছ'মাসের মধ্যে আসেনি সে এখানে। অনেক পরিবর্তন ঘটেছে ইতোমধ্যে। মেনু দেখে খাবারের অর্ডার দিল হায়দার। খিদে লেগেছে তার।

খাওয়ার পালা চুকতে সময় লাগল আধঘণ্টার ওপর। মিনিট দশেক পর ফিরোজাকে বসে থাকতে ইঙ্গিত করে উঠে পড়ল হায়দার। বলল, 'এবার কাজ, ফিরোজা। আইনুল খানের সাথে দেখা করে আসছি আমি। বেশি দেরি হবে না।'

ফিরোজা হাসল না। কঠোর হয়ে উঠল তার চোখের চাউনি। হায়দার বলল, 'মানুষ-জন না থাকলে তোমাকে চুমু খেয়ে শাস্তি দিতাম আমি। চোখ-রাঙানি বরদাস্ত করার ছেলে আমি নই।'

'গোল্লায় যাও তুমি। দেখবে, ওই মোটু তোমার চোখে থুথু ছুঁড়ে দেবে।'

হাসতে হাসতে আইনুল খানের অফিসের দিকে পা বাড়াল হায়দার। অফিসের দরজায় টোকা মারার প্রয়োজন বোধ করল না। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আইনুল খান লেজার-বুকের পাতা ওল্টাচ্ছিল। চোখ তুলে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। হায়দারকে দেখে বিরক্ত এবং শঙ্কিত। বলল, 'ভিতরে যে একেবারে! কি দরকার আপনার?'

হায়দার অপমানটা গায়ে না মেখে বলল, 'হালচাল কি, খান?' তারপর অনুমতির অপেক্ষা না করেই চেয়ার নিয়ে বসে পড়ে বলল, 'দেখা নেই বহুতদিন।'

'কি দরকার এখানে আপনার?' আইনুল খান আবার প্রশ্ন করল।

হায়দার গম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করল, 'দু'একদিনের মধ্যে তুমি আবুল হাসানকে দেখেছ, খান?'

আইনুল খানের মুখ শুকিয়ে গেল, 'না, কেন?'

'ওর সাথে আজই কথা হয়েছে আমার।'

গুল মারল হায়দার। কাজ আদায় করার জন্যে আইনুল খানকে দুর্বল করা চাই। এমন সব কু-কীর্তি লোকটা করেছে যার দু'একটা উল্লেখ করে বানোয়াট আশঙ্কা তার মনে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই কার্যসিদ্ধির আশা করা যায়। হায়দার

BanglaBook.org

আবার বলতে শুরু করল, 'খান, সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে, ভয়ানক বিপদ তোমার সামনে। আবুল আমাকে বলছিল, তুমি যে মেয়েটাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কক্সবাজারে নিয়ে গিয়েছিলে তার কথা। মেয়েটার সাথে তোমার নাকি কাবিন-নামাও হয়ে গিয়েছিল। অথচ মাস দু'য়েক পর তুমি তাকে কক্সবাজারে ফেলে রেখেই পালিয়ে এসেছ। এখন নাকি বিয়েও করতে চাইছ না। খান, তোমার কপালে খারাবি আছে। মিথ্যে ওয়াদা করার জন্যে তোমার জেল হতে পারে এক বছরের।'

'মিথ্যে কথা! আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছি না আমি!' সাদা হয়ে গেছে আইনুল খানের মুখ।

হায়দার লোকটার দিকে চেয়ে করুণভাবে হাসল। বলল, 'বোকামি কোরো না, খান। আবুল মেয়েটার সাথে তোমাকে দেখেছে। সে ভোলেনি, তুমি খুলনার জোহরা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের ভোগান্তিতে ফেলেছিলে তাকে। তোমার ওপর আক্রোশ আছে তার।'

'শালাকে আমি খুন করব! প্রমাণ করতে পারবে সে···?'

'পারবে। মেয়েটাকে সে চেনে। তার সাথে কথাও হয়েছে ওর। মেয়েটা ওকে বলেছে, প্রমাণ-পত্র হাতেই আছে তার।'

আইনুল খান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কোথায় সে হারামজাদী? কথা আছে তার সাথে আমার। দেখে নেব'খন, কোথায় সে?'

'কোথায় আছে তা আমি অবশ্যই জানি। আবুল কোথায় আছে তাও অজানা নয় আমার। কিন্তু বিনা চুক্তিতে ওদের কারও ঠিকানা দেব না আমি। আমি কয়েকটা খবর চাই তোমার কাছে। তুমি আমাকে খবর দিলে আমিও তোমাকে খবর দেব।'

আইনুল খান শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল। 'তার মানে?'

'বিশেষ কিছু নয়, কয়েকটা তথ্য চাই। বলো, মীনা বেগমকে মনে আছে তোমার?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার কথা কেন?'

'এখানে কাজ করত সে?'

'করত একসময়।'

'মীনা কি কখনও আভাস দিয়েছিল যে সে জানে গোপী কোথায় আত্মগোপন করে আছে?'

আইনুল খান বলল, 'মীনা জানত না, নিঃসন্দেহে বলছি।'

'গোপীর নাম স্মরণ করতে দেখছ কখনও তাকে?'

'একশো বার। গোপীকে সে সারাক্ষণ স্মরণ করত।'

'বেঁচুর সাথে দেখা হলো কিভাবে মীনার?'

আইনুল খান ইতস্তত করে বলল, 'আপনার ইচ্ছাটা কি? সেই হারামজাদী আর আবুল হাসান কোথায় আছে তা বলবেন তো?'

BanglaBook.org

'বলব।'

'বিলকিস নিখোঁজ হবার কয়েকদিন পর বেঁচু এসেছিল এখানে। জানতে চেয়েছিল, মীনার সাথে কিভাবে দেখা করা যায়। রাক্ষুসী-মা নাকি কথা বলতে চেয়েছিল মীনার সাথে। পুলিস মীনাকে চোখে চোখে রেখেছে বলাতে সে আমাকে দিয়ে ফোন করিয়ে মেয়েটাকে এখানে আনিয়েছিল। ওদের দেখা হবার সময় আমি ছিলাম না। তবে কয়েকদিন পর মীনার সাথে দেখা হয়েছিল আমার। সে বলল, ভাল কাজ পেয়েছে একটা। তারপর দেখা গেল, রাক্ষুসী-মা'র দল যখন প্যারাডাইস ক্লাব চালাচ্ছে, মীনা সেখানে কাজ করছে। বেঁচু আর মীনা একসাথেই থাকে।'

'রাক্ষুসী-মা মীনাকে খুঁজছিল কেন?'

আইনুল খান বলল, 'তা আমি জানি না।'

হায়দার চেয়ার ছাড়ল। তারপর ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে দুটো ঠিকানা লিখে দিল আইনুল খানকে। বলল, 'এদের দু'জনের সাথেই দেখা হবে আমার। খান, আবুল হাসান তোমাকে জেলে পুরতে পাগল হয়ে আছে। প্রচুর খরচ করতে হবে তোমাকে।'

আইনুল খান টেলিফোন করছে। বেরিয়ে এল হায়দার অফিস-রুম থেকে।

ফিরোজা ওকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, 'কেমন? থুথু ছিটিয়েছে তো মোটু তোমার চোখে?'

হায়দার বলল, 'না, তবে চেয়েছিল। চলো, ঘুমুতে চাই আমি।'

'একা?'

'হ্যাঁ, একা,' ফিরোজাকে সাথে নিয়ে বার থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে হায়দার আবার করল, 'আগামীকালের জন্যে সব শক্তি রিজার্ভ রাখতে চাই। আবার বলল। কেননা মীনা বেগমের সাক্ষাৎ পেতে চাই কালকে। যা শুনেছি তাতে বুঝতে পেরেছি, মেয়েটি বিপজ্জনক।'

ফিরোজা গাড়িতে উঠে জানতে চাইল, 'নাচে, না?'

হায়দার হাসতে হাসতে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু তোমার নার্ভাস্ হবার মত কিছু নেই। আমি নাচব না ওর সাথে।'

ইন্সপেক্টর বোরহান ঠিকই বলেছিল যে রাক্ষুসী-মা'র দল প্যারাডাইস ক্লাব চালাচ্ছে। কিন্তু রাক্ষুসী-মা'র দল এটা কিনে নেয়নি।

সিরাজউদ্দিন আহমেদকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে আসলে। সেই ছিল ক্লাবের মালিক। রাক্ষুসী-মা বেঁচু আর লালুকে পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, সিরাজ আহমেদ ভালয় ভালয় ক্লাবটা তাদেরকে লিখে দিলে প্রাণে বাঁচবে। অবশ্যি লাভের শতকরা একভাগ দেয়া হবে তাকে। এই শর্তে রাজি হলে ভাল, তা না হলে মুশকিলে পড়বে সে।

সিরাজউদ্দিন আহমেদ ভাগ্যহীন রেসুড়ে। ঘোড়া ছাড়া আর কিছু চেনে না

BanglaBook.org

সে। সব নগদ পয়সা রেস খেলেই ওড়ায়। হঠাৎ ক্লাবের মালিক বনে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সে। এত টাকা দেখে মাথা-খারাপ হবারই কথা। গাদা গাদা টাকা খরচ করার কোন ভাল পথ দেখতে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঘোড়ার চর্চা করাই উত্তম বলে মনে করেছিল। ফলে দিনে দিনে ডাব্বা মারছিল ক্লাবের ব্যবসা।

হঠাৎই মালিক বনেছিল সে ক্লাবের। পার্টনার ছিল তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। টাকা সেই বন্ধুরই, কারবার দেখা-শোনা করত বলে পার্টনার করে নিয়েছিল সিরাজকে। মাস আষ্টেক আগে সেই বন্ধু নিহত হয় প্লেন অ্যাকসিডেন্টে। বন্ধুর স্ত্রী অংশীদারিত্ব দাবি করাতে সিরাজ সাফ জানিয়েছিল, নিহত বন্ধুর কোন অংশ ছিল না ক্লাবে। সেই-ই মালিক।

সেই থেকে ক্লাবের মালিক সিরাজ। দিনকে দিন ডুবছিল ক্লাবটা। এইসময় কোপদৃষ্টি পড়ল রাক্ষুসী-মা'র। সিরাজউদ্দিন আহমেদ দুর্বল এবং ছোটখাট মানুষ। রাক্ষুসী-মা'র উপস্থিতিতে ভয় পেল সে। তার ওপর তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো বন্ধুর স্ত্রীকে মিথ্যেকথা বলে ঠকাবার ব্যাপারটা। তাছাড়া লাভজনক ব্যবসাও করছিল না আর ক্লাবটা। সুতরাং রাজি হয়ে গেল সে রাক্ষুসী-মা'র প্রস্তাবে। রাজি হবার প্রধান কারণ অবশ্য মৃত্যুভয়। রাজি না হলে ক্লাবও যাবে, পৈত্রিক প্রাণটাও। এই বয়সে মরতে চায়নি সিরাজ।

রাক্ষুসী-মা দেখল, বিনা পয়সায় যখন ক্লাবটা পাওয়া যাবে তখন আর শুধু শুধু বাজে খরচ করা কেন। সেই টাকা বরং ক্লাবটার চেহারা বদলাতে লাগানো ভাল। সিরাজউদ্দিনকে দিয়ে সই করিয়ে নেবার কাজটাও অন্যায়ভাবে করা হলো। উকিলের সাজানো দলিলে সই করল সে। ফলে ক্লাবের লাভ-লোকসানের খাতা দেখার বা ক্লাবের কোন ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার চিরতরে হারাল সে। রাক্ষুসী-মা খুশি হয়ে যা দেবে তাই খুশি মনে নিতে হবে তাকে।

রাক্ষুসী-মা ক্লাবের প্রকৃত মালিকানা হাতে পেয়ে মহাখুশি। কিন্তু সিরাজউদ্দিন আহমেদের মনের ভিতরে কি রকম প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে তাদের বিরুদ্ধে তা যদি জানত তাহলে খুশি না হয়ে দুশ্চিন্তা পেয়ে বসত তাকে। দেখতে ছোটখাট এবং নিরীহ হলে হবে কি, সিরাজউদ্দিন আহমেদ কুটিল প্রকৃতির লোক। তার ওই রকম চেহারা দেখে রাক্ষুসী-মা'র-দলের কেউই কল্পনা করেনি লোকটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। রাতদিন সুযোগের সন্ধানে ঘুরছে লোকটা, পেলেই চাল চালবে সে। গুণ্ডা বদমাশদের সাথে কম আলাপ নেই তার। সুযোগ পেলে ছাড়বে না সে রাক্ষুসী-মাকে। তার সংসারে কেউ নেই। ক্লাব আর ছোট একটা বাড়িই ছিল সম্বল। এ দুটোই তার ছেলেমেয়ে। ক্লাবটা গেল, রইল শুধু বাড়িটা।

রাক্ষুসী-মা ক্লাবটা পছন্দ করেছিল, শুধু বিনা পয়সায় পাওয়া যাবে বলেই নয়, এমন চমৎকার পজিশনের জায়গা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না বলেও। দোতলা ক্লাবটা দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা রোডের শেষ মাথায়। ওই রোড মোড় নিয়েছে একশো গজ পরেই, মিশেছে রাজপথের সাথে।

BanglaBook.org

ক্লাবটাকে ঘিরে রেখেছে বিরাট দুটো প্রতিষ্ঠান। একটা অয়্যারহাউস, অন্যটা বিদেশী ওষুধ-ফ্যাক্টরি। সকাল দশটার আগে আর বিকেল চারটের পরে জনমানবহীন থাকে এলাকাটা। ক্লাব-বিল্ডিংটা এমন এক জায়গায় অবস্থিত, যেখানে পুলিসকে চড়াও হবার জন্যে আসতে দেখলে শুধু বেল বাজালেই গেট বন্ধ হয়ে যাবে। বিল্ডিংটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা অসম্ভব।

সবচেয়ে আগে রাক্ষুসী-মা তিন ইঞ্চি পুরু স্টীলের দরজা আনাল একজোড়া। বিরাট সেই দরজার গায়ে একটা জানালা। জানালায় আবার বুলেট-প্রুফ গ্লাস ফিট করা। ক্লাবে ঢোকার আগে যেখান দিয়ে আসতে হবে সেখানে লাগানো হলো দরজাটা। ফিট করা হলো বিল্ডিঙের প্রতিটি জানালাতে স্টীল-শাটার। সেই শাটারগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে সুইচ-বোর্ডের ব্যবস্থা করা হলো রাক্ষুসী-মা'র ডেস্কে। ডেস্কে বসেই সুইচ টিপে জানালা বন্ধ করতে পারবে সে।

আশ্চর্যজনক অল্প সময়ের ভিতরেই রাক্ষুসী-মা ক্লাব বিল্ডিংটাকে দুর্গম একটা দুর্গে পরিণত করে তুলল। মা ওপরতলার বেসমেন্ট থেকে একটা গোপন সিঁড়ির ব্যবস্থা করল পার্শ্ববর্তী অয়্যার-হাউসে নামার। অয়্যার-হাউসটা তিন বর্গমাইল জায়গা জুড়ে। তাদের কেউ জানতেই পারল না এই সিঁড়ির অস্তিত্ব সম্পর্কে। এই সিঁড়ির বদৌলতে ক্লাবের সকলের পক্ষে বাইরের কাউকে দেখা না দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠল।

ক্লাবের নেপথ্য সজ্জায় খরচ হয়েছে বিস্তর টাকা। রিসেপশন-হলটা স্বচ্ছ আয়নায় মোড়া। বাঁ দিকের দরজা দিয়ে গেলে রেস্টুরেন্ট এবং ডান্স-ফ্লোর। ঝালর-বাতি ঝোলানো সর্বত্র। তারও ওপরে শূন্যে ঝুলন্ত একটা ব্রিজ। ব্রিজের ওপর পঁচিশটা ঘেরা আসন। ওখান থেকে কোন কোন ক্লাব মেম্বার নাচ দেখে, যে মেম্বার নিজে সব দেখতে চায়, কিন্তু নিজেকে দেখাতে চায় না। গ্রীন নিওন টিউবের মায়াময় আলোয় আলোকিত রুমটা।

রেস্টুরেন্টের এক কোণায় আরেকটা তিন ইঞ্চি পুরু স্টীলের দরজা। দরজার ওপারে জুয়া খেলার রুম। জুয়া খেলার রুম থেকে যাবার পথ মা'র অফিস-রুম। পাশেই আর একটা কামরা। এটা দলের বিশেষ বন্ধু-বান্ধবদেরকে আনন্দদান করার জন্যে সংরক্ষিত।

দোতলায় দুটো বেড-রুম। এগুলো তাদের জন্যে, যারা প্রচুর টাকায় ভাড়া নিয়ে সঙ্গিনীসহ রাত্রি কাটাতে চায় ক্লাবেই। করিডরের সর্বশেষ প্রান্তে একটা বন্ধ দরজা। বিলাকিস আছে ওদিকেই।

সিরাজউদ্দিন আহমেদের কাছ থেকে ক্লাবটা হাতে নেবার দেড় মাস পর রাক্ষুসী-মা নতুন করে খুলল সেটা। এবং সাথে সাথেই শহরের ধনীলোকদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করাতে সমর্থ হলো। এই ক্লাবের মেম্বার হতে পারাটা সৌভাগ্যের ব্যাপার হিসেবে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াল। আর এখানেই মা তার যোগ্যতা প্রমাণ করল। দৈনিক কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা করল সে। ক্লাবের মেম্বার-সংখ্যা কড়াকড়িভাবে তিনশোর মধ্যে রাখার কথা ঘোষণা করা

BanglaBook.org

হলো। মেম্বার হবার ভর্তি-ফি তিন হাজার টাকা নগদ। হাজার কয়েক অনুরোধপত্র এল। রাক্ষুসী-মা বেছে বেছে হোমরা-চোমরা আর পয়সাওয়ালা লোককে মেম্বার হিসেবে গ্রহণ করল। ইচ্ছে করলে পাঁচ হাজার মেম্বারকেও গ্রহণ করতে পারত সে। কিন্তু তা করল না। দলের সকলকে বলল, 'তাতে দাম কমে যাবে, বোকার দল! ফার্স্ট-ক্লাস করা চাই ক্লাবটাকে। আমি জানি, আমি কি করতে যাচ্ছি। সবচেয়ে উঁচুস্তরের ক্লাব হবে এটা। দ্যাখ্ আর অপেক্ষা কর তোরা।'

লোকু দিশেহারা হয়ে পড়েছিল প্রথম প্রথম এত জাঁকজমক দেখে। তারপর মহানন্দে ঢুকেছে সে রান্নাঘরে। রান্নাবান্নার জন্যে বারোজন বাবুর্চীর-প্রধান সে। মোমেন ডাক্তার প্রিন্সের মত দিন কাটাচ্ছে ক্লাব শুরু হবার পর থেকে। ভারী সন্তুষ্ট হয়েছে সে। বারের নির্দিষ্ট একটা টেবিলে বসে রোজ মদ্য পান করে। কাজ কিছুই না, অতিথিদেরকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানানো।

বেঁচুও পরম আনন্দে আছে ক্লাব হবার পর থেকে। সে জুয়া খেলা তদারক করে। আর লাল বসে রেস্টুরেন্টে। মা কখনও-সখনও দেখা দেয়। বেশির ভাগ সময়ই সে থাকে তার অফিসে।

পানিতে কেবল একটি মাছ নেই। সে হলো চাকু।

চাকু এখনও সেই একই রকম নোংরা কাপড়-জামা পরে। ক্লাবের চঞ্চলতা থেকে সর্বদা দূরে দূরেই থাকে সে। সারাটাক্ষণ কাটায় বিলকিসের সাথে।

চাকু দাবি করেছিল, বিলকিসের জন্যে শুধু বেড-রূম একটা থাকলেই চলবে না, ড্রইংরূমও চাই। যে পথে যেতে চায় সেই পথেই যেতে দিয়েছে তাকে মা। মেয়েটাকে এখনও রাখতে হয়েছে বলে মা অবশ্যই এখনও শঙ্কিত। ওর উপস্থিতির ফলে তারা সমূহ বিপদের আশঙ্কার মধ্যে দিয়ে চলেছে, তা অজানা নয় কারও। বিলকিসই একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী যার দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে রাক্ষুসী-মা'র দল গত তিনমাস আগে আখতার চৌধুরীকে হত্যা করেছিল এবং বিলকিসের বাবার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা আদায় করেছিল ধোঁকা দিয়ে। যদি কেউ ওকে দেখে ফেলে চিনতে পারে তাহলে মা'র সব স্বপ্নসাধ, উচ্চাশা ধ্বংস হয়ে যাবে। মা'র আশা, চাকু একসময় বিলকিসকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। তখন মা খতম করবে ওকে।

রাক্ষুসী মা এককালে বারবউদের কর্ত্রী হিসাবে জীবন-যাপন করত। সে-জীবন বহু পিছনে ফেলে এসেছে সে। রাক্ষুসী-মা সে-জীবনের কথা বোধহয় ভুলতে বসেছে। কিন্তু ভুলতে পারেনি সে তার সখীকে। সখী আয়েশা খাতুন ছিল তার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। আজ আয়েশা মৃতা। কিন্তু রাক্ষুসী-মা তাকে আজও ভোলেনি।

আয়েশার একটি মেয়ে হয়েছিল। সে সময় রাক্ষুসী-মা বারবউ হিসেবে দিন চালাচ্ছিল। চাকু তখন সাত বছরের। সেই মেয়ের বয়স ছিল মাত্র দুই। মেয়েটার বয়স এগারো হতে মারা গেল আয়েশা। রাক্ষুসী-মা তখন বেরিয়ে এসেছে চাকুকে নিয়ে পাপকুণ্ড থেকে। আয়েশা মারা যাবার খবর সে যথাসময়েই

BanglaBook.org

পেয়েছিল। নিজে যেতে পারেনি। তবে আয়েশার মেয়েটাকে আনানোর চেষ্টা সে খুবই করেছিল। কিন্তু আয়েশার বাড়িওয়ালী দেয়নি। বাড়িওয়ালীর লোভ ছিল আয়েশার মেয়ে মাহবুবার ওপর। মাহবুবা সেয়ানা হলে ভাল পয়সা কামাবে, এই ছিল তার আশা। রাক্ষুসী-মা অবশ্যি ভেবেচিন্তে মাহবুবাকে নিজের কাছে নিয়ে আসার চিন্তাটা বাদ দিল। তখন সে দল গঠনের কথা ভাবছে। দলে সুন্দরী একটা কিশোরী মেয়ে থাকাটা গোলমালের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে ভেবেই চিন্তাটা দূর করে দিয়েছিল। তার বদলে লোক পাঠিয়ে বাড়িওয়ালীর সাথে একটা রফায় এসেছিল। আয়েশার মেয়ে মাহবুবাকে লেখাপড়ার সব খরচ দিতে চাইল রাক্ষুসী-মা। সেই টাকার অঙ্ক ছিল মাস প্রতি দেড়শো। বাড়িওয়ালীকে দেবে আরও একশো। বদলে মাহবুবাকে দিয়ে দেহ-ব্যবসা চালানো যাবে না। রাক্ষুসী-মা'র প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল বাড়িওয়ালী। প্রথমে সে ভেবেছিল, নগদ টাকা যা আসে তা নিতে আপত্তির কি আছে, মাহবুবা সেয়ানা হলে আসল কারবারই করাবে সে। কিন্তু রাক্ষুসী-মা বাড়িওয়ালীর সে আশা পূরণ হতে দেয়নি। মাঝে-সাঝেই রাক্ষুসী-মা দলের কাউকে না কাউকে পাঠিয়ে মাহবুবার খবর আনাত। যে যেত খবর আনতে সেই বাড়িওয়ালীকে সাবধান করে দিত। বাড়িওয়ালী রাক্ষুসী-মা'র দাপটে কাবু হয়েই ছিল, বলা যায়।

মাহবুবার লেখাপড়া কিন্তু কোন স্কুল কলেজে হয়নি। মাস্টার রেখে পড়ানো হত তাকে। বাইরের জগতের সাথে তার পরিচয় হয়নি। বই পড়ে সে আর কি শিখতে পারে? ক্লাব খুলেই রাক্ষুসী-মা মাহবুবাকে নিজের কাছে আনাল। বাড়িওয়ালী ভয়েই সারা, তাকে কিছু না দিলেও চলত। তবু পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছিল রাক্ষুসী-মা। মাহবুবাকে নিজের কাছে নিয়ে এসে নানা কেতা-কায়দা শেখাল সে। ক্লাব পুরোদমে চালু রাখতে যা যা শেখবার সবই শিখে ফেলল মাহবুবা। রাক্ষুসী-মা আলাদা ঘর ভাড়া করে নিজের দলের কাছ থেকে আলাদা রেখেছিল তাকে। তার দলের মধ্যে কোন মেয়েছেলের স্থান হতে পারে না, তা সে যেই হোক। একান্ত বাধ্য হয়ে এবং অসহায় বলে বিলকিসকে সরাতে পারছে না সে। তা না হলে কবে ছুরি বসিয়ে দিত ওর বুকে।

মাহবুবা লেখাপড়া শিখেছে বটে, কিন্তু এমন এক জায়গায় জন্মগ্রহণ এবং ছোট থেকে বড় হয়েছে সে যে স্বভাব এবং মন তার পবিত্র হতে পারেনি। রাক্ষুসী-মা কেতা-কায়দা শিখিয়ে দিয়ে যখন বুঝিয়ে দিল যে দরকার হলে ধনী ক্লাব-মেম্বারদের তৃপ্তিদানও করতে হবে তাকে, তখন চমকে উঠল না সে, আপত্তিও করল না। তার জন্ম যে ওই কাজের জন্যেই তা যেন পরিষ্কার জানত মাহবুবা।

মাহবুবার লম্বা-চওড়া আকর্ষণীয় দেহ দেখেই রাক্ষুসী-মা তাকে ক্লাবের দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। তার কাজ হলো, ক্লাব-মেম্বারদের ছাতা, টুপি, ব্যাগ ইত্যাদি জমা রাখা। খরিদ্দারদের প্রথম দৃষ্টিই পড়বে তার ওপর। রাক্ষুসী-মা'র ধারণা, এতে করে খুশি হবে মেম্বাররা।

BanglaBook.org

মাহবুবা দু'টো কাজের জন্যে খুবই চালু। ছদ্মবেশ ধরতে এবং দোতলায় বিনা অনুমতিতে কেউ যাচ্ছে কিনা তা লক্ষ রাখতে।

খানিকক্ষণ মাত্র ব্যস্ত-সমস্ত থাকতে হয় কাজের সময়ে মাহবুবাকে। দ্রুত সবদিকে লক্ষ রাখতে হয় তখন। খানিকক্ষণের মধ্যেই যারা আসবার এসে যায়। ফাঁকা হয়ে যায় লবি।

আজও ঠিক তেমনি হলো। স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতেই সে দেখল, চাকু আসছে। চাকুর হাতে বড় একটা প্যাকেট।

চাকুকে ভূতের মতই ভয় করে মাহবুবা। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দাঁড়াল সে চাকুর সাথে চোখাচোখি হতেই।

চাকু সিধে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গিয়ে বিলকিসের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে। পকেট থেকে চাবি বের করে পিছন ফিরে প্যাসেজটা দেখে নিল একবার। কেউ নেই কোথাও। দরজার তালা খুলে ড্রইং-রুমে ঢুকল চাকু।

যখনই চাকু ঢোকে এই ঘরে তখনই আশায়, আনন্দে ভরাট হয়ে ওঠে তার বুক। এমন সুন্দর রুম সে আর দেখেনি যেন। গ্রে রঙয়ের কয়েক জোড়া আরাম কেদারা, গ্রীন রঙয়ের কার্পেট, বড় একটা টেলিভিশন সেট—সব মিলে চাকুর ধারণা, দুনিয়ার সেরা ঘর এটা। একমাত্র যে কারণে মনটা খুঁতখুঁত করে তার, তা হলো রুমের সবক'টা জানালায় স্টীলের শাটার আঁটা, ইচ্ছে হলেও খোলা সম্ভব নয় আরেকটা। মা'র হাতে সুইচ। তাছাড়া চাকুও বুঝতে পারে, বিলকিসের রুমের জানালা খোলা থাকার অর্থ কি ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিতে পারে।

ড্রইংরুম থেকে বেডরুমে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল চাকু। এই রুমটাও চাকুর অতি প্রিয়। দুটো খাট পাতা বিরাট রুমটায়। চমৎকার বিছানা। দুটো খাটের এক ধারে আরেকটা টেলিভিশন সেট।

বিলকিস বসে আছে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে। নীল রঙের একটা শাড়ি পরনে তার। নীলপরী বলে চাকু ওকে ওই শাড়িটা পরলে। বারবার পরায় সে ওকে ওটা। হাতকাটা ব্লাউজের জন্যে পেলব, মাখনের মত একজোড়া হাত পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে বিলকিসের। নেল-ফাইল দিয়ে নখ কাটছে ধীরে ধীরে। অবশ্যই শুনতে পেয়েছে চাকুর পায়ের শব্দ। কিন্তু তাকাল না।

'শুনছ?' চাকু পা বাড়িয়ে বিলকিসের দিকে এগোতে এগোতে বলল। 'তোমার জন্যে আশ্চর্য একটা জিনিস এনেছি আজ। কপাল বটে তোমার। আমাকে তো কেউ কোনদিন কিছু উপহার দেয় না!'

বিলকিস নেল-ফাইলটা ফেলে দিয়ে হাত দুটো ধীরে ধীরে কোলের উপর এনে রাখল। ওর চোখে শূন্য দৃষ্টি। মুখের ভাবে নেই কোন সচেতনতা। ভাবলেশহীন, নিষ্প্রাণ। রোজই এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে চাকু। রোজই অধৈর্য হয়ে ওঠে সে।

'অনেক টাকা খরচ করে কিনে এনেছি এটা।' বিলকিসের দিকে ঝুঁকে পড়ে

BanglaBook.org

দেখল, ও তার কথা শুনছে কিনা। তারপর আবার বলল, 'কিন্তু টাকা এখন আমার কাছে স্রেফ কিচ্ছু না। আমি যা খুশি তোমাকে এখন এনে দিতে পারি। দুনিয়ার টাকা আমার। আমি সেই টাকা তোমাকে দিয়ে দিতে পারি। আমার সব, সব দিয়ে দিতে পারি তোমাকে। এক কথায়। চাও তুমি? আচ্ছা, আন্দাজ লাগাও তো, বলো দেখি এই প্যাকেটে কি এনেছি তোমার জন্যে?'

চাকু প্যাকেটটা এগিয়ে দিল বিলকিসের দিকে। বিলকিস সাড়া দিল না। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে চাকু তার ঠাণ্ডা, নোংরা আঙুল দিয়ে ওর বাহু ধরল। বিলকিস নড়ল না। মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল ওর ব্যথায়। এবং বন্ধ হয়ে গেল চোখ দুটো।

'সজাগ হও, এই!' চাকু রেগে উঠে বলল। 'হয়েছে কি তোমার? এটা তোমার অসুখ নাকি? কই, খোলো প্যাকেটটা!'

ওষুধের গুণে তন্দ্রাচ্ছন্ন হতভাগিনী মেয়েটি কাঁপা কাঁপা দুর্বল হাতে ব্যর্থ চেষ্টা করল প্যাকেটটা খোলার। চাকু ওর অপারগতা বুঝতে পেরে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল সেটা। বলল, 'দাও দাও, আমিই খুলে দিচ্ছি। মা'কে দেখেছ আজ?'

'না।'

'মা তোমাকে দেখতে পারে না। মা চায় তোমাকে মেরে ফেলতে। আমি না থাকলে তুমি এতদিনে নদীর পানিতে কবে পচে-গলে মিশে যেতে। তুমি জানো না, সেটা কেমন হত দেখতে যখন তোমার লাশটা ফুলে ভেসে উঠত পানির ওপরে। আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, দেখেছিলাম ওই রকম একটা মরা লাশকে নদীতে পচে ভেসে থাকতে। লাশটা ছিল তোমার মতই এক অদ্ভুত সুন্দরী মেয়ের। কিন্তু তার সেই রূপের তখন কোন দাম ছিল না। একজন পুলিস বমি করে ফেলেছিল লাশটার গন্ধে। আমার বমি পায়নি। দেখতে ভালই লাগছিল আমার। কিন্তু ধমকে সরিয়ে দিয়েছিল সবাই আমাকে। এখন আমাকে কেউ ধমকাতে আসবে না। সেই সাহসই কারও নেই। আমার যতক্ষণ খুশি দেখতে পারব এখন ওইরকম কোন পচা, গলা, গন্ধময় লাশ। যা বলছিলাম। মেয়েটা তোমার মতই ফোটা ফুলের মত ছিল। চুলও ছিল ঠিক তোমারই মত। চোখ দুটো দেখিনি, সে দুটোও বোধ হয় তোমার মতই দেখতে ছিল।'

চাকু হঠাৎ যেন খেপে গেল প্যাকেটটা খালি হাতে খুলতে না পেরে। বিদ্যুৎগতিতে পকেট থেকে ছোরাটা বের করে প্যাকেটের সুতো কেটে ফেলল সে। তারপর বলল, 'একটা ছবি। ছবি তুমি ভালবাস কিনা? খুব সুন্দর দেখতে। এটা দেখেই তোমার কথা মনে পড়ে গেল আমার। তাই কিনে আনলাম।'

চাকু নিজেই দেখল বাঁধানো ছবিটা। হাঁ করে হাসল সে। একজন সিনেমা অভিনেত্রীর বাঁধানো ছবি। মিটিমিটি হাসছে ছবির মেয়েটা।

'পছন্দ হয় তোমার?' চাকু বিলকিসের কোলের ওপর রাখল ছবিটা।

বিলকিস ভাবলেশহীন এবং শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেটার দিকে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও।

BanglaBook.org

চাকু অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে। প্রতিটি মুহূর্তে কামনা করছে, ও একটু হাসুক, দুটো কথা বলুক, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকুক ওর দিকে। কিন্তু তার কামনা আজও পূরণ হলো না। আজ তিন মাস ধরে রাতদিন নিজের অপটু মন যা ভেবেছে তাই করেছে সে মেয়েটির হৃদয়ে তার সম্পর্কে ভাল একটা ধারণা সৃষ্টি করতে। কিন্তু অবসাদ এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব দূর হয়নি ওর। চাকু ওর কাছ থেকে আর কিছু না পেলে, বিরোধিতা চায়। চাকুর বিরুদ্ধে যদি ও বিরূপ আচরণ করত সেটাও ভাল লাগত তার। সেক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতা দেখাতে পারত চাকু। সেক্ষেত্রে পরাজিত করতে পারত ওকে। কিন্তু যে মেয়ে তার সাথে ঝগড়া করছে না তাকে কেমন করে বশ মানাবার প্রশ্ন ওঠে?

'ছবিটা তোমার ভাল লাগছে না বুঝি?' চাকু ছবিটা বিলকিসের কোল থেকে তুলে নিয়ে অস্থির গলায় প্রশ্ন করল। 'বহু টাকা খরচ করে কিনেছি এটা। যা দাম চেয়েছিল তার চেয়ে পঞ্চাশ টাকা বেশি দিয়ে কিনে এনেছি। বলো, অমন চুপ করে থেকো না। কিছু একটা বলো! অমন করে পুতুলের মত একদিকে চেয়ে দেখছ কি? বলো কিছু!'

বিলকিস কেঁপে কেঁপে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বিছানার ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ল। হাত দু'টো চোখের ওপর রেখে ঢেকে ফেলল।

চাকু ছবিটা দেখতে লাগল। হঠাৎ যেন খেপে উঠল সে। বলল, 'একশো টাকা দাম এটার!' চিৎকার করে বলল আবার, 'কিন্তু থোড়াই কেয়ার করি আমি। তোমার যদি ভাল না লেগে থাকে, বলো! অন্য কিছু একটা কিনে দেব না হয়?'

চাকু আচমকা ছবিটা ওপরে তুলে আছাড় মারল মেঝেতে। কাঁচগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। ছোরাটা দিয়ে ছবিটা টুকরো টুকরো করে কেটে মেঝেতে ছড়িয়ে দিল সে। চিৎকার করে বলল, 'হয়েছে এবার? আসলে খুব ভাল ব্যবহার করার ফল এটা! আসলে তোমাকে ভোগাতে হবে! না ভুগলে মানুষের পাঁয়তারা কষা বন্ধ হয় না!'

চাকু এগিয়ে এল বিলকিসের কাছে। চিৎকার করে উঠল, 'শুনছ? তোমাকে ভুগতে হবে এবার!'

বিলকিস তেমনি শুয়ে রইল। চোখ দুটো বন্ধ ওর। হয় ও মারা গেছে, না হয় মারা যাচ্ছে।

চাকু ঝুঁকে পড়ল ওর ওপর। নিচের ঠোঁটে ছোরার ডগা দিয়ে খোঁচা মারল। হিংস্র কণ্ঠ শোনা গেল, 'তোমাকে আমি খুন করে ফেলতে পারি, তা জানো? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? তোমাকে আমি এখুনি শেষ করে দিতে পারি!'

বিলকিস চোখ খুলে তাকাল চাকুর দিকে। সরু একটা রক্তের ধারা ঠোঁট বেয়ে চিবুকের ওপর গড়িয়ে পড়ছে ওর। ওর চোখের বিস্ফারিত পাপড়ি এবং প্রাণহীন দৃষ্টি আবার অসহায় করে তুলল চাকুকে।

সরে এল চাকু। ভাবল, নিজেকে বোকা বানাচ্ছে সে। ও তার নয়। ও একটা লাশ বই কিছু নয়। কোনদিনই ও তার হবে না। সব আশা শেষ হয়ে

BanglaBook.org

গেছে। সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। মা আর ডাক্তারের কথা মনে পড়ল চাকুর ওরা দু'জনই এর জন্যে দায়ী। ছোরাটা নাড়তে লাগল সে আস্তে আস্তে। মা আর ডাক্তার তার জীবনের একমাত্র আনন্দকে খুন করে ফেলেছে। মা'র পরামর্শে ডাক্তার ওষুধ ইঞ্জেক্শন করে এমন প্রাণহীন জীবে পরিণত করেছে ওকে। তার অদ্ভুত সুন্দর সজীব পুতুলটাকে, তার স্বপ্ন-সাধ-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে, তার অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে, ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে মা আর ডাক্তার। দুঃস্বপ্ন ছাড়া সবই উধাও হয়ে গেছে তার জীবন থেকে।

বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে ড্রইং-রূমে চলে এল চাকু। মিনিট দু'য়েক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে কান পেতে। না, বিলকিসের কান্নার শব্দ নেই। আজকাল ও আর কাঁদেও না। কিছুদিন হলো থেমে গেছে ওর চাপা কান্নাটা। আস্তে আস্তে টেলিভিশনের সামনে গিয়ে বসল চাকু। অন করল সুইচটা। গান গাইছে এক কোকিল-কণ্ঠি মহিলা। মাথা নাড়ছে সুরের আবেগে চাকু চেয়ে রইল একদৃষ্টিতে।

আজও ক্লাবে শুরু হয়েছে রোজকার মতই উত্তেজক চঞ্চলতা।

রিসেপশন-লবি পার হয়ে ধীর, সতর্ক পায়ে ছোটখাট এক ভদ্রলোক ঢুকল ভিতরে। বেঁচু দাঁড়িয়েছিল এক কোণায়। ভদ্রলোককে সন্ধানী চোখে দেখতে লাগল সে। তার সন্দেহ হলো লোকটা পুলিসের চর হতে পারে। ভদ্রলোক রেস্টুরেন্টে ঢুকল। সন্দেহ ঘনীভূত হলো বেঁচুর। ডোরম্যানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে সে, 'ওই লোকটা, যে ক্লাবে ঢুকল, পরিচয় কি?'

'আগেও এসেছেন উনি।'

ডোরম্যান বলল। 'মি. আলী আকবর সাথে করে এনেছিলেন কয়েকবার। তিনি বলেছিলেন, ভদ্রলোক একা এলেও যেন ঢুকতে দেয়া হয়।'

মি. আলী আকবর ক্লাবের একজন উল্লেখযোগ্য মেম্বার। তিনি যখন অনুমতি দিয়েছেন, তখন সন্দেহ করা চলে না। তা সত্ত্বেও বেঁচু ভাবল, মা'র সাথে কথা বলা দরকার এ ব্যাপারে।

বেঁচু মা'কে পেল তার অফিস-রূমেই। কি সব কাগজ-পত্র ঘাঁটা-ঘাঁটি করছে। বেঁচুকে দেখেই বিরক্তির সাথে বলে উঠল, 'কি চাই? ব্যস্ত দেখছিস না!'

'একজন লোক একটু আগে ঢুকেছে। খাতায় নাম লিখেছে, মি. রফিক। ডোরম্যান তৌফিক বলল, মি. আলী আকবরের সাথে কয়েকবার আগেও নাকি এসেছে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে। লোকটা হয়তো পুলিস, মা।'

রাক্ষুসী-মা বলল, 'আমার কাছে এসেছিস কেন শুনি? সবাই তো রয়েছে, ওদেরকে বল। অমন দিশেহারা হয়ে পড়িস না। কি করতে হবে জানিস না, নাকি? দেখবি, জুয়া-ঘরে বা দোতলায় যেন না ওঠে।'

ক্লাবে ফিরে এল বেঁচু। মঞ্চে তখন ইংলিশ-বাজনা পুরোদমে বেজে চলেছে। বেঁচু দেখল, মি. রফিক এক কোণের একটা টেবিলের সামনে বসে আছে। ঘর

BanglaBook.org

ভরে গেছে লোকজনে। লালকে দেখতে না পেয়ে বেঁচু ঠিক করল, সে নিজেই মি. রফিকের দিকে খেয়াল রাখবে।

'উপস্থিত আনন্দ-পিপাসু এবং আনন্দময়ীগণ!' ব্যান্ড-লীডার উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল এক সময়। 'আপনারা বিশেষ একটা মুহূর্তের জন্যেই ধৈর্য ধারণ করে বসে আছেন। সেই বিশেষ মুহূর্ত উপস্থিত। আবার একবার মীনা বেগম তার অতি বিখ্যাত উদর-নৃত্য পরিবেশন করে আপনাদের চিত্তহরণ করবেন।'

প্রচণ্ড হাততালির শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই বাতি নিভে গেল এবং বাজনা থেমে গেল। উজ্জ্বল একটা স্পট-লাইট ডান্স-ফ্লোরের মাঝখানে পড়ল সাথে সাথে। অন্ধকার থেকে হাজির হলো সেই আলোর মাঝখানে মীনা বেগম।

বেঁচু ঠোঁট লম্বা করে হাসল। মীনাকে সে অনেক ভেবে-চিন্তেই নিজস্ব সঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিয়েছে। যদিও বড় সমস্যা সৃষ্টি করে মীনা মাঝে মাঝে, তবু সব মিলে লাভই হয়েছে বেঁচুর। এমন মেয়ে হাতে পাওয়া সহজ কথা নয়। এমনকি মা'ও মেনে নিয়েছে, মীনা ক্লাবের দারুণ একটা আকর্ষণ।

মীনা নগ্ন হতে শুরু করেছে। শাড়ি খুলে ফেলেছে সে। ব্যান্ড বাজতে শুরু করেছে আবার মৃদ তালে। নাচছে মীনা। তার পরনে এখন শুধু সোনালি লেস। লম্বা একটা জিপার ওপর থেকে নিচে নেমে এসেছে। সেটা খোলার ফলে শুভ্র, সুপুষ্ট, লোমহীন উরুদ্বয় দেখা যাচ্ছে মীনার।

বাজনা দ্রুত লয়ে শুরু হতেই জিপারটা সম্পূর্ণ খুলে পোশাকটা এক কোণায় ফেলে দিল মীনা। ছোট্ট একটা ব্রা আর নিম্নাঙ্গে স্রেফ একখণ্ড গোলাপী কাপড়ের বাঁধন নগ্নতা ঢেকে রেখেছে। মীনা শুরু করল তার নিজস্ব কায়দায় উদর-নৃত্য। দর্শকবৃন্দ গিলতে লাগল তার দেহভঙ্গি।

মি. রফিক নামক ভদ্রলোক যেখানে বসেছিল সেদিকে তাকাল বেঁচু। ধক করে উঠল তার বুক। চমকে এদিক-ওদিক তাকাল। নেই ভদ্রলোক। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে।

হায়দার সকালবেলা অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। এমন সময় বেল বাজল দরজায়। এই সাত-সকালে কে আসতে পারে, বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে দরজা খুলল হায়দার।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছোটখাট লোকটা হায়দারের দিকে চেয়ে হাসল। বলল, 'সাব-ইন্সপেক্টর রফিক আমি। অসময়ে এসে পড়লাম না তো?'

'না, ভিতরে আসুন।'

রূমের ভিতরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে সাব-ইন্সপেক্টর রফিক বলল, 'ইন্সপেক্টর মি. বোরহান, আপনার সাথে দেখা করতে বললেন। শুনলাম, আপনি বিলকিসের কেসটা হাতে নিয়েছেন।'

হায়দার রফিককে সিগারেট অফার করে বলল, 'হ্যাঁ, মি. শরীফ চৌধুরীর প্রতিনিধিত্ব করছি আমি।'

BanglaBook.org

রফিক সিগারেট জ্বালিয়ে বলল, 'গত আড়াই মাস ধরে মীনা বেগমের পিছু পিছু ঘুরছি আমি। গোপী মীনার সাথে দেখা করার চেষ্টা করতে পারে বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু ইন্সপেক্টর আমাকে বলেই দিয়েছিলেন যে, বাজে সময় নষ্ট করছি আমি। তা সত্ত্বেও মীনাকে চোখের আড়াল করিনি। কিন্তু গোপী সত্যিই আর মীনার সাথে দেখা করবে না বলে মনে হচ্ছে। তাই আজ থেকে আমার মুক্তি, মীনার পিছু পিছু আর থাকতে হচ্ছে না আমাকে। রিপোর্টগুলো সাথে করে এনেছি আমি। প্রতিদিন যা দেখেছি তার একটা করে রিপোর্ট তৈরি করেছিলাম। এগুলো আপনি দেখতে পারেন। তবে, সন্দেহজনক কোন আচরণ মীনার মধ্যে দেখিনি আমি।' পকেট থেকে একটা ডায়েরী বের করে টেবিলের ওপর রাখল রফিক।

হায়দার বলল, 'আজ সকালেই মীনার সাথে দেখা করব বলে ঠিক করেছিলাম আমি। ওই মেয়েটাই গোপীর কথা জানলে জানতে পারে। আমি বিশ্বাস করি না, গোপী ওকে ফেলে কেটে পড়েছে। কেন যেন আমার সন্দেহ হচ্ছে, গোপী শেষবার বাইরে যাবার আগে মেয়েটাকে কিছু না কিছু বলে গেছে, যা জানতে পারলে উপকৃত হব আমরা।'

রফিক তিক্ত একটু হেসে বলল, 'সময়ই নষ্ট হবে আপনার, লাভ হবে না কিছু। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জেরা করেছি ওকে আমরা। আধখানা কথাও বের করা যায়নি ওর মুখ থেকে। গোপী আসলে ওকে ধোঁকা দিয়ে ভেগেই গেছে। তার প্রমাণ হলো, মীনা রাক্ষুসী-মা'র দলের বেঁচুর সাথে একসাথে বাস করছে। মীনা যদি ভাবত, গোপী ফিরে আসবে তাহলে সে বেঁচুকে পাত্তা দিত না।'

'তবু মীনার সাথে কথা বলতে যাচ্ছি আমি। এছাড়া সামনে এগোবার আর কোন রাস্তা নেই।'

'কিন্তু খুব সাবধানে দেখা করতে যাবেন!' রফিক বলল। 'নিশ্চয় করে জেনে নেবেন, বেঁচু আছে কিনা। বেঁচু থাকলে না গেলেই ভাল করবেন।'

হায়দার বলল, 'ধন্যবাদ।'

রফিক বলতে শুরু করল, 'গতরাতে আমি গিয়েছিলাম প্যারাডাইস ক্লাবে। আগেও গেছি, কিন্তু গতরাতে গিয়েছিলাম মীনার নাচ দেখবার জন্যে। সত্যি, ভয়ঙ্কর নোংরা ওই নাচ। মীনার দেহ অসাধারণ, বলতেই হচ্ছে আমাকে। ওকে দেখে আমার ধারণা হলো, খুব বেশিদিন প্যারাডাইস ক্লাব ধরে রাখতে পারবে না ওকে। বেঁচুও তখন পাত্তা পাবে না। ছায়া-ছবিতে গেলে লুফে নেবে ওকে পরিচালকরা।'

'আমাকে আশ্চর্য করছে এই যে, রাক্ষুসী-মা'র মত দুর্ধর্ষ দল হঠাৎ ক্লাব খুলে বসল কেন? এত টাকাই বা ওরা হঠাৎ করে পেল কোথা থেকে? ওদুদ নাকি ধার দিয়েছে। কিন্তু ওদুদ বাবাজীই বা হঠাৎ অত টাকা ধার দিল কেন?'

'তা বটে। সিরাজউদ্দিন আহমেদ যখন চালাত ক্লাবটা তখন যাওয়া-আসা করতাম ওখানে। কিন্তু পার্থক্যটা চোখে পড়ে এখন। সে এক এলাহি কাণ্ড!

BanglaBook.org

সবাই দামী দামী ড্রেস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, শুধু সেই চাকুটা ছাড়া। সে আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি নোংরা।'

হায়দার বলে উঠল, 'পৃথিবীতে অমন ভয়ঙ্কর ডাকাত দুটি নেই!'

রফিক আগ্রহের সাথে বলতে শুরু করল, 'সে কথা আর বলতে! আরে সাহেব, গতরাতে ওই চাকু আমার প্রাণটা কেড়ে নিয়েছিল আর একটু হলেই। হয়েছিল কি জানেন, মীনা যখন ন্যাংটা-নাচ নাচছিল তখন স্পট-লাইট ছাড়া সব আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছিল ক্লাবের। অন্ধকার দেখে আমি ভাবলাম, ক্লাবটা এই সুযোগে ভাল মত দেখে নেয়া যেতে পারে। প্রথমেই ইচ্ছে হলো আমার দোতলায় যাবার। কিন্তু সিঁড়ির মুখেই থাকে একজন হ্যাট-চেক গার্ল। মেয়েটার নাম মাহবুবা। কি করা যায় ভাবছিলাম, এমনসময় সুযোগ পাওয়া গেল। দু'জন ভুঁড়ি-ওয়ালা মেম্বার ঠাট্টা করছিল মেয়েটার সাথে। বোধ হয় চলে যাচ্ছিল ওরা ক্লাব থেকে। যাবার আগে মাহবুবাকে বকশিশ দেবার ইচ্ছায় কয়েকটা চাঁদির টাকা একজন ডেস্কের উপর ছুঁড়ে দিতেই একটা টাকা গড়িয়ে পড়ে গেল ডেস্কের পিছনে। মাহবুবা সেটা খুঁজতে শুরু করল ঝুঁকে পড়ে। আমি অমনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম কোনদিকে না তাকিয়ে। সাতটা রুম উপরে। দুটো বেড-রুম। প্যাসেজের সর্বশেষ মাথায় একটা দরজা। সেটার গায়ে কড়া লাগানো। তালাও ঝুলছে একটা কড়ায়। শুধুমাত্র একটা রুমের দরজায় কড়া আর তালা লাগানো দেখে অবাক হলাম আমি। কড়া লাগানো কেন? টের পেলাম, একটা টিভি সেট খোলা রুমটার ভিতরে। ভিতর থেকেই বন্ধ ছিল দরজাটা। বেশিক্ষণ উপরে থাকাটা নিরাপদ মনে করলাম না। ওদিকে শেষ হয়ে আসছিল মীনার নাচ। সিঁড়ির মাথায় এসে নামতে যাচ্ছি, এমনসময় সেই তালা-ঝোলা দরজাটা খুলে গেল। চাকুকে দেখলাম। ছোরাটা হাতে করেই বেরিয়েছিল সে রুম থেকে। আত্মা খাঁচা-ছাড়া হয়ে যাচ্ছিল আমার। ভয়ে চমকে উঠল পিলে। একসাথে তিনটে করে ধাপ টপকাতে টপকাতে নেমে এলাম। মাহবুবা আমাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ক্লাবের গেটের দিকে ছুটলাম প্রাণপণে। গেট অতিক্রম করতেই শুনলাম, ভিতরে কে যেন চিৎকার করে উঠল। দেখলাম, বেঁচু আমার পিছু পিছু দৌড়ে আসছে। জান বাঁচাবার জন্যে খেঁচে দৌড়তে লাগলাম আমি বড় রাস্তা ধরে। বেঁচু বড় রাস্তা পর্যন্ত এসে ফিরে গেল আমাকে ধরতে পারবে না বুঝতে পেরে।

হায়দার চিন্তিতভাবে বলল, 'মনে হচ্ছে রাক্ষুসী-মা গোপনীয় কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছে ওই কড়া লাগানো রুমে। বোরহানকে ব্যাপারটা জানিয়েছেন আপনি?'

'নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের করণীয় কিছু নেই। ওই ক্লাবের প্রায় সব মেম্বারই সমাজের উচ্চপদে সমাসীন। ওয়ারেন্ট সাথে নিয়ে সার্চ করাটা একটু ঝামেলার ব্যাপার। তাছাড়া শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছুই আবিষ্কার হবে না। তখন বিরূপ সমালোচনা হবে আমাদেরকে নিয়ে। সার্চওয়ারেন্টেও কিছু হবে বলে মনে হয়

BanglaBook.org

না। ক্লাবটাকে দুর্গম দুর্গে পরিণত করেছে ওরা। জানালাগুলোয় পর্যন্ত স্টীলের শাটার লাগিয়ে রেখেছে। ভিতরে ঢোকার আগেই গোপনীয় কিছু থাকলে লুকিয়ে ফেলবে ওরা।'

'আপনার কোন ধারণা আছে দোতলার ওই রুমটা সম্পর্কে?'

'না।'

'মীনাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে বলুন দেখি।'

'মীনা আর বেঁচু থাকে একসাথে। হৃষিকেশ দাশ রোডের বিউটি ভিলায়। দোতলায় একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে ওরা। কিন্তু সাবধানে যাবেন ওখানে। বেঁচু থাকলে যাবেনই না।'

রফিক চলে যাবার পর একঘণ্টা ধরে রিপোর্টগুলো পড়ল হায়দার। পড়ে বিশেষ কিছুই জানতে পারল না। শুধু জানা গেল, বেঁচু বাসা থেকে বের হয়ে ক্লাবে যায় বেলা এগারোটার দিকে। মীনা যায় একটায়।

হায়দার অফিসে ফোন করল। ফোন ধরল ফিরোজা। হায়দার বলল, 'আমি যাইনি দেখে কান্নাকাটি করছ নাকি? ছিঃছিঃ কাঁদে না, অমন ধুমসী মেয়ে কাঁদলে লোকে কি বলবে, বলো তো? শোনো, দুপুরের আগে যেতে পারছি না আমি। এখন যাচ্ছি আমি সেই নাচুনে মেয়ে মীনা বেগমের কাছে। কোন খবর আছে?'

'মি. শরীফ চৌধুরী ফোন করেছিলেন। কোন খবর আছে কিনা জানতে চাইছিলেন।'

'আমি বাড়ি থেকেই যোগাযোগ করছি ওঁর সাথে। আর কিছু?'

'না।'

'রাখলাম, কেমন? লক্ষ্মীটি কান্নাকাটি কোরো না।'

ফিরোজা অপরপ্রান্ত থেকে বলল, 'তোমার জন্যে আমার কাঁদতে বয়েই গেছে!'

রেখে দিল হায়দার ফোন। সিগারেট ধরিয়ে আবার ও ডায়াল করল শরীফ চৌধুরীর নম্বরে। শরীফ চৌধুরী অপরপ্রান্তে আসতে ও বলল, 'আমি এখনও ধারণা করছি যে মীনা বেগম আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে পারে। সবকিছুই নির্ভর করছে ওকে কিভাবে প্রস্তাবটা দেয়া যায় তার ওপর। পুলিস শত চেষ্টা করেও আদায় করতে পারেনি কোন কথা। আমি অবশ্য সেই চেষ্টাই করতে যাচ্ছি। ওকে কথা বলাতেই হবে। কিছু না কিছু ও জানে। আচ্ছা মি. চৌধুরী, আপনি টাকার কথা ভাবতে নিষেধ করেছিলেন। কথাটা এখনও অপরিবর্তিত আছে আপনার?'

'নিশ্চয়। কি ভাবছ তুমি এখন?' শরীফ চৌধুরী অপরপ্রান্ত থেকে উত্তর দিলেন এবং প্রশ্ন করলেন।

'আচ্ছা, যদি মীনাকে আমি প্রস্তাব দিই এই বলে যে, গোপী সম্পর্কে সে যা জানে সব বলুক, বদলে আমরা তাকে সিনেমার নায়িকা হওয়ার ব্যবস্থা করে দেব, তাহলে কেমন হয়? লোভে পড়ে সে মুখ খুলতেও পারে।'

BanglaBook.org

'চেষ্টা করো,' শরীফ চৌধুরী উত্তর দিলেন।
হায়দার বলল, 'আপনাকে পরে জানাব সব।' ছেড়ে দিল ও ফোন।

ঘুম ভাঙল বেঁচুর বেশ বেলা হতে। রোদ তখন ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকে তার মুখে এসে পড়ছে।

রোদের আওতা থেকে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে চোখ মেলল বেঁচু। ওয়াল-ক্লকের দিকে চোখ পড়তেই তড়াক করে উঠে বসল বিছানার উপর। বেলা দশটা বেজে গেছে।

মীনা এখনও ঘুমাচ্ছে তার পাশে। মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে মীনার নাক ডাকার। বেঁচু বিছানা থেকে নেমে সিগারেট খুঁজল। মাথাটা ধরে রয়েছে কাল রাত থেকে। সিগারেট ধরিয়ে ড্রইং-রূমে চলে এল। গলায় খানিক হুইস্কি ঢেলে একটু স্বস্তি বোধ করল সে। হঠাৎ মনে পড়ল তার গতরাতের কথাটা। লোকটা নিশ্চয় পুলিসের চর হবে। মা তাকে মেরে ফেলবারই উপক্রম করেছিল চাকু যখন এসে বলল, পুলিসটা দোতলায় উঠেছিল। মা'র দোষ নেই। খেয়াল করেনি সে ভাল করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পুলিসটা গোপন কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে। অবশ্য চাকু ভয়ানক গর্জন শুরু করে দিয়েছিল। পরিবেশটা হঠাৎ এমন হয়ে উঠেছিল যে বেঁচু ধরেই নিয়েছিল চাকু তাকে ছোরা মেরে সাবাড় করে দেবে। শুধু মা ছিল বলে, না হয় কালকে চাকু ঠিক তার বুকে ছোরা বসিয়ে দিত। গতরাতের স্মৃতি মনে জাগতে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিল বেঁচুর গায়ে।

তা যাই হোক, বেঁচু ভাবল, ষোলো আনা দোষ মা'রই। তুমি তোমার হারামি ছেলের ধমকে কেন বিলকিসকে এখনও দলের মধ্যে রেখেছ? রেখেছ যখন তখন নরকের আঁচ তোমাকেই পোহাতে হবে।

বেঁচু বেড-রূমে এল। মীনা চোখ মেলেছে। চিত হয়ে ছাদের দিকে চেয়ে তেমনি পড়ে আছে সে বিছানায়। নাচের পরে যে পোশাক পরে, সেই নাইলনের নাইট-ড্রেস পরনে তার। স্বচ্ছ কাপড়ের নিচে তার মাংসল শরীরের ভাঁজ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

বেঁচু ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল, 'এই, দেহটা ঢাকো! এখন তোমার ন্যাংটো-নাচের সময় নয়!'

দশ মিনিট ধরে দাড়ি কামাল আর স্নান করল বেঁচু। বেড-রূমে ফিরে এসে সে দেখল, মীনা তেমনি শুয়ে আছে। রাগ হয়ে গেল তার। বলল, 'কি পেলে তুমি শুনি? এক কাপ চা করে দিতে পারতে তো!'

'নিজে করে নাও না!' মীনা উঠে বসে বলল, 'বেঁচু, আমার ঘেন্না ধরে যাচ্ছে এই জীবনে। আমার অন্য কিছু দরকার।'

বেঁচু বলল, 'দু'মাস আগে বলেছিলে, যেমন তেমন একটা করার মত কাজ

BanglaBook.org

পেলেই সারা জীবনে আর কিছু চাও না তুমি। শহরের সবচেয়ে ভাল ক্লাবে কাজ যোগাড় করে দিয়েছি তোমাকে। মাসে বারোশো করে পাচ্ছ। এতেও খুশি নও তুমি! আর কি চাও শুনি? আর কোথায় কেরামতি দেখিয়ে এরচেয়ে বেশি টাকা পাবে বলে মনে করো?'

মীনা বলল, 'আমি বড় হতে চাই।'

বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে চলে গেল মীনা। বাধ্য হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে চা তৈরি করতে বসল বেঁচু। ড্রইংরুমে দু'কাপ চা নিয়ে আসতেই মীনা বের হয়ে এল বাথ-রুম থেকে। চুপচাপ চা পান করল দু'জন। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে হঠাৎ মীনা বলল, 'কেউ যদি আমাকে টাকা দিয়ে কিছুদিন সাহায্য করত তাহলে ক্লাবের চাকরি ছেড়ে দিতাম।'

বেঁচু বলল, 'সে কথা তো আমারও। কিন্তু বকর বকর করা থামাবে? তুমি ভাবছ, যেখানে যাবে সেখানেই তোমার কেরামতি দেখিয়ে নাম কিনে ফেলবে! ও কথা ভুলে যাও, তোমার মত শত শত মেয়ে পিলপিল করছে চারদিকে, কেউ ফিরেও তাকায় না তাদের দিকে। তোমার দেহটা কড়া মাল বলেই করে-কর্মে খেতে পারছ।'

রেগে উঠে মীনা বলল, 'তোমরা সবাই সমান। সবাই আমার এই দেহটা দেখে আর সব জিনিসের কথা ভুলে যাও। গোপীও অমন ছিল। তোমরা কেউ আমার মনের কথা ভাবতে রাজি নও।'

বেঁচু বলল, 'মদ খেতে ভাল লাগলে কে আর জানতে চায়, মদটা কিসের তৈরি?'

মীনা বলল, 'কিন্তু, ধরো বেঁচু, দেখতে আমি কানা-খোঁড়া হতাম যদি? তুমি তাকাতে আমার দিকে? কিন্তু নিজের কথা এখন যেমন ভাবি তখনও তেমনি ভাবতাম আমি।'

'আল্লার কসম তোমার, মীনা! থামবে এবার একটু? মাথা খসে যাচ্ছে আমার ব্যথায়!'

মীনা না থেমে বলে চলল, 'বয়স যত বাড়ছে ততই ভয় বাড়ছে আমার। বুড়ি হয়ে যাবার আগে বড়সড় কিছু একটা হতে চাই আমি, কিছু একটা করতে চাই। অভিনয় পারব আমি, সিনেমায় নামতে পারলে চমকে দিতে পারি আমি।'

বেঁচু ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, 'ওঃ! সিনেমায় ঢং দেখাবার সাধ জেগেছে বুঝি?'

আচমকা মীনা অসম্ভব একটা প্রশ্ন করে বসল, 'ক্লাবের দোতলায় কি ঘটছে, বেঁচু?'

চমকে উঠে বেঁচু তাকিয়ে রইল মীনার দিকে। তারপর দ্রুতকণ্ঠে বলল সে, 'কি ঘটছে! কি আবার ঘটবে? কিচ্ছু না। কি বলতে চাও তুমি?'

'ঘটছে না? নিশ্চয় ঘটছে। কানা নই আমি, বেঁচু। আমার ধারণা, তোমাদের চাকু কোন মেয়েকে নিয়ে দোতলার ঘরে থাকে। মেয়েটা কে, বেঁচু?'

BanglaBook.org

বেঁচু বলল, 'পাগল হয়েছ তুমি! চাকু মেয়েটেয়ে পছন্দ করে না।'

'আমি দেখেছি, মা আর মোমেন ডাক্তার দোতলার ওই ঘরটায় প্রায়ই যায়। ব্যাপারটা কি তাহলে, বলো?'

'কিচ্ছু নয়!' বেঁচু রেগে উঠে বলল। 'চুপ কর বলছি!'

মীনাও রেগে উঠল। 'তোমার সাথে থেকে মহা ভুল করছি আমি! সবসময় ওই একই ধমক–চুপ কর বলছি!'

'আজে-বাজে বকলে ওই কথাই শুনতে হবে।' বেড রুমে চলে এল বেঁচু কথাটা বলে। ক্লাবে যাবার সময় উতরে যাচ্ছে। কাপড় পরতে শুরু করল সে। মীনা ঢুকল বেডরুমে। বেঁচুর দিকে তাকিয়ে থেকে জানতে চাইল, 'কতদিন হলো আছ তুমি রাক্ষুসী-মা'র দলে?'

'আবার শুরু করলে তুমি!'

'একশোবার শুরু করব। সব কথা আজ বলতে হবে আমাকে।'

বেঁচু তেড়ে এল মীনার দিকে। প্রচণ্ড একটা চড় মারল সে মীনার গালে। তারপর তাকে তুলে ধরে বিছানায় ফেলে দিল। মাথাটা ধরে ঠেসে দিল বালিশের সাথে। হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে রেলগাড়ির হুইসেলের মত চিৎকার করতে লাগল মীনা। বেঁচু ভ্রূক্ষেপ না করে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। ক্লাবে যেতে এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে তার।

বাড়িটার অপরপ্রান্তের রাস্তায় গাড়ির ভিতরে বসেছিল হায়দার। বেঁচুকে বাড়িটা থেকে বের হয়ে আসতে দেখল ও। একটা বুইক দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ির সামনে। তাতে চড়ে চলে গেল বেঁচু। হায়দার গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে ঢুকল বাড়িটার ভিতরে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল ও। দোতলায় কাউকে দেখতে না পেয়ে ইতস্তত করল কিছুক্ষণ। তারপর একটা ছোট ছেলেকে আসতে দেখে এগিয়ে গেল। মীনা বেগম কোথায় থাকে, জিজ্ঞেস করায় ছেলেটা কিছু বলতে পারল না। বেঁচুর নাম করে প্রশ্ন করাতে একটা দরজা দেখিয়ে দিল। হায়দার দরজায় টোকা দেবার আগে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখে নিল রিভলবারটা। তারপর টোকা দিল দরজার গায়ে।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করার পর আবার টোকা দিল হায়দার। এবারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না ভিতর থেকে। দরজা ঠেলে দেখল ও, খুলে গেল সেটা। অবাক হলো হায়দার। দরজা খোলা অথচ সাড়া দিচ্ছে না কেন মীনা বেগম? আবার জোরে জোরে আঘাত করল ও দরজার গায়ে।

তারপর মিনিট দুয়েক আরও কাটতে শব্দ শোনা গেল রুমের ভিতরে। আধখোলা দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে হাজির হলো দ্বারপ্রান্তে মীনা বেগম। খেপে আছে সে এখনও। চিৎকার করেই হায়দারকে ধমক দিল, 'কি চাই আপনার, শুনি? যান, দেখা করার সময় নেই আমার এখন!'

'আপনিই কি মীনা বেগম?' হায়দার নরম গলায় প্রশ্ন করল।

Bangla2Book.org

'বললাম তো, সময় নেই এখন আমার! যান।'

হায়দার তার মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ল, 'কিন্তু আমি যে চিত্র-পরিচালক শ্যামল গুপ্ত আর প্রযোজক হাবিবুর রহমানের কাছ থেকে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি?'

ছায়াছবির লাইনে এ দুটো নাম অতি বিখ্যাত। নাম দুটো অবশ্যই পরিচিত মীনার। থমকে গেল সে। তাকিয়ে রইল আশ্চর্য হয়ে হায়দারের দিকে। 'সত্যি বলছেন আপনি?'

হায়দার হেসে ফেলে বলল, পরিচালক শ্যামল গুপ্ত গতরাতে আপনার নাচ দেখেছেন। ওঁর ধারণা, সিনেমার নায়িকা হবার জন্যেই আপনার জন্ম। কাল রাতেই তিনি প্রযোজক হাবিবুর রহমানের সাথে আলাপ করেছেন আপনার সম্পর্কে। আরও আলাপ হবে ওঁদের মধ্যে। দু'জন যদি একমত হতে পারেন, তাহলে আপনাকে নায়িকা করে শ্যামল গুপ্ত একটা হিট ছবির শূটিং শুরু করার আশা রাখেন। তিনিই পাঠিয়েছেন আমাকে। প্রাথমিক আলাপটা করতে চাই আমি।'

'কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না···!' আনন্দে কথাটা শেষ করতেও পারল না মীনা। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি, সে ভাবল, আশ্চর্য তো, শ্যামল গুপ্তের মত নামজাদা চিত্র-পরিচালক আমার নাচ দেখে এতটা পছন্দ করে ফেলেছেন!

হায়দার বলল, 'এ ব্যাপারে যদি আপনার কোন আগ্রহ না থাকে তাহলে বরং চলি আমি।' পিছিয়ে এল হায়দার এক'পা।

মীনা তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, ভিতরে এসে বসুন!'

ড্রইং-রুমে নিয়ে গিয়ে বসাল মীনা হায়দারকে। সে ভাবছে, তাহলে তার এতদিনের আশা পূরণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে! মুখে ঝাঁটা বেঁচুটার, কাঁচকলা দেখিয়ে উপরে উঠে যাবে সে। দূর থেকে বুড়ো আঙুল চুষতে হবে তখন ভেড়াটাকে। সিনেমায় অভিনয় করবে সে তাহলে! সিনেমার লাইনে টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি। নায়িকাদের কয়েকটা করে গাড়ি থাকে। তারও থাকবে তাহলে!'

'আপনি পশ্চিম পাকিস্তানে সূটিং করতে রাজি তো? নাকি ঢাকা ছেড়ে যেতে অসুবিধে হবে?'

হায়দারের প্রশ্ন শুনে বড় বড় হয়ে উঠল মীনার চোখের পাপড়ি। 'পশ্চিম পাকিস্তান! পশ্চিম পাকিস্তানে শূটিং হবে! খুব যেতে পারব! প্যারাডাইস ক্লাবে তো সাপ্তাহিক চুক্তিতে নাচি আমি।'

'যাক, তাহলে কোন অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, বসুন দেখি, মীনা। এবার আপনাকে কয়েকটা কথা বলি।'

মীনা বাধ্য মেয়ের মত একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

'আজই দুপুরের পর আপনাকে একটা চুক্তি-পত্রে সই করতে হবে। আগামীকাল সকালে আপনাকে যেতে হবে শ্যামল গুপ্তের সাথে করাচী। আপত্তি

BanglaBook.org

াছে কোন?'

'না।' রুদ্ধশ্বাসে উত্তর দিল মীনা।

হায়দার পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, একটা কথা বলছি, মীনা, কিছু মনে করবেন না। আমরা আপনাকে নায়িকা হিসেবে দারুণভাবে পছন্দ করি। কিন্তু আপনার বন্ধু-বান্ধবদেরকে পছন্দ নয় আমাদের।'

মীনা চমকে উঠল। বলল, ' আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

'বলছি। আপনি যাদের কাজ করেন এবং যাদের সাথে ওঠাবসা করেন তারা ঠিক ভদ্রলোক নয় বলেই আমাদের ধারণা। উদাহরণ হিসেবে বেঁচু নামের লোকটাকেই ধরুন। মীনা, আপনাকে নায়িকা হিসেবে দাঁড় করাতে হলে প্রচুর বিজ্ঞাপন করতে হবে, কথাটা মনে রাখবেন। আপনার সব কিছু সম্পর্কে সাংবাদিকরা খোঁজ-খবর রাখবে। তারা পত্র-পত্রিকায় যা লিখবে তাই বিশ্বাস করতে বাধ্য পাঠক এবং সিনেমা-দর্শকরা। আপনার নামে বদনাম রটলে কেউ আপনাকে তাদের সিনেমায় চান্স দেবে না।'

মীনাকে শঙ্কিত দেখাল। একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, 'কিন্তু আমার বন্ধুরা তো আর আমার স্বামী নয়! একবার চান্স পেলেই হয়, ওদের সাথে সব সম্পর্ক ছেদ করব আমি।'

হায়দার বলতে শুরু করল, 'বেশ, খুব ভাল কথা। কিন্তু মাত্র ক'মাস আগেও আপনি কুখ্যাত গোপীর সাথে মেলামেশা করতেন এবং গোপী সম্পর্কে শহরময় এখনও একটা হৈ-চৈ লেগে রয়েছে। সাংবাদিকরা তার নামের সাথে আপনার নাম জড়িয়ে ফিচার লিখবে। আপনার সব আশায় ছাই পড়বে যদি কাগজে এই বিষয়ে লেখালেখি হয়।'

হতাশায় একেবারে মুষড়ে পড়ল যেন মীনা। 'আমি···আমি ভালভাবে চিনতামই না গোপীকে! ওর সাথে আলাপ হয়েছিল শুধু আমার, এতে কি ক্ষতি হবে?'

'দেখুন, মীনা, আমার সাথে আপনার খোলা মনে কথা বলা দরকার। গোপীর সাথে আপনার শুধু আলাপই ছিল না। আপনার ইতিহাস খানিকটা জানতে হয়েছে আমাদেরকে যেচে পড়েই। লাখ লাখ টাকা খরচ করে ছবি করব আমরা। নায়িকার অতীত-ভবিষ্যৎ না জানা থাকলে সব টাকাটাই বরবাদ হতে পারে আমাদের। এটাকে ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে মনে করবেন না, এই আমার অনুরোধ। এটা আমাদের কর্তব্য এবং স্বার্থের ব্যাপার। আমরা জানি, গোপীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আপনার। অথচ আপনি বলতে চাইছেন···'

মীনা একটু বিরক্ত হলো। বলল, 'সব জেনেশুনেও আপনার এখানে আসার দরকার ছিল কি তাহলে?'

হায়দার বলল, 'উত্তেজিত হবেন না, মীনা। সমস্যা যেমন আছে তেমনি তার সমাধানও আছে। জানি, আপনাকে চান্স দিতে হলে সমস্যার সৃষ্টি হবেই।

BanglaBook.org

কিন্তু সে সমস্যার সমাধানও করা সম্ভব। এখন, মীনা, শুনুন। আপনি যে বদ এবং সমাজবিরোধী লোকজনের সাথে সম্পর্ক রাখেন তা পরিষ্কার। কিন্তু এক্ষেত্রে করণীয় দাঁড়াচ্ছে কি? দেখুন, সবাই জানে, পৃথিবীবাসী ভালবাসে ভালবাসার পাত্রকে। মীনা, আপনিও পৃথিবীর চোখে ভালবাসার পাত্রী হতে যাচ্ছেন। আপনাকে একটা চমকপ্রদ গল্প বানিয়ে বলতে হবে কাগজের লোকদের সামনে। বলতে হবে, কিভাবে একটা কানাকড়ি না নিয়েই জীবন শুরু করতে হয়েছিল আপনাকে। বলতে হবে, কি ভয়ঙ্কর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এবং প্রতিকূল পরিবেশে নিজের মান-সম্মান বজায় রেখে কষ্টে-সৃষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন আপনি। বলতে হবে, গোপীর চালে এবং পৌরুষে কিভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেন আপনি তার প্রতি। বলতে হবে, গোপী যে একটা জাত-বদমাশ ছিল তা আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তারপর যখন তার কুৎসিত, জঘন্য, ঘৃণিত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল আপনার কাছে তখন কি ভীষণ ক্লান্ত এবং হতাশ হয়ে পড়লেন গোপীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে গিয়ে। বলতে হবে, বিলকিসকে নিয়ে গোপী যখন পালিয়ে গেল তখন আপনার কেমন ভয়ানক ক্রোধ জেগেছিল মনে। তারপর আরও বলতে হবে আপনাকে, গোপী আপনার জীবন থেকে দূর হতেই আপনি কিভাবে আদর্শ পরিবেশে ফিরে আসার চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু তার আগেই দেখা দিল আপনার জীবনে আর একটা দুষ্টগ্রহ। বেঁচু। বেঁচু আপনাকে বাধ্য করল তার সাথে ঘনিষ্ঠতা করতে। তারপর, শেষ পর্যন্ত, এল সিনেমায় অভিনয় করার অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব। ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্তাব লুফে নিলেন আপনি। আপনার অতীত জীবনকে ভুলে এখন থেকে শুরু করলেন আদর্শ এবং একজন খাঁটি শিল্পীর জীবন।'

মীনা সব কথা বুঝল না, বোঝার চেষ্টাও করল না। উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল সে, 'লোকে এসব গল্প বিশ্বাস করবে?'

হায়দার মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'হয়তো করবে। না করলে আপনার কোন আশা দেখতে পাচ্ছি না।'

মীনা নিরাশ হয়ে পড়ল।

হায়দার আবার বলল, 'পাঠক বিশ্বাস করবে কি করবে না সেটা প্রশ্ন নয়। সাংবাদিকরা বিশ্বাস করে যা লিখবে তারাও তাই বিশ্বাস করবে। আচ্ছা, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। দারুণ! চমৎকার হবে ব্যাপারটা! আপনার নাম সব দৈনিক কাগজের হেড-লাইনে ছাপা হবে তাহলে।'

'কি বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না আমি।'

'দেখুন, আপনার মাধ্যমে অর্থাৎ আপনার সাহায্যে যদি নিখোঁজ বিলকিসের সন্ধান পাওয়া যায়! কল্পনা করুন দেখি? কি দারুণ একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে দেশময়! টেলিভিশনের লোক আসবে আপনার সাক্ষাৎকার নেবার জন্যে। রেডিও থেকেও আসবে। সাংবাদিকরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকবে আপনার রুমের দরজায়। প্রতিটি কাগজে ছাপা হবে আপনার ছবি। শরীফ চৌধুরী মোটা অঙ্কের

BanglaBook.org

টাকা পুরস্কার দেবেন আপনাকে। এবং রাতারাতি কয়েকজন পরিচালক আপনাকে অফার দিয়ে বসবে তাদের ছবিতে অভিনয় করার জন্যে।'

'পাগল হয়ে গেল নাকি!' মীনা বলে উঠল। শক্ত হয়ে উঠেছে তার মুখের চেহারা। 'বিলকিসের সাথে আমার সম্পর্ক দেখলেন কোথায় আপনি? তার সম্পর্কে কিছু জানিই না আমি! হঠাৎ আপনার হলো কি?'

'কিন্তু আপনি গোপীকে জানতেন। আপনি যা যা জানেন সে সবই পুলিসকে জানালে পুলিস সন্ধান পেতেও পারে বিলকিসের।'

মীনার চোখ-জোড়ায় ফুটে উঠল কঠিন দৃষ্টি। 'ও, তাই বুঝি···? হয়তো গোপী আমাকে ফেলে পালিয়ে গেছে, কিন্তু তাই বলে তার পেছনে পুলিস লেলিয়ে দেবার কথা ভাবতেও পারি না আমি। কি ভেবেছেন আপনি আমাকে?'

হায়দার মীনার কথা শুনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি যদি নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা আদর্শ চরিত্রে রূপান্তরিত করতে না পারেন তাহলে আমরা অসহায়। সময় নষ্ট করলাম শুধু শুধু। যাক, কিছু মনে করবেন না। আপনার সাথে আলাপ করে দেখলাম, এই তো যথেষ্ট। শ্যামল গুপ্ত নিরাশ হবেন হয়তো। তবে নায়িকা তিনি ঠিকই খুঁজে পাবেন একটা না একটা। আচ্ছা, ধন্যবাদ, চলি এবার।'

'এক মিনিট দাঁড়ান।' হঠাৎ দ্রুত বলে উঠল মীনা। 'আমি যদি কিছু জানতাম অবশ্যই বলতাম আপনাকে, বিশ্বাস করুন! কিন্তু কিছুই জানি না আমি।'

'গোপীকে শেষবার কখন দেখেছেন আপনি?' সুযোগ বুঝে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল হায়দার।

'যেদিন দুর্ঘটনাটা ঘটে সেদিন দুপুরে। পোকা গোপীকে টেলিফোন করেছিল বিলকিসের হীরের হারটা সম্পর্কে। গোপী আমাকে বলল, হারটা বাগাবার জন্যে বাইরে যাচ্ছে সে।'

'গোপী বিলকিসকে কিড্‌ন্যাপ করার বিষয়ে কি বলেছিল আপনাকে?'

'কিচ্ছু বলেনি।'

'সেই শেষবার চলে যাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত গোপীর কাছ থেকে আর কোন খবর পাননি আপনি?'

মীনা ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'মানে, একবার সে ফোন করেছিল। সেদিন নয়, পরদিন। ফোন করেছিল বুড়ো ভুলুয়ার বাড়ি থেকে।'

হায়দার লম্বা এবং গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলল। শেষ পর্যন্ত তাহলে একটা খবরের মত খবর পাওয়া গেল। নতুন তথ্য, সন্দেহ নেই। 'ভুলুয়া! তার মানে, নিশিগ্রামের বুড়ো ভুলুয়া?'

'হ্যাঁ, সেই ভুলুয়া।' কথাটা বলেই হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠল মীনা। অস্থির, উত্তেজিত গলা শোনা গেল আবার তার, 'কিন্তু আপনি ভুলুয়াকে চিনলেন কিভাবে?'

BanglaBook.org

হায়দার বলল, 'ওদিকে যাওয়া-আসা আছে আমার। তাহলে গোপী ভুলুয়া কাছে গিয়েছিল? পুলিসকে কথাটা বলেননি আপনি?'

মীনা তাকিয়ে আছে হায়দারের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে। হঠাৎ প্রশ্ন করল সে 'আসলে আপনার পরিচয় কি? কে আপনি, বলুন? তাহলে এতক্ষণ ধরে মিছেকথা বলে ধোঁকা দিয়েছেন আমাকে···!'

হঠাৎ একটা শব্দ হতে দু'জনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দরজার দিকে বাইরের দরজা খুলছে কেউ। দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল পরক্ষণেই। এগিয়ে আসছে সেই শব্দ। তারপর, হঠাৎ খুলে গেল ভিড়ানো ড্রইং-রুমের দরজাটা।

বেঁচু রুমের ভিতরে পা রাখল।

'আমি মানি-ব্যাগটা ফেলে গেছি···'

কথাটা শুরু করেই থেমে গেল বেঁচু। হায়দারকে দেখল সে।

'মাপ করতে হয়···' হায়দার দ্রুতকণ্ঠে কথাটা বলেই ঘুসি বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেঁচুর ওপর। চোয়ালে ঘুসি খেয়ে দড়াম করে পড়ে গেল বেঁচু মেঝেতে মীনা বিদুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে গেল বেড-রুমের ভিতর। কিন্তু পিস্তল নিয়ে সে ফিরে আসার আগেই হায়দার অদৃশ্য হয়ে গেছে ঘর থেকে।

আস্তে আস্তে বেঁচু উঠে বসল মেঝের ওপর। চোয়ালে হাত বুলোচ্ছে সে তাকিয়ে আছে মীনার দিকে। তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে জানতে চাইল, 'কি হচ্ছিল, মীনা? মাগো, শালা ভেঙে দিয়ে গেছে আমার চোয়ালটা! খবরের কাগজের লোক এখানে কেন এসেছিল শুনি?'

মীনা তাকিয়ে আছে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে। 'খবরের কাগজের লোক!' চিৎকার করে উঠল সে বেঁচুর কথা শুনে।

মীনার আতঙ্ক দেখে ভয়ের একটা ধারা শিরদাঁড়া বেয়ে উপর দিকে উঠতে শুরু করল বেঁচুর। বেঁচু টের পাচ্ছে, তার ভবিষ্যৎ তার চোখের সামনেই ধ্বংস গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

দুপুরের খাবার সবেমাত্র খেয়ে উঠে হাত ধুচ্ছে রাক্ষুসী-মা। এমন সময় বেজে উঠল ফোনটা।

মোমেন ডাক্তার ছিল মা'র সাথেই। খাবার পালা চুকে গেছে তার আগেই। মদ পান করছিল সে অলস ভঙ্গিতে। ফোন বেজে উঠতেই রিসিভার তুলে নিল সে।

'আমি বেঁচু বলছি,' বেঁচুর উত্তেজিত স্বর ভেসে এল অপরপ্রান্ত থেকে, 'মা কোথায়?'

ডাক্তার মা'কে দিল রিসিভারটা। বলল, 'বেঁচু।'

মা রিসিভার একহাতে ধরে অন্য হাতটা দিয়ে মুখ মুছল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'বিপদ! ভীষণ বিপদ, মা! হায়দার আলীকে মনে আছে তোমার? "দৈনিক

BanglaBook.org

দেশ" পত্রিকায় চাকরি করত লোকটা? আমি যখন বাইরে ছিলাম তখন ওই লোকটা এখানে এসেছিল। ধোঁকা দিয়ে বলেছে, সিনেমায় অভিনয় করার ব্যবস্থা করে দিতে পারে সে মীনাকে, যদি মীনা তাকে খবর যোগাড় করে দেয় বিলকিস চৌধুরীর খোঁজ সম্পর্কে। মীনা তাকে জানিয়েছে, সে গোপীর কাছ থেকে শেষ খবর পেয়েছে ভুলুয়ার বাড়ি থেকে। হায়দার শালা নিশ্চয় ভুলুয়ার কাছে যাবে, মা!'

'কি' মা গর্জে উঠল। দেখতে দেখতে হিংস্র রাক্ষুসীর মত হলো চেহারা তার। ব, 'শুয়োরটাকে ভাল করে চিনি আমি। ভুলুয়ার কাছ থেকে সমস্ত খবর আদায় রে নেবে! হাজারবার বলেছি আমি বুড়োটাকে খতম করার কথা! কিন্তু...'

'সে জন্যেই ফোন করছি আমি, মা।' বেঁচুর কণ্ঠস্বর উত্তেজিত এবং কাঁপা-কাঁপা। শোনো মা, আমরা মীনার দোষ দিতে পারি না। আমরা যা জানি ও তা জানে না।'

'চলে আয় এখানে!' মা তীব্র কণ্ঠে হুকুম করল।

'শালা আমার চোয়াল ভেঙে ফেলেছে ঘুসি মেরে, মা,' বেঁচু বলল। 'জ্বর আসবে বোধ হয় আমার। এক কাজ করতে পারলে ভাল হত, তুমি না হয় লালকে পাঠাও...'

'কি করব তা আমার তোকে শিখিয়ে দিতে হবে না!' মা চিৎকার করে উঠে রিসিভার নামিয়ে রাখল সশব্দে।

ডাক্তার অসহায়ভাবে চেয়ে আছে মা'র দিকে। মা গর্জন করে উঠল, 'বসে আছো কেন! লাল, লোকু আর চাকুকে ডাকো...জলদি!'

ডাক্তার দ্রুত বের হয়ে গেল রুম থেকে। খানিকক্ষণের মধ্যেই লোকু আর লাল রুমে ঢুকল। দু'জনকেই হতভম্ব দেখাচ্ছে। ডাক্তার এল একটু পরে চাকুকে সাথে নিয়ে। বিরক্ত দেখাচ্ছে চাকুকে।

'শোন, আমরা হয়তো বিপদে পড়তে পারি,' মা বলল। 'বেঁচুর মাগীটা খবরের কাগজের একজন লোককে ভুলুয়ার কথা বলে ফেলেছে। লোকটা ভুলুয়ার সাথে কথা বলতে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। ভুলুয়াকে মারধর করলে পেটের কথা চেপে রাখতে পারবে না ও। তোরা তিনজন ছুটে চলে যা ওখানে। ভুলুয়াকে খতম না করে উপায় নেই। তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি পারিস। লোকটা তোদের আগে ভুলুয়ার কাছে পৌঁছুলে সর্বনাশ যা হবার হয়েই যাবে। তোরা গিয়ে লোকটাকে পেলে বাঁচিয়ে রাখবি না তাকেও, খতম করে ফিরবি। লাশ দুটো পুঁতে ফেলবি মাটিতে।'

লাল হতভম্ব হয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু কতই বা তাড়াতাড়ি যাব আমরা! চার-সাড়ে চার ঘণ্টার রাস্তা...!'

'যা বললাম শুনেছিস একবার!' মা বাঘিনীর মত গর্জে উঠল। ডেস্কের উপর প্রকাণ্ড এক থাবা মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল। চিৎকার করে বলল আবার, 'হায়দার

BanglaBook.org

আলী পৌছুবার আগেই যেমন করে হোক ওখানে যেতে হবে তোদেরকে। উড়িয়ে নিয়ে যাবি গাড়ি!'

চাকু আস্তে আস্তে এই প্রথম কথা বলল, 'আমি যাচ্ছি না, মা। ব্যাপার করার মত আরও কাজ আছে।'

মা ডেস্কের কাছ থেকে এগিয়ে এল। চোখের দৃষ্টিতে তার এমন উন্মত্ততা যে চাকুকেও পিছিয়ে আসতে হলো দু'পা। 'যেতেই হবে তোকে! ভেড়া বনে যাচ্ছিস তুই দিনকে দিন! যা, বেরো সবাই এখান থেকে।'

বিড়বিড় করতে করতে লাল আর লোকুর পিছু নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল চাকু।

মোমেন ডাক্তার মাকে ধীর কণ্ঠে বলল, 'ব্যাপারটা তাহলে কেঁচে যাবার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, না?'

'মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ! আর মেয়েমানুষ! এই মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ করেই সব দল সাবাড় হয়েছে। আমি ভেবেচিন্তে, খেটে-খুটে এতদিন ধরে কত সাবধানে থেকে সবদিক বাঁচিয়ে আসছিলাম—খানকী মাগী সব ফাঁস করে দিল!'

এদিকে লোকু আর চাকু ক্লাব থেকে বেরিয়ে গেল। লাল মাহবুবাকে একপাশে ডেকে নিয়ে এসে বলল, 'হঠাৎ কাজ পড়েছে একটা। প্রোগ্রামটা আজকের জন্যে বাতিল, কেমন খুকী?'

'খুকী বলছ আবার আমাকে!' রেগে উঠল মাহবুবা। ওকে আজ সিনেমায় নিয়ে যাবার কথা ছিল লালের।

লাল বলল, 'ন'টার মধ্যে ফিরে আসতে পারলে হয়। চলি।'

লাল দৌড়ে বের হয়ে গেল ক্লাব থেকে। লোকু আর চাকু ডজে উঠে বসেছে। লাল যোগ দিল তাদের সাথে। ছেড়ে দিল লোকু গাড়িটা।

মাহবুবা একটু ক্ষুণ্ন মনে দেখল ওদের চলে যাওয়া। সিনেমাটা মাঠে মারা গেল তার। ঠিক আছে, আজ না হয় কাল হবে, ভাবল মাহবুবা, যাবে কোথায় লাল? দুপুরের খাবার সময় হয়েছে ওর। খিদেও পেয়েছে বেশ। ওর আবার গ্যাস্ট্রিক আলসার আছে, অনেক বেছেবুছে খেতে হয়। ক্লাবে সাধারণত খায়ই না। খানিকটা দূরে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। মাহবুবার চেনা। সেখানে সে ঝাল এবং মশলাবিহীন তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পারে। ডোরম্যান তৌফিককে মাহবুবা বলল, 'ন'টার পর আসব আজ আমি, তৌফিক। একটু খেয়াল রেখো।'

তৌফিক হাসল। কুড়ি-বাইশ বছরের যুবক সে। ঘাড় ফিরিয়ে মাহবুবার নিতম্ব দেখতে দেখতে মাতোয়ারা হয়ে উঠল ও মনে মনে।

প্যারাডাইস ক্লাবের প্রাক্তন মালিক সিরাজউদ্দিন আহমেদ জানত, মাহবুবা কোন্ রেস্টুরেন্টে দুপুরবেলা খেতে যায়। ঠিক করেছে, ওই রেস্টেরেন্টেই আজ খাবে সে। সেই সাথে কথা বলার চেষ্টা করবে মাহবুবার সাথে। বলা যায় না, ওর কাছ থেকে এমন কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে যা রাক্ষসী-মা'র বিরুদ্ধে কাজে লেগে যাবে।

রেস্টুরেন্টের দিকে যাবার পথে সিরাজ আহমেদ দেখল ডজ গাড়িটা। লাল, লোকু আর চাকু রয়েছে গাড়িতে। ওভারটেক করে ছুটে গেল সেটা। অবাক হলো সে। কোথায় যাচ্ছে ওরা অমন ব্যস্তভাবে!

সিরাজ আহমেদ মাহবুবাকে একটা পর্দা-ঘেরা কেবিনের ভিতরে হাত-মুখ ধুয়ে বসে থাকতে দেখল। পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে অবাক গলায় সে বলে উঠল, 'আরে, মাহবুবা তুমি!

মাহবুবা বলল, 'সব খাবার খেতে পারি না, সিরাজ সাহেব। আমার গ্যাস্ট্রিক আলসার আছে।'

'বসতে পারি তো, মাহবুবা?'

মাহবুবা সিরাজ আহমেদকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ইঙ্গিতময় হাসিতে ভরে উঠল তার বড় মুখটা। বলল, 'মানা নেই, বসুন। কিন্তু বসতে পেলে শুতে চাইবেন না তো আবার?'

'চাইতেও পারি,' মাহবুবার পাশে বসে পড়ে সিরাজ আহমেদ হাসতে হাসতে বলল। 'কিন্তু চাইলেই তুমি কি শুতে দেবে?'

মাহবুবার জন্যে বিশেষভাবে রাঁধা খাবার দিতে এল বয়। সিরাজ আহমেদ বিরিয়ানীর অর্ডার দিল নিজের জন্যে। বয় চলে যেতেই বলল, 'ধরে নাও আজ তোমাকে খাওয়াচ্ছি আমি, বিল আমিই দেব।'

'আমার পয়সা বাঁচিয়ে দিলেন?'

'না, না। যাক, ক্লাব কেমন চলছে তোমাদের? সব ঠিকঠাক মত তো?'

মাহবুবা বলল, 'চলছে বটে! প্রচুর কামাচ্ছে ওরা, বুঝলেন। কিন্তু পয়সা দেবার বেলায় পুঁটিমাছের জান হয়ে যায় ওদের। মোটে দেড়শো টাকা দেয় আমাকে। কি হয় তাতে? জানেন, বকশিশের পয়সা দিয়ে ইউনিফর্ম ধোলাই খরচ চালাতে হচ্ছে আমাকে!'

সিরাজ আহমেদ বলল, 'বলো কি তুমি! মাত্র দেড়শো টাকা দেয়! তোমার যা দেহ তাতে দিনে দেড়শো টাকা কামানো দরকার তোমার।'

মাহবুবা রাগে লাল হয়ে তাকাল সিরাজ আহমেদের দিকে। বলল, 'আমি যদি ওধরনের মেয়ে হতাম তাহলে আর রাক্ষুসী-মা'র ওখানে চাকরি নিতাম না। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমাকে ঠকাবে না, এখন দেখছি চুষে ফেলতে চায় আমাকে।'

আর কোন কথা না বলে খাওয়া শেষ করল ওরা। হাত-মুখ ধুয়ে আবার বসল পাশাপাশি। হঠাৎ সপ্রতিভ গলায় সিরাজ আহমেদ বলে উঠল, 'আমার এখন অনেক সময় আছে হাতে। তোমার সম্পর্কে খানিক আলাপ করা যেতে পারে এই সুযোগে। আচ্ছা মাহবুবা, দেড়শো টাকায় তো তোমার চলে না, উপরি দেড়শো-দুশো টাকার একটা কাজ পেলে করবে তুমি?'

মাহবুবা সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। 'কি কাজ?'

সিরাজ আহমেদ মাহবুবার হাতের উপর হাত রাখল। বলল, 'তুমি যা

BanglaBook.org

ভাবছ, তা নয়। এটাকে বিজনেস বলতে পারো। এক কাজ করো না, তুমি ন হয় আমার বাড়িতে চলো? ওখানে এ ব্যাপারে আলাপ করা যাবে।'

'না,' এককথায় জবাব দিল মাহবুবা।

সিরাজ আহমেদকে ক্ষুণ্ন দেখাল। বলল, 'তুমি ভুল বুঝছ আমাকে, মাহবুবা। সত্যি সত্যি তোমার ভালোর জন্যেই কথাটা বলছি আমি। তোমাকে চিনি বলেই আমি চাই, প্রতি হপ্তায় দেড়শো করে টাকা বেশি কামাই করো তুমি। কিন্তু তোমার যদি টাকার দরকার না থাকে...'

'প্রত্যেক হপ্তায় দেড়শো টাকা!' মাহবুবা নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠেছে ওর চোখ জোড়া, 'তাহলে আমি রাজি। কিন্তু আলাপ করার জন্যে এই জায়গাটাই ভাল লাগছে আমার।'

সিরাজ আহমেদ ঘন ঘন মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আলাপের বিষয়টা গোপনীয়। ঠিক আছে, ভুলে যাও ও কথা। অন্য কোন মেয়ে খুঁজতে হবে আমাকে। তোমাকে দিয়ে করানো যাবে না, বুঝতে পারছি।'

পর্দা সরিয়ে বয়কে বিল নিয়ে আসতে বলল সিরাজ আহমেদ। বয় বিল নিয়ে আসতেই পকেট থেকে একশো টাকার আর পঞ্চাশ টাকার কয়েকটা নোট বের করল সে ইচ্ছে করেই। মাহবুবা যাতে দেখতে পায় সে জন্যে টাকাগুলো টেবিলের উপর রেখে এক টাকার নোট বের করার জন্যে আবার পকেটে হাত ঢোকাল।

বিলের টাকা নিয়ে বয় চলে যেতে টেবিলের টাকাগুলো তুলে নিয়ে পকেটে ভরল সিরাজ আহমেদ। আড়চোখে দেখে নিয়েছে সে, মাহবুবা চকচকে চোখে দেখছিল নোটগুলোর দিকে। সিরাজ আহমেদ মাহবুবার দিকে চেয়ে বলল, 'চলি তাহলে?'

'এই যে, দাঁড়ান না খানিক! আচ্ছা, বলুন তো আপনার বাড়ি কতদূরে? যেতে যখন হবেই... '

'এই তো কাছেই। দু'মিনিট লাগবে আমাদের।'

একটু ইতস্তত করল মাহবুবা। তারপর উঠে দাঁড়াল সে। বলল, 'কাজের কথা হয়ে গেলেই চলে আসব কিন্তু আমি। কাজের কথা ছাড়া আর কিছু নয় তো?'

'না, আর আবার কি হতে পারে!' মিথ্যেকথা বলল সিরাজ আহমেদ।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সিরাজ আহমেদের বাড়ি খুব দূরে নয় অবশ্য। তিন মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা। মাহবুবা সিরাজ আহমেদের সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো বিরাট ড্রইংরুম-কাম-বেডরুম দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সেগুন কাঠের ফার্নিচার। পুরনো, কিন্তু দামী কার্পেট পাতা মেঝেতে। ডিভানে ঘেঁষাঘেঁষি না করেই শোয়া যাবে পাঁচজন। মাহবুবা ডিভানের কাছে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'বাহ্, একা মানুষ আপনি অথচ এত বড় ডিভান যে। আপনি কিন্তু খুব শৌখিন লোক সাহেব।'

BanglaBook.org

সিরাজ আহমেদ বলল, 'আমার শৌখিনতার কি আর এমন দেখলে! তুমি পাগল হয়ে যাবে ওই বিছানায় কত কি কাণ্ড ঘটেছে শুনলে।'

মাহবুবা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। সিরাজ আহমেদ মুচকি হেসে ক্যাবিনেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুটো গ্লাসে হুইস্কি ভরল সে। মাহবুবাকে বলল, 'এদিকে এসো, সুন্দরী। কাজের কথা হোক এবার।'

মাহবুবা একটা আরাম কেদারায় এসে বসল। এতই নরম কেদারার গদিটা যে মাহবুবার স্বাস্থ্যবতী দেহটা ডুবে গেল প্রায়। সিরাজ আহমেদ হুইস্কির গ্লাসটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পা তুলে বসো না অসুবিধে হলে!'

গ্লাস হাতে নিয়ে পা তুলেই বসল মাহবুবা। মাথার চেয়ে পায়ের ভাঁজ-করা হাঁটু দুটো উঁচু হয়ে রইল ওর। সালোয়ার পরনে ওর। সিরাজ আহমেদ ড্যাব-ড্যাবে চোখে চেয়ে রইল মাহবুবার উরু দুটোর দিকে। কদলীকাণ্ড একেই বলে।

'বলুন এবার।' মাহবুবা সিরাজ আহমেদের লোভাতুর দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে আরও উঁচু করে রাখল পা দুটো। গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকাল সে। বলল, 'বড্ড ঝাঁঝ! কি দিলেন আমাকে? স্কচ নেই বুঝি, ভাল স্কচ?'

'দিচ্ছি, তোমার জন্যে সব আছে আমার ঘরে।' মাহবুবার কাছ থেকে গ্লাসটা নিয়ে ক্যাবিনেটের কাছে গেল সিরাজ আহমেদ। চার ইঞ্চি হুইস্কি ভরে নিয়ে এসে দিল সে। মাহবুবার অপর দিকে, মুখোমুখি বসল। তারপর বলতে শুরু করল, 'আমি একটা স্মার্ট মেয়ে খুঁজছি, যে আমাকে কিছু তথ্য যোগাড় করে দিতে পারবে। ব্যাপারটা বিশেষ গোপনীয়, মাহবুবা। আমি রাক্ষুসী-মা'র দল সম্পর্কে কৌতূহলী। ওদের সঙ্গেই আছ তুমি। তুমি ইচ্ছে করলে যোগাড় করে দিতে পারো যে তথ্যগুলো দরকার আমার।'

মাহবুবার ভাল মনে হলো না ব্যাপারটা রাক্ষুসী-মাকে ভয় করে সে। মা'র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করাটা ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিতে পারে। হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ভাবতে লাগল সে। কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে ভাবার ক্ষমতা নেই তার।

তার উপর সিরাজ আহমেদ বলে উঠল, 'তোমার যদি ভাল না লাগে তাহলে থাক, মাহবুবা। ছাড়ো ওটা। আমি ওই কাজের বদলে তোমার জন্যে অন্য কোন কাজের ব্যবস্থা করব না হয়। তবে তথ্যগুলো তুমি যদি দিতে পারো তাহলে আমার এক বন্ধুর ফার্মে তোমাকে এক ঘণ্টার কাজের বিনিময়ে হপ্তায় একশো থেকে দেড়শো টাকা রোজগার করার নিশ্চয়তা দিতে পারি।'

'কি ধরনের তথ্য চাইছেন শুনি?' সতর্ক হয়ে প্রশ্ন করল মাহবুবা।

'রাক্ষুসী-মা ক্লাবটা হাতে নেবার পর থেকে একদিনের জন্যেও ভিতরে ঢুকতে পারিনি আমি। এমন কিছু বে-আইনী কাণ্ড ঘটে ওখানে?'

'ঘটে, প্রচুর ঘটে।' মাহবুবা মাথা দুলিয়ে বলল। 'পুলিস হামলা করলেই কেটে পড়ব আমি।'

সিরাজ আহমেদ আগ্রহী হয়ে উঠল। বলল, 'হেঁয়ালী রাখো। খুলে বলো

দেখি, কি বে-আইনী কাণ্ড ঘটছে ওখানে?'

মাহবুবা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, 'ইস্, অত সহজ মেয়ে মনে করবেন না যেন আমাকে! দাম দিতে হবে, তবে কথা বিক্রি করব, বুঝলেন মিস্টার?'

সিরাজ আহমেদ পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে গুঁজে দিল মাহবুবার হাতে। বলল, 'তোমাকে আমি খুব ভাল মেয়ে বলে মনে করি, মাহবুবা। এবার বলো তো।'

মাহবুবা তার দ্বিতীয় গ্লাসের হুইস্কিতে শেষ চুমুক দিল। শরীর তার কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। সিলিঙের দিকে চোখ মেলে মুখ খুলল সে, 'চরকি ছাড়াও হরেক রকম জুয়া খেলার রূম আছে একটা। জুয়া খেলা বে-আইনী নয়? আর উপরতলায় ওরা রূম ভাড়া দেয় যাঁরা বেশ্যা মাগী বা গাপ্-করা মেয়ে নিয়ে থাকতে চায় রাতে তাদেরকে, বে-আইনী এটাও। এসব ছাড়াও আপনাকে আর একটা ব্যাপার বলছি, ক্লাবের সব দরজায় স্টীলের পাত লাগানো এবং জানালায় স্টীলের শাটার। যদি কখনও পুলিস চড়াও হয় ক্লাবে, জানালা-দরজা বন্ধ করে ফেলবে ওরা। ভেঙে-চুরে ভিতরে ঢুকে পুলিস দেখতে পাবে না কাউকেই।'

সিরাজ আহমেদ হতাশ হলো। মাহবুবা যা বলল তার সবই ওর জানা। সে অন্যভাবে চেষ্টা করল এবার, 'বলো দেখি—চাকু, লোকু আর লাল কোথায় গেল গাড়ি নিয়ে ঘণ্টা দেড়েক আগে?'

মাহবুবা এক পায়ের উপর অন্য পা'টা আড়াআড়িভাবে রাখল। সিরাজ আহমেদ যেখানে বসে আছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে অনেক কিছুই। মাহবুবা বলে উঠল, 'ওরা কোথায় গেছে আমি জানি না। লাল আমাকে বলল, কাজ পড়েছে হঠাৎ।' একটু থেমে মাহবুবা ঢেকুর তুলে বলল, 'হুস্! স্কচ বড় কড়া। লাল অবশ্য আমাকে বলেছে ন'টার আগে ফিরবে না ওরা। দেবেন আর একটু?'

গ্লাস বাড়িয়ে দিল মাহবুবা। সিরাজ আহমেদ গ্লাসটা ভরে এনে বলল, 'আচ্ছা, মনে করার চেষ্টা করো তো, ধরা বাঁধা কাণ্ড ছাড়া আর কিছু ঘটেছে কিনা? অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত বলে মনে হয়, এমন কিছু?'

মাহবুবা ব্যগ্রভাবে গ্লাসটা নিল সিরাজ আহমেদের হাত থেকে। ছলছল করতে শুরু করেছে তার চোখ-জোড়া। মদ খেলে এমনই হয় তার। সিরাজ আহমেদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না সে আর। বুকের ভিতরটা কেমন যেন তোলপাড় করছে। উত্তেজনা বোধ হচ্ছে। গ্লাসের দিকে চেয়ে থেকে বলল সে, 'বলছি আপনাকে একটা বিশেষ কথা, বুঝলেন? কড়া একটা মেয়ে মানুষ আছে চাকুর।'

সিরাজ আহমেদ মাথা নেড়ে বলল, 'না, তা কখনও হয় নাকি? চাকু নয়। মেয়েটেয়ে চাখে না চাকু। ওসব বালাই নেই ওর, ও হয়তো পারেই না আসলে। অন্যকিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করো তুমি।'

সিরাজ আহমেদের দিকে তীক্ষ্ণ ছলছলে চোখে তাকিয়ে মাহবুবা বলে উঠল,

BanglaBook.org

'তার মানে, মিথ্যেকথা বলছি আমি, বলতে চান? আমি আবার বলছি, চাকু একটা মেয়েমানুষকে দোতলার একটা রূমে তালাবদ্ধ করে রাখে।'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল সিরাজ আহমেদ। তাহলে কি সে যে ধরনের তথ্য চাইছে এটা তেমন কিছুরই পূর্বাভাস! জিজ্ঞেস করল সে, 'কেন চাকু তালাবদ্ধ করে একটা মেয়েকে দোতলায় রাখতে যাবে?'

মাহবুবা নিজের মাথাটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, 'চাকু কি আমাকে বন্দিনী করে রাখে যে আমি জানব? না সাহেব, ছুঁড়ীটার জন্যে কেন যেন মায়া হয় আমার। চাকু তাকে ছেড়ে একমুহূর্তের জন্যেও বাইরে কোথাও থাকে না। সারাদিন ওই ঘরের ভিতরে দু'জন!'

সিরাজ আহমেদ বিশ্বাস করছে। বলল, 'মেয়েটাকে তুমি নিজের চোখে দেখেছ কখনও?'

'মাত্র একবার। রোজ রাতের বেলা ক্লাব খোলার আগে চাকু ছুঁড়ীটাকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়। বেশিক্ষণ থাকে না। দু'তিন মিনিট মাত্র। একদিন ক্লাব খোলার অনেক আগে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমি। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে সময় ঠিক করতে পারিনি। সেদিনই দেখেছিলাম ছুঁড়ীটাকে। চাকু আর সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল। কিন্তু ছুঁড়ীটাকে ভাল করে দেখা হয়নি আমার। কেননা, ওই রাক্ষুসী-মা আমাকে ধাক্কা দিয়ে লেডিস-রূমে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল দরজা। রাক্ষুসী যে কোথা থেকে এসে আমার ওপর পড়ল বুঝতেই পারিনি।'

'মেয়েটা দেখতে কেমন বলো তো?' সিরাজ আহমেদ জিজ্ঞেস করল।

মাহবুবা ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠার চেষ্টা করল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'কেন, প্রেম করবার সাধ জাগছে বুঝি? সালোয়ার-কামিজ পরেছিল, মাথায় ওড়না বেঁধেছিল আবার ঢং করে। মুখটা দেখতেই পাইনি আমি। কিন্তু আজব একটা বৈসাদৃশ্য ছিল ছুঁড়ীর ভাবভঙ্গিতে। কেমন যেন খাপছাড়া পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছিল ও। চোখে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছিল না।'

'রাক্ষুসী-মা সব তাহলে জানে?'

'নিশ্চয়। ডাক্তারও কিছু কম জানে না। রোজ ছুঁড়ীটার রূমে ঢোকে।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল সিরাজ আহমেদ। তথ্যটার মূল্য অসীম, মনে হলো তার। বলল, 'মেয়েটাকে দেখতে চাই আমি, কিভাবে দেখা যায় বলো তো?'

নেশার ফলে পাগলিনীর মত দেখাচ্ছে মাহবুবাকে। জড়িত কণ্ঠে সে বলল, 'আপনার পায়ে ধরে মানা করব না আমি। রাত দশটা-এগারোটার মধ্যে ক্লাবের আশপাশে ঘুরঘুর করুন, ছুঁড়ীকে আর চাকুকে হাঁটতে দেখতে পাবেন।'

সিরাজ আহমেদ বলল, 'ক্লাবের তো একটাই দরজা, না? ওই দরজা দিয়েই বেরোয় ওরা?'

মাহবুবা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। রূমটা আস্তে আস্তে দুলছে, পানির জাহাজ যেমন ঝড়ের কবলে পড়ে দোলে। মাথা স্থির করে রাখার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'না, মেইন-গেট ছাড়াও রাস্তা আছে একটা। চোরা-পথটা

BanglaBook.org

কোন্‌দিকে, জানেন মিস্টার? অয়্যার-হাউসের পশ্চিমদিকের সর্বশেষ কোণে। ছোট একটা দরজা আছে। দরজার ভিতর দিয়ে সিঁড়ি। ওই সিঁড়ি দিয়েই নামে চাকু আর ছুঁড়ীটা।'

সিরাজ আহমেদ হাসল। না, তার টাকা বরবাদ যায়নি। 'তুমি খুবই কাহিল হয়ে পড়েছ দেখছি, মাহবুবা,' মাহবুবার বুক আর উরুতে চোখ বুলিয়ে বলল সে, 'এসো সুন্দরী, এসো, শুইয়ে দিই তোমাকে।'

'মদে কিছু মিশিয়ে দিয়েছেন আপনি, বদমাশ!' ঢুলুঢুলু চোখে হাসতে চেষ্টা করে বলল মাহবুবা।

সিরাজ আহমেদ তাকে ধরে চেয়ার থেকে নামাল। মাহবুবা পড়ে যাচ্ছিল। সিরাজ আহমেদ জড়িয়ে ধরল তাকে। মাহবুবা বলে উঠল, 'আমি কেমন উড়তে পারি দেখতে পাচ্ছেন!'

সিরাজ আহমেদ ঘড়ি দেখল। তিনটের কিছু বেশি। মাহবুবাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল সে। ডিভানের উপর নামিয়ে রাখল যৌবন-ভারাক্রান্ত পেলব দেহটা।

'সেই পুরনো, সেই পুরনো ঘটনা···!' মাহবুবা চোখ বন্ধ করে বলে উঠল, 'বলেছেন, কাজের কথা ছাড়া আবার কি থাকতে পারে? কিন্তু এই সাহেব, এটা কি কাজের কথা হচ্ছে?'

সিরাজ আহমেদ মাহবুবার ওড়নাটা সরিয়ে নিল বুকের উপর থেকে। তারপর উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা-জানালা। নাহ্, তাও মনঃপূত হলো না। জ্বালিয়ে দিল সে জিরো পাওয়ারের সবুজ বাল্বটা। সব কাজেরই নির্দিষ্ট একটা পরিবেশ দরকার।

দুই

বেলা চারটের সময় কাঁচা রাস্তাটায় পৌঁছে গেল হায়দার। এই রাস্তাটাই সোজা চলে গেছে বুড়ো ভুলুয়ার বাড়ি। প্রচণ্ড বেগে গাড়ি চালাতে হয়েছে ওকে। সন্দেহ-প্রবণ মন ওর। রাক্ষুসী-মা'র দলের কেউ না কেউ এসে পড়তে পারে তার পিছু পিছু।

শহর ছাড়ার আগে কথা বলেছে সে ফিরোজার সাথে ফোনে। ফিরোজাকে বলে এসেছে, 'আমি ভুলুয়ার কাছে যাচ্ছি। ইন্সপেক্টর বোরহানকে কথাটা বলবে একটুও দেরি না করে। ভুলুয়ার বাড়িতে যত তাড়াতাড়ি পারে চলে যায় যেন সে।'

ফিরোজা আতঙ্কিত কণ্ঠে বলেছিল, 'তোমার দোহাই, হায়দার, একা যেয়ো না তুমি! ইন্সপেক্টরকে নিয়ে একসাথে যাও না দু'জনে?'

BanglaBook.org

'কোন ভয় নেই। বোরহানকে বলবে এখুনি,' বলেই ফোন ছেড়ে দিয়েছিল হায়দার।

গাড়ি চালাতে চালাতে দু'পাশের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি জাগল হায়দারের মনে। ফিরোজা হয়তো ঠিকই বলেছিল, জনমানবহীন এই নিঝুম জঙ্গলে কখন কি ঘটে কে জানে। দু'জন হলে এই অস্বস্তি-বোধ জাগত না।

ভুলুয়ার বাড়ি খানিকটা দূরে থাকতেই গাড়ি রাস্তা থেকে নামিয়ে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে এল হায়দার। ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে পড়ল সে। রাস্তায় ফিরে এল হেঁটে। রাস্তা থেকে গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না আর। সন্তুষ্টচিত্তে হাঁটতে শুরু করল ও।

রিভলবারটা বের করল হায়দার। সেফটি-ক্যাচ সরিয়ে তৈরি করে রাখল অস্ত্রটা। ও জানে, রাক্ষুসী-মা'র দল তার আগে ভুলুয়ার বাড়িতে পৌঁছুতে পারে না। তা সত্ত্বেও সতর্ক হতে বাধা কি?

দুশো গজ দূর থেকেই জায়গাটা পরিষ্কার দেখতে পেল হায়দার। গাছ-পালা ঝোপ-ঝাড় নেই বলে ফাঁকা। মন্থর করল হায়দার হাঁটার গতি। নিঃশব্দ পায়ে চোখ-কান সজাগ রেখে এগোচ্ছে।

হায়দার ফাঁকা মত জায়গাটার শেষ মাথায় সন্তর্পণে এসে দাঁড়াল, একটা গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে। দেখা যাচ্ছে কাঠের দোতলা বাড়িটা।

বুড়ো ভুলুয়া বাড়িতেই আছে, বোঝা গেল। দরজা খোলা, আর সেই দরজা দিয়ে পাতলা ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

রিভলবার ধরা হাতটা আড়াল করে পা বাড়াল হায়দার। শুকনো ঘাসের উপর দিয়ে সন্তর্পণে একপা একপা করে এগোচ্ছে। দরজাটার পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কান পাতল।

বুড়ো ভুলুয়া আপন মনে বিড়বিড় করছে। হায়দার সামনে এগোল। দরজা পেরিয়ে পা রাখল মেঝেতে।

পিছন ফিরে বসে রয়েছে ভুলুয়া। স্টোভের উপর ঝুঁকে পড়েছে সে। পচা মাছ ভাজা হচ্ছে স্টোভে। দুর্গন্ধে নাক কুঁচকে গেল হায়দারের। দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নোংরা ঘরটা দেখে নিল ও। গান-র‍্যাকে একটা রাইফেল আর একটা রিভলবার রয়েছে, দৃষ্টি এড়াল না হায়দারের। কিন্তু ভুলুয়ার আওতার বাইরে র‍্যাকটা।

ঘরের ভিতরে ঢুকল হায়দার। হাতে রিভলবার। 'কেমন আছ, ভুলুয়া?'

চমকে উঠল ভুলুয়া। সাথে সাথে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সিধে হলো সে। হায়দারের হাতে রিভলবার দেখে ঘাবড়ে গেছে। ছলছলে চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

'ভয় পেয়ো না। মনে পড়ে আমাকে, ভুলুয়া?'

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বুড়োর। হাঁপিয়ে উঠেছে যেন। ঢোক গিলে বিস্মিত গলায় বলে উঠল, 'হাতুড়ি তাক করার মানে কি ঘরের ভিতরে ঢুকে?'

BanglaBook.org

হায়দার নিচু করল রিভলবারের নাক। আবার বলল, 'চিনতে পারছ আমাকে?'

ভুলুয়া শঙ্কিত হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বলল, 'খবরের কাগজের লোক আপনি, না?'

'ঠিকই চিনতে পেরেছ। বসো, ভুলুয়া। তোমার সাথে কথা আছে আমার।'

ভুলুয়া একটা কাঠের বাক্সের উপর বসল। বসে বসেই নিভিয়ে দিল স্টোভটা।

'শোনো, ভুলুয়া। তুমি হয়তো বিরাট একটা বিপদে জড়িয়ে পড়বে। কয়েক বছরের জেল হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তুমি নিশ্চয় তা চাও না, চাও কি? কোন হাঙ্গামা পোহাতে হবে না তোমাকে, শুধু যদি আমার কথা শোনো। তুমি আমার উপকার করলে আমি তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করব। আমি কিছু তথ্য চাই। খবর চাই।'

ভুলুয়ার উত্তেজনা কমে আসছে। হায়দারের কথা শুনে বলল, 'কিসের খবর? কিসের তথ্য? কিছুই জানি না আমি। আপনার এখানে আসাটা ভাল লাগছে না আমার। আমি একা থাকতে চাই।'

'গোপী আর তার দল তিনমাস আগে এখানে এসেছিল, তাই না ভুলুয়া?'

শিউরে উঠল ভুলুয়া। ছোট ছোট চোখ মেলে দিশেহারার মত এদিক-ওদিক তাকাল সে। তারপর হায়দারের দিকে দৃষ্টি ফেলেই চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি গোপী-টোপী সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

'এই বুড়ো,' হায়দার দ্রুতকণ্ঠে বলল, 'মিথ্যে কথা বলে পার পাবে না তুমি। ওদের সাথে শরীফ চৌধুরীর মেয়ে বিলকিস চৌধুরী ছিল। গোপী এখান থেকে তার সঙ্গিনীকে ফোন করেছিল। সব ফাঁস করে দিয়েছে সে। যতটুকু মনে হয়, সে শুধু কথাগুলো আমাকেই বলেছে। কিন্তু পুলিসকে যখন বলে দেবে তখন কি হবে, ভাবতে পারছ? মাথায় মুগুর পড়বে তোমার। সব কথা স্বীকার না করা পর্যন্ত কিল-ঘুসি-লাথি-চড়-বেত সইতে হবে তোমাকে এই বুড়ো বয়সে। তারচেয়ে এখন ভালয় ভালয় সব কথা বিনা ঝামেলায় বলে ফেলো। বলো, গোপীরা এখানে এসেছিল?'

ইতস্তত করতে দেখা গেল ভুলুয়াকে। তারপর ভয়ে ভয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল সে, 'হ্যাঁ, গোপী, পোকা আর সিদ্দিক মিয়া বিলকিসকে নিয়ে এসেছিল এখানে। বেশিক্ষণ ছিল না ওরা। দশ মিনিটের বেশি নয়। এখানে থাকতে দিতে রাজি হইনি আমি। উত্তেজিত মনে হচ্ছিল ওদেরকে। গোপী ফোন করেছিল তার মেয়েমানুষটাকে। তারপরই চলে গিয়েছিল সকলে। কোথায় গেছে তা আমি জানি না।'

কিন্তু এমন ভঙ্গিতে কথাগুলো শেষ করল ভুলুয়া যে, হায়দার বুঝল, সত্যিকথা বলছে না সে। নরম গলায় বলল ও, 'ভাল কথা, ভুলুয়া। তুমি বেঁচে যাবে বিপদ থেকে। কিন্তু ওরা কোথায় গেছে এখান থেকে সেটা তোমার না

BanglaBook.org

জানাটা ভাল শোনাচ্ছে না। শরীফ চৌধুরী টাকা দেবার কথা দিয়েছে খবরের বদলে। তুমি ইচ্ছে করলে তথ্য দিয়ে দশ হাজার টাকা কামাতে পারো।'

ভুলুয়া ঢোক গিলল কয়েকবার। আজ তিনমাস হয়ে গেল গোপী, পোকা আর সিদ্দিক মিয়াকে মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলেছে সে। বেঁচু বলেছিল, তাকে টাকা পাইয়ে দেবে রক্ষুসী-মাকে বলে। কিন্তু রাক্ষুসী-মা টাকা দেয়নি। শরীফ চৌধুরীর দেওয়া পাঁচলাখ টাকা রাক্ষুসী-মা ওদুদ ওস্তাদজীকে দিয়ে বিনিময়ে আড়াই লাখ নিয়েছে। ওদুদ ওস্তাদজীও বলেছিল, তাকে কিছু টাকা দেবে। কিন্তু সে-ও দেয়নি একটা পয়সা। সবাই মিলে ঠকিয়েছে তাকে। খিঁচড়ে গেছে তার মন ওদের নিমকহারামি দেখে। 'দশ হাজার টাকা! কিন্তু বিশ্বাস কি ওই টাকা আমি পাবই?'

হায়দার বলল, 'তুমি যাতে টাকাটা পাও সে ব্যবস্থা করব আমি, অবিশ্বাস কোরো না।'

দরকার নেই, ভাবল ভুলুয়া, রাক্ষুসী-মা'র দলের বিরুদ্ধে কথা বলা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। জানেই খতম করে ফেলবে ওরা। হায়দারের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল ভুলুয়া। বলল, 'আমি কিচ্ছু জানি না।'

'মিথ্যেকথা বলছ!' হায়দার কথাটা বলেই ভুলয়ার দিকে পা বাড়াল। কাছাকাছি এসে ও বলল, 'তোমার কাছ থেকে কথা আদায় করার জন্যে মারধর করতে হবে আমাকে? এই এভাবে···?' প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় মারল হায়দার ভুলুয়ার মাথার পিছনে। ভুলুয়া পড়ে যেতে যেতে কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে।

'সত্যি কথা বলো, তা না হলে খাল তুলে নেব তোমার! গোপী কোথায়? কথা বলে হয় তুমি দশ হাজার টাকা কামাও, নয়তো মার খেয়ে মরো আমার হাতে। জানি না বললে রেহাই নেই।'

ভুলুয়া কাঁদকাঁদ গলায় বলল, 'আমি কিচ্ছু জানি না! আপনার যদি জানার দরকার থাকে আপনি রাক্ষুসী-মা'র দলকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। ওরাও ওই সময় এসেছিল এখানে। ওরা গোপীকে খতম করে···'

'রাক্ষুসী-মা'র দল!'

চমকে উঠল হায়দার। 'গোপীকে খতম করল কিভাবে?'

কিন্তু হায়দারের কথা শুনছিল না ভুলুয়া। দৃষ্টি তার হায়দারের পিছনে খোলা দরজার দিকে। তার মুখের চেহারায় যে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ফুটে উঠেছে তা দেখে শিউরে উঠল হায়দারের সর্বশরীর।

হায়দার ঘাড় ফিরিয়ে বিদ্যুৎবেগে তাকাল পিছনদিকে। দেখল, একটা ছায়া পড়েছে খোলা দরজার পাল্লায়। ছায়াটা একটা মানুষের এবং ছায়ার হাতে একটা থম্পসন মেশিনগান।

পরক্ষণেই ঘটতে শুরু করল ভীষণ এক কাণ্ড!

হায়দার তড়াক করে লাফ দিল। ভুলুয়ার মাথার উপর দিয়ে পাঁচ হাত দূরে

BanglaBook.org

গিয়ে পড়ল ও। গড়াতে গড়াতে সরে গেল বিরাট একটা লোহার ট্র্যাঙ্কের আড়ালে। পরমুহূর্তেই ভয়ানক গর্জন শুরু হলো থম্পসন মেশিনগান থেকে।

এক পশলা বুলেট তলপেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল ভুলুয়ার। ধাক্কা খেয়ে বুড়ো লোকটা পিছিয়ে গিয়েই আছড়ে পড়ল মেঝেতে। ডান পা'টা একটু নড়ল আক্ষেপে। তারপর স্থির হয়ে গেল দেহটা।

দ্বিতীয় দফা মেশিনগানের শব্দে প্রায় সম্পূর্ণ কালা হয়ে গেল হায়দার। বুলেট ট্রাঙ্কের গায়ে বিঁধছে। হামাগুড়ি দিয়ে রইল ও। বুকের ভিতরে বসে কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে ইট টুকরো টুকরো করছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে মৃদু বাঁশির শব্দের মত নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে ওর। বাঁ-হাতের পিছন দিয়ে মুখের ঘাম মুছল ও। ওর বদ্ধমূল ধারণা, রাক্ষুসী-মা'র দল চলে এসেছে। তারমানে, প্রাণটা ছিনিয়ে নেবে ওরা তার। ও জানে, উঁকি মেরে দেখতে গেলেই ঘেঁষা-ঘেঁষি করে এক ঝুড়ি বুলেট ঢুকবে তার মাথার খুলিতে। এখন ওর একমাত্র আশা, বোরহান হয়তো এসে পড়বে তাড়াতাড়ি। কিন্তু যথাসময়ে আসবে কি সে?

মুখটা নামিয়ে কান পাতল হায়দার ধুলোময় কাঠের মেঝেতে। শোনা গেল না কিছু। সন্দেহ জাগল ওর মনে, ওদের মধ্যে কেউ কি ঘরের ভিতরে ঢুকে তাকে ধরার চেষ্টা করতে সাহস পাবে?

পরমুহূর্তেই হায়দার শুনতে পেল কয়েকজন লোকের চাপা কণ্ঠস্বর। কিছুই বুঝতে পারল না সে। তারপর খানিকক্ষণের নিস্তব্ধতা। হঠাৎ কেউ চিৎকার করে বলল, 'বার হয়ে আয় ব্যাটা! আমরা জানি, তুই শালা ঘরের ভিতরে লুকিয়ে আছিস। হাত তুলে বেরিয়ে আয় বলছি ভালয় ভালয়!'

হায়দার হাসতে চেষ্টা করল। মনে মনে বলল, তা হবে না শয়তানের চেলারা। আমাকে ধরতে হলে এখানে এসে ধরে নিয়ে যেতে হবে। নিজে থেকে ধরা দিচ্ছি না আমি। অপেক্ষা করে রইল সে।

থম্পসন আবার গর্জে উঠল। মাথার ভিতরে ব্যথা করে উঠল হায়দারের। ট্রাঙ্কের ভিতরে বুলেট ঢুকছে, বুঝতে পারল ও। থেমে গেল মেশিনগান।

'এখনও আয় বলছি বেরিয়ে!'

হায়দার পড়ে রইল নিঃশব্দ নিঃসাড়। অপর একজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কে যেন কাকে বলছে, 'ওটা আমাকে দে দেখি। সবাই শুয়ে পড় তোরা।'

শিউরে উঠল হায়দার। ও জানে, কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে এখন। হাত-বোমা মেরে খতম করে দিতে চাইছে ওরা তাকে। হায়দার দু'হাত দিয়ে মাথাটা ঢেকে ফেলল। কয়েক সেকেন্ডের অসহ্য বিলম্ব। তারপরই ও শুনতে পেল একটা শব্দ। মেঝেতে পড়ল কিছু একটা। সাথে সাথে প্রচণ্ড শব্দ হলো বোমা ফাটার। বিস্ফোরণের ধাক্কায় শরীরটা সজোরে ট্রাঙ্কের সাথে বাড়ি খেলো।

উপুড় হওয়া অবস্থা থেকে চিত হয়ে গেছে হায়দার ধাক্কাটা খেয়ে। মুহূর্তের জন্যে সব কিছু অতি পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ বলে অনুভব করল ও। ঘরের ছাদের

BanglaBook.org

দিকে দৃষ্টি পড়তে দেখতে পাওয়া গেল আকাশ, ছাদটায় ফাটল ধরেছে। দুলছে ভীষণভাবে। পরমুহূর্তে শব্দ উঠল কাঠ ভেঙে পড়ার। ছাদটা ভেঙেচুরে নেমে আসল হায়দারের উপর।

মাথার একপাশে প্রচণ্ড জোরে কিসের যেন ঘা খেলো হায়দার। চোখের সামনে প্রখর একটা উজ্জ্বল আলো দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল হঠাৎ। হায়দার অনুভব করল, গাঢ় অন্ধকারময় শূন্যতার ভিতর দিয়ে তীব্র বেগে কোথায় যেন নেমে যাচ্ছে সে।

কতক্ষণ পর, ও জানে না, আচমকা উজ্জ্বল এবং উত্তপ্ত আলো পড়ল চোখে। হায়দার শুনতে পেল নিজের গোঙানি। হাত দিয়ে চোখ ঢাকল ও।

কাছাকাছি থেকে কে যেন বলে উঠল, 'এই তো, কিচ্ছু হয়নি তোর, চোখ মেলে তাকা দেখি?'

হায়দার চোখ মেলার চেষ্টা করল। চোখ খুলে মাথা ঝাঁকাল। ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছে ও, আশপাশে কারা যেন ঝুঁকে পড়ে দেখছে ওকে। লোকগুলোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হায়দার চিনতে পারল ইন্সপেক্টর বোরহানকে। উঠে বসল ও।

'এই তো! কিছুই হয়নি তোর। ঘাবড়াসনে, হায়দার।'

হায়দার তার একহাত দিয়ে অন্য হাতটা টিপতে লাগল। বলল, 'ঘাবড়াচ্ছে কে শুনি!' মাথাটা ভীষণ ব্যথা করছে ওর। কয়েক জোড়া হাত নেমে এসে ওকে ধরে দাঁড় করাল। ও বলল, 'ছেড়ে দাও তোমরা। আমি বোধ হয় একাই দাঁড়িয়ে থাকতে পারব। ইস্, মাথাটা খসে পড়ে যেতে চাইছে!'

বোরহান উৎফুল্ল কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কি হয়েছিল রে?'

হায়দার বড় করে শ্বাস ফেলল একটা। এখন ভাল বোধ করছে ও। শক্তি ফিরে আসছে আবার। দু'হাতের দশটা আঙুল মাথার চুলে ঢুকিয়ে দিয়ে কি যেন খুঁজল ও। কোন ছিদ্র নেই মাথায়, বুঝতে পেরে কাঁপা কাঁপা গালে হাসল ও। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আশপাশে কাউকে দেখেছিস?'

'ভুলুয়ার লাশ আর তোর জ্ঞানহীন দেহটা ছাড়া কাউকে দেখিনি আমরা। হাত-বোমা মেরেছিল কে?'

'ভুলুয়া মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।'

হায়দার চোখ মেলে দূরের ধসে-পড়া কাঠের বাড়িটার দিকে তাকাল। ইন্সপেক্টর বোরহান আর কয়েকজন কনেস্টবল ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে ফাঁকা জায়গাটায় শুইয়ে রেখেছে ওকে।

হায়দার দ্রুত চিন্তা করছে। বোরহানের দিকে আঙুল বাড়িয়ে একসময় সে বলে উঠল, 'জানিস? আমরা বিলকিসের কেস সমাধান করতে যাচ্ছি। কাজ শুরু করে দে বোরহান। তোর কর্মচারীদেরকে ছড়িয়ে দে এই বাড়ির আশপাশে।

BanglaBook.org

খুঁজে দেখুক ওরা, কিছুদিন আগে মাটি খোঁড়া হয়েছে কিনা কোথাও। তাড়াতাড়ি করতে হবে কাজটা।'

'তারমানে!' বোরহান অবাক।

'কয়েকজন লোককে আশপাশেই পুঁতে রাখা হয়েছে কিছুদিন আগে। যা বলছি কর না ছাই! দেরি করছিস শুধু শুধু!'

বোরহান হুকুম করল কনেস্টবলদের। ছড়িয়ে পড়ল ওরা। 'কাদেরকে পুঁতে রাখা হয়েছে?' বোরহান জিজ্ঞেস করল। 'খুলে বল না, হেঁয়ালি করছিস কেন!'

হায়দার বলল, 'গোপী, পোকা আর সিদ্দিক মিয়াকে আশপাশেই কোথাও পুঁতে রাখা হয়েছে। ভুল হতে পারে আমার, তবে ভুল হবার সম্ভাবনা নেই-ই বলতে পারিস।'

বোরহান জানতে চাইল, 'হাত-বোমা মেরেছে কে?'

হায়দার বলল, 'হলফ করে বলতে পারি আমি, রাক্ষুসী-মা'র দল মেরেছে বোমাটা।'

'ওরা কেন তোকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে চাইবে?'

হায়দার বলল, 'খানিকক্ষণের জন্যে ধরে নে, আমার সন্দেহ ভুল, বোরহান।'

বোরহান বলল, 'তোর ভাগ্য ভাল, হায়দার। বলতে পারিস, অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছিস তুই।'

এমনসময় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ। দু'জনেই ঘুরে দাঁড়াল দ্রুত। হায়দার বলল, 'ওরা বোধ হয় মাটিতে কোন চিহ্ন দেখতে পেয়েছে।'

দু'জনেই এগিয়ে চলল। দু'জন কনেস্টবলের সাথে দেখা হলো ওদের। চারজন আরও খানিকদূর এগিয়ে গেল। অদূরে আরও দু'জন কনেস্টবলকে দেখা গেল। পায়ের নিচের মাটি দেখাল ওরা। গাছের শুকনো পাতা পড়ে এবং নতুন ঘাস গজিয়ে জায়গাটা যদিও স্বাভাবিক দেখাচ্ছে, তবু একটু লক্ষ করে দেখলেই বোঝা যায়, এখানকার মাটি আলগা হয়ে আছে এবং খানিকটা দূরের চারপাশের মাটির রঙের সাথে কোন মিল নেই। হায়দার দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলে উঠল, 'আমার বিশ্বাস, এই সেই জায়গা! নিশ্চয় কেউ খুঁড়েছিল এখানকার মাটি।'

বোরহান নির্দেশ দিল। দু'জন কনেস্টবল গিয়ে ভুঁয়ার বাড়ির উঠোন থেকে তিনটে কোদাল নিয়ে এল। দেরি না করে তিনজন তিনটে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করে দিল। বাকি দু'জন মাটি সরাবার কাজে হাত লাগাল।

পরিশ্রমের কাজ। ঘেমে প্রায় নেয়ে উঠল পাঁচজন। তারপর, প্রায় আধঘণ্টা পর, ওরা যা খুঁজছিল পাওয়া গেল। হঠাৎ কোদালের কোপ মারা থামাল তিনজনই। একজন কোদাল রেখে হাত দিয়ে গর্তের ভিতর থেকে মাটি সরাতে শুরু করল। ঝুঁকে পড়ল হায়দার দেখার জন্যে। বিকট দুর্গন্ধ নাকে ঢুকল ওর। মাংস-পচা গন্ধ। বমি পেল ওর। হঠাৎ ও দেখতে পেল কাদা-মাখা একটা মানুষের মাথার খুলি। দ্রুত পিছিয়ে এল হায়দার নাকে রুমাল চেপে ধরে।

'একটা পচা লাশ, স্যার!'

'তিনজনই আছে ওখানে,' হায়দার বলল। 'চল্, এখান থেকে যাই এবার, বোরহান। হেড-কোয়ার্টারে আগে পৌঁছুনো দরকার। ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন সবটা ব্যাপার।'

বোরহান কনেস্টবলদেরকে বলল, সে একজন মেডিক্যাল অফিসার আর মর্গের গাড়ি পাঠাবে। হায়দারকে নিয়ে গাড়ির কাছে এল সে। হায়দারের গাড়ি করেই ফিরে যাবে ওরা। বোরহানকে ড্রাইভিং-সিটে বসতে বলে হায়দার পাশের সিটে বসল। তারপর বলল, 'রাক্ষুসী-মা যখন থেকে প্যারাডাইস ক্লাব কিনল, তখন আরও গুরুত্ব দিয়ে ওদের টাকা সংগ্রহের উৎস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত ছিল তোদের। ওদুদ ওস্তাদজী টাকা দিল কেন? টাকা থাকলেই কি কেউ দেয়? ওদুদ ওস্তাদজীকে আমরা চিনি না, তা নয়। সে তো বিনা স্বার্থে কাউকে এক পয়সাও দেবার লোক নয়। রাক্ষুসী-মাকে টাকা দেবার পিছনে কি স্বার্থ তার? আমার বিশ্বাস, শরীফ চৌধুরীর টাকা দিয়েই প্যারাডাইস ক্লাব চালাচ্ছে ওরা।'

গাড়ি ছেড়ে দিল বোরহান। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তুই কোন্ জাদুবলে এতসব মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে এলাহীকাণ্ড শুরু করে দিলি, বল তো?'

হায়দার বলতে শুরু করল, 'জাদু আবার কিসের? খুব সহজেই সব বোঝা যায়। যাক, আসলে কি ঘটেছে জানিস? রাক্ষুসী-মা শরীফ চৌধুরীর পাঁচলাখ টাকার সদ্ব্যবহার করতে ভয় পেয়ে ওদুদ ওস্তাদজীকে ধরেছিল। সে পাঁচলাখের বিনিময়ে কিছু কম টাকা দিয়েছে রাক্ষুসী-মাকে। ওদুদ বে-আইনী টাকা-পয়সার কারবার করে, জানি আমরা। ভুলুয়া মারা যাবার আগে আমাকে বলেছে, গোপী রাক্ষুসী-মা'র দলের হাতে খতম হয়েছে। রাক্ষুসী-মা'র দল যেভাবেই হোক জেনেছিল, গোপীরা বিলকিসকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসেছে। গোপী জানত, লুকোবার জন্যে তাদেরকে এক ভুলুয়া ছাড়া আর কেউ জায়গা দেবে না। রাক্ষুসী-মা'র দল ভুলুয়ার বাড়িতে এসে গোপীদেরকে মেরে ফেলে বিলকিসকে নিয়ে চলে যায়। শরীফ চৌধুরী পাঁচলাখ টাকা দেয় রাক্ষুসী-মা'র দলকে। গোপীর ঘাড়ে সব দোষ চাপে। আর ওরা আরামসে পুঁজি করে নিয়ে ভোগ করে চলেছে টাকাগুলো।'

'প্রমাণ কোথায়? গোপীদের লাশ পাওয়া না হয় গেল, কিন্তু এতে করে প্রমাণ হবে কিভাবে যে, রাক্ষুসী-মা'র দলই এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে দোষী? ভুলুয়া-হত্যাকাণ্ডেরও প্রমাণ নেই...'

হায়দার সমর্থন করল, 'তা ঠিক। আমাদেরকে এখন প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু আমি কি ভাবছি, জানিস? আমার ধারণা, বিলকিস প্যারাডাইস ক্লাবেই আছে।'

বোরহান হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতে হায়দার আবার বলল, 'আমার কথা তই উড়িয়ে দিস নে।'

BanglaBook.org

বোরহান আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কি বলতে চাস তুই, হায়দার?'

হায়দার বলল, 'স্মরণ কর বোরহান, সাব-ইন্সপেক্টর রফিক বলেছে যে ক্লাবের দোতলার একটা রুমের দরজায় কড়া লাগানো এবং সেই কড়ায় তাল ঝোলানো। আমার এখন বিশ্বাস জন্মে গেছে, ওই রুমেই বিলকিসকে আটকে রাখা হয়েছে।'

'তা যদি হয় তাহলে মেয়েটাকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও হতে পারে।'

হায়দার চিন্তিতভাবে বলল, 'সেটাই বড় সমস্যা। ক্লাবটা একটা দুর্গ-বিশেষ। ভিতরে ঢোকা কষ্টসাধ্য এবং ঢুকতেও প্রচুর সময়ের দরকার। আবার ঢুকলেও হয়তো দেখব, মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলেছে, নয়তো সাথে নিয়ে কেটে পড়েছে। শরীফ চৌধুরী মেয়েকে জীবিতই ফিরে চাইবেন। আর মেয়েটাকে যদি জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে চাই তাহলে প্রচুর মাথা খাটাতে হবে, বোরহান।'

'কিন্তু মাথা থেকে কি এমন বুদ্ধি পেতে চাস তুই?'

'তা এখনও জানি না। ভাবতে দে আমাকে।'

আধঘণ্টা ধরে তীব্রবেগে গাড়ি চালিয়ে গেল বোরহান। হায়দার ব্যতিব্যস্ত রইল ওর মাথার ব্যথা আর ভাবনা-চিন্তা নিয়ে। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'এক কাজ করা যেতে পারে। আমরা সেই মীনা বেগমকে থানায় নিয়ে আসব। ও জানে, রাক্ষুসী-মা'র দলের সাথে দেখা হয়েছিল গোপীর দুর্ঘটনার দিনে। হ্যাঁ, মীনাই আমাদের একমাত্র সাক্ষী। লক্ষ রাখতে হবে, মেয়েটা যেন খুন না হয়। মীনা দিনের অনেকটা সময় কাটায় ক্লাবে। ও হয়তো জানে, বিলকিস ওখানে আছে কিনা। আমার মনে হয়, গোপীকে যে রাক্ষুসী-মা'র দল খুন করেছে তা জানে না ও। এই খবরটা যদি আমরা জানাই তাহলে রাক্ষুসী-মা'র দলের বিপক্ষে আনতে পারব হয়তো ওকে।'

বোরহান একটা ডাক্তারখানা দেখতে পেয়ে গাড়ি দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'ফোনে ওদেরকে কাজ শুরু করে দিতে বলি।'

হায়দার বসে রইল। চিন্তিত। ঘড়ি দেখল একবার। ছ'টা দশ। ঢাকায় ফিরতে এখনও পৌনে তিন বা তিন ঘণ্টা লাগবে।

বোরহান ফিরে এসে গাড়িতে চড়ল। বলল, 'মীনা বেগমকে থানায় ধরে আনার জন্যে লোক পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়ে এলাম।'

বিকেল পাঁচটা বাজতেই বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ল সিরাজ আহমেদ। বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল সে। মাহবুবা চলে যাবার পর পুরো এক ঘণ্টা শুয়ে শুয়ে ভয়ঙ্কর একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

রহস্যময়ী মাহবুবা তাকে যে সব কথা শুনিয়েছে তাতে বিচলিত এবং উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সে। মাহবুবার কথাগুলো পুরোপুরি সত্য কি না দেখতেই হবে তাকে। সিরাজ আহমেদ জানত, রাত ন'টার আগে চাক, লোকু আর লাল

BanglaBook.org

ফিরবে না। এবং ঠিক এমন সময় বেঁচুও বোধ হয় ক্লাবে নেই। তারমানে, মোমেন ডাক্তার আর রাক্ষুসী-মা'র দিক থেকে সাবধান থাকতে হবে তাকে। সাবধানেই যাবে বটে সে, তবু দরকার পড়লে ডাক্তারকে আছড়ে মারতে পারবে। একমাত্র ভয় ওই রাক্ষুসী।

আজ শনিবার। ক্লাবের পাশের অয়্যারহাউস তাই বন্ধ। মাহবুবা তাকে বলেছে অয়্যারহাউসের ভিতর দিয়ে একটা চোরা-পথ আছে ক্লাবে ঢোকার। ওই চোরা-পথটা খুঁজে নিয়ে ক্লাবে ঢুকবে সিরাজ আহমেদ।

অয়্যারহাউসের আরেক দিকে একটা ছোটখাট হোটেল। হোটেলের মালিক মি. হক, সিরাজ আহমেদের চেনা লোক। নিচে মি. হকের হোটেল, তিনতলায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকে। দোতলাটা ভাড়া দিয়েছে সে। সিরাজ আহমেদ মি. হককে গিয়ে একটা গল্প বলল। সিরাজ আহমেদ অয়্যার-হাউসের খানিকটা জায়গা কিনবে শুনে মি. হক বিশ্বাস করল না কথাটা। কিন্তু অয়্যারহাউসের পাঁচিলে ওঠবার ব্যবস্থা করে দিল সে তাকে। মি. হক সিরাজ আহমেদকে চেনে ভাল করেই। শয়তান লোকের সাথে ঝামেলা করতে পছন্দ করে না সে।

সিরাজ আহমেদ পাঁচিলে উঠে লাফ দিয়ে নামল অয়্যারহাউসের ভিতরে। আধঘণ্টা লাগল তার ক্লাবে ঢোকার চোরা-পথটা খুঁজে বের করতে। দরজায় দেখা গেল তালা। পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে পরীক্ষা শুরু করল সে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই খুলে ফেলল তালাটা। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে অন্ধকার একটা প্যাসেজ পেল।

অন্ধকার প্যাসেজে থমকে দাঁড়িয়ে রইল সিরাজ আহমেদ। হাতে পিস্তল। বুক ধড়ফড় করছে। কান পাতল সে। কোথাও কোন শব্দ নেই। পা ফেলল নিঃশব্দে। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা তালা-মারা দরজা। চাবি বের করে সহজেই খুলে ফেলল তালাটা। ভিতরে ঢুকে বিরাট রুমটা চকিতে দেখে নিল সে। তার মুখোমুখি একটা টি.ভি. সেট। সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো ঘর। রুমের এক কোণায় আরও একটা দরজা। বেশ খানিকক্ষণ সেই দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে ইতস্তত করল সে। তারপর সন্তর্পণে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার পাল্লায় কান ঠেকিয়ে দেখল কোন শব্দ হচ্ছে কিনা। কোন শব্দ নেই। দরজাটা আস্তে আস্তে ঠেলে বেডরুমে পা রাখল সিরাজ আহমেদ।

হতভাগিনী বিলকিস বিছানার এক ধারে বসে রয়েছে। সেই ভাবলেশহীন, শূন্য, উদাস তার চোখের দৃষ্টি। মেঝের দিকে নামানো চোখজোড়া। সালোয়ার আর কামিজ পরেছে। এ-সব চাকু দিয়েছে তাকে। ওড়নাটা সাদা। সাদা রঙ বিশেষ ভালবাসে না চাকু। কিন্তু কি মনে করে বিলকিসকে এক ডজন সাদা ওড়নাই কিনে দিয়েছে সে।

সিরাজ আহমেদ আশ্চর্য চোখে চেয়ে রইল। এমন রাজকন্যার মত সুন্দরী মেয়ে দেখেনি সে কোনদিন। মুখের চেহারাটা কেমন যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে বার বার। সিরাজ আহমেদের ধারণা হলো, এই মেয়েকে আর কোথাও সে

BanglaBook.org

দেখেছে নিশ্চয়।

আস্তে আস্তে পা ফেলে এগোল সিরাজ আহমেদ।

বিলকিস চোখ তুলে তাকাচ্ছে না তার দিকে। সে হাত দুয়েক দূরে সরে এসে বলল, 'শুনছ? এখানে কি করছ তুমি?'

নেশাতুর চোখ তুলে তাকাল বিলকিস। 'চলে যান দয়া করে এখান থেকে!' বলল ও।

ঢুলুঢুলু চোখ দেখে সিরাজ আহমেদ কল্পনা করে নিল অনেক কিছু। জানতে চাইল, 'তোমার নাম কি, বলো তো?'

'আমার নাম!' অবাক হয়ে বলল বিলকিস। 'আমি জানি না। আচ্ছা, এবার দয়া করে যান। আপনাকে এখানে দেখলে ও রেগে যাবে!'

কোথায় দেখেছি এই মেয়েকে? নিজেকেই প্রশ্ন করল সিরাজ আহমেদ। বিলকিসের মুখের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে। তারপর একসময় সারা শরীরের রক্তে আন্দোলন খেলে গেল তার হঠাৎ। খবরের কাগজে এই মেয়েরই ফটো দেখেছে সে। তারমানে? তার মানে, এ মেয়ে কোটিপতি শরীফ চৌধুরীর মেয়ে বিলকিস চৌধুরী! রাক্ষুসী-মা'র দল একে পেল কোথা থেকে?

সিরাজ আহমেদ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল। অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য বটে তার! একেই বলে সোনায় সোহাগা। রাক্ষুসী-মা'কে সমুচিত শাস্তি দেবার সুযোগ পেয়েছে সে। তাছাড়া এই মেয়ের সন্ধান দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কারও পাবে সে।

'তোমার নাম বিলকিস চৌধুরী, তাই না?' সিরাজ আহমেদ তার কণ্ঠের উত্তেজনা দমন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, 'প্রায় চারমাস আগে তুমি নিখোঁজ হয়েছ, মনে পড়ে তোমার?'

সামনে ঝুঁকে পড়ল একটু বিলকিস। বলল, 'বিলকিস চৌধুরী! ও নাম আমার নয়।'

'ওই নামই তোমার। এখন মনে করতে পারছ না তুমি। ভয় কি, খানিকক্ষণের মধ্যেই স্মরণ করতে পারবে। এসো দেখি, ওঠো। আমরা দু'জন একটু হেঁটে আসি বাইরে থেকে।'

'আমি আপনাকে চিনতে পারছি না। দয়া করে চলে যান আপনি।'

সিরাজ আহমেদ ওর একটা হাত ধরল আস্তে করে। ঝট্‌কা মেরে ছাড়িয়ে নিল ও নিজের হাতটা। চোখে-মুখে ভয়।

'ছোঁবেন না আমাকে!' ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ সিরাজ আহমেদের ঘাম ছুটিয়ে দিল। যে কোন মুহূর্তে মোমেন ডাক্তার বা রাক্ষুসী-মা ঢুকে পড়তে পারে রুমে। কিন্তু যেমন করেই হোক বিলকিসকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে সে। একবার ভাবল, হঠাৎ একটা ঘুসি মেরে অজ্ঞান করে রাস্তা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু দিনের আলোয় তা অসম্ভব।

BanglaBook.org

'এসো আমার সাথে!' সিরাজ আহমেদ কঠিন সুরে বলল, 'চাকু তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে বাইরে। আমি তার কাছে নিয়ে যেতে এসেছি তোমাকে।' হঠাৎ বুদ্ধিটা এসে গেছে সিরাজ আহমেদের কৌশলী মাথায়। দারুণ কাজ হলো সাথে সাথে। বিলকিস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল মেঝেতে। সিরাজ আহমেদকে অনুসরণ করে ড্রইংরুমে এল ও। তারপর প্যাসেজ ধরে হাঁটতে লাগল দম দেয়া পুতুলের মত।

সিঁড়ি বেয়ে অয়্যারহাউসের ভিতর দিয়ে সরু একটা গলি অতিক্রম করে বড় রাস্তায় এল ওরা। একটা বেবী-ট্যাক্সিতে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সিরাজ আহমেদ। ট্যাক্সির ড্রাইভার কৌতূহলী চোখে দেখছিল বিলকিস্‌কে। সিরাজ আহমেদ তাকে নিজের পাড়ার নাম বলল।

ওদিকে যখন এতসব কাণ্ড ঘটছে, রাক্ষুসী-মা তখন লালের সাথে ফোনে কথা বলছে। 'লাল? খবর কি?'

'সব ঠিক আছে, মা,' লাল বলল অপরপ্রান্ত থেকে। 'আমরা ফিরে আসার পথে ফোন করছি। কোন হাঙ্গামা হয়নি কাজটায়।'

'দু'জনকেই সাবাড় করা হয়েছে কি?' মা জানতে চাইল। লাল উত্তর দিল, 'দু'জনকেই।'

'খাসা, খাসা! জলদি ফিরে আয় তোরা।' ফোন ছেড়ে দিল মা। অফিস-রুমের দরজা খুলে গেল। রুমে ঢুকল বেঁচু। তার চোয়ালে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। মা তীব্র চোখে চাইল ওর দিকে, 'তুই আর তোর খানকী মাগী!' মা দাঁতে দাঁত চেপে বলল। 'দলের সবাইকে নরকে ডোবাবার বন্দোবস্ত করেছিল খানকীটা!'

বেঁচু বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানতে চাইল, 'মা, মীনার কোন দোষ নেই। যাক, এদিকের সব খবর ভাল?'

'নাম কর আমার। সব ঠিক করে ফেলেছি। এই তো ফোন করেছিল লাল। ওরা দু'জনকেই খতম করে দিয়েছে, ভুলুয়া আর সেই বুড়বাক হায়দারকে।'

বেঁচু বলল, 'মীনার কোন দোষ নেই, মা। ও যা বলেছে লোকটাকে তা হলো...'

মা বেঁচুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ক্লাবে আর ওকে ঢুকতে দিচ্ছি না আমি। যারা কথা ফাঁস করে দেয় তাদেরকে দিয়ে কোন কাজ হবে না আমার।'

বেঁচু কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল রাক্ষুসী-মা'র চোখের শয়তানী দৃষ্টি দেখে। বেঁচুর মনে পড়ল, মীনা জানতে চেয়েছিল চাকুর ঘরের মেয়েটার পরিচয়। কথাটা মাকে বললে মা মীনাকে আস্ত রাখবে না। মীনা কথাটা প্রচার করবে, এই ভয়ে মা লালকে পাঠাবে। লাল খতম করে আসবে মীনাকে।

মা লক্ষ করল, বেঁচু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে কেমন যেন। জানতে চাইল, 'কি রে, কি আছে তোর মনে?'

বেঁচু বলল, 'দেখো মা, আমরা এখন যতদূর সম্ভব খুন-খারাবি থেকে দূরে

BanglaBook.org

সরে এসেছি। আমরা এখন একটা ক্লাবের মালিক। টাকা-পয়সার অভাব নেই কোন। দিন কেটে যাচ্ছে আরামে। কিন্তু কতদিনের জন্যে? বুঝলাম, মীনা কথ ফাঁস করে দিয়ে আমাদেরকে নরকে ডোবাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল প্রায় ভুলুয়া আর খবরের কাগজের লোকটাকে খতম করে সামাল দেয়া গেছে সেটা কিন্তু কতদিন আর সামলানো যাবে, মা?'

রাক্ষুসী-মা ঘরময় পায়চারি শুরু করল। সে জানে, বেঁচু কি বলতে চাইছে। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। একমুহূর্ত পরই রুমে ঢুকল ডাক্তার। ডাক্তারের মুখ-চোখ ছলছল করছে। আরও ঝুলে পড়েছে লম্বা মুখটা। মা দেখল, আবার মদ খেয়ে এসেছে ডাক্তার। ডাক্তার বসল। 'খবর কি?'

'খবর ভাল, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। ভয়ের কিছু নেই তোমার।'

মা'র কথা শেষ হতেই বেঁচু বলে উঠল, 'আজ হয়তো ঠিকঠাক হয়েছে, কাল আবার সব বেঠিক হয়ে যেতে পারে, মা। তুমি এমন শান্ত হয়ে পড়লে কেন, বলো তো? মেয়েটা যতদিন এখানে থাকবে ততদিন ডিনামাইটের ওপর বসে আছি আমরা।'

'তোর কাছ থেকে শিখতে হবে আমাকে?' মা তীক্ষ্ণ গলায় ধমক দিয়ে উঠল।

বেঁচু বলল, 'আজ সে চেষ্টাই করছি আমি, মা।' বেঁচু মরিয়া হয়ে বলল। 'বিলকিস না থাকলে চিরদিনের জন্যে হেসে-খেলে দিন কাটাতে পারব আমরা। ভুলুয়াকে খতম করার কি দরকার ছিল আমাদের? কারণ পুলিস ক্লাবে ঢুকে মেয়েটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারে, এই ভয়ে তো? ও যদি এখানে না থাকত, পুলিসকে বিনা বাধায় ক্লাবে ঢুকতে দিতে পারতাম আমরা। আর ওদের ব্যর্থতায় হাসতেও পারতাম।'

মোমেন ডাক্তার রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'বেঁচু ঠিকই বলেছে। মেয়েটা না থাকলে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

মা পায়চারি করছে। ডাক্তার আর বেঁচু তাকিয়ে আছে তার দিকে।

হঠাৎ বেঁচু জিজ্ঞেস করল, 'এমনও তো হতে পারে ডাক্তার যে মেয়েটার হার্ট অ্যাটাক হলো?'

ডাক্তার চিন্তা করছে।

বেঁচু আবার বলল, 'চাকু জানবেও না কাজটায় তোমার হাত আছে।'

বেঁচু জানে, মা আর ডাক্তার ভয় করে চাকুকে। ডাক্তার মা'র দিকে চেয়ে আবেদনের স্বরে বলল, 'তুমি বললে ওকে কোন পয়জন দিতে পারি। কাজটা করতে চাই না আমি। কিন্তু বুঝতে পারছি, মেয়েটাকে আর একদিনও এখানে রাখা চলে না।'

মা পায়চারি থামিয়ে ইতস্তত করতে লাগল। তারপর জানতে চাইল, 'চাকু টের পাবে?'

ডাক্তার বলল, ' চাকু ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারবে না। ঘুমন্ত অবস্থায়

BanglaBook.org

মারা যাবে মেয়েটা। চাকু···চাকু ওর মরা লাশটা দেখতে পাবে।'

মা ডেস্ক-ক্লকের দিকে তাকিয়ে সময় দেখে বলল, 'কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে চাকু।'

মা ইতস্তত করতে করতে ডাক্তার আর বেঁচুর দিকে দৃষ্টি বদল করে তাকাতে লাগল। বেঁচু বলল, 'এই কাজ না করে উপায় নেই, মা।'

মা বসল। বিরাট দু'টো হাত বুকে বাঁধল সে। বলল, 'হ্যাঁ, করব আমরা কাজটা।' ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলল, 'তাই করো, ডাক্তার। কাজটা সেরেই বাইরে বেরিয়ে যাও তুমি। ফিরবে না তাড়াতাড়ি। রাত করে ফিরবে। চাকু ওর লাশ দেখুক ফিরে এসে। আমি বলব, উপরে আজ একবারও উঠিনি আমি। তুইও চলে যা, বেঁচু।'

বেঁচু বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা। এবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে, ভাবল সে। বিলকিস খতম হলে আর ভয়ের কিছু থাকবে না তাদের। মীনাও ঢুকতে পারবে ক্লাবে।

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। ঘামছে সে। ইতস্তত করছে। ভয় হচ্ছে তার।

মা বলল, 'দেরি নয়, যাও ডাক্তার। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। দাঁড়িয়ে থেকো না ডাক্তার, যাও। আর কোন উপায় নেই।'

ডাক্তার ধীরে ধীরে বের হয়ে গেল রুম থেকে।

'তুই চলে যা এখনি,' মা বলল বেঁচুকে। 'রাত দশটার আগে ক্লাবের আশপাশে দেখতে চাই না আমি তোকে। সিনেমায় যেতে পারিস, কিংবা অন্য কোথাও। কিন্তু কাছাকাছি থাকবি না, খবরদার!'

'যাচ্ছি, মা।' বেঁচু উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে সে আবার বলল, 'মেয়েটা খতম হয়ে গেলে মীনা ঢুকতে পারবে তো মা ক্লাবে?'

'পারবে।' মা ডেস্কের পিছনে গিয়ে বসল নিজের চেয়ারে। বেঁচু দরজার কাছ থেকে তাকিয়ে রইল মা'র দিকে। মা আবার বলল, 'আমি চাকুর জন্যে ভাল একটা মেয়ে-মানুষের ব্যবস্থা করব। মেয়েমানুষের স্বাদ যখন একবার পেয়েছে ও তখন···'

বেঁচু মুখ বিকৃত করল। বলল, 'ওকে মানানো অত সহজ হবে না, মা।'

মা দাঁত বের করে হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'সহজ হবে না কেন! টাকা-পয়সার কি অভাব আমার? টাকা থাকলে যা ইচ্ছে তাই করা যায়।'

রুম থেকে বেরিয়ে এল বেঁচু। দেখল, ডাক্তার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। বেঁচু স্বস্তিবোধ করল এই ভেবে যে কাজটা তাকে করতে দেয়া হয়নি। সে দুঃখ অনুভব করল মেয়েটার জন্যে। মর্মান্তিক কষ্ট বোধ করে শেষ পর্যন্ত মরতেই হচ্ছে মেয়েটাকে। কিন্তু ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসে পার্ক করা গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বেঁচু ভাবল, এ বরং ভালই হলো। মেয়েটার জন্যেও। মরণেই ওর মুক্তি। এই ভয়ঙ্কর দুঃসহ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

গাড়িতে উঠে বসল বেঁচু। স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিতে দু'জন ডিটেকটিভ

BanglaBook.org

পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ইন্সপেক্টরের নির্দেশে নিজেদেরকে আড়ালে রেখে প্যারাডাইস ক্লাবের প্রবেশ-পথের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ওরা।

চাকু সিঁড়ির প্রথম ধাপে একটা পা রেখে রাক্ষুসী-মা'র দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকু আর লাল পিছনে। রাক্ষুসী-মা'র মুখের চেহারায় এমন একটা পাণ্ডুরতা যা ওরা আর কখনও দেখেনি। রাক্ষুসী-মা বুড়ো হয়েছে, একথা কখনও মনে হয়নি। মা বুড়ো হয়ে গেছে, এ কথাটা আজ জানতে পেরে মনে মনে কাহিল হয়ে পড়ছে যেন ওরা।

চাকু বুঝল, সর্বনাশ কিছু একটা ঘটে গেছে। সেও আর কখনও দেখেনি মা'র মুখের এই স্তম্ভিত, পরাজিত চেহারা। 'ব্যাপার কি! মা, অমন করে চেয়ে আছ কেন তুমি?' চিৎকার করে উঠল চাকু।

মা কিছু বলতে পারল না। সিঁড়ির পাশের রেলিঙে তার মস্ত হাতটা। হাতের উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে তার দেহ। দু'দিকের গালের মাংস উঁচু হয়ে কাঁপছে থরথর করে।

'কথা বলছ না কেন!' চাকু চিৎকার করে উঠল আবার, 'হয়েছে কি?'

মা ভাবল—কথাটা বলব আমি, আর সাথে সাথে ও খুন করবে আমাকে। হায়, এখন যদি বেঁচু থাকত এখানে! একমাত্র বেঁচুরই শক্তি ছিল ওকে সামলাবার। লাল পারবে না। ও দাঁড়িয়ে থাকবে চুপ করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে, চাকু আমাকে খতম করছে।

রাক্ষুসী-মা হঠাৎ খেয়াল করল, নিজের অজান্তেই সে বলে ফেলেছে, 'ছুঁড়ীটা চলে গেছে।'

চমকে উঠল চাকু। সামনে ঝুঁকে পড়ে চোখ ছোট ছোট করে তাকাল মা'র দিকে। গালটা হাঁ হয়ে গেছে তার। নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়ায় নোংরা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। 'ধোঁকা দিচ্ছ তুমি! তুমিই ওর কিছু করেছ। বলো, সত্যি কিনা?'

'সে চলে গেছে,' মা বলল। 'আমি কয়েক ঘণ্টা আগে গিয়েছিলাম তার ঘরে, সে নেই।'

চাকু সিঁড়ি বেয়ে উপর দিকে উঠছে। মা দেখতে লাগল চাকুর উঠে আসা। চাকু যখন সামনে এসে দাঁড়াল, রাক্ষুসী-মা নিষ্পলক চেয়ে রইল তার চোখের দিকে।

'তুই হারামজাদী, তুই হারামির বাচ্চা, আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিস? কিন্তু অত সহজে ভয় পাই না আমি। যদি তুই ওকে ছুঁয়ে থাকিস, খুন করব তোকে। বলেছিলাম তো, বলিনি? যে কেউ ওকে ছুঁয়েছে তার রক্ত দেখব আমি।'

'সে চলে গেছে,' মা পুনরাবৃত্তি করল।

চাকু রাক্ষুসী-মাকে পাশ কেটে প্যাসেজ ধরে এগোল। ভিড়ানো দরজা ঠেলে

BanglaBook.org

ড্রইংরুমে ঢুকল। বুকে হাহাকার নিয়ে এদিক-ওদিক দেখল। তারপর ঢুকল বেডরুমে।

মা অপেক্ষা করছে। তার থমকানো মুখটা চকচক করছে ঘামে। সে শুনতে পাচ্ছে চাকুর পদশব্দ। ছুটোছুটি করে চাকু খুঁজে ফিরছে বিলকিসকে।

লাল বেসুরো গলায় প্রশ্ন করল, 'কিভাবে গেল, মা?'

মা চোখ নামিয়ে তাকাল লালের দিকে। লালের চোখে-মুখে ভয়ের আভাস দেখতে পেল। বলল, 'আমি বলতে পারব না। গিয়ে দেখলাম, সে ওখানে নেই।'

'ডাক্তার কোথায়?' লোকুর গলা কাঁপছে।

মা বলল, 'ডাক্তার বাইরে গেছে। তোরা, তোরাও চলে যা। সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে। রাস্তার শেষে এসে গেছি আমরা। পুলিস এতক্ষণে মেয়েটাকে হাতে পেয়ে গেছে হয়তো।'

লাল বলল, 'তাই যদি পেত, তাহলে এতক্ষণ তারা হামলা করে বসত ক্লাবে।' কথাটা বলেই চমকে উঠল লাল। চাকু আসছে প্যাসেজ পেরিয়ে। ছোরাটা চাকুর হাতে দেখা যাচ্ছে। হলুদ চোখ-জোড়া ঝিলিক মারছে। মা'র দিকে একদৃষ্টিতে আর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে চাকু।

'তুমি ওকে খতম করেছ, মা! তুমি সব সময় তাই চাইতে। তাহলে শেষ অবধি তাই করলে···ওকে তুমি খুনই করে ফেললে! ঠিক আছে, এখন আমার পালা। আমি তোমাকে খতম করব!'

'আমি তাকে ছুঁইনি, চাকু!' পাথরের অনড় মূর্তি যেন মা। 'কেউ তাকে চুরি করে বের করে নিয়ে গেছে। সে নিজে যেতে পারত না এখান থেকে। চাকু, এগিয়ে আয়, আয় খতম কর আমাকে। তাই যদি চাস তো আয়, খুন কর আমাকে। বেশ হবে সেটা, তোর মেয়েমানুষও থাকবে না, আমিও থাকব না। তাতেই তোর ভাল হবে হয়তো।'

রাক্ষুসী-মা'র দৃষ্টি এড়াল না, চাকুর চোখের দৃষ্টিতে একটু সন্দেহের দোলা। একটু ইতস্তত ভাব।

'সামনে আয়,' মা আবার শুরু করল। 'দেখ, খুন-খারাবি করে কোথায় যেতে পারিস তুই। দেখবি, সারাজীবন একলা কাটাতে হবে তোকে। তোর তো ছোটখাট ধান্দায় মন ভরে না, বড় বড় ধান্দা চাই—কিন্তু সাবধান। সাবধান চাকু! তোর মন ভাল নয়, তোর মন কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। তারপর, গা-ঢাকা দেবার মত জায়গা না পেলে বাঁচবি না এ লাইনে। লুকোবার একটা জায়গা দরকার হবে তোর।' মা পলক না ফেলে চেয়ে আছে চাকুর দিকে। আবার বলল, 'কোথায় তুই গা-ঢাকা দিবি, চাকু?'

চাকুর হাতের ছোরার ডগা রাক্ষুসী-মা'র গলার দিকে চেয়ে আছে সোজাসুজি। চাকু ইতস্তত করছে। হঠাৎ হতাশ দেখাল তাকে। লালের দিকে

BanglaBook.org

তাকাল, তারপর আবার মা'র দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমরা কি করব, মা? আমাদের পেতেই হবে ওকে।'

মাও গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। চাকুর কণ্ঠে আপনজনের সুর। তবু মা নড়াচড়া করতে ভয় পাচ্ছে।

আচমকা একটা দ্রুত, ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল। ক্লাবের গেটের দিক থেকে এগিয়ে আসছে শব্দটা। লাল পিস্তলের বাঁটে হাত রাখল। অধীর উত্তেজনায় দরজার দিকে চেয়ে রইল সকলে।

মোমেন ডাক্তার হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকে পড়ল হলঘরে। ঘামে ভিজে গেছে ডাক্তারের মুখ। ডাক্তার দেখল, চাকু দাঁড়িয়ে আছে হাতে ছোরা নিয়ে মা'র সামনে। সে মাকেও দেখল, মূর্তির মত অনড়। লোকু দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে দম আটকে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখটা। লালের হাত পিস্তলের বাঁটে। বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে ডাক্তার সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ব্যাকুল গলায় বলল, 'সিরাজ মেয়েটাকে চুরি করেছে! শুনতে পাচ্ছ, রাক্ষুসী? শয়তান রেসুড়ে সিরাজ আহমেদ ওকে নিয়ে গেছে!'

লাল হঠাৎ অনুভব করল ডাক্তারের কপালে খারাবি আছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে ডাক্তারকে পাশ কেটে সিঁড়ির মাঝখানের একটা ধাপে গিয়ে দাঁড়াল সে।

চাকু সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। হঠাৎ সে ধাক্কা দিল লালকে। একপাশে ঢলে পড়ে যাচ্ছিল লাল, রেলিং ধরে কোনমতে সামলে নিল। চাকু নামতে লাগল। সামনে এসে আস্তে আস্তে ডাক্তারের বুকের কাছে শার্ট চেপে ধরল শক্ত মুঠোয়। জোরে জোরে ঝাঁকি দিল চাকু ডাক্তারের শার্ট ধরে। চিৎকার করে জানতে চাইল, 'সিরাজ কই? তুমি জানলে কোথা থেকে, সিরাজ ওকে নিয়ে গেছে?'

রাক্ষুসী-মা পড়ি-মরি করে ছুটে এল সিঁড়ি বেয়ে। চাকুর কব্জি ধরে সরিয়ে আনল সে। 'ডাক্তারকে শান্ত হতে দে!' ডাক্তারের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তার, তুমি ঠিক জানো, সিরাজ মেয়েটাকে নিয়ে গেছে?'

ডাক্তার শার্টের হাতা দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। বলল, 'আমার গলা শুকিয়ে গেছে...,' পিছিয়ে এসে ধপ্ করে বসে পড়ল ডাক্তার একটা সোফায়। লোকু মা'র ইশারায় ছুটল বারের দিকে।

'তোমাকে এখানে রেখে চলে যাবার পর মনটা কেমন কেমন যেন করছিল আমার, রাক্ষুসী। শরীরটাও ম্যাজম্যাজ করছিল। ক্লাবের আশপাশ থেকে দূরে সরে যেতে মন চাইছিল না। কোথায় যাব বলো? আমার কি কেউ আছে? তাই ক্লাবের পশ্চিমদিকের কোণায় বারে গিয়ে বসেছিলাম।'

লোকু ফিরে এসে আধগ্লাস হুইস্কি দিল ডাক্তারের হাতে। ডাক্তার ঢকঢক করে গলায় ঢালল পানীয়টুকু। চাকু চেঁচিয়ে উঠল, 'চুপ করে থেকো না!'

ডাক্তার বলল, 'বারম্যানের সাথে কথা হলো আমার। ব্যারম্যান আমাকে জিজ্ঞেস করল, সিরাজ আহমেদ বেবী-ট্যাক্সি করে সালোয়ার-কামিজ পরা যে

BanglaBook.org

সুন্দরী মেয়েটাকে নিয়ে গেল, সে কে? আমি বোকার মত বসে বসে মদ খেতে লাগলাম আর বারম্যানের কাছ থেকে ঘণ্টা খানেক ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেয়েটা সম্পর্কে কথা আদায় করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই আর বলতে পারল না ব্যাটা। দেরি না করে এখানে চলে এলাম, রাক্ষুসী। আমার বিশ্বাস, সিরাজই…'

চাকু একটা চেয়ারে লাথি মেরে পথ পরিষ্কার করে দরজার দিকে ছুটল।

মা বলে উঠল, 'দাঁড়া! আন্দাজে কোথায় যাবি…?'

চাকু ফিরেও তাকাল না। লাথি মেরে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে অন্ধকারে। মা লালকে বলল, 'ওর সাথে যা। লোকু, তুইও যা! জলদি!'

'জাহান্নামে যাক চাকু!' লাল রেগে উঠে বলল। 'আমি চলে-যাচ্ছি এখান থেকে। অনেক হয়েছে, বাব্বাহ্! দাও, কিছু টাকা দাও আমাকে তুমি। আমি ভাগছি।'

'ভাগছিস? বললেই হলো, ভাগছি! যাবি কোথায় শুনি? টাকা তোকে আমি দিচ্ছি না, এই বলে দিলাম। চাকুর পেছন পেছন যা। তুইও যা, লোকু।'

লাল ইতস্তত করতে লাগল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে মাথা ঝাঁকাল সে লোকুর দিকে চেয়ে। লোকু লালের পিছন পিছন বেরিয়ে গেল ক্লাব থেকে দ্রুত পায়ে।

ওরা চলে যেতেই রাক্ষুসী-মা হাত রাখল মোমেন ডাক্তারের কাঁধে। 'আমি ভেবেছিলাম, তুমি আর আমি আমরণ এক সাথে কাটিয়ে দেব। কিন্তু তা বুঝি হবার নয়, ডাক্তার। এখন কি করবে তুমি, বলো দেখি?'

ডাক্তার সামান্য নেশাগ্রস্ত। বলল, 'কি করব? কি করার আছে? দরকারই বা কিসের? আমি তোমাদের সাথেই আছি, রাক্ষুসী। আমার জীবনকে তো বহুদিন আগেই তোমাদের সাথে এক ছকে বেঁধে ফেলেছি। পালাতে চাই না আমি। আর পালাতে চাইলে পালাতে পারবই বা কেন? তুমি কিচ্ছু ভেবো না, রাক্ষুসী। চাকু ঠিক মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনবে। আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে সব। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।'

'চাকু এখনও পায়নি তাকে,' মা করুণ সুরে বলল। 'তুমি আমার গায়ে গায়ে থাকো, ডাক্তার। একটা উপায় আমাকে বের করতেই হবে এই বিপদ কাটিয়ে ওঠার। আমার গায়ে গায়ে থাকো তুমি।'

বিলকিস সিরাজ আহমেদের বিরাট ডিভানের উপর শুয়ে আছে। তাকিয়ে আছে ও ভাবলেশহীন, শূন্য চোখে সিলিঙের দিকে।

অন্যসময় হলে এমন সুন্দরী মেয়েকে নিজের ঘরে শুয়ে থাকতে দেখলে লোভ সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ত সিরাজ আহমেদের। কিন্তু আজ তার মাথার ভিতরে টগবগ করে ফুটছে অন্য চিন্তা।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজ সারতে হবে, বুঝতে পারছে সে। পলিসকে ডেকে কোন ফায়দা হবে না। যোগাযোগ করতে হবে শরীফ চৌধুরীর

BanglaBook.org

সাথে সরাসরি। হাতে যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা পেতে হয়, শরীফ চৌধুরীই তার একমাত্র ভরসা। পুলিসকে খবর দিলে কপালে টাকাটা নেই তার। পুলিস বলবে আমরাই উদ্ধার করেছি বিলকিসকে। না, তা হতে দেয়া যায় না।

টেলিফোন-গাইডে অনুসন্ধান করে হতাশ হয়েছে সে। কোটিপতিদের ফোন-নম্বর গাইড-বুকে থাকে না, বুঝতে বাকি রইল না তার। কিন্তু ফোন-নম্বরটা একান্ত দরকার তার। বিলকিস বলতে পারবে না বা বলতে রাজি হবে না। এখন একমাত্র উপায়, বড় বড় ক্লাবে ফোন করে শরীফ চৌধুরীর নম্বর জানতে চাওয়া। এ ছাড়া পথ নেই কোন। হতাশ হয়ে পড়ছে সে। যদি শরীফ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ হতে দেরি হয় তাহলে বিপদ হতে পারে তার। চাকুর ভয়ও দূর হচ্ছে না মন থেকে। কিন্তু চাকু জানবে কিভাবে যে সে বিলকিসকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে? না, জানার আশঙ্কা নেই বললেই চলে। কিন্তু তবু যদি চাকু জেনে ফেলে এবং এসে হাজির হয় এখানে, স্রেফ খুন করে ফেলবে তাকে।

বিলকিস নিখোঁজ হবার পর থেকে কাগজে যত ছবি আর খবর বেরিয়েছিল সিরাজ আহমেদ সেগুলো ওকে দেখিয়ে স্মরণশক্তি ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ঘণ্টাখানেক ধরে। বিলকিস কথা বলেনি একটাও। মুখ ভাবলেশহীন, চোখে শূন্য দৃষ্টি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল শুধু নিজের ফটোর দিকে। তারপর সিরাজ আহমেদকে নিরাশ করে দিয়ে বিস্ময়ভরা গলায় শুধু একটি প্রশ্ন করেছিল, 'এই মেয়েটি কে? চিনতে পারছি না তো!'

সিরাজ আহমেদ তারপর সম্ভাব্য সব ক্লাবে ফোন করতে শুরু করল। কিন্তু কোন কাজ হলো না তাতে। অবশেষে বিলকিসকে জিজ্ঞেস করল সে, 'আচ্ছা, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করতেও রাজি নও? তোমার আব্বার সাথে যোগাযোগ করব কিভাবে, বলো তো?'

বিলকিস তেমনি শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল ছাদের দিকে। আর কেউ রূমে আছে সে সম্পর্কে সচেতন নয় ও। বিরক্ত হয়ে উঠল সিরাজ আহমেদ। ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে নাড়া দিয়ে বলল সে, 'এই, চোখ মেলে ঘুমাচ্ছ বুঝি?'

ওর গায়ে ছোঁয়া লাগার ফল এমন হলো যা দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল সিরাজ আহমেদ। হুড়মুড় করে বিছানা থেকে নেমে পড়ে দেয়ালের দিকে ছুটে গেল মেয়েটা। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে কাঁপতে শুরু করল থরথর করে। নরম গলায় সিরাজ আহমেদ বলে উঠল, 'শান্ত হও, শান্ত হও তুমি। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই, বুঝলে? শুনছ তো? আমি তোমার আব্বাকে খবর দিতে চাই। ফোন নম্বরটা কত বলো তো তোমার আব্বার?'

দেয়াল ঘেঁষে খানিকটা সরে গেল বিলকিস। ভীত-ত্রস্ত গলায় বলে উঠল, 'আমাকে মাপ করে দিন আপনি। আমাকে ছুঁতে আসবেন না!'

সিরাজ আহমেদ বলল, 'তুমি মাপ চাইছ কেন শুধু শুধু? ঠিক আছে,

BanglaBook.org

তোমাকে আমি ছোঁব না। কিন্তু তোমার আব্বাকে না পাওয়া গেলে আমরা দু'জনেই বিপদে পড়ব। বুঝতে পরছ না আমার কথা? চাকু এসে পড়বে যে! তোমার আব্বাকে পাব কেমন করে, বলো?'

বিলকিস চিৎকার করে উঠল, 'মাপ চাইছি আমি, আমাকে এখানে থেকে যেতে দিন!'

রেগে উঠে সিরাজ আহমেদ বিলকিসকে ধরার জন্যে পা বাড়াল। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে কাঁপতে লাগল ও। সিরাজ আহমেদ ওকে টেনে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মুখে হাত-চাপা দিল, যেন চিৎকার করতে না পারে আর। ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বলল সে, 'চুপ করো! চাকু তোমাকে আবার ধরে নিয়ে যাক, তাই তুমি চাও?'

বিলকিস ধস্তাধস্তি শুরু করল মুখ থেকে সিরাজ আহমেদের হাত সরাবার জন্যে। এ বাড়িতে আসার পর এই প্রথমবার তার চোখ-জোড়ায় সচেতন দৃষ্টি ফুটে উঠল। সিরাজ আহমেদ হাত সরিয়ে নিল। বিলকিস ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'চাকু কোথায়! চাকু কোথায়? চাকুকে চাই আমি, চাকুকে চাই! ও আসছে না কেন এখনও?'

সিরাজ আহমেদ বিমূঢ় চোখে ওর দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তুমি জানো না, কি আবোল-তাবোল বকছ তুমি। তুমি কি বাড়ি ফিরে যেতে চাও না? তোমার আসলে হয়েছে কি?'

ঘন ঘন মাথা নাড়ল বিলকিস। বলল, 'আমার বাড়ি নেই। কেউ নেই আমার। শুধু চাকুকে চাই আমি।'

সিরাজ আহমেদ উঠে দাঁড়াল, 'আমি পুলিসকে খবর দিচ্ছি।'

টেলিফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। চিন্তা করতে লাগল। পুলিস যদি তার পুরস্কারের টাকা পাবার পথে বাধার সৃষ্টি করে? সেটা দুর্ভাগ্য তার চাকু এখানে যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। চাকু আসার আগেই পুলিস আসা দরকার। থানায় ফোন করার জন্যে ডায়াল করতে শুরু করল সে। বিলকিস আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানা থেকে মেঝেয়। সিরাজ আহমেদ ঘুরে তাকাবার আগেই ধাক্কা খেলো পিছন থেকে। বিলকিস সিরাজ আহমেদকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েই ফোনের ক্রাডলটা মাথার উপর তুলে ধরে মেঝের উপর আছাড় মারল। ভেঙে গেল সেটা।

সিরাজ আহমেদ শঙ্কিত চোখে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল ওর দিকে। মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শিহরণ উঠে আসছে তার। ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে তার চেহারা। ধমকে উঠল সে, 'শয়তানী পেয়েছে, না? কি সর্বনাশ করলে তুমি জানো?'

পিছিয়ে গেল বিলকিস। বলল, 'ওকে বলতেই হবে তোমার যে, তুমি আমাকে নিয়ে এসেছ। আমি তোমার সাথে আসতে চাইনি, তা ওকে বলতেই হবে তোমাকে!'

BanglaBook.org

'কেন, তুমি···তুমি···!' কথা শেষ করতে পারল না সিরাজ আহমেদ। তারপর সাহস সঞ্চয় করে আবার বলল, 'কি হয়েছে তোমার? তোমার ভাল করার চেষ্টা করছি কিনা বলো? চাকুর হাত থেকে বাঁচতে চাও না তুমি?'

বিলকিস দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কাঁদতে শুরু করল। বলল, 'ওর হাত থেকে নিস্কৃতি নেই আমার। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ওর হাতে থাকতে হবে আমাকে।'

সিরাজ আহমেদ চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমার কথার কোন মাথামুণ্ডু নেই। পাগল করে দিয়েছে তোমাকে ওরা। আমি পুলিসকে খবর দিতে যাচ্ছি।'

বিলকিস দ্রুত পায়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজার পাল্লায় পিঠ রেখে যাবার পথ আগলে রাখল ও। সিরাজ আহমেদ ওকে সরাবার জন্যে সামনে বাড়ল। কিন্তু বিলকিস হঠাৎ দু'হাত দিয়ে ঠেলা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল তাকে।

মাথাটা মেঝের সাথে ভীষণভাবে ঠুকে গেল সিরাজ আহমেদের। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে। কোনরকমে উঠে বসল মাথায় হাত দিয়ে।

একটা শব্দ হতেই রূমের আরেক দরজার দিকে তাকাল বিলকিস। দরজাটা খোলা রয়েছে। দরজার ওদিকে বাথরূম। বাথরূমের দরজা দেখা যাচ্ছে এ রূম থেকে। সেই দরজাটা খুলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। অধীর চোখে চেয়ে রইল বিলকিস। দরজাটা পুরোপুরি খুলে গেল। দরজার সামনে দেখা গেল চাকুকে। চাকু ঢুকল রূমে।

চাকু বাথরূমের জানালার গ্রিল সরিয়ে ঢুকে পড়েছে। তার হলুদ, চকচকে চোখ জোড়া বিলকিসের দিকে আর মেঝেতে বসা সিরাজ আহমেদের দিকে বারবার ওঠানামা করল।

প্রচণ্ড ব্যথায় বেহুঁশ হতে হতেও সিরাজ আহমেদ চিনতে পারল তার বিপদকে। মৃত্যুকে চিনতে দেরি হবার কথা নয় তার। নিজেকে প্রস্তুত করার জন্যে মনে মনে সে বলল, আসলে মরে গেছি আমি, আমার দম বন্ধ হয়ে গেছে, নতুন করে মরার ভয় নেই···!

বসে বসেই ভয়ে উল্টে পড়ল সিরাজ আহমেদ পিছন দিকে। হাত দুটো দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঢাকতে চেষ্টা করল সে নিজেকে।

চাকু সামনে বাড়ল। হাঁ হয়ে গেছে তার গাল। হাসছে সে।

বিলকিস দেখল চাকুর ওঠানো হাতে ছোরার ঝিলিক। চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। মুখ ঘুরিয়ে ফেলল।

শুনতে পেল ও সিরাজ আহমেদের আর্তনাদ।

দু'হাতে দু'কান চেপে ধরল ও। মৃত্যুপথযাত্রীর আর্তচিৎকারে শিউরে উঠল তার সর্বশরীর। হাঁটু দুটো কাঁপতে কাঁপতে অবশ হয়ে গেল। হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে পড়তে বাধ্য হলো হতভাগিনী।

চাকুর ছোরার প্রতিটি আঘাতের স্থূল শব্দে শিউরে শিউরে চমকে চমকে

BanglaBook.org

উঠছে ওর শরীর।

অসহ্য যন্ত্রণাকর দু'টি ঘণ্টা। মীনাকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে একটা সেলে। এতক্ষণে দিশেহারা এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সে।

বেঁচু যখন ফোনে রাক্ষুসী-মা'র সাথে ভুলুয়ার ব্যাপারে কথা বলল তখনই ভয় পেয়ে মীনা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, পালাবে সে। বেঁচু অনেক পরে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। বেঁচু বেরিয়ে যেতেই সুটকেসে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে কেটে পড়ে সে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সিধে রেল-স্টেশনে আসে। চিটাগাঙে তার ভগ্নীপতির বাড়ি যাবার প্ল্যান তার। বেঁচুর সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখার বিপদ আজ সে হঠাৎ করে বুঝে ফেলেছে। বেচু বা রাক্ষুসী-মা'র দলের সাথে কাজ করলে যখন তখন পুলিস গ্রেফতার করে বসতে পারে। ভয়ঙ্কর ওই রাক্ষুসী-মা'র দল। সে আর থাকতে চায় না ওদের সাথে। কিন্তু বেবী-ট্যাক্সি স্টেশনে এসে থামতেই দু'জন ডিটেকটিভ গাড়ির দু'দিকে এসে হাজির হলো। কোথা থেকে হঠাৎ এল লোক দু'জন তা বুঝে উঠতে পারল না মীনা। তাকে গ্রেফতার করে সিধে থানায় এনে একটা সেলে বন্ধ করে রাখল। শত চেঁচামেচিতেও কাজ হয়নি কোন। কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয়নি থানার লোকেরা।

দু'ঘণ্টা পর থানার একজন কনেস্টবল ঢুকল সেলে। রেগে টং হয়ে উঠল মীনা লোকটাকে দেখে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কি ভেবেছ তোমরা নিজেদেরকে? একজন মেয়েলোককে অকারণে ধরে এনে কয়েদ করে রাখার আইন নেই, তা জানো?'

কনেস্টবলটা মুচকি মুচকি হাসল। তারপর মীনার পায়ের কড়া খুলে দিয়ে বলল, 'চলো এবার।'

'কোথায় যাব?' মীনা ফোঁস করে উঠল নাগিনীর মত।

কনেস্টবলটা বলল, 'চলো জলদি, চেঁচামেচি করলে জোর করে নিয়ে যাবার হুকুম আছে!'

জোর করার দরকার হলো না। মীনা বেরিয়ে এল সেল থেকে। হাতে তার হাত-কড়া পরানো। কনেস্টবলটা আগে আগে হাঁটতে লাগল। মীনা চলল পিছু পিছু। কয়েকটা অফিস-রূম পেরিয়ে মীনাকে একটা দরজা দেখিয়ে দিল কনেস্টবলটা। বলল, 'ভিতরে গিয়ে দেখো। কয়েকজন লোক শুয়ে আছে। ওদেরকে চিনতে পারার চেষ্টা করো।'

এদিকে অপেক্ষা করে আছে ইন্সপেক্টর বোরহান আর হায়দার। দশ মিনিট পর অফিস-রূমের দরজা খুলে গেল। কনস্টেবলটা মীনাকে রূমের ভিতরে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল। মীনা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। টলছে সে। সাদা হয়ে গেছে তার মুখ। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ-জোড়া। বোরহান হায়দারের সাথে দৃষ্টি বিনময় করে মীনাকে জিজ্ঞেস করল, 'লাশগুলোর মধ্যে গোপীকে চিনতে পেরেছ, মীনা?'

কেঁপে উঠল মীনা। বলল, 'লজ্জা করল না আপনাদের! আমাকে ওই পচা-গলা লাশগুলো দেখাবার কারণ কি, শুনি? কেন আমাকে বে-আইনীভাবে ধরে

BanglaBook.org

এনেছেন আপনারা?'

হায়দার মীনার কাছে এসে জেরা করতে শুরু করল। মীনা গোপী, পোকা আর সিদ্দিক মিয়ার গলিত লাশ দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। হায়দার ওকে পাঁচ মিনিট ধরে বোঝাল রাক্ষুসী-মা'র দল কিভাবে গোপীদেরকে হত্যা করেছে। প্রথম অবিশ্বাসের আভাস দেখা গেল মীনার হাবভাবে। কিন্তু হায়দার উপর্যুপরি বোঝাবার চেষ্টা করল ওকে। অবশেষে মীনা বুঝতে পারল, রাক্ষুসী-মা'র দলই গোপীদের খতম করেছে।

ব্যাপারটা বোঝার সাথে সাথে ভয়াল রূপ নিল মীনার চেহারা। গোপীকে সে ভালবাসত। অথচ সেই গোপী তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে, এই বুঝিয়েছে রাক্ষুসী-মা'র দল তাকে। এর প্রতিশোধ নেবেই সে।

হায়দারের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিল মীনা। সে বলল, 'বিলকিস প্যারাডাইস ক্লাবের উপরে থাকে কিনা তা তার জানা নেই। তবে একজন মেয়ে অবশ্যই থাকে। হ্যাঁ, মেয়েটাকে রুমের ভিতরে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। মেয়েটার সাথে চাকুও থাকে। মেয়েলী জিনিস-পত্র কিনে নিয়ে যায় চাকু ওই রুমে। ডাক্তারও মাঝে মাঝে যায়। রাক্ষুসী-মা লন্ড্রীর কাপড়-চোপড় পৌঁছে দেয় নিজে মেয়েটার রুমে।'

হায়দার আরও অনেক প্রশ্ন করল। কিন্তু মীনা আর কিছুই জানাতে পারল না। ক্লাবে ঢোকার কোন দ্বিতীয় পথ আছে কিনা তাও জানা নেই মীনার।

ইন্সপেক্টর বোরহান অফিস-রুম থেকে মীনাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। মীনাকে নিয়ে চলে গেল একজন কনেস্টবল। হায়দার বোরহানকে বলল, 'কি বুঝলি?'

বোরহান বলল, 'মূল্যবান কোন তথ্য মীনা দিতে পারল না।'

হায়দার বলল, 'একটা মেয়েমানুষ তালা দেয়া ঘরে থাকে, তথ্যটা কিন্তু কম মূল্যবান নয়।'

বোরহান বলল, 'ক্লাবে হামলা চালাতে হলে প্রথমে জানতে হবে যে কোন মেম্বার আছে কিনা ভিতরে। কেউ না থাকলেই হামলা চালানো সম্ভব। ক্লাবটা ঘিরে ফেলা বোধ হয় অসম্ভব। তবু প্রচুর লোক নিয়ে ঘিরে ফেলারই চেষ্টা করব আমরা, কেউ যাতে ভিতরে ঢুকতে বা বের হতে না পারে।' ঘড়ি দেখল সে। 'রাত দশটার দিকে খোলে ক্লাব। এখনও আটটা বাজেনি। ইতিমধ্যে আমরা যদি রাক্ষুসী-মা'র দলের কাউকে ধরে আনতে পারি তাহলে চমৎকার একটা কাজ হয়। অনেক দরকারী কথা জেনে নেয়া যাবে। স্টীলের দরজাটা ছাড়া ক্লাবে ঢোকার অন্য কোন পথ থাকলেও থাকতে পারে।'

বোরহান টেলিফোন তুলে কথা বলল, 'কে, আফিক? রাক্ষুসী-মা'র দলের একজন লোককে চাই আমি। যত তাড়িতাড়ি পারা যায়।...না, বিশেষ কোন নামের কাউকে ধরতে হবে না, দলের যে কোন একজনকে হলেই চলবে আমার। পারলে সবর্কটাকে হাত-কড়া পরিয়ে হাজির করো। রাখছি।'

বোরহান ফোন রেখে হায়দারকে বলল, 'দলের কেউ যদি শহরে থাকে,

BanglaBook.org

তাহলে আধঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়বে সে। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই আমাদের।'

হায়দার বলল, 'বিলকিসের আব্বাকে ফোন করি। যা যা ঘটছে জানানো দরকার তাকে, হাজার হোক বাপের মন তো!'

বোরহান বলল, 'হ্যাঁ, জানানো উচিত।'

ক্লাব থেকে বেরিয়ে সিধে একটা সিনেমা হলে চলে এল বেঁচু। ইংরেজি ছবি চলছে হলটায়। মারপিট আছে দারুণ। বেঁচুর ইচ্ছা, ছবিটা দেখবে মীনাকে সাথে নিয়ে। দু'টো অগ্রিম টিকিট কিনে বাড়ি ফিরে যেতে ভাল লাগল না তার। মাত্র আটটা বেজে দশ হয়েছে। বিলকিসের কথা মনে পড়ে যেতে দুঃখ হলো তার। এতক্ষণে হয়তো খতম হয়ে হতভাগিনী। আচ্ছা, বেঁচু ভাবল, মা মেয়েটার লাশের কি করবে? যাক বাবা, সে চলে আসতে পেরে বেঁচে গেছে, তা না হলে লাশটা সরাবার ভার তার ঘাড়েই পড়ত। আচ্ছা, চাকু কি করবে খবরটা শুনে?

চাকুর কথা মনে পড়তেই মেজাজটা কেমন যেন তেতো হয়ে গেল বেঁচুর। ভয় ভয় করতে লাগল ওর। গলাটা শুকিয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে কাছাকাছি একটা বারে ঢুকল সে।

ডবল স্কচের অর্ডার দিয়ে ফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল বেঁচু। মীনাকে ফোন করার জন্যে ডায়াল করল। মীনা ঘরে নেই। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল তার। তারপর হঠাৎ শঙ্কা জাগল মনে, ন'টার আগে তো মীনা বাড়ি ছেড়ে কোথাও কখনও বের হয় না! তাহলে নেই কেন বাড়িতে? ঢকঢক করে সবটুকু গলায় ঢেলে দ্রুত বের হয়ে এল বেঁচু বার থেকে। একটা বেবী-ট্যাক্সিতে চড়ে বসে পাড়ার নাম বলল। বাড়ি ফিরে দেখা উচিত। মীনা হয়তো ফিরে আসতে পারে একটু পর।

বাড়ির সামনে এসে বেবী-ট্যাক্সি থেকে নেমে ভিতরে ঢুকল বেঁচু।

বেঁচু বাড়িতে ঢুকতেই একটা জীপ এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বাড়ির সামনে। দু'জন ডিটেকটিভ নেমে পড়ল রাস্তার উপর লাফ দিয়ে। দু'জন চাপা স্বরে কি যেন বলাবলি করল বেঁচুদের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে।

বেঁচু দরজার তালা খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকল। শোবার ঘরে পা দিয়েই থমকে গেল সে। ঘরের কাপড়-চোপড় লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে রয়েছে। মীনার দামী দামী শাড়িগুলোও নেই ঘরে। ব্যাপারটা টের পেতে অসুবিধে হলো না তার। পালিয়ে গেছে মীনা। খবরটা কি মা'কে জানাবে? ইতস্তত করল বেঁচু। তারপর ফোনের দিকে পা বাড়াল। ঠিক এমন সময় নক্ হলো দরজায়।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে ড্রইংরুমের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বেঁচু। ভাবল, কে এল আবার এমন সময়? পকেটে হাত দিয়ে রিভলবারের বাঁটটা চেপে ধরল সে। জিজ্ঞেস করল, 'দরজায় কে?'

'মীনা বেগমের খবর আছে, উনি খবর পাঠিয়েছেন এই বাড়ির ঠিকানায়।'

অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল। দ্রুত হাতে ছিটকিনি খুলল বেঁচু।

BanglaBook.org

কিন্তু ওই পর্যন্তই। দরজার পাল্লা খোলার দরকার হলো না তার। দরজার পাল্লা দুটো বাইরের ধাক্কায় প্রচণ্ড বেগে খুলে গেল। কপালে ঘা খেলো বেঁচু পাল্লার। তাল সামলাবার আগেই মেঝের উপর ছিটকে পড়ল সে। ঘরের ভিতরে ঢুকল দু'জন ডিটেক্‌টিভ। ওদের দু'জনার হাতে উদ্যত রিভলবার।

সোজা থানা হেড-কোয়ার্টারে নিয়ে এসে বোরহানের রূমে ঢোকানো হলো বেঁচুকে। বোরহান গার্ডদেরকে বলল, 'আগে বেঁচুকে লাশগুলো দেখিয়ে আনো।'

পাঁচমিনিট পরই ভয়ার্ত মুখে ফিরে এল বেঁচু গার্ডদের সাথে। ইন্সপেক্টর বলল, 'আমরা জানি, তুমি আর তোমাদের দল গোপী, পোকা ও সিদ্দিক মিয়াকে খুন করেছ। ভুলুয়া খতম হবার আগে কথা বলেছে। আমরা জানতে পেরেছি, বিলকিসকে গায়েব করেছ তোমরাই। বেঁচু, তুমি ইচ্ছা করলে এই সব গুরুতর অভিযোগ থেকে অনায়াসে নিষ্কৃতি পেতে পারো। আমরা বিলকিসকে ক্লাব থেকে উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর। তুমি বলো, কিভাবে আমরা ক্লাবে ঢুকতে পারব। তার বদলে ফাঁসির রশি থেকে বাঁচাব আমরা তোমাকে। অবশ্যি দশ থেকে পনেরো বছরের জেল তোমার হবেই। কিন্তু প্রাণটা তো বাঁচবে! রাজি?'

বেঁচু ঘাবড়ে গেছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'আপনারা কি বলছেন তা আমি বুঝতেই পারছি না।'

বোরহান টেলিফোন তুলে নিল সাথে সাথে। অফিসেরই কারও উদ্দেশে বলল, 'সোবহান আর মওলা বক্সকে পাঠিয়ে দাও।'

সোবহান আর মওলা বক্সের নাম আগেই শোনা আছে বেঁচুর। ইন্সপেক্টকর ওদেরকে ডেকে পাঠাতে শিউরে উঠল তার সর্বশরীর। লোক দু'জন নিষ্ঠুর প্রকৃতির কনেস্টবল ছিল একসময়। কিন্তু একদল ডাকাতের হাতে ধরা পড়ে দু'জনারই দুটো করে চোখ নষ্ট হয়ে যায়। লোহার শিক গরম করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল চোখে। পুলিসের চাকরি ওদের না থাকারই কথা। কিন্তু ওদের ভীতিকর নিষ্ঠুরতা দেখে পুলিস বিভাগ চাকরি থেকে মুক্তি দেয়নি। মাঝে-মধ্যেই একগুঁয়ে প্রকৃতির চোর-বদমাশ-গণ্ডাকে থানায় ধরে আনা হয়। তাদেরকে কথা বলাবার জন্যে ঝামেলা পোহাতে হয় বহু। সেই ভেবে সোবহান আর মওলা বক্সকে চাকরিতে বহাল রাখা হয়েছে। জেদী কোন অপরাধী কথা না বলতে চাইলে ওদের দু'জনার হাতে ছেড়ে দেয়া হয় তাদেরকে। ওরা ধোলাই-মলাই করে বানিয়ে দিলেই কাজ হয়। কথা বলে অপরাধীরা। কোন কোন সময় ওরা দু'জন অপরাধীদের হাত-পা ভেঙে চোখ তুলে নেয়।

বেঁচু বলে উঠল, 'স্যার, ওদেরকে ডাকছেন কেন? আমি যা জানি, বলছি সব।'

'এই তো কাজের কথায় এসেছ, বাছাধন। বিলকিসকে কি ক্লাবেই রাখা হয়েছে, বেঁচু?'

বেঁচু ঠোঁট চাটল জিভ দিয়ে। বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিভাবে উদ্ধার করতে পারি আমরা ওকে?'

বেঁচু ইতস্তত করল খানিকক্ষণ। তারপর বলে ফেলল, 'মিস বিলকিস খতম

BanglaBook.org

হয়ে গেছে, স্যার। খোদার কসম বলছি, বিশ্বাস করুন, আমার কিছুই করার ছিল না। মা'র কাজ। মা ডাক্তারকে দিয়ে খতম করেছে তাকে।'

বোরহান এবং হায়দার দু'জনাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বেঁচুর কথা শুনে। হায়দার চিৎকার করে উঠল, 'মিথ্যেকথা বলছ!'

'খোদার কসম বলছি, এতে আমার কোনই হাত ছিল না। রাক্ষুসী-মা সব সময় চাইত বিলকিসকে খতম করে ফেলতে। কিন্তু চাকু এতদিন হতে দেয়নি তা। চাকু তাকে ভালবেসে ফেলেছিল। ওরা দু'জন একসাথেই এক ঘরে থাকত। চাকু ভুলুয়াকে খতম করতে গিয়েছিল আজ, এই সুযোগে মা বিলকিসকে খতম করার পায়াতারা কষে। আমি বাধা দিতে চেয়েছিলাম মাকে, কিন্তু মা একবার যা ঠিক করে জীবন দিয়েও তা থেকে হটানো যায় না তাকে। মা ডাক্তারকে পাঠাল মেয়েটাকে খতম করার জন্যে।'

হায়দার আর বোরহান দৃষ্টি বিনিময় করল। হায়দার হতাশ হয়ে পড়েছে। বেঁচুকে জিজ্ঞেস করল, 'ক্লাবে ঢোকার আর কোন পথ আছে নাকি?'

'অয়্যারহাউসের গেটের পশ্চিম দিকে একটা দরজা আছে। ওই দরজা দিয়ে ঢোকা যায় ক্লাবে।'

বোরহান একজন গার্ডের দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, 'নিয়ে যাও বেঁচুকে। কড়া পাহারায় সেলে আটকে রাখবে।'

গার্ড নিয়ে গেল বেঁচুকে। হায়দার বলল, 'এটাই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল হলো। হতভাগিনীর আব্বাও মনে মনে বিশ্বাস করে ফেলেছে যে বেঁচে নেই তার মেয়ে। নানা কারণে এটাই শুভানুধ্যায়ীদের কাম্য। দেখি, ফোনে খবরটা জানিয়ে দিই আমি।'

বোরহান বলল, 'তা ঠিক। কিন্তু, ডাইনী রাক্ষুসী-মাকে জাহান্নামে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি আমি। আমার সাথে আসবি তুই?'

'সেটা আবার জিজ্ঞেস করবার কথা? নিশ্চয় যাব আমি। তার আগে শরীফ চৌধুরীর সাথে কথা বলে নিই।'

হায়দার ফোনের দিকে এগোতেই বোরহান ছুটে বের হয়ে গেল রুম থেকে। শোনা গেল তার উঁচু গলার ডাকাডাকি—রায়ট স্কোয়াড সার্জেন্টকে ডাকছে সে।

BanglaBook.org

তিন

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বিলকিস। ডান হাতের মধ্যম আঙুলটা দাঁত দিয়ে সজোরে কামড়ে ধরেছে ও। কেননা গগন-বিদারী চিৎকার করে উঠতে চাইছে তার গোটা অস্তিত্ব। এবং কেন যেন সেই চিৎকারটা বের হচ্ছে না গলা থেকে। পুরনো একটা দামী কার্পেটের ওপর পড়ে আছে সিরাজ আহমেদ। আতঙ্কিত,

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ও লাশটার দিকে। অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন সিরাজ আহমেদের গায়ে। রক্তের স্রোত সাপের মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছে লাশটা থেকে। চাকু দাঁড়িয়ে আছে লাশের সামনে। হাড়সর্বস্ব আঙুলে ধরা রক্ত-মাখা ছোরাটা। হঠাৎ চাকু ঝুঁকে পড়ে সিরাজ আহমেদের শার্টে ছোরার রক্ত মুছল ঘষে ঘষে। তারপর রাস্তার ধারের জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া আর লোক-জনের অসম্ভব ভিড় এই সময়টায়। চাকু বুঝতে পারল, প্রকাশ্যে মেয়েটাকে নিয়ে বের হওয়া চলবে না তার। সহজেই চিনে ফেলবে হয়তো কেউ। মনে মনে ভাবল সে, রাক্ষুসী-মা হলে এই সমস্যার মীমাংসা করত কিভাবে? হঠাৎ ঘুরে তাকাল চাকু সিরাজ আহমেদের লাশটার দিকে। একটা বুদ্ধি এসেছে তার মাথায়। বুদ্ধিটা মনে জাগতেই খুশি হয়ে উঠল সে। সে দেখাবে, একমাত্র মা'রই মাথা নেই, তারও আছে। আলনার দিকে পা বাড়াল সে।

আলনা থেকে সিরাজ আহমেদের শার্ট আর প্যান্ট নিয়ে বিলকিসের সামনে এসে দাঁড়াল সে। বলল, 'পরে নাও এগুলো। যেভাবেই হোক ক্লাবে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। নাও, দেরি কোরো না, পরে নাও প্যান্ট-শার্ট।' ডিভানে ছুঁড়ে দিল চাকু কাপড়গুলো।

বিলকিস ঘন ঘন মাথা নাড়ল এবং পিছিয়ে গেল ভয়ে। চাকু খপ্ করে ধরে ফেলল ওকে। ডিভানে বসিয়ে দিল ঝট্‌কা টানে। বলল, 'যা বলছি, করো!' ওর বাহু-মূল খামচে ধরে আবার যোগ করল চাকু, 'পরো এগুলো!'

কাপড়গুলো ঠেলে মেঝেতে ফেলে দিল বিলকিস। দেখল, চাকু তার দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যস্ত-ত্রস্তভাবে কাপড়গুলো তোলবার জন্যে ঝুঁকে পড়ল ও। মুখ তুলে তাকাতেই দেখল, চাকুর দৃষ্টিতে লোলুপতা। পরিষ্কার বুঝতে পারল ও চোখের এই ভাষা। কাপড়গুলো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে চাকুকে বাধা দেবার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ও। পিছিয়ে এল বসে বসেই।

'না, না···দয়া করো!'

ঝট করে সামনে বাড়ল চাকু। কেড়ে নিল কাপড়গুলো। চাকুর গাল হাঁ হয়ে ঝুলে পড়েছে। ফোঁস ফোঁস শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে শুরু করেছে তার। চোখের দৃষ্টিতে সর্বব্যাপী ক্ষুধা। বৃথা হলো ওর অনুনয়-বিনয়, বৃথা গেল ওর হাত-পা ছোঁড়া। শিউরে উঠে কাঁপতে কাঁপতে বাধ্য হতে হলো ওকে চাকুর শিকারে পরিণত হতে। চাকু ডিভানে শুইয়ে দিল ওকে।

দেয়াল ঘড়ি টিকটিক করে চলল মিনিটের কাঁটা ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল। বড় একটা প্রজাপতি সিরাজ আহমেদের রক্তমাখা শার্টের উপর ঘোরাফেরা করে বেড়াতে লাগল। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার উচ্চকিত শব্দ হঠাৎ থমকে গেল। ট্রাফিক পুলিস ক্লিয়ারেন্স সিগন্যাল দিতেই আবার শুরু হলো ঘণ্টাধ্বনি, হর্নধ্বনি, গিয়ার বদলাবার শব্দ।

বিলকিস আচমকা তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ করে উঠল।

BanglaBook.org

মিনিটের পর মিনিট বয়ে যাবার সাথে সাথে রুমের ভিতরের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে উঠছে। আশপাশের কোন বাড়িতে কেউ টেলিভিশন অন করল। চড়া গলায় কে যেন তার বউকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, কিভাবে কেক তৈরি করতে হয়। চড়া গলা কানে ঢুকতেই চেতনা ফিরল চাকুর। আস্তে আস্তে মেলে ধরল সে চোখের পাতা। মাথা তুলে বিলকিসের দিকে ফিরল সে। তার পাশে পিঠ বিছানায় রেখে শুয়ে আছে ও। সিলিঙের দিকে তাকিয়ে। সেই শূন্য ভাবলেশহীন দৃষ্টি।

'দুনিয়ায় যেন কেক বানাবার নিয়ম শেখানো ছাড়া বউকে আর কিছু শেখবার মত নেই গাধাটার,' চাকু বলল। ঘড়ি দেখবার জন্যে হাত তুলল চোখের সামনে। আটটা বেজে কুড়ি। আশ্চর্য বোধ করল চাকু। এতক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছে! বিছানা থেকে নেমে পড়ল তাড়াতাড়ি। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ এখন খুব কম। বলল, 'এবার যেতে হয় আমাদের। মা হয়তো ভাবছে, কোথায় আছি আমরা। এসো এবার, শার্ট-প্যান্ট পরে নাও।'

হতভাগিনী বিছানা থেকে নামল। ঘুম জড়ানো মানুষের মত হাঁটা ওর। সালোয়ার-কামিজ ছেড়ে সিরাজ আহমেদের প্যান্ট-শার্ট পরল ও। ইতোমধ্যে একটা শোলার টুপি খুঁজে বের করেছে চাকু। সেটা বিলকিসের মাথায় চাপিয়ে দিল কায়দা করে। চুলগুলো স্তূপীকৃত হয়ে রইল টুপির ভিতরে। চাকু বলে উঠল, 'চমৎকার ব্যাটাছেলে দেখাচ্ছে তোমাকে! রাস্তায় তুমি আমার ছোট ভাই হবে।'

প্রাণহীন পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল বিলকিস। কিন্তু চাকুর শক্ত আঙুল ওর ত্বক স্পর্শ করা মাত্র শিউরে উঠল ও।

'এসো, যাই আমরা।'

বাথরুমে নিয়ে এল চাকু বিলকিসকে। জানালার সামনে এসে উঁকি মেরে নিচেটা এবং আশপাশটা দেখে নিল। কেউ কোথাও নেই দেখে সন্তুষ্ট দেখাল তাকে। বিলকিসকে ধরে জানালার উপর চড়িয়ে দিল সে। একটা মই লাগানো রয়েছে জানালার সাথে। বিলকিসকে ইঙ্গিত করল নেমে যেতে। এই পথেই মইয়ের সাহায্যে এসেছিল চাকু।

বিলকিস নামতে শুরু করল। চাকুও পিছু পিছু পা দিল মইয়ে। নেমে পড়ল দু'জন একে একে। দু'জনে বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। রাস্তার উপর বুইকটা দাঁড়িয়ে আছে। বিলকিসকে দ্রুত গাড়িতে উঠিয়ে দিল চাকু। ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল সে নিজে। হাত ঢুকিয়ে গাড়ির একটা হোল থেকে .45 আগ্নেয়াস্ত্রটা বের করে বাঁ উরুতে রাখল। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বড় রাস্তায় চলে এল।

ক্লাবের দিকে যেতে যেতে পুলিস-ভর্তি জীপের সাইরেন শুনে চমকে উঠল চাকু। ড্রাইভিং মিররে চোখ রাখল সে। দেখল, পিছনের গাড়িগুলো বাঁ-দিকে ডান-দিকে সরে গিয়ে রাস্তার মাঝখানটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। চাকুও বুইকটাকে বাঁ দিকে নিয়ে এল। একটু পরেই তিনটে আর্মড পুলিস-ভর্তি জীপ ছুটে চলে গেল সামনের দিকে। কোথায় যাচ্ছে পুলিস? ভীষণ উৎকণ্ঠা বোধ করল সে।

BanglaBook.org

কয়েক মিনিট পরেই ক্লাবের কাছাকাছি পৌঁছে গেল গাড়িটা। হঠাৎ সে টের পেল, পুলিসের গাড়িগুলো তাদের ক্লাবের কাছে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছে।

কপালে ঘাম ফুটে উঠল চাকুর। কি করবে সে এখন? কোথায় যাবে সে? বিলকিসের দিকে তাকাল। হতভাগিনী ভাবলেশহীনভাবে চেয়ে আছে জানালার বাইরে। চাকু মা'র অভাবে অসহায় বোধ করল। সে যেন হারিয়ে যাচ্ছে কোথাও। বিপদসঙ্কুল এই পরিবেশে মাথা কেমন যেন চক্কর মারছে তার।

'এই, তুমি! রাখো, গাড়ি রাখো!'

চমকে উঠে চাকু বাঁ দিকে তাকাল। একজন পুলিস তার দিকে তাকিয়ে পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে চেঁচিয়ে উঠল। গাড়িটা দাঁড়ই করাচ্ছিল চাকু। পুলিসটা এগিয়ে আসতে আসতে তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে বিলকিসের দিকে তাকাল। বলল, 'নেমে এসো। দরকার তোমাকে।'

চাকুর হাত দ্রুত নেমে এল উরুর উপর। .45 আগ্নেয়াস্ত্রটা বিদ্যুৎগতিতে তুলে ধরল সে। কনেস্টবলটা ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই গুলিবিদ্ধ হলো পেটে। রাস্তার উপর ঢলে পড়ল সে।

চিৎকার করে উঠল বিলকিস। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ওর গালে প্রচণ্ড একটা আঘাত হানল চাকু। মুখ থুবড়ে গাড়ির এক পাশে পড়ে গেল বিলকিস।

পথচারীরা দৌড়তে শুরু করেছে দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হয়ে। চাকু .45 সিটের ওপর ফেলে দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। চিৎকার করে উঠল একজন লোক পিছন থেকে। চাকু বেপরোয়া গতিতে গাড়ি ছেড়েছে। কিন্তু খোলামেলা রাস্তায় না পৌঁছানো পর্যন্ত অসম্ভব দ্রুতবেগে গাড়ি চালানো চাকুর পক্ষে সম্ভব নয়। এই রাস্তায় তেমন জোরে গাড়ি চালালে অ্যাক্সিডেন্ট একটা ঘটবেই ঘটবে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ছে চাকু। ফাঁকা রাস্তায় কখন পৌঁছুবে সে?

হায়দার এবং বোরহান সদ্য-আগত একটা পুলিস জীপ থেকে নামছিল, ঠিক সেই সময়ে চাকু কনেস্টবলটাকে গুলি করে। দু'জনই চমকে উঠল গুলির শব্দে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখল বুইকটা অন্যান্য যানবাহনকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। হায়দার গুলিবিদ্ধ কনেস্টবলটার দিকে ছুটে গেল। বোরহান তিনজন মোটর-সাইকেল-পুলিসকে হাত ইশারায় ডাকল। প্যারাডাইস ক্লাবের গলির মুখে অপেক্ষা করিয়ে রাখা হয়েছিল ওদেরকে প্রয়োজন হতে পারে মনে করে। ইন্সপেক্টর বোরহান ওদেরকে ইঙ্গিতে জানাল বুইকটার পিছু নিতে। মোটর-সাইকেল তিনটে সগর্জনে ছুটল। বোরহান কনেস্টবলটার লাশের কাছে এল। হায়দার বলল, 'শেষ! গুলিটা কে করল, জানিস কিছু?'

বোরহান চিন্তিতভাবে বলল, 'রাক্ষুসীর দলেরই কেউ একজন। বেশিদূর যেতে হবে না বাছাধনকে, এই আনল বলে ধরে। আয়, আমরা কাজ শুরু করে দিই।'

আরও আর্মড্ ফোর্স আসছে। বড় রাস্তা এবং সরু গলিটা গিজগিজ করছে পুলিসের ভিড়ে।

BanglaBook.org

ক্লাবের ভিতরে রাক্ষুসী-মা শাটারের গায়ের ফুটোয় চোখ রেখে পুলিসের কার্যকলাপ দেখছে।

লালও আর একটা শাটারের ফুটোয় চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। লোকু দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। মোমেন ডাক্তার বসে আছে রাক্ষুসী-মা'র ডেস্কের কাছাকাছি। হুইস্কির গ্লাস তার হাতে। চোখ-মুখ ছলছল করছে। রাক্ষুসী-মা ঘুরে দাঁড়াল। প্রথমেই তাকাল সে ডাক্তারের দিকে। তারপর লোকুকে দেখল। লালও সরে এল শাটারের কাছ থেকে। রাক্ষুসী-মা'র দিকে চেয়ে রইল সে। মা একমুহূর্ত পর মুখ খুলল। তার গলা ঠাণ্ডা এবং কঠিন, 'পথের শেষে পৌঁছেছি আমরা। আমার সামনে কি অপেক্ষা করছে তা আর খুঁটিয়ে বলবার দরকার করে না।'

ঠাণ্ডা হয়ে গেছে লালের শরীর। চোখজোড়া বিরতিহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-সেদিক। কিন্তু ভয় তাকে গ্রাস করতে পারেনি। ভয় পেয়েছে লোকু। যে কোন মুহূর্তে বেহুঁশ হয়ে যেতে পারে সে। মোমেন ডাক্তার চোখ তুলে তাকাচ্ছে না কারও দিকে। বিড়বিড় করে কি যেন বলছে সে। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে। কোনরকম আবেগ, উত্তেজনা স্পর্শ করবে বলে মনে হয় না এখন মাতাল লোকটাকে। মা সিধে হেঁটে গিয়ে একটা সিন্দুক খুলে ফেলল। ভিতর থেকে বের করল সে একটা থম্পসন মেশিনগান। বলল, 'জান বাঁচাবার সময় তোমরা তোমাদেরই সর্দার। আমি জানি, আমার কি করতে হবে। কিন্তু তোমরা যে কোন পথ বেছে নিতে পারো। পুলিস আমাকে জান থাকতে ধরতে পারবে না। ওই বুড়বাকগুলোর মধ্যে থেকে পঞ্চাশটাকে সাথে নিয়ে মরব আমি।'

লাল রাক্ষুসী-মা'র দিকে এগোল। একটা মেশিনগান বের করে নিল সে সিন্দুক থেকে। এমন সময় স্টীলের দরজায় কিসের যেন আঘাত শোনা গেল। তারপরই বাইরে থেকে লাউডস্পীকারের মাধ্যমে একটা চড়া কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'বাইরে বের হয়ে এসো, যারা যারা ভিতরে আছ বাইরে বের হয়ে এসো। হাত তুলে ক্লাব থেকে বের হয়ে এসো তোমরা সবাই।'

মা ডেস্কের পেছনে নিজের চেয়ারে বসল। থম্পসনটা স্টীলের দরজার দিকে মুখ করে ডেস্কের উপর বসাল সে। বলল, 'ভেঙে-চুরে ভিতরে ঢুকতে কুত্তাদের দেরি হবে খানিক। যা বাছারা, আমাকে এখানে একা থাকতে দে। এখানেই মরতে চাই আমি। তোরা তোদের যার যার জায়গা বেছে নিয়ে তৈরি হয়ে থাক, যা।'

ডাক্তার কোনরকমে তার ভারী মাথা তুলে বলল, 'ঢুকতে দাও না রাক্ষুসী ওদেরকে?' মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আবার বলল সে, 'আমাদের প্রচুর টাকা আছে, রাক্ষুসী। আমরা জাঁদরেল জাঁদরেল ব্যারিস্টার নিয়োগ করতে পারব। যুদ্ধ করার চাইতে সেটা অনেক ভাল হবে। এমনিতে তো কোন সুযোগই পাচ্ছি না আমরা জান বাঁচাবার।'

রাক্ষুসী-মা'র বিরাট মুখটা আরও বড় হয়ে উঠল আবেগময় হাসিতে। বলে উঠল, 'তাই ভাবছ বুঝি, ডাক্তার? মাতাল কোথাকার! যাও না, তুমি না হয় ধরা দিয়ে মজাটা দেখো! ব্যারিস্টার লাগিয়ে দেখো, কেমন বাঁচিয়ে দেয় তোমাকে!'

BanglaBook.org

লাল ইতিমধ্যেই বের হয়ে গেছে রুম ছেড়ে। অন্ধকার ক্লাব পেরিয়ে সিঁড়ি দিকে দৌড়ল ও। সিঁড়ির পাশেই একটা কাউন্টার। এখানে মাহবুবা দাঁড়িয়ে থাকত। মেশিনগানটা কাউন্টারে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল সে। বুকটা ধক ধক করছে তার। ঠোঁট জোড়া কাঁপছে। আর বীভৎস এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে তার মুখে।

লোকু লবির চার্জ নিতে এসে এদিক-ওদিক তাকাল শিয়ালের মত। লালকে ও দেখতে পায়নি। স্টীলের দরজার দিকে পা বাড়াতেই লাল কাউন্টার থেকে গর্জন করে উঠল, 'খতম করে ফেলব শালা পালাবার চেষ্টা করলে!'

চমকে উঠে ঘুরে লালের দিকে তাকাল লোকু। তারপর ব্যস্ত-ত্রস্ত কণ্ঠ শোনা গেল তার, 'আমি ভাই মরতে চাই না! আমি শুধু চলে যেতে চাই এখান থেকে।'

'খবরদার! কোথাও যাওয়া চলবে না এখন!'

লালের কথা শেষ হতেই রিভলবারের শব্দ শোনা গেল একটা। লালের পিছন দিক থেকে কেউ গুলি করেছে। লোকুর মুখাবয়ব বিকৃত হয়ে গেল। সশব্দে পড়ে গেল সে মেঝেতে। চমকে উঠে ঘুরে তাকাল লাল। সিঁড়ির মাথায় দু'জন পুলিস রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাল থম্পসনের মুখ ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপতে টিপতে ভাবল, পুলিস অয়্যারহাউসের মধ্য দিয়ে চোরা-পথটার সন্ধান পেয়ে গেছে। সত্যিই পথের শেষে এসে পৌঁছেছে তারা!

মেশিনগান গর্জন করে উঠল। দু'জন পুলিসই সিঁড়ির মাথা থেকে পিছিয়ে গেল গুলি খেয়ে। পরমুহূর্তে অপর একটা মেশিনগানের গর্জন শোনা গেল সিঁড়ির ওপরের কোথাও থেকে। মাথা নিচু করে ফেলল লাল। মাথার আধহাত উপর দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক গরম সীসা ছুটে গেল। লাল হাসছে। ঘামছে সে দরদর করে। ভাবছে, খতম হবার এই তো নিয়ম। মারো আর মরো!

কাউন্টারের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তা না হলে আড়াল পাচ্ছে না লাল। মেশিনগানটা কাউন্টারে রেখেই আস্তে আস্তে মাথা তুলে সিঁড়ির দিকে তাকাল সে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কুঁজো মত হয়ে পা বাড়াল এবার। মাথা ফিরিয়ে নিল। লালের সেই ফেরানো মাথার পিছনে পরপর দুটো বুলেট ঢুকল সবেগে আছড়ে পড়ল সে।

উপর থেকে চারজন পুলিস উঁকি মারল সন্তর্পণে লবির দিকে। বোরহান যোগ দিল চারজনের সাথে। হায়দার তার পাশে এসে দাঁড়াতে সে বলল, 'এখনও ডাক্তার মোমেন, রাক্ষুসী আর চাকু বাকি রয়েছে।'

হায়দার স্মরণ করিয়ে দিল, 'দলের একজন বুইক নিয়ে পালিয়েছে। চাকুই হয়তো সে।'

বোরহান মুখের চতুর্ধার দু'হাতের পাঞ্জা দিয়ে ঘিরে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল, 'শোনো তোমরা, দেখা দাও সামনে এসে! আর কোন সুযোগ নেই তোমাদের। ধরা দাও, ওপরে হাত তুলে যে যেখানে আছ বেরিয়ে এসো!'

মোমেন ডাক্তার চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'ভাল কথা রাক্ষুসী, তোমার

BanglaBook.org

কথাই ঠিক হচ্ছে, এটাই পথের শেষ। আমি যুদ্ধ করার মত মানুষ ছিলাম না কানকালে। আজও হতে পারিনি। আমি যাচ্ছি, ধরা দেব ওদের হাতে।'

ডেস্কের পিছনে বসে আছে রাক্ষুসী-মা, ভারী ভারী হাত দুটো মেশিনগানের উপর রাখা তার। কয়েকটা হলুদ-রঙা আর কয়েকটা সোনার চকচকে দাঁত দেখিয়ে হাসল সে।

'যা ভাল বুঝবে, করবে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে হয়তো তোমার। বলা যায় না, ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি যাও, দেরি করা এই মুহূর্তে ঠিক নয়।'

'আমি যোদ্ধা নই,' ডাক্তার বলল। 'রাক্ষুসী, মনে পড়ছে, খুব নিশ্চিন্তে দিন কাটছিল তোমাদের সাথে আমার। তোমাকে তো আমি বলেইছিলাম, কিডন্যাপিং পছন্দ নয় আমার। এখন দেখো, কি পরিণতি হতে চলেছে!'

বোরহানের কণ্ঠস্বর ভেসে এল আবার, 'বেরিয়ে এসো তোমরা। এই শেষবার, এই শেষ সুযোগ! উপরে হাত তুলে বেরিয়ে এসো। তা না হলে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।'

'আচ্ছা, এসো ডাক্তার!' মা বলল। 'মাথার ওপর হাত দুটো তুলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাও। একটু সন্দেহ হলেই খতম করে দেবে ওরা।'

'বিদায়!' ডাক্তার বলল। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল সে। রুমের মাঝখানে গিয়েই হাত দুটো তুলল মাথার উপর। দরজার কাছে এসে থামল সে। তারপর চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমি ধরা দিতে চাই! গুলি করবেন না কেউ!'

রাক্ষুসী-মা'র মুখ ভরে উঠল কুৎসিত হাসিতে। মেশিনগানের মুখ ঘুরিয়ে ধরল সে মোমেন ডাক্তারের পিঠ বরাবর। ডাক্তার প্রায় অন্ধকার ক্লাবটার ভিতর দিয়ে লবির দিকে এগুচ্ছে। রাক্ষুসী-মা ট্রিগার টিপে ধরল। প্রচণ্ড শব্দে গুলির ঝাঁক উড়ে গেল। ডাক্তারকে কে যেন ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। কার্পেটের উপর আছড়ে পড়ার আগেই প্রাণবায়ু উড়ে গেছে তার।

'বিদায়!' মা উঠে দাঁড়িয়ে বলল। মেশিনগানটা দু'হাতে বাগিয়ে ধরে নিঃশব্দ দৃঢ় পদক্ষেপে দরজার দিকে এগোল সে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর পাগলিনীর মত চিৎকার করে উঠল, 'আয় তোরা, আমাকে খতম কর! মুরোদ থাকে তো আয় তোরা, আমাকে খতম কর! আয় তোরা···!'

মোটরসাইকেল-পুলিস অনুসরণ করছে বুইকটাকে।

প্রচণ্ড বেগে শহরের প্রধান সড়ক ধরে শহরতলির দিকে পালাচ্ছে চাকু। এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে এসেছে ও বহু আগে। এই খানিক আগে অতিক্রম করেছে টঙ্গী। ময়মনসিংহ-এর দিকে ছুটছে বুইকটা। একটা মাল বোঝাই ট্রাক সোজা ছুটে আসছে বুইকটার দিকে। একটা সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠছে যেন।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকল বিলকিস। হাসতে হাসতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল চাকু। দু'এক ইঞ্চির ব্যবধানে পাশ কেটে চলে গেল ট্রাকটা। ট্রাকের ড্রাইভার মা-বাপ তুলে গাল দিচ্ছে।

BanglaBook.org

মাত্র একশো গজ দূরে একটা সিগন্যাল পোস্ট। কয়েকটা মোড় দেখা যাচ্ছে। মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা যানবাহন। চাকু হর্ন-বাটনে আঙুল চেপে ধরল। মোটরসাইকেল-পুলিসরা বুঝতে পারল, চাকু থামবে না। সাইরেন বাজাল ওরা রাস্তা থেকে অন্যান্য যানবাহনকে সরাবার জন্যে। বুইকটা পৌঁছুবার আগেই সব যানবাহন থেমে গেল, কেবল একটা ছাড়া। মোটরটার ড্রাইভার ব্যাপারটা বুঝতে মুহূর্তমাত্র দেরি করেছিল। প্রচণ্ড একটা নাড়া খেলো ড্রাইভার। চাকুর বুইক মোটরটার অফসাইডের হেড-লাইট উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল ঝড়ের বেগে।

এতক্ষণে ফাঁকা রাস্তায় এসেছে চাকু। মোটরসাইকেলের লাইটগুলো পিছিয়ে পড়ছে ক্রমশ। কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকার জমাট বাঁধবে। সাইরেনের একটানা শব্দে বিরক্ত বোধ করছে সে। কিন্তু আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে এতক্ষণে। গাড়ির গতি যত খুশি বাড়াতে এখন আর বাধা নেই কোন। ফাঁকা রাস্তা। পুলিস ধরতে পারবে না কোনমতেই আর ওকে। ড্রাইভিং-মিররে চোখ রাখল সে। দু'শো গজ পিছন থেকে দু'টো মোটরসাইকেল তাকে অনুসরণ করছে। দু'জনই ঝুঁকে পড়েছে হ্যান্ডেল-বারের উপর। তিন নম্বর মোটর-সাইকেল দেখা যাচ্ছে না আর। পিছিয়ে পড়েছে সে। চাকু হঠাৎ আলোর ঝলক দেখল, পরক্ষণেই ফায়ারের শব্দ। একজন পুলিস ফায়ার করেছে বুইকটাকে লক্ষ্য করে।

'মাথা নিচু করে থাকো!' বিলকিসের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল চাকু। আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে সিট থেকে নেমে গাড়ির মেঝেয় বসে পড়ল মেয়েটা। চাকু সাইড-লাইট দু'টো জ্বেলে দিল। ঢাকার দিকে দু'একটা মাল বোঝাই ট্রাক আসছে। সাইরেন বাজার ফলে পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে গাড়িগুলো এক পাশে সরে গিয়ে। চাকু আবার তাকাল ড্রাইভিং-মিররে। দু'জনের মধ্যে বাকি একজনকে দেখা যাচ্ছে। একজন খসে গেছে তাহলে। হঠাৎ গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলল চাকু। সারামুখে নিষ্ঠুরতার রেখা ফুঠে উঠল তার। আয়নায় চোখ রেখে দেখল, মোটরসাইকেল-পুলিসটা তার পনেরো-বিশ হাত পিছনে এসে পড়েছে। চাকু অপেক্ষা করতে লাগল। দু'মিনিট পিছু পিছু এসে হঠাৎ মোটরসাইকেলটা চাকুর পাশাপাশি নিয়ে এল পুলিসটা। রাগে লাল হয়ে রয়েছে তার মুখ। চাকুর উদ্দেশে চিৎকার করে কি যেন বলছে। মোটরসাইকেলের প্রচণ্ড শব্দে একটা কথাও কানে ঢুকল না চাকুর। হাসতে হাসতে স্টিয়ারিং বেদম ঘুরিয়ে বুইকটাকে রাস্তার উপর আড়াআড়ি করে ফেলল সে। বুইকের গায়ের সাথে টক্কর লাগল মোটর-সাইকেলের। রাস্তার ঢালু কিনারায় পৌঁছুবার ঠিক আগের মুহূর্তে ব্রেক কষল চাকু। দাঁড়িয়ে পড়ল বুইকটা। ব্যাক করল সে গাড়ি। দ্রুত বুইকটাকে সোজা করতে করতে পলকের জন্যে দৃষ্টি পড়ল, মোটর-সাইকেলটা গড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তার ঢালু পাড় বেয়ে জলার দিকে। পুলিসটাও গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে।

আবার ছুটল বুইক। পেট্রল যা আছে তাতে সমস্যায় পড়ার কারণ নেই।

কিন্তু গন্তব্যস্থান কোন্‌দিকে? কোথায় যাবে সে? কারও কথা ভাবতে পারছে না সে, যে তাকে লুকোবার ঠাঁই দেবে। ঝুঁকে পড়ে বিলকিসের মাথায় ধাক্কা দিয়ে বলল, 'উঠে বসো এবার। আর ভয় নেই।'

বিলকিস চাকুর পাশের সিটে উঠে বসল আবার। সরে এল যতদূর সম্ভব। তাকিয়ে রইল জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। পনেরো ঘণ্টা হয়ে গেল ইঞ্জেকশন পুশ করা হয়নি ওর শরীরে। যে ওষুধ ঠিক ওষুধ নয়, যে ওষুধের গুণ মারাত্মক নেশার সৃষ্টি করে। চাকু সে ওষুধের নাম জানে না। মরফিয়া হয়তো নয়, তার চেয়েও কাজের, তার চেয়েও কড়া কোন ওষুধ হবে। গত পনেরো ঘণ্টা ওষুধ ছাড়া আছে ও। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ওর মাথা। নেশা দূর হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছন্ন-ভাবটা কাটিয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। ও এখন স্মরণ করার প্রয়াস পাচ্ছে, রেসিং-কারে বসে রয়েছে কেন সে? আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছে যেন ও একটা বহু পূর্বের দৃশ্য—একজন ছোটখাট মানুষ পড়ে আছে রক্তাপ্লুত অবস্থায়। তার শার্টে রক্তের দাগ। রক্ত সাপের মত একেবেঁকে কার্পেটের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

চাকু বলছে, 'পুলিস পিছু ছাড়বে না আমাদের। খুঁজবে ওরা। তুমি আর আমি আজ ভয়ানক বিপদে পড়েছি। কোথাও যাবার জায়গা নেই আমাদের। তবু থেমে থাকলে চলবে না। সামনে এগোতে হবে। জানি না, আমাদের কপালে কি আছে।'

বিলকিস বুঝতে পারল না, চাকু কি বলছে। শুধু তার কণ্ঠস্বর শুনে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে ও। চাকু ওর নির্বাক স্বভাবে অভ্যস্ত। কিন্তু এখন সে মনেপ্রাণে কামনা করছে, ও তাকে কিছু বলুক। সে চাইছে, ও কোন উপদেশ দিক ওকে। কোন বুদ্ধি বাতলে দিক। তাকে সাহায্য করুক। সে চাইছে রাক্ষুসী-মা'র সান্নিধ্য। মা বলতে পারত, এখন কি করা উচিত তার।

মধুপুরের জঙ্গল সামনেই। অন্ধকার জমজমাট হয়ে গেছে। চাকুর খিদে পাচ্ছে। রাস্তার এপাশে তাকাল সে, ওপাশে তাকাল। একটা বড় বাড়ি দেখা যাচ্ছে সামনে। গাড়ি আস্তে চালাল সে। বাড়িটার গেট দিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। গাড়ি থামিয়ে নামতে নামতে বলল, 'দেখি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। গাড়ির ভিতর থেকে নেমো না তুমি। সাবধান, পালাবার কথা ভুলেও ভেবো না। তুমি আর আমি এক সুতোয় বাঁধা পড়ে গেছি, মনে রেখো।'

রিভলবার হাতে নিয়ে সামনের ঘরের দরজার দিকে চলল চাকু। তারপর কি মনে করে আলোকিত একটা জানালা দিয়ে প্রথমে উঁকি মেরে দেখল ঘরের ভিতরটা। তিনজন মানুষ টেবিলের সামনে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে। মা, বাবা আর মেয়ে হবে সম্ভবত। চাকু সরে এল জানালার কাছ থেকে। দরজার সামনে এসে কবাটে আস্তে আস্তে ঠেলা দিল। বুঝতে পারল দরজা ভিড়ানো। ঝট করে ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা দুটো। খেতে খেতে তিনজনই মুখ তুলে তাকাল চাকুর দিকে। চাকুর হাতে রিভলবার দেখে ভয় পেয়ে গেল তারা। চাকু ওদের ভয় পেতে দেখে হাসল। বলল, 'পুতুলের মত বসে থাকো তিনজনই, কিছু বলব

BanglaBook.org

না আমি।'

ঘরের ভিতরে ঢুকল চাকু। আধবয়সী লোকটা চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করতেই চাকু ঝট করে রিভলবার তাক করল তার দিকে। ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে বসে পড়ল লোকটা আবার। টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে মাংসের পেয়ালাটা তুলে নিল সে। বলল, 'পেয়ালাটা নিচ্ছি। ফোন আছে বাড়িতে?'

ঘরের এককোণে একটা টেবিল। টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করে লোকটা ফোন দেখিয়ে দিল। চাকু ফোনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে তার ধরে হেঁচকা টান মারল একটা। ছিঁড়ে গেল তার। বলল, 'আমার কথা স্রেফ ভুলে যাবে তোমরা।' চাকু যুবতী মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'তুমি! ওঠো তুমি, উঠে দাঁড়াও! শাড়ি আর ব্লাউজ খুলে দাও আমাকে...জলদি!'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল যুবতীর মুখ। বাবার দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকাল সে ফ্যালফ্যাল করে। চাকু রিভলবার উঁচিয়ে বলে উঠল, 'জলদি করো যা বললাম, তা না হলে গুলি খেয়ে মরবে!'

'দে, মা!'

বাবার কথা শুনে যন্ত্রচালিতের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল যুবতী। শাড়ি খুলল কাঁপা হাতে। ভয়ানক লজ্জা পেয়ে ব্লাউজ খুলতে ইতস্তত করছিল সে। চাকু একপা এগিয়ে রিভলবার তাক করল। দ্রুত হাতে ব্লাউজের বোতাম খুলতে শুরু করল যুবতী। ব্লাউজের নিচে ব্রেসিয়ার পরনে তার। ব্লাউজটা আর শাড়িটা মেঝেতে ফেলে দিল সে। পিছিয়ে এল তারপর ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে। চাকু কাপড়গুলো মেঝে থেকে তুলে নিয়ে পিছিয়ে দরজার কাছে চলে এল। বলল, 'গাড়ির শব্দ দূরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত উঠবে না কেউ যে যার জায়গা থেকে।'

দৌড় মারল চাকু। গাড়িতে এসে উঠল। কাপড়গুলো বিলকিসের কোলের উপর রাখতে কেন যেন শিউরে উঠল ও। চাকু বলল, 'শালা সিরাজের পোশাক খুলে ফেলো। শাড়িটা আর ব্লাউজটা পরে নাও। আচ্ছা, একটু পরে পরবে, এখন থাক।'

গাড়ি ছেড়ে দিল চাকু। মাইলখানেক এসে রাস্তার একধারে দাঁড় করাল সে আবার গাড়ি। বিলকিসের দিকে তাকিয়ে মাংসের পেয়ালাটা পায়ের কাছ থেকে তুলে বলল, 'এসো, দু'জন ভাগ করে খাওয়া যাক। রান্নাটা খুব ভাল মনে হচ্ছে।'

বলতে বলতে টপাটপ দুটো মাংসের টুকরো মুখে পুরে চিবোতে শুরু করল চাকু। বিলকিস সরে গেল একটু। চাকু পেয়ালাটা বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে। মেয়েটা বলল, 'না।'

দ্বিতীয়বার সাধল না চাকু। নিজেই টপাটপ শেষ করে ফেলল এক পেয়ালা মাংস। খালি পেয়ালাটা অন্ধকারে ফেলে দিল জানালা দিয়ে। তারপর প্যান্টের পায়া দিয়ে মুখ মুছল ঝুঁকে। বলল, 'এবার তুমি কাপড়গুলো ছেড়ে পরে নাও শাড়ি-ব্লাউজ। তাড়াতাড়ি করো।'

BanglaBook.org

'থাক, যেমন আছি...'

বিলকিস কথা শেষ করতে পারল না। চাকু ওর মাথার চুল মুঠো করে ধরে ঝাঁকি দিল। 'যা বলছি করো তাড়াতাড়ি!'

'না!'

চুলের গোছা ধরে গাড়ির বাইরে বের করে আনল চাকু ওকে। বলল, 'জোর করে কাজটা করাতে হবে বুঝি?'

'না।'

চাকু ছেড়ে দিল ওকে। বলল, 'তাহলে যা বলছি, করো জলদি!'

গাড়ির ভিতরে ঢুকে সামান্য আলোয় বিলকিস প্রাণপণ চেষ্টায় প্যান্ট আর শার্ট খুলতে লাগল। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে ওর। চাকু বাইরে থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। প্রচুর সময় লাগল বিলকিসের। শেষ পর্যন্ত শাড়িটা কোন রকমে শরীরে জড়াল ও। ব্লাউজটাও পরল। নিজের সিটের পিছনে মাথা রেখে হাঁপাতে শুরু করেছে ও। মোমেন ডাক্তার ওকে যে ওষুধ দিত তার গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। গত চারমাস ধরে যেসব দৃশ্য ও দেখেছে আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে থেকে সে সব দৃশ্য আবছা আবছা রহস্যময় হয়ে ভেসে উঠছে ওর চোখের সামনে। শিউরে উঠছে ও।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে চাকু অস্বস্তিভরে তাকাল ওর দিকে। সে অনুমান করল ওর মনের অবস্থা। সে চিড়িয়াখানার বন্য ভালুককে দেখেছে ওষুধ ইঞ্জেকশন দিয়ে কেমন বশ করে, ঠাণ্ডা করে দেয়। শুধু যদি মা'র সাথে একটু আলাপ করতে পারত সে! মা তাকে বলে দিত, কি করতে হবে। হঠাৎ মাথায় নতুন একটা দুশ্চিন্তা জেগে উঠল। মার পরিণতি কি হয়েছে এতক্ষণে? মা কি পালাতে পেরেছে? নাকি ক্লাবেই বন্দিনী হয়ে আছে সব? মা'র উপরই চিরজীবন পরগাছার মত ভর করে এসেছে সে। সে বিশ্বাস করে না, মা'র খারাপ কিছু ঘটতে পারে।

রাস্তার পাশে একটা পেট্রল-পাম্প দেখতে পেল চাকু। একজন লোক অফিসরূমে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। অফিসরূমে ফোন থাকতে পারে, ভাবল সে। মা'র খবরটা নেওয়া দরকার। কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করবে সে? মনে পড়ল সূচিতা-বারের ম্যানেজারের কথা। লোকটা চেনে ওদের সকলকেই। একসময় ডাকাতিই করত ইসলাম খান। ইসলাম খান জানলেও জানতে পারে কোন খবর। গাড়ি থামাল চাকু। বিলকিসের দিকে চেয়ে বলল, 'একটা ফোন করতে যাচ্ছি আমি।'

গাড়ি থেকে নেমে সোজা অফিস-রূমে ঢুকল চাকু। পকেটে সে আগেই রেখে দিয়েছে .45 পিস্তলটা। বিস্মিত চোখ তুলে তাকাল লোকটা। চাকু বলল, 'ফোনটা ব্যবহার করতে হবে আমাকে। বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে ভাল হয়।'

চাকুর চেহারা এবং কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা দেখে ভয় পেয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে রূম ছেড়ে বাইরে চলে গেল লোকটা। কাঁচের মাঝ দিয়ে চাকু দেখল, লোকটা পাম্পের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে শঙ্কিত চোখে তাকাচ্ছে সে চাকুর দিকে। পরপরই আশাপূর্ণ চোখে রাস্তার দু'টো দিক দেখে

BanglaBook.org

নিচ্ছে, কোন গাড়ি আসছে কিনা।

সূচিতা হোটেলের নম্বর ফোন-গাইড থেকে খুঁজে পেতে কয়েক মিনিট সময় লেগে গেল চাকুর। একাজে অভ্যাস নেই ওর। ইসলাম খানকে পাওয়া গেল। চাকু বলল, 'আমি চাকু। খবর কি, বলতে পারো ইসলাম?'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে!' চাকুর গলা শুনে অবাক ভাবটা কাটিয়ে বলল ইসলাম খান। 'বেঁচু ধরা পড়েছে। ক্লাবে ভয়ানক একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। লোকু, লাল আর মোমেন ডাক্তার খতম!'

চাকুর বুক কেঁপে উঠল। চেঁচিয়ে উঠে বলল সে, 'জাহান্নামে যাক সবাই। মা'র খবর বলো।'

নিঃশব্দ হয়ে রইল ইসলাম খানের কণ্ঠ। বারের ভিতরে ইংরেজি বাজনা বাজছে, কানে ঢুকছে চাকুর। অধৈর্য কণ্ঠে আবার জানতে চাইল সে, 'চুপ করে রইল যে বড়! মা'র কি হয়েছে?'

'মা নেই, চাকু। আমি দুঃখিত। তোমার গর্ব করার মত মা ছিল বটে। পাঁচজন পুলিসকে খতম করার পর সর্বনাশটা ঘটেছে।'

চাকু অনুভব করল, পেট থেকে নাড়িগুলো গলার দিকে যেন উঠে আসতে চাইছে। মাথাটা ঘুরে উঠল সাথে সাথে। পা জোড়া স্থির রাখতে পারছে না সে। রিসিভারটা পড়ে গেল হাত থেকে।

'মা নেই!'

চাকু বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। আচমকা কে যেন ওকে ফেলে দিয়েছে অবলম্বনহীন শূন্যে। অসহায়, দুর্বল, ভীত, নিঃসম্বল মনে হচ্ছে তার নিজেকে। মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দে চমকে উঠল চাকু। জানালা দিয়ে তাকাল সে। একজন পুলিস আসছে মোটর-সাইকেল নিয়ে। পেট্রল-পাম্পের দিকেই আসছে। মন্থর হয়ে আসছে মোটর-সাইকেলের গতি। লাফ মেরে দরজার কাছে চলে এল চাকু। খুলে ফেলল দরজা। বুইকটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে মোটরসাইকেলটা। বুইকের জানালার সামনে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে পুলিসটা। চাকু পকেট থেকে রিভলবার টেনে বের করল। অফিসরুম থেকে বেরিয়ে পাম্পের কাছে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল তার কথা উত্তেজনা বশত বেমালুম ভুলে গেছে সে। লোকটা চাকুর হাতে রিভলবার দেখে পুলিসটাকে সাবধান করে দেবার জন্যে চিৎকার করে উঠল। পুলিসটা চমকে উঠে ঘুরে তাকাল, সাথে সাথে কোমরের রিভলবারের বাঁটে হাত চলে গেল তার। কিন্তু সেটা আর টেনে বের করার সুযোগ হলো না বেচারার। চাকু তাক করেই ট্রিগার টিপে দিল। নিস্তব্ধতার মধ্যে রিভলবারের শব্দ ভয়ানক হয়ে কানে ঢুকল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল পুলিসটা মোটরসাইকেল থেকে। তার গায়ের উপরই পড়ল মোটরসাইকেলটা কাত হয়ে। চাকু ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল অ্যাটেনড্যান্ট লোকটার খোঁজে। কিন্তু চিৎকার করে উঠে কোথায় যে গেল লোকটা বুঝতে পারল না চাকু। চারদিকে কোথাও দেখা গেল না তাকে। সময় নষ্ট না করে দৌড়ে বুইকটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। একদিকের দরজা খুলতেই বিলকিস

BanglaBook.org

অপরদিকের দরজা খুলে বাইরে পা রাখল একটা। ছুটে গেল চাকু। বিলকিসের ঘাড় ধরে নুইয়ে ঢুকিয়ে দিল আবার ভিতরে। তারপর আবার সে ঘুরে এসে খোলা দরজা দিয়ে গাড়িতে উঠল। কঠিন গলায় বলল, 'হাড় গুঁড়ো করে দেব শয়তানী করলে!'

গাড়ি ছেড়ে দিল চাকু। তীরবেগে প্রধান সড়ক ধরে কিছুদূর গিয়েই একটা কাঁচা রাস্তার দিকে গাড়ি ঘোরাল সে। মধুপুরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল বুইক।

পেট্রল-পাম্পের লোকটা মাথা তুলে তাকাল কয়েকটা ড্রামের আড়াল থেকে চাকুর গাড়ির শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতেই। ছুটে গেল সে মোটর-সাইকেল চাপা পড়া পুলিসটার দিকে। ঝুঁকে পড়ে দেখল কয়েক সেকেন্ড। তারপর আবার হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল অফিস-রুমের দিকে।

অফিসরুমে ঢুকে মেঝেতে পড়ে থাকা রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করতে শুরু করল দ্রুত।

থানা হেডকোয়ার্টারের অপারেশন রুমে বিরাট একটা ম্যাপের উপর ঝুঁকে পড়েছে হায়দার এবং বোরহান। এমন সময় একজন পুলিস অফিসার রুমে ঢুকল, 'মি. শরীফ চৌধুরী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, স্যার।'

বোরহান অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে তাকাল। হায়দার বলে উঠল, 'আমি কথা বলছি ওঁর সাথে।'

ওয়েটিং রুমের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল অফিসার হায়দারকে। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ও। শরীফ চৌধুরী জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নিঃশব্দে। হায়দার রুমে ঢুকতেই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। সংক্ষিপ্ত ভাষায় বললেন, 'তোমার খবর পেয়েছি। কতদূর?'

হায়দার শরীফ চৌধুরীর কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আপনার মেয়ে জীবিত। ও গত তিনমাস ধরে প্যারাডাইস ক্লাবে বন্দিনী অবস্থায় ছিল। ঘণ্টাখানেক আগে হামলা করে ধ্বংস করে দিয়েছি আমরা ক্লাবটা। সেখানে কিছু প্রমাণ রয়েছে, যাতে করে বদ্ধমূল হয়েছে আমাদের বিশ্বাস।'

'কি প্রমাণ?'

'তালামারা একটা স্যুইট। মেয়েলী দ্রব্য, কাপড়-চোপড়।'

'ও তাহলে এখন কোথায়?'

'আমরা হামলা করার কিছু আগে চাকু ওকে নিয়ে ক্লাব থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। ও পুরুষের পোশাক পরে চাকুর সাথেই আছে। পরে আমরা খবর পেয়েছি, ঢাকা থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে একটা বাড়ি থেকে ভয় দেখিয়ে মেয়েছেলের শাড়ি-ব্লাউজ নিয়ে গেছে চাকু। তারপর থেকে চাকুর গাড়ির কোন খবর আমরা পাচ্ছি না, কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই। কমবেশি সঠিক জানি আমরা, গাড়িটা কোন্‌দিকে যাচ্ছে। চাকু পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। প্রতিটি রাস্তায় কড়া পাহারার এবং প্রয়োজন মত বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। ওর

BanglaBook.org

খোঁজ পাওয়াটা এখন শুধু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।'

শরীফ চৌধুরী বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। যা তিনি শুনলেন তা যেন তিনি কামনা করেননি। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে রাত্রির অন্ধকারময় ঢাকা নগরীর দিকে তাকালেন তিনি। বিড়বিড় করে বললেন, 'বেঁচে আছে···এতদিন ধরে! আমি ওর ভালর জন্যেই আশা করেছিলাম, ও বোধ হয় বেঁচে নেই, কিন্তু···বেঁচে আছে···!'

শরীফ চৌধুরীর ভাবনাটার আসল কারণ সত্যিই ভয়ঙ্কর। শরীফ চৌধুরী কোটিপতি। বিলকিস চৌধুরী তাঁরই মেয়ে। তাঁদের একটা আলাদা সমাজ, আলাদা সম্মান, আলাদা মর্যাদা আছে। বিলকিস চৌধুরী প্রায় চার মাস কুখ্যাত একদল গুণ্ডা, খুনী, লম্পট, বদমাশ, ঘৃণিত পশুর সাথে কাটিয়ে দিয়েছে। ও মারা গেছে সেই ধারণাই করেছিল সকলে। এতদিন পর হঠাৎ যদি ও ফিরে আসে তাহলে পরিস্থিতিটা কেমন দাঁড়াবে? সমাজে কোথায় স্থান হবে ওর? কার সাথে মেলামেশা করার কথা ভাববে ও? কে ওকে বিয়ে করবে? লোকের কাছে মুখ দেখাবে কিভাবে? কে ওকে ভালবাসবে? কে ওকে সঙ্গ দেবে? সমাজের অবহেলা সইবে কেমন করে ও? এরচেয়ে কি মরণই ভাল ছিল ওর?

হায়দার কথা বলল না আর। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটল। শরীফ চৌধুরী মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার আর কোন কথা জানাবার আছে আমাকে?'

ইতস্তত করল হায়দার খানিকক্ষণ।

শরীফ চৌধুরী আবার বলে উঠলেন, 'আমার কাছে লুকিয়ো না কিছু। তোমার আর কোন কথা জানাবার আছে আমাকে?'

হায়দার নিচু স্বরে বলতে শুরু করল, 'ওরা মাদক জাতীয় ওষুধ ইঞ্জেক্ট করত আপনার মেয়ের শরীরে। কারণ চাকু জোর করে একঘরে থাকত ওর সাথে। ওষুধের গুণে মাতাল করে দিয়ে সম্ভব করে তোলা হয়েছিল একসাথে থাকার ব্যবস্থাটা।' একটু চুপ করে থেকে হায়দার আবার বলল, 'চাকু নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। It's a pathological case. আপনার মেয়েকে হাতে পাবার পর বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রাখা দরকার। আমি একজন মেডিক্যাল অফিসারের সাথে আলাপ করেছি। ভদ্রলোকের মতে, চারমাস পুরনো সুস্থ জীবনের কোনকিছুর সাথে হঠাৎ মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া উচিত হবে না বিলকিসকে। আগে উনি নিজে একবার দেখবেন ওকে। তার আগে মেয়ের সাথে আপনাকেও সাক্ষাৎ করতে দিতে আপত্তি তাঁর। আপনি বাড়িতে অপেক্ষা করবেন, আমরা ভাল মনে করলে আপনার মেয়েকে সাথে করে নিয়ে যাব। আগে ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখবেন ওকে। মুক্তি পাবার বিস্ময় অনেক সময় চরম আকার নিয়ে দেখা দেয়। কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে সেই বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটতে। আর একটা কথা। চাকু আত্মসমর্পণ করবে না। হত্যা করতে হবে তাকে। চাকু চেষ্টা করবে বিলকিসের ভয় দেখিয়ে নিজেকে বাঁচাতে। ব্যাপারটা খুবই জটিল এবং দুর্ঘটনা ঘটবার আশঙ্কা থাকছে পুরো মাত্রায়। বুঝতে পারছেন···'

শরীফ চৌধুরী বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমার কথা বুঝতে পারছি আমি। ওর জন্যে আমি বাড়িতে অপেক্ষা করব।' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন আবার, 'আমি জানি, তোমার পরিশ্রমেই এই গুণ্ডাদলের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের মধ্যেকার চুক্তির কথা ভুলিনি আমি। বিলকিস ফিরে এলে, টাকা তুমি পাবে। আমি বাড়িতে অপেক্ষা করছি। কিভাবে বদমাশটাকে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যখন বিলকিসকে পাওয়া যাবে সব খবর জানাবে তুমি।'

'অবশ্যই জানাব।'

শরীফ চৌধুরী বের হয়ে গেলেন রুম থেকে।

হায়দার অপারেশন রুমে ফিরে এসে শরীফ চৌধুরীকে ও কি বলেছে, বোরহানকে জানাল। সমর্থন জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল বোরহান। তারপর বলল, 'এই একটু আগে বদমাশটার নতুন একটা সন্ধান পেয়েছি।' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখল সে। 'দশমিনিট আগে চাকু মেয়েটাকে সাথে নিয়ে এই জায়গায় ছিল। একজন মোটরসাইকেল-পুলিসকে মারাত্মকভাবে আহত করে পালিয়েছে বদমাশটা। পালিয়েছে বটে, কিন্তু কোন্‌দিকে গেছে বুঝতে পারছি আমরা। মধুপুরের জঙ্গলে ঢুকে গেছে গাড়ি নিয়ে। কর্ডন আরও কড়া করা হয়েছে। দরকার পড়লে আর্মির সাহায্য চাইব আমরা। বেশি সময় লাগবে না আর। রেডিওর নির্ধারিত প্রোগ্রাম বন্ধ করে এই অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে গাড়িটার নম্বর জানিয়ে সতর্ক থাকার ঘোষণা প্রচার করা হচ্ছে।'

ডেস্কের কিনারায় বসল হায়দার। জিজ্ঞেস করল, 'মীনা বেগমকে এখনও ধরে রেখেছিস তোরা?'

'চাকুকে না পাওয়া পর্যন্ত রাখব। তারপর ছেড়ে দেব ওকে। ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমাদের। রাক্ষুসীর দলের বিরুদ্ধে অবশ্যি অকাট্য প্রমাণ হাতে রয়েছে এখন আমাদের। ওহ্! ডাইনী বুড়ি সত্যি রাক্ষুসী! জীবনে ভুলব না আমি শয়তানীটার কথা! পাঁচ পাঁচটা বুলেট খেয়েও পড়ল না, যতক্ষণ না মেশিনগানের গুলি শেষে হলো ততক্ষণ ট্রিগার ছাড়েনি–বাপরে! চাকুটা অমন নয়, এই যা ভরসা।'

হায়দার বলে উঠল, 'মেয়েটার জন্যে দুশ্চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ভাই। ওর বেঁচে থাকাটা আশাতীত ব্যতিক্রম। কল্পনা করো, চাকুর মত কুৎসিত, বীভৎস চেহারার একজন লোকের সাথে বন্ধ ঘরে চার চারটে মাস কাটানো!'

বোরহান বলল, 'সত্যি, ওর কপালে যে কি আছে তা ভাবতেও ভয় লাগছে আমার। বেচারি মরে গেলেই ভাল ছিল। কি নিয়ে বাঁচবে ও এখন? তাছাড়া ওষুধের গুণে কেমন হাল হয়েছে তাই বা কে জানে। মনে হয় না পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায় কোনদিন ফিরে আসবে ও।'

'ওর আব্বাও তাই ভাবছেন। যেভাবে কথা বললেন তাতে তিনি আঘাতই

BanglaBook.org

পেয়েছেন। হ্যাঁ, বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই ওর।'

সময় কাটছে। রাত সাড়ে বারোটার সময় শর্টওয়েভে রেডিওতে একটা খবর এল। জরুরী খবর। খবরটা টুকে নিয়ে একজন অফিসার এনে দিল বোরহানকে। বোরহান পড়ল। তারপর বলল, 'চাকুর গাড়িটা পাওয়া গেছে। জঙ্গলে গাড়িটা রেখে আরও গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। মধুপুরের আশপাশে কয়েকটা ফার্ম আছে। জঙ্গলের ভিতরেও দু'টো ফার্ম হাউস আছে, তাই না?'

অফিসার বলল, 'আছে, স্যার।'

বোরহান বলল, 'ফোনে পাও কিনা দেখো তো ফার্ম দু'টোর কাউকে। পেলে সাবধান করে দিয়ো।'

রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করল অফিসার। খানিক পর সে বোরহানকে বলল, 'মি. গফফার চৌধুরীর ফার্মে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। মধুপুরের বাঁ পাশে ফার্মটা। চাকু ওদিকে যায়নি। আবদুল জব্বার খানের ফার্মের ম্যানেজারকে সাবধান করে দিয়েছি।'

হায়দার বলল, 'আমরা মধুপুরের জঙ্গলে যেতে পারি না?'

'দু'শো লোক আতিপাতি করে খুঁজছে। আমরা দু'জন গিয়ে ওদের চেয়ে বেশি আর কি করব? ঠিক নির্দিষ্ট কোন্ জায়গায় চাকু লুকিয়ে আছে জানতে পারলেই যাব আমরা।'

কিন্তু সকাল ছ'টার আগে সেই আকাঙ্ক্ষিত সংবাদটা এল না। সূর্য উঠব উঠব করছে, এমন সময় একজন পুলিস অফিসার রেডিওর কাছ থেকে উঠে এসে জানাল, 'চাকু মি. আবদুল জব্বার খানের ফার্মের ভিতরে লুকিয়ে আছে, স্যার। মি. জব্বারের একজন চাকর দেখেছে এক বালতি খাবার পানি চুরি করে নিয়ে যেতে। চাকু, তাতে সন্দেহ নেই কোন।'

'মেয়েটার খবর?'

বোরহান রেডিওর সামনে এসে দাঁড়াল। মাউথ-পিসটা তুলে নিয়ে সংবাদ বাহককে জিজ্ঞেস করল, 'ইন্সপেক্টর বোরহান বলছি। কি খবর?'

উত্তর এল, 'সাব-ইন্সপেক্টর করিম বলছি, স্যার। চাকুকে দেখা গেছে একবার। কিন্তু বিলকিসের কোন হদিস পাওয়া যায়নি এখনও। ফার্মটা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছি আমরা, স্যার। কোনমতেই পালাতে পারবে না চাকু। এবার কি আমরা আস্তে আস্তে সামনে বাড়ব?'

বোরহান বলল, 'আমি না পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছুব আমি।'

তৈরি হবার জন্যে চলে গেল বোরহান। ফিরে এল সে তিন মিনিটের মধ্যেই। হায়দার ইতিমধ্যে ফোন করে কথা বলে নিয়েছে শরীফ চৌধুরীর সাথে। শরীফ চৌধুরী সব শুনে জানিয়েছেন, তাঁর নিজস্ব হেলিকপ্টারে করে তিনি একবার মধুপুরের জঙ্গলটা দেখে আসবেন। বেশিক্ষণ সেখানে থাকবেন না তিনি। তবে মনটা কোনমতেই স্থির করতে পারছেন না, সেজন্যে জায়গাটা তিনি

BanglaBook.org

দেখে আসবেন মাত্র। হায়দার রাজি হয়েছে এক শর্তে। শর্তটা হলো, শরীফ চৌধুরী হেলিকপ্টার ল্যান্ড করাবেন না। এবং বেশিক্ষণ ঘোরাফেরা না করে ফিরে আসবেন বাড়িতে। বিলকিস মুক্ত হয়েই তার বাবার মুখোমুখি হোক এটা ডাক্তার চান না।

জেগে উঠল চাকু ধড়মড় করে। ঘুমের ভিতরেও সতর্ক হয়ে ছিল যেন সে। অর্ধেকটা উঠে বসতেই রিভলবারটা হাতে চলে এল। বেড়ার ছোট ছোট ফুটো দিয়ে রোদ ঢুকে পড়েছে ঘরে। কয়েক মুহূর্ত চাকু বুঝতেই পারল না ঠিক কোথায় রয়েছে সে। তারপর মনে পড়ে গেল, জঙ্গলের এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে সে গাড়িটা। তারপর ওরা হেঁটেছে অনেক, শেষপর্যন্ত এই খড়-ভর্তি ঘরটায় আশ্রয় নিয়েছে। ফার্ম-হাউসের আলো দেখে সামনে এগোবার সাহস হয়নি তার। বেশ বেগ পেতে হয়েছিল তাকে বিলকিসকে এই খড়ের গুদামে ঢোকাতে। মেয়েটা এত বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে একপাও হাঁটাতে পারা যায়নি। কাঁধে তুলে বয়ে আনতে হয়েছে। বেড়ার ঘরটার ভিতরে ঢুকেই শুইয়ে দিয়েছিল ওকে চাকু। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

ঘুম খুব বেশি হয়নি চাকুর।

উঠে বসল সে। প্রচণ্ড খিদে এবং পিপাসা পাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সাড়ে পাঁচটার মত বাজে। হয়তো সারাটা দিন এই ঘরেই কাটাতে হবে ওদেরকে। খাবার পানি ছাড়া বাঁচা যাবে না। বিলকিসের দিকে তাকাল ও। ঘুমাচ্ছে। দরজার কাছ থেকে বড়সড় একটা খালি মটকা সরাল ও। দরজা খুলে ফেলল। রিভলবার হাতে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফার্ম-হাউসটা দেখতে লাগল।

কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ফার্ম-হাউসের একাংশে একটা বাড়ি। বাড়িটার প্রতিটি জানালায় ভারী পর্দা ঝুলছে। বেশ খানিকক্ষণ সন্ধানী চোখে দেখল চাকু। কেউ নেই কোথাও। সন্তর্পণে পা বাড়াল সে বাড়িটার দিকে।

ফার্মের মালিক মি. জব্বার খান এবং তার চাকর-বাকররা সারারাত জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ো একজন চাকরই দেখল প্রথমে চাকুকে। সাথে সাথে পাশের জানালার সামনে চেয়ারে বসে থাকা মালিককে জানাল সে খবরটা। জানালার পর্দা সামান্য একটু সরিয়ে মি. আবদুল জব্বার দেখলেন দৃশ্যটা। চাকু রিভলবার হাতে ফিরে যাচ্ছে। অন্য হাতে তার এক বালতি খাবার পানি। মি. জব্বার তাঁর ম্যানেজারকে বললেন, 'ওই লোকটাই। জানিয়ে দাও পুলিসকে খবরটা।'

চাকু পানির ট্যাঙ্ক থেকে এক বালতি পানি নিয়ে ফের ফিরে এল বেড়ার উঁচু ঘরটায়। টের পেল না সে, তার উপস্থিতির খবর পৌঁছে গেছে ফার্ম-হাউসের বাইরে অপেক্ষারত পুলিস অফিসারের কানে। দলে দলে এগিয়ে আসছে পুলিস ধীরে ধীরে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করল চাকু পরবর্তী কাজ সম্পর্কে। গাড়িটা জঙ্গলে রেখে এসে ভালই করেছে সে। পুলিস যদি গাড়িটা

BanglaBook.org

খুঁজে পায়, ভাববে কাছে-পিঠেই কোথাও আছে চাকু। কিন্তু ছয়-সাত মাইল চলে এসেছে সে গাড়ির কাছ থেকে। অবশ্যি, একটা গাড়ি তাকে যোগাড় করতে হবে। ফার্ম-হাউসে নিশ্চয় গাড়ি আছে। ফার্ম-হাউসের লোকেরা যে যার কাজে দূরে সরে গেলে চেষ্টা করে দেখবে চুরি করা যায় কিনা। বসে পড়ল চাকু। চোখ দু'টো বন্ধ করল। কেন যেন শঙ্কাবোধ ক্রমশ গ্রাস করছে তাকে। মৃত্যু, সে কেমন জিনিস? মরতে মানুষের কেমন লাগে? মরার পর তার কি হবে? এ এমন একটা ধাঁধা যা কিনা চাকুর মাথায় ঢোকে না। মরার পর সব শেষ হয়ে যাবে, এ কথা বিশ্বাস করতে মন চায় না তার। কিছু না কিছু একটা ঘটবেই মরার পর। কিন্তু কি ঘটবে?

এমন সময় বিলকিসের কথার শব্দ ঢুকল কানে। উঠে দাঁড়াল সে। বিলকিস ঘুমের ঘোরে কথা বলছে। ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙছে ওর। চাকু চেয়ে আছে ওর দিকে। ধীরে ধীরে চোখ মেলছে বিলকিস। এমনসময় একটা হেলিকপ্টারের শব্দ কানে ঢুকল। খুব পরিষ্কার নয় শব্দটা, কিন্তু শোনা যাচ্ছে।

ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল। চাকু দেখল, বিলকিসের চোখের পাপড়ি বিস্ফারিত হয়ে উঠছে। একটু একটু করে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে ও। চাকু ধমক দিয়ে উঠল, 'অমন করছ কেন! আমি বাঘ, না ভালুক?'

হঠাৎ চাকুর মনে হলো, বিলকিস চিৎকার করতে পারে। 'খবরদার, চেঁচাবে না কিন্তু! শুনতে পাচ্ছ, চেঁচামেচি কোরো না। আমি তোমার কাছে যাব না। শুধু চুপচাপ থাকো।'

বিলকিস চুপ করেই রইল। কপ্টারের শব্দ ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। তাকিয়ে আছে ও চাকুর দিকে নিষ্পলক। একসময় মনে হলো, কপ্টারটা ঘরের উপর এসে পড়েছে।

অকস্মাৎ লাফ দিয়ে উঠল চাকুর হৃৎপিণ্ড। মহা বিপদ, বুঝতে পারল সে। কপ্টারটা দাঁড়িয়ে আছে শূন্যে! শব্দটা একই জায়গা থেকে আসছে। লাফ মেরে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। বিলকিসের দিকে ফিরে ইঙ্গিতে বসে থাকতে বলল, তারপর খুলল দরজাটা।

দরজা খুলতেই মাথার উপর কপ্টারটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল চাকু। একমুহূর্ত পরই গতি নিল সেটা। চলে যাচ্ছে। চাকু বুঝতে পারল, তার লুকোবার জায়গাটা আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। দ্রুত রিভলবারটা হাতে নিল সে। দরজাটা বন্ধ করল বাইরে থেকে। পা পা করে এবার ফার্ম-হাউসের দিকে এগোল। খানিকদূর যেতেই দুটো ট্র্যাক্টর দেখা গেল। গরুর গাড়ি কয়েকটা, আর একটা সাত-টনী ট্রাকও দেখল চাকু। তাদের খড়-ভর্তি ঘরটার দিকে পুলিস যদি এগোতে শুরু করে তাহলে নিরাপদ কভার পাবে।

হঠাৎ একজন পুলিসকে দেখে ফেলল চাকু। ট্রাকের উপর থেকে দ্রুত একজন কনেস্টবল একটা ট্র্যাক্টরে লাফিয়ে পড়ল। গুলি করার সময়ও পেল না চাকু। হয়তো কনেস্টবলটা দেখতে পায়নি চাকুকে এতদূর থেকে।

ফার্ম-হাউসের পিছনের শেল্টারে একটা গাড়ি এসে থামল। বোরহান এবং

BanglaBook.org

হায়দার দ্রুত নামল গাড়ি থেকে। সাব-ইন্সপেক্টর রফিক এবং সাব-ইন্সপেক্টর মি. কামাল ছুটে এলো। রফিক বলল, 'চাকু বের হবে বলে মনে হয় না, সার। একটা খড়-ভর্তি বেড়ার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে সে। ফার্মটা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছি আমরা।

বোরহান বলল, 'কোথায় সে, জায়গাটা আমি দেখতে চাই।'

'আসুন, সার।'

চারজন পা বাড়াল দ্রুত। রাইফেলধারী পুলিসদের তৈরি কর্ডন দেখে সন্তুষ্ট হলো ও। লুকিয়ে আছে সবাই। শুয়ে, হাঁটু মুড়ে বসে, দেয়ালের আড়ালে দেহ লুকিয়ে যে যার জায়গায় অবস্থান করছে সতর্কতার সাথে। ফার্ম-হাউসটাকে পাশ কাটিয়ে খোলা-মেলা একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা চারজন। রফিক আঙুল বাড়িয়ে পঞ্চাশ গজ দূরের একটা বেড়ার উঁচু ঘর দেখিয়ে বলল, 'ওই ঘরে, সার।'

বোরহান মনোযোগ দিয়ে সামনের জায়গাটা দেখল। প্রথম তিরিশ গজ চমৎকার কভার পাওয়া যাবে। কিন্তু বাকি কুড়ি গজ খোলা-মেলা। জানতে চাইল, 'ওর কাছে মেশিনগান আছে কিনা জানা গেছে?'

'জানা যায়নি, সার।'

'থাকলে বিপদ। কিন্তু মেয়েটার দেখা একেবারেই পাওনি?'

'না, সার।'

বোরহান বলল, 'আত্মসমর্পণের জন্যে হুকুম দিতে হয়। লাউড-স্পীকার আছে?'

'এখুনি এসে পড়বে, সার। আনতে পাঠিয়েছি।'

ফিরে এল ওরা। খানিক পরই লাউডস্পীকার এসে পৌঁছুল। মাইক্রোফোনটা নিল বোরহান। রফিককে বলল, 'ট্রাক আর ট্র্যাক্টরের আড়ালে কতজন লোক রেখেছ?'

'দু'জন, সার।'

'ওদেরকে বলে দাও, সকলকেই বলে দাও, গোলাগুলি যেন কেউ না করে। বিলকিস যদি ওর সাথে থেকেই থাকে, কোন ভুল করতে চাই না আমরা। আরও কয়েকজনকে ট্র্যাক্টরের আড়ালে পাঠিয়ে দাও।'

'বুঝেছি, সার।'

দশজন রাইফেলধারী পুলিস হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ট্র্যাক্টরের দিকে।

উত্তেজনায় ও ভয়ে ঘামতে ঘামতে চাকু দেখল, হামাগুড়ি দিয়ে দশজন লোক খোলা জায়গাটার দিকে এগিয়ে আসছে। খাকি ইউনিফরম, সবুজ হেলমেট এবং রাইফেল দেখে ওরা যে পুলিস তা আর বুঝতে বাকি রইল না তার। রিভলবার উঁচিয়ে ধরল সে। লক্ষ্যস্থির করা যাচ্ছে না। কাঁপছে তার হাত। একজন পুলিসের দিকে চেয়ে থেকে ট্রিগারে চাপ দিল সে। একহাত উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলি। বিদ্যুৎগতিতে দশজন পুলিস ট্র্যাক্টরের আড়ালে আশ্রয় নিল।

বোরহান, 'মেশিনগান থাকলে ব্যবহার করত হারামজাদা। এখন প্রশ্ন হলো

BanglaBook.org

কতগুলো বুলেট আছে ওর কাছে।' মাইক্রোফোন মুখের কাছে নিয়ে চাকুর উদ্দেশে বলল সে, 'চাকু, তোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছি আমরা। পালিয়ে যাবার কোন উপায় নেই তোমার। মাথার ওপর হাত তুলে বের হয়ে এসো। চাকু, বের হয়ে এসো। ধরা দাও আমাদের হাতে।'

সকাল বেলাকার স্নিগ্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল কথাগুলো। চাকু শুনল। ভিজে ঠোঁট দুটো ঝুলে পড়েছে তার। হাঁ হয়ে গেছে গাল। একটা মেশিনগানের অভাব বোধ করল সে। এভাবে বিপদে জড়িয়ে পড়াতে নিজের উদ্দেশে দাঁত চাপল সে। মা'র কথা মনে পড়ে গেল। মা নাকি একজন পুরুষের মত লড়াই করে মরেছে। সে নিজেও বীরের মত যুদ্ধ করে মরবে। রিভলবারটা চেক করল সে। পাঁচটা বুলেট আছে আর। ঠিক আছে, পাঁচজনকে নিয়েই মরবে সে। জীবিত তাকে ধরতে পারবে না ওরা।

খড়ের উপর শুয়ে শুয়েই প্রথম বুলেটের শব্দটা শুনতে পেয়েছে বিলকিস। তারপর লাউডস্পীকারের কথাগুলোও শুনেছে। বহুক্ষণ আগে থেকেই গত চারমাস আগের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের কথা একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে আসছে। বুঝতে পারছে, কিছু আগে বা পরে মুক্ত হবে সে। এবং মুক্তিলাভের পর থেকেই আসলে তিক্ত অভিজ্ঞতার শুরু হবে তার জীবনে। মহা পরীক্ষা শুরু হবে। ভয়ানক, বিস্বাদ, কটু, অস্বস্তিকর, অশান্তিকর অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে মুক্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে হবে তাকে।

আধ শোয়া অবস্থায় দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, চাকু পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে রিভলবার। সে ঘামছে দরদর করে। কাঁপছে। চারদিকে নিস্তব্ধতা।

চাকু আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। দু'জনে চেয়ে রইল পরস্পরের দিকে। চাকুর মুখ ভিজে গিয়ে চকচক করছে দিনের আলোয়। কর্কশ কণ্ঠে, চিবিয়ে চিবিয়ে অশ্লীল গালাগালি করছে সে।

বিলকিস প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে, এই বুঝি গুলি করল লোকটা তাকে। ওর মন চাইছে চাকু ওকে গুলি করুক। একটা বুলেট বুক গুঁড়িয়ে দিয়ে যাক ওর। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকুক। তারপর প্রাণবায়ু ত্যাগ করে যাক ওর দেহ। কিন্তু চাকু নড়ছে না। গুলি করছে না। শুধু হলুদ চোখ মেলে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

বাইরে একটা শব্দ হলো। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল চাকু। গরুর গাড়ির কাছে কে যেন নড়াচড়া করছে। গুলি করল চাকু। নিস্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মাটিতে বিঁধল গুলি। ধুলো উড়ল একরাশ গরুর গাড়ির চাকার সামনে।

হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল চাকু। গরুর গাড়ির পিছনে পুলিসরা জমায়েত হয়েছে। ঠেলছে তারা গাড়িটাকে পিছন থেকে। গাড়িটা এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। গাড়ির আড়ালে দেহ বাঁচিয়ে এগিয়ে আসছে পুলিস।

সামনে ছুটে এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল চাকু। রোদের মধ্যে, খোলা

BanglaBook.org

জায়গায় চলে এসেছে সে। এগিয়ে আসছে গরুর গাড়িটা। অন্ধের মত গুলি করল চাকু। আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠেছে তার মুখের চেহারা।

দুটো মেশিনগান গর্জন করে উঠল। চাকুর শার্টে রক্তের ফোঁটা দেখা গেল। শার্ট ফুটো হয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। হাত থেকে রিভলবারটা খসে পড়ল। যেমন হঠাৎ গর্জন করে উঠেছিল তেমনি হঠাৎ থেমে গেল মেশিনগান দুটো।

হায়দার আর বোরহান দেখছে চাকুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দৃশ্য। মাটিতে পড়ে গিয়ে আস্তে আস্তে পা দু'টো নড়ছে। মোচড় খাচ্ছে সর্বশরীর, যেমন মোচড় খায় সাপ মরার সময়। এভাবে মোচড় খেতে খেতেই হঠাৎ বেঁকে গেল চাকুর পিঠ। তারপরই সিধে হয়ে নিঃসাড় হয়ে গেল দেহটা।

দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর রিভলবার হাতে এগিয়ে এল দেহটার দিকে।

হায়দার দেহটার কাছে আসার আগেই বুঝতে পারল, চাকু মরে গেছে। লাশটার সামনে এসে দাঁড়াল ও আর বোরহান চাকুর প্রাণহীন হলুদ চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত, চেয়ে আছে হায়দারের দিকে। মুখটা চাকুর ঝুলে পড়েছে মরার পরও, গালটা এখনও হাঁ করা। বোরহান বলল, 'খতম।'

হায়দার বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হ্যাঁ।' খড়-ভর্তি বেড়ার ঘরটার দিকে পা বাড়াল সে।

মেশিনগানের গর্জন শুনেই বিলকিস বুঝতে পেরেছিল, চাকু নিহত হয়েছে। কি এক হতাশায় বুক ফেটে কান্না আসছিল ওর। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের কোণায় গিয়ে জবুথুবু হয়ে বসে পড়েছে। লোকজনের কথার শব্দ কানে আসছে। আতঙ্কিত বোধ করছে ও। যেন পাগল হয়ে যাবে, মাথাটা ঝিমঝিম করছে। মুক্ত হয়েছে, লোকচক্ষুর সামনে এক্ষুণি দাঁড়াতে হবে ওকে, সবাই কৌতূহলী চোখে দেখবে তাকে। তার আপাদমস্তক, চোখের দৃষ্টি, মুখ, বেশভূষা—সবকিছু দেখবে। সকলের মনে প্রশ্ন জাগবে, কেমন ভাবে কেটেছে মেয়েটার দিন গত চারমাস? কি রকম অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে ওকে?

কয়েক মুহূর্ত হায়দার ওকে দেখতে পেল না। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঘরের এদিক-ওদিক তাকাল ও। অন্ধকারে এক কোণে বসে আছে মেয়েটা জড়সড় হয়ে। দু'জন তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। হায়দারের চোখে অভয়দানের দৃষ্টি। বিলকিসের চোখে ভয়, ত্রাস, আতঙ্ক, অসহায়তা, সন্দেহ।

ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হায়দার। মৃদু গলায় বলল ধীরে ধীরে, 'বিলকিস, আমি হায়দার আলী। তোমার বড় ভাই বলে মনে করো আমাকে, কেমন? তুমি যখন বাড়ি ফিরতে চাইবে তখন তোমাকে সাথে নিয়ে যাবার জন্যে তোমার আব্বা আমাকে পাঠিয়েছেন। ব্যস্ততার কিছু নেই। তুমি এখন স্বাধীন। তুমি বলো, কি করতে চাও এখন, আমি সব ব্যবস্থা করব।'

হায়দার দেখল, তার কথায় একটু প্রকাশিত হয়েছে বিলকিস। কিন্তু আরও সামনে গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছাটা ত্যাগ করল ও। বিলকিস তার দিকে অদ্ভুত সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে অদ্ভুত কিছু একটা করে বসতে

BanglaBook.org

পারে হায়দারকে সামনে বাড়তে দেখলে।

হায়দার আবার বলতে শুরু করল, 'আচ্ছা, সবচেয়ে বোধ হয় ভাল হয়, তোমাকে কোন ভাল হোটেলে নিয়ে যাই আপাতত। স্নান করে, কাপড়-চোপড় বদলে, কিছু খেয়ে নিয়ে, খানিক বিশ্রাম করে সময় মত বাড়ি ফিরলেই হবে। তোমার কি মনে হয়? হোটেলে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। একা থাকবে যতক্ষণ ভাল লাগে। কেউ ডাকাডাকি করবে না তোমাকে। সাংবাদিকরা টেরই পাবে না, তুমি হোটেলে আছ। পিছন দিক দিয়ে নিয়ে যাব। বাড়ি ফেরার সময়ও পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে আসব আমরা। কি বলো তুমি?'

বিলকিস নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছে হায়দারের দিকে। আরও অনেকক্ষণ সেইভাবে চেয়ে থাকার পর ছোট্ট একটা উত্তর দিল ও, 'হ্যাঁ।'

হায়দার স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'বাইরে একজন ডাক্তার আছেন। চমৎকার ভদ্রলোক উনি। তোমাকে একবার দেখতে চান, ডেকে পাঠাব?'

সাথে সাথে চমকে উঠতে দেখা গেল বিলকিসকে। আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখের দৃষ্টিতে। 'ডাক্তার কেন আসবেন! আমাকে দেখতে চাইবেন কেন? কাউকে চাই না আমি, কেউ আসবে না আমার কাছে!'

'ঠিক আছে, বেশ তো। আসবেন না ডাক্তার। তুমি যদি না চাও তাহলে কেউ দেখতে আসবে না তোমাকে। তবে, এখন আমরা হোটেলে যাবার কথা ভাবতে পারি, তাই না?'

আবার বিলকিস সন্ধানী চোখে তাকিয়ে রইল হায়দারের দিকে। ইতস্তত করছে ও। তারপর ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

হায়দার বলল, 'আমি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে আসি। থাকো। কেউ আসবে না তোমার কাছে। কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না।'

হায়দার বাইরে এসে বোরহানকে বলল, 'আমি হোটেল মুনে নিয়ে যাচ্ছি বিলকিসকে। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দে, গাড়িটা ঘরের সামনে নিয়ে এসে রাখতে হবে। আর আশপাশ থেকে তোর সব লোকজনকে সরিয়ে নিতে হবে।'

ড. কামাল এগিয়ে এলেন। হায়দার সব কথা বলল ওঁকে। ডাক্তার বললেন, 'হোটেলেই নিয়ে যান। ও যা চায় তাই করতে হবে এখন আমাদের। মুক্ত হবার প্রাথমিক আঘাতটা কাটতে প্রচুর সময় লাগবে। ওকে একবার দেখতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত। এক কাজ করা যায়, আমি না হয় আগেভাগেই হোটেল মুনে চলে যাই। ওখানে অপেক্ষা করব আমি। আপনি ওর সাথে থাকবেন, অবশ্য যতক্ষণ ও আপত্তি না করে। বোঝাবার চেষ্টা করবেন, ডাক্তার একবার পরীক্ষা করলে ভাল হত।'

হায়দার বলল, 'বেশ। আপনি আরও একটা কাজ দয়া করে করুন। গাড়ি নিয়ে আপনি চলে যান হোটেলে। একটা রুম রিজার্ভ করে রাখবেন ওর জন্যে।'

ডাক্তার রাজি হলেন। চলে গেলেন তিনি। বোরহান আদেশ-নির্দেশ দিতে শুরু করল।

বিলকিস এখনও বসে আছে সেই এক কোণায়। হায়দারকে ফিরে আসতে

BanglaBook.org

দেখে চোখ তুলে তাকাল ও। 'সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি।' একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলল, 'ভয়-ভাবনার একেবারেই কিছু নেই তোমার, বোন। তোমার আব্বা তোমার জন্যে অপেক্ষা করবেন বাড়িতে, সেটাই ভাল। তুমি যখন দেখা করতে চাইবে, তখন সবরকম ব্যবস্থা করতে পারব আমি।'

'দেখা করতে চাই না আমি। একা থাকতে চাই,' হায়দারের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল বিলকিস।

হায়দার বলল, 'বেশ, তাই হবে। তুমি হয়তো ভাবছ, আমার পরিচয় কি?'

একটু মনোযোগ দিল বিলকিস এবার। হায়দার শান্তভাবে কথা বলে চলেছে। সময় বয়ে যাচ্ছে। এক সময় ও অনুমান করল, ড. কামাল হোটেল মুনে পৌঁছে গেছে এতক্ষণে। তারপর বলল, 'এবার আমরা রওনা হতে পারি, কেমন?'

আবার আতঙ্ক ফুটে উঠল বিলকিসের চোখে। হায়দার ওর দিকে না তাকিয়ে বলল, 'আর দেরি করব না। এসো।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল হায়দার। দরজার কাছেই একটা ফোক্সওয়াগেন। আশপাশে কেউ নেই। বোরহান সবাইকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং-সিটে উঠে বসল সে। অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েক মিনিট পর ধীরে ধীরে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বিলকিস। ইতস্তত করছে ও। হায়দার তাকাল না। ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে এল বিলকিস। হায়দার খুলে দিল গাড়ির দরজা। কোন কথা বলল না। বিলকিস উঠে বসল গাড়ির ভিতরে।

দেড় ঘণ্টার মত লাগল হোটেল মুনের পিছন দিকে পৌঁছাতে। কোন লোকজন নেই। হায়দার গাড়ি থেকে নেমে বলল, 'এক মিনিট, এখুনি আসছি আমি।'

হায়দার পিছনের দরজা দিয়ে হোটেলের ভিতরে ঢুকল। ড. কামাল অপেক্ষা করছিলেন লবিতে। হায়দারকে চাবি দিয়ে বললেন, 'রুম নম্বর ২২৫। নয়তলায়। নার্স কাপড়-চোপড় রেখে বেরিয়ে এসেছে রুম থেকে। কেমন আছেন বিলকিস?'

হায়দার বলল, 'বেশি কথা বলছে না। মানসিক অবস্থাটা এখনও গোলমেলে ঠেকছে। তবে আমার উপস্থিতি সহ্য করতে পারছে, এই যা। আপনি সরে থাকুন, ডক্টর। ওকে ওপরে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

ড. কামাল বললেন, 'দেখবেন, একবার যেন পরীক্ষা করতে পারি আমি। ব্যাপারটা জরুরী, বুঝতে পারছেন তো?'

'নিশ্চয়,' হায়দার বলল। 'চেষ্টা অবশ্যই করব আমি। আচ্ছা, বোরহান··· ইন্সপেক্টর বোরহান কোথায় এখন বলতে পারেন?'

ড. কামাল বললেন, 'উনি তো আসেননি। তবে কয়েকজন কনেস্টবলকে পাঠিয়েছেন। ওরা বিলকিসকে জনতা এবং সাংবাদিকদের ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখার জন্যে এসেছে।'

'ঠিক আছে, দরকার হলেই ওর রুমে ডাকব আমি আপনাকে। আপনি

BanglaBook.org

হোটেল ছেড়ে যাবেন না কিন্তু।'

বিলকিস নিশ্চুপ বসে আছে। হায়দার ফিরে আসতে মুখ তুলে তাকাল সে। চোখে সন্দেহ। হায়দার বলল, 'সব ঠিক হয়ে গেছে। কেউ নেই কোথাও।'

গাড়ি থেকে বের হয়ে এল বিলকিস। দু'জন হাঁটতে শুরু করল একসাথে। ভিতরে ঢুকে লবির মধ্যে দিয়ে লিফটের দিকে এগোল।

ওপরে উঠে কেউ কোন কথা বলল না। হায়দার ২২৫ নম্বর রুমের দিকে নিয়ে চলল ওকে। রুমের সামনে দাঁড়িয়ে তালা খুলল হায়দার। দরজার পাল্লা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল ও। ড. কামাল কাজের মত কাজ করেছেন বটে। রুমের ভিতরে অনেক ফুলের সমারোহ দেখা গেল। টেবিলের ওপর প্রচুর খাবার-দাবার সাজানো। জানালাগুলো খোলা, রোদ রুমের নীল কার্পেটে আলপনা এঁকেছে।

বিলকিস মৃদু পদক্ষেপে একরাশ গোলাপের দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে মৃদুভাবে স্পর্শ করল পাপড়িগুলো। হায়দার বন্ধ করে দিল রুমের দরজা। তারপর বলল, 'ড. কামাল তোমার সাথে আলাপ করতে চান এক মিনিটের জন্যে। তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

সন্ধানী চোখে ও তাকাল হায়দারের দিকে। হতচকিত দেখাচ্ছে যেন আবার ওকে। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আপনি এভাবেই বুঝি সবসময় মানুষের উপকার করতে চান?'

হায়দার হেসে ফেলে বলল, 'তেমন সুযোগ পাইনি কখনও। তোমার কাজ সেরে নাও, স্নান করবে না?'

বিলকিস বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। হায়দার ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরাল, তারপর একটা খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল গিয়ে। বহু নিচে গাড়ি-ঘোড়া যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। মোটরগাড়িগুলো ছোট খেলনার মত দেখাচ্ছে। জানালার ঠিক নিচেই হোটেলের প্রবেশ-পথ। হায়দার দেখল একদল লোক জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েকজন কনেস্টবলের সাথে কথা বলছে তারা। হায়দার বুঝল, সাংবাদিকের দল খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। জানালার কাছ থেকে সরে এসে দরজা খুলে করিডরে এল হায়দার। তিনজন পুলিস কনেস্টবল সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ফিরে এল সে।

প্রায় আধঘণ্টা পর বাথরুম থেকে বের হয়ে এল বিলকিস। কাপড়-চোপড় পরেছে ও, নতুন এবং দামী। অদ্ভুত সুন্দরী দেখাচ্ছে ওকে। হায়দারের মনে হলো, এমন সুন্দরী মেয়ে সে আর দেখেনি জীবনে। বলল, 'স্নান করার পর শরীরটা ঝরঝরে বোধ হচ্ছে, ঠিক না?'

হায়দার বাধা দেবার আগেই বিলকিস খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তাকাল বাইরের দিকে। হঠাৎ দ্রুত ঘুরল আবার ও। ভীষণ ভয় পেয়েছে।

হায়দার তাড়াতাড়ি বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। ওরা খবরের কাগজের লোক বটে, কিন্তু উপরে উঠে আসতে দেয়া হবে না কাউকে। শোনো, বসো, কিছু খেয়ে নাও বরং তুমি।'

BanglaBook.org

'না।' বসে পড়ল বিলকিস একটা সোফায়। দু'হাতে মুখ ঢাকল। হায়দার শঙ্কাবোধ করল। হঠাৎ বিলকিস হতাশ ভরা গলায় বলে উঠল, 'কি হবে আমার! জানি না, আমি কি করব এখন···কিছুই জানি না আমি!'

'ওসব কথা এখন ভাববে কেন তুমি?' হায়দার বলল। 'সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। সব স্বাভাবিক হয়ে আসবে, দেখবে তুমি। কেউ তোমাকে কোনদিন আজে-বাজে প্রশ্ন করে বিরক্ত করবে না বা লজ্জায় ফেলবে না। সব ঘটনাই একসময় পুরনো হয়ে যায়। সবাই ভুলে যাবে সব কথা। মাত্র তিন চারদিন একটু কৌতূহল থাকবে লোকের মনে, তারপর সবাই সব ভুলে যাবে। তুমি নিজেও ধীরে ধীরে ভুলে যাবে সব। দুঃস্বপ্ন কি মানুষ চিরদিন স্মরণ করে রাখে, না রাখতে পারে? এও তো একটা দুঃস্বপ্ন। দেখো, তোমার মন থেকে অল্পদিনের মধ্যেই সব মুছে যাবে। সামনে তোমার জীবনের অধিকাংশ সময় পড়ে রয়েছে। সামনের দিকে তাকাও তুমি, পিছনের দিকে তাকাবার কোন দরকার নেই।'

হায়দার অনুভব করছিল, কথাগুলো বলা দরকার তার। ও যা বলল তা ও নিজেই বিশ্বাস করে না। বিলকিসও বিশ্বাস করে না, ও জানে। তবু বলার জন্যেই বলা।

হঠাৎ বিলকিস তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'আপনি বললেন, সে মারা গেছে! কিন্তু না, মারা যায়নি। সে তো আমার সাথে সাথেই রয়েছে! জানি না আব্বা কি বলবেন। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম, আমার জীবনে কিছুই ঘটেনি। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি, কি কি ঘটেছে! কি করব এখন আমি?'

হায়দার মুখে ঠাণ্ডা ঘাম অনুভব করল। এমন এক জটিল পরিস্থিতির কথা স্বপ্নেও ভাবেনি ও। অপ্রতিভ গলায় ও বলে উঠল, 'তোমার আব্বাকে ডেকে পাঠাবার প্রস্তাবটা কেমন মনে হয় বলো তো?'

মাথা নেড়ে বিলকিস বলল, 'না। আব্বা আমার কোন সাহায্যে আসবে না। আব্বা নিজেই ভয় পেয়ে যাবেন। নিরাশ হবেন তিনি। এই জটিল সমস্যার সমাধান একমাত্র আমার দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু আমি কোনদিন কোন সমস্যার সম্মুখীন হইনি। সুতরাং কোন সমস্যা সমাধানের প্রশ্নও কোনদিন দেখা দেয়নি আমার জীবনে। আই হ্যাভ নেভার হ্যাড এনি রীজন টু কোপ উইথ এনিথিং। আই হ্যাভ নেভার হ্যাড এনি সেনস্ অভ ভ্যালু। দুর্ঘটনাটা ঘটার আগে জীবনের প্রতিটি দিন আরামে, আয়েশে, অক্লেশে কাটিয়েছি আমি। আই সাপোজ, ইট ইজ এ টেস্ট ফর মি, ইজ নট ইট? কিন্তু তা নয়, তার বদলে আমার মনে হচ্ছে, এটা একটা ফাঁদ আমার জন্যে। জানি না, এ থেকে মুক্ত হতে পারব কিনা। নিজেকে আমার অদ্ভুত একটা মানুষ বলে মনে হচ্ছে। আই অ্যাম এ পারসন উইদাউট এনি ব্যাকগ্রাডন্ড, এনি ক্যারেক্টর অর এনি ফেইথ। সাম পিপল কুড্ কোপ উইথ দিস বিকজ দে বিলিভ ইন গড। আই হ্যাভ নট বিলিভড্ ইন এনিথিং একসেপ্ট হ্যাভিং এ গুড টাইম।'

করুণ একটুকরো হাসি ধরে রেখেছে বিলকিস ঠোঁটের কোণায়। হায়দার অস্বস্তি বোধ করছে। আবার বিলকিস বলতে শুরু করল, 'সম্ভবত ডাক্তার

BanglaBook.org

আমাকে একবার দেখলেই ভাল হত। ডাক্তার হয়তো আমাকে কিছু ওষুধপত্র দেবেন। তারপর হয়তো আপনার কথা মত, আমি সুস্থ হয়ে উঠব।'

হায়দার ব্যস্তভাবে বলল, 'সেই ভাল। আমি ডেকে আনছি ডাক্তারকে। ডাক্তার তোমাকে পরীক্ষা করে এমন ব্যবস্থা করে দিতে পারবে, যাতে তুমি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।'

বিলকিস বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি করুন, প্লিজ! আমি বাড়ি ফিরব, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

করুণ একটুকরো হাসি বিলকিসের মুখে।

হায়দার দরজা দিয়ে বের হয়ে এল বাইরে। দরজাটা খোলাই রইল। দ্রুত পায়ে করিডরের একপ্রান্তে গিয়ে থামল হায়দার। সিঁড়ির নিচে একজন পুলিসকে দেখতে পেয়ে ও বলল, 'ড. কামালকে খবর দাও, তাড়াতাড়ি।'

হায়দারের কথা শেষ হতেই রুমের দরজা বন্ধ হলো, কানে শব্দ ঢুকল ওর। শিউরে উঠল হায়দার। তালা বন্ধ করার শব্দও শুনতে পেল।

দারুণ আশঙ্কায় দরজার সামনে ফিরে এল ও। দ্রুত হাতে টোকা দিল দরজার গায়ে। কিন্তু বিলকিস খুলল না দরজা। হায়দার পিছু হটে এসে সজোরে ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিল দরজায় কাঁধ দিয়ে। কিন্তু ভাঙল না দরজা।

দু'জন পুলিস ছুটে এল উপরে।

'ভাঙার চেষ্টা করো, জলদি!' হায়দার চিৎকার করে আদেশ করল।

দু'জন পুলিসের ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেল দরজার কব্জা। হাত দিয়ে ঠেলা দিতেই ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা। সেই সাথেই হায়দার শুনতে পেল সরু, তীক্ষ্ণ একটা আর্তধ্বনি। ক্রমশ দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে চিৎকারটা।

পরক্ষণেই বহু নিচ থেকে ভারী একটা কিছু পতনের শব্দ এসে কানে ঢুকল।

বহু নিচে, রাস্তার ওপর থেকে, লোকজনের হৈ-চৈ ভেসে এল পরমুহূর্তে। যান্ত্রিক যানবাহনের সব শব্দ থেমে গেল সেই সাথে।

হায়দার অসহায়, ব্যর্থ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে, শূন্য রুমের দিকে দৃষ্টি ওর।

এত করেও শেষরক্ষা হলো না!

***

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org